মাসুদ রানা

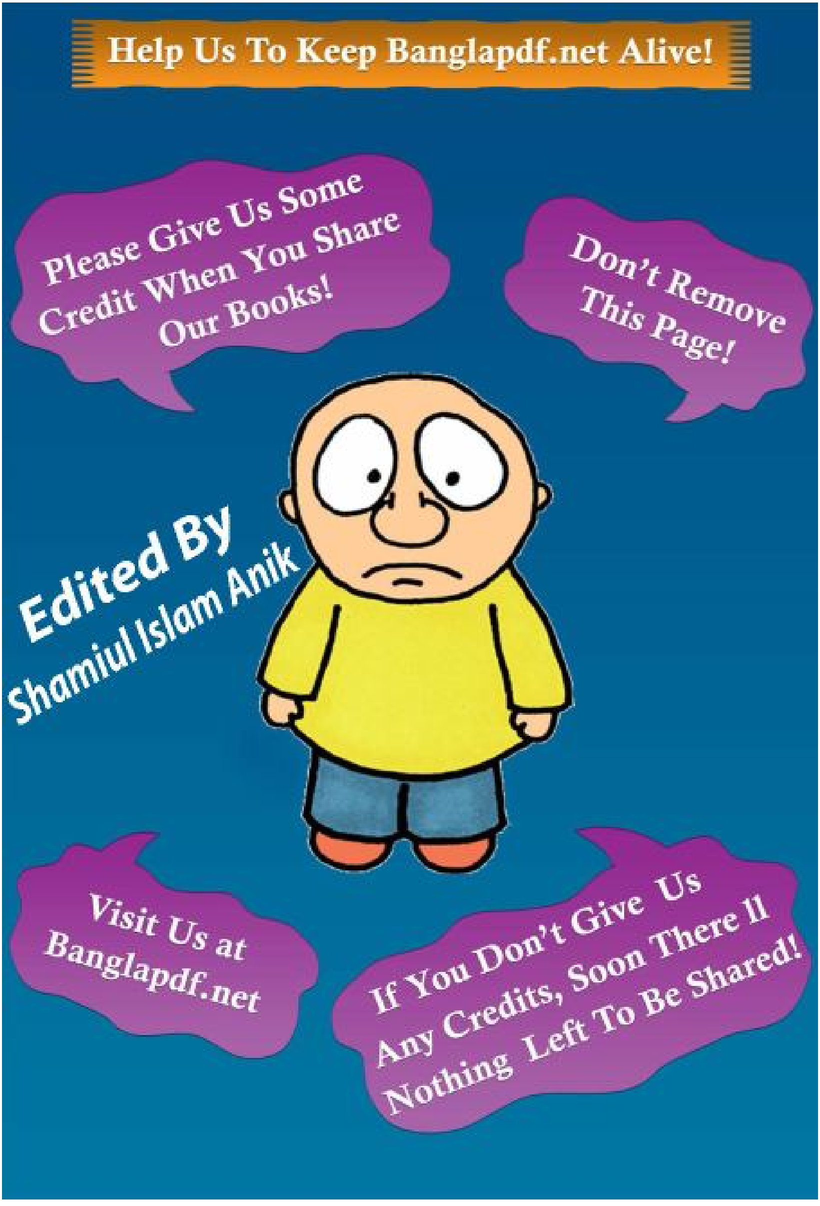
গ্রাস

[দুই খণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited By Shamiul Islam Anik
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

গ্রাস-১

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

এক

মন্ট্রিয়ল। কানাডা। ১৬ আগস্ট।

বাঁ হাতে অ্যাটাচী কেস, পরনে নীল রঙের কমপ্লিট স্যুট, লাল টাই, মাথায় হ্যাট—সিআই অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। মনটা খুশি।

মাঝ আকাশ থেকে নিষ্প্রভ সূর্যটা হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে মাত্র, এরই মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে মন্ট্রিয়ল শহর ফিকে হলুদ রঙের কুয়াশায়।

পঁচিশ গজ দূরে অনেক গাড়ির ভিড় থেকে উঁকি মারছে ধূসর রঙের একটা পন্টিয়াকের নাক। কংক্রিটের উপর জুতোর ভারি আওয়াজ। দৃঢ়, দ্রুত পায়ে গাড়িটার দিকে এগোচ্ছে রানা।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে ভাবতেই পারেনি ও। ওকে দেখে মাথা নেড়ে বসতে ইঙ্গিত করে মুচকি হেসেছেন কানাডা ইন্টেলিজেন্সের অপারেশনাল ডিরেকটার হুবার্ট গডফ্রে। সাথে সাথেই খটকা লাগে রানার। কেমন যেন রহস্যময় হাসি।

'তুমি এখানে অফিস খুললে আমরা খুশিই হব, রানা,' এই ছিল হুবার্ট গডফ্রের প্রথম কথা।

মানে? লোকটা জাদু জানে নাকি? 'কিন্তু আমার প্রস্তাব এখনও তো আমি...'

হাত তুলে ওকে থামতে বলেন গডফ্রে। বাজনা বন্ধ করার জন্যে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার দুটো ডেস্কের উপর নামিয়ে রেখে জানান, 'আমরা সব খবরই রাখি, রানা। দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় শহরে অফিস খুলছ, নিশ্চয়ই আমাদের এখানেও চাইবে—এটা অনুমান করা এমন কি কঠিন?'

কিন্তু তাই বলে হুবার্ট গডফ্রের মত একজন জাঁদরেল ইন্টেলিজেন্স চীফ কোনরকম আনুষ্ঠানিকতার ধার না ধেরে এভাবে এক কথায় রাজি? কেমন যেন খটকা লেগেছে রানার। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। ও জানে, এখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে আছে এক সবুজ-শ্যামল দেশ, সেখানে আছে কাঁচা-পাকা ভুরু কোঁচকানো যেমন রাগী তেমনি নরম এক বাহাত্তুরে বুড়ো—যাঁকে বন্ধু মনে করে গর্ব অনুভব করেন হুবার্ট গডফ্রে। কিন্তু রহস্যটা কি হতে পারে তা অনুমান করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ওকে। প্রশ্ন করে উত্তর পাবে না জেনে জিজ্ঞেসই করেনি গডফ্রেকে।

ঠোঁটে মৃদু শিস। পন্টিয়াকের পাশে থামল রানা। কানাডা সফর সফল হয়েছে। আগামী দুটো দিন ঘুরে ফিরে বেড়ানো ছাড়া ওর আর কোন কাজ নেই। অফিসের

জন্যে জায়গা নির্বাচন, অফিস সাজানো ইত্যাদি কাজগুলো কোন তদারকী প্রতিষ্ঠানকে করতে দিয়ে ইটালীতে চলে যাবে ও।

দূর থেকে ভেসে এল একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ। পকেটে হাত ভরল রানা। চাবি বের করার ফাঁকে দুটো দিক দেখে নিল ও। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কী-হোলে চাবি ঢোকাবার সময় মনে হলো, বিসদৃশ কিছু একটা চোখে পড়েছে, কিন্তু কি সেটা, ঠিক ধরতে পারছে না।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার বাঁ দিকে তাকাল রানা।

হৈ-চৈ উঠল চারদিক থেকে। মাত্র ছয় হাত দূরে এক লোক রাস্তা পেরোচ্ছে। অনেকটা ওরই মত শরীরের গঠন। অন্যমনস্ক। ঝড় তুলে এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে তাকাল একবার। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পাথরের মত জমে গেল রানা এক সেকেণ্ডের জন্যে। পরিষ্কার বুঝতে পারল বাঁচার কোন আশাই নেই লোকটার।

পরমুহূর্তে আধপাক ঘুরেই লাফ দিল রানা।

হেঁচকা টানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। পিছন ফিরল। মুহূর্তের জন্যে রানা দেখল, লোকটার দু'চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। পরমুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে টানা হেঁচড়া শুরু করল সে। দীর্ঘ তিন সেকেণ্ড চলল টানাটানি। ষাঁড়ের মত জোর লোকটার গায়ে। পরস্পরকে ওরা নিজের দিকে টানছে। এভাবে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি জেগে উঠল রানার মধ্যে। তবু লোকটাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল ও। কিন্তু ল্যাঙ মেরে তাকে দূরে ফেলে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, ওই শুধু নয়, লোকটাও ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

ঘাড় ফেরাল রানা। কুয়াশার ভিতর প্রকাণ্ড কালো গাড়িটাকে মাত্র সাত হাত দূর থেকে নিয়তির নির্মম পরিহাস বলে মনে হলো ওর। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সময়। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ছবি ফুটে উঠল চোখের সামনে সিনেমার পর্দার মত। রেবেকার মুখ। অনীতা, সোহানার মুখ। রাহাত খানের ভ্রূকুটি। রাঙার মা···গিলটি মিঞা···বন্ধু সোহেল···

ক্ষুধার্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িটা ওদের ওপর। ধাক্কাটা লাগতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে গেছে লোকটা, আলুর বস্তার মত গড়াতে গড়াতে একটা পাঁচিলে গিয়ে বাড়ি খেল তার কুণ্ডলী পাকানো শরীর।

নাকের সাথে সাঁটিয়ে নিয়ে দশ বারো হাত ঠেলে নিয়ে গেল গাড়িটা রানাকে। ড্রাইভারের বিস্ফারিত চোখ, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া আর নাকের উপর লাল জরুল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো ও।

দশ হাত দূরে চিৎ হয়ে পড়ল রানা ফুটপাথের উপর। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ওর. কিন্তু ব্যথাটা ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারছে না। এঞ্জিনের শব্দ, আর সেই শব্দকে ছাপিয়ে অনেক লোকের মিলিত চিৎকার যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও সচেতন থাকার। কিন্তু সব কিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। কুয়াশা কি হঠাৎ ঘন হয়ে যাচ্ছে? সন্দেহ হলো ওর। মনে হলো, চিন্তাভাবনাগুলো কেমন যেন বিক্ষিপ্ত আর ঘোলাটে হয়ে আসছে। মাত্র দু'সেকেণ্ড হয়েছে রাস্তার উপর পড়েছে ও, কিন্তু মনে হলো কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে

গাড়িটার সাথে ধাক্কা লাগার পর। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও গাড়িটাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা। হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল। চ্যাপ্টা হয়ে গেল পিছনটা। অর্ধেকটা ঢুকে গেল একটা দেয়াল ভেঙে। ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছে রানা। ভূতে পাওয়া চেহারা হয়েছে তার। ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে পালাবার জন্যে। বন বন করে স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাচ্ছে সে। বাঁক নিয়ে স্যাঁত করে বেরিয়ে গেল।

সব অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছু মনে নেই রানার।

মন্ট্রিয়ল, সেন্ট জোসেফ হাসপাতাল।

মাঝারি আকারের একটা কেবিন। দুটো বেড।

দুধের মত সাদা বিছানা। পাশ ফিরল রানা। বিরাট তৈলচিত্রের মাথায় ওয়ালক্লকটার পেণ্ডুলাম দুলছে। লাল ডায়ালের গায়ে বসানো সাদা সংখ্যাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরছে সেকেণ্ডের কাঁটা। মিনিটের কাঁটাটা দশের ঘরে স্থির হয়ে আছে। ১১-র ১ টাকে আড়াল করে রেখেছে ঘন্টার কাঁটা। এখন রাত। ঘেরা পর্দার ওপাশ থেকে সিস্টারের নিঃশ্বাস ফেলার মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। ডেটল আর ওষুধের গন্ধ ঢুকল ফুসফুসে। কিসের একটা শব্দ হলো মৃদু। সন্দেহ হলো, ঘুমের মধ্যে আবার বুঝি কাঁদছে কেনেথ।

চোখ মেলে তাকাল রানা। সাত হাত দূরে কেনেথের বেড। চোখে হাত চাপা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। কাঁদছে বলে মনে হলো না।

অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে কেনেথ। প্রথম দুটো দিন তার জান নিয়ে যমে মানুষের টানাটানি হলেও ডাক্তার জানিয়েছে, বিপদের ভয় কেটে গেছে। পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা না হলেও, কেনেথ এখন সেরে উঠছে দ্রুত।

আবার চোখ বোজে রানা। কত কথা উঁকি দিচ্ছে মনে। এক এক করে সাতাশটা দিন কেটে গেল হাসপাতালে। কবে নাগাদ ছুটি দেবে ডাক্তাররা কে জানে। ইউরোপের প্রায় অর্ধেক দেশে রানা এজেন্সির ব্রাঞ্চ খোলা হয়নি এখনও। এখান থেকে ছাড়া পেয়েই ইটালীতে যেতে হবে। হাজারটা কাজের কথা এক এক করে ভিড় করে আসছে মনে।

কেন যেন ক্লান্ত লাগে।

গত ক'দিন থেকেই ভাবছে রানা; কোথায় ছিল এত ক্লান্তি? হাসপাতালে একটানা এতদিন শুয়ে থাকার সুযোগ না হলে শরীর আর মনের এই অবসাদের খবর আরও কতদিন চাপা থাকত কে জানে!

মেজর জেনারেল রাহাত খান ভুল করেননি। হঠাৎ স্বীকার করল রানা, ওকে এক বছর ছুটি দেয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। সত্যিই একটা রোগ বাসা বেঁধেছে ওর শরীরে আর মনে। এ রোগ কোন ডাক্তার সারাতে পারবে না।

এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক ঘটনা। গত ক'মাসে ক'টা ভুল করেছে ও। কখন কোথায় প্রকাশ পেয়েছে ওর দুর্বলতা।

রেবেকার কথাটাই ধরা যাক। প্রেম কি ওর জীবনে এর আগে আসেনি? কম মেয়ের সঙ্গে তো প্রেম করেনি ও। ক'জন বেঁচে আছে তাদের মধ্যে? কই, তাদের

অভাব তো এমন করে বাজেনি ওর বুকে। এতটা তো কাহিল করে দেয়নি ওকে আর কোন ঘটনা! রেবেকার জন্যে এতটা মুষড়ে পড়ল কেন ও? এটা কি ওর মানসিক দুর্বলতারই লক্ষণ নয়? সোহানাকে কি কম ভালবেসেছিল ও রেবেকার চেয়ে? রেবেকা তো ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু সোহানা বেঁচে থেকেও ওর কাছে মৃত। সোহানার মুখ ফিরিয়ে নেয়াটা তো এমন করে দুর্বল করে দেয়নি ওকে।

তারপর দাতাকুর কথা ধরা যাক। আগেই ও বুঝতে পেরেছিল, চরম কোন ক্ষতি না করে থামবে না সে। বোঝার পরও কেন ও দাতাকুকে পথ থেকে সরায়নি? কেন আবোল-তাবোল ভেবে তাকে সুযোগ করে দিল রেবেকাকে খুন করার? কেন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ও আরও আগে? এ ঘটনা থেকে কি প্রমাণ হয় না, আগের চেয়ে অনেক বেশি নরম হয়ে পড়েছে ও?

পাহাড়ে আগেও অসংখ্যবার চড়েছে ও। কখনও কি নিচে পড়ে যাবার ভয়ে হাত-পা কেঁপেছে? কাঁপেনি। কিন্তু ভূমিকম্পের দ্বীপে যতবার পাহাড়ে চড়েছে, ততবারই অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ও। কি প্রমাণ হয় এ থেকে?

খুঁজলে এ-ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতা পাওয়া যাবে অসংখ্য। স্যার ফ্রেডারিকের কুমতলব আরও অনেক আগেই কি টের পাওয়া উচিত ছিল না ওর? টের পাবার পরই বা নিজেকে রক্ষার জন্যে কি ব্যবস্থা নিতে পেরেছিল সে? থোর্সহ্যামার যদি না পৌঁছুত, কিভাবে ফিরত ও থম্পসন আইল্যাণ্ড থেকে? তারপর, অত শত কোটি টাকার সিজিয়াম, সেগুলো বরফের নিচে চাপা ফেলে দেয়ার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? মানব সভ্যতার উপকারে সেগুলোকে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টা না করার কারণ হিসেবে যত অজুহাতই খাড়া করা যাক, সেগুলোর একটাও কি ধোপে টেকে? উদ্ধার করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারেনি, তাই নিজেকে যা তা কিছু একটা বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল ও। কি প্রমাণ হয় এসব থেকে?

বিশ্রাম চাই। ক্লান্তির শিকল ছিঁড়ে মুক্তি চাই। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নয়, ওর যা দরকার তা হলো নিপাট বিশ্রাম, বিনোদন, নিজেকে আনন্দ আর বৈচিত্র্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলা। বছরের পর বছর ধরে একের পর এক অ্যাসাইনমেণ্টে নার্ভের পরীক্ষা দিতে দিতে মরচে ধরে গেছে শরীর আর মনের খুচরো যন্ত্রাংশে। মাজাঘষা করে আবার চকচকে করতে হবে পার্টগুলোকে। তোমাকে শত কোটি সালাম, বজ্জাত বাহাত্তুরে বুড়ো মেজর জেনারেল রাহাত খান ওরফে কাঁচাপাকা ভুরু ওরফে সবজান্তা!

হিস্স্! সাপের মত শব্দ হতে চমকে ওঠে রানা। চোখ মেলতেই দেখল ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে কেনেথ। ঠোঁটে আঙুল। দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের পর্দা ঘেরা কেবিনটা দেখাল কেনেথ। 'সিস্টার ঘুমিয়ে পড়েছে, রানা। এই-ই সুযোগ!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। হিস্স্ করে শব্দ করল ও। ঠোঁটে আঙুল। 'আস্তে! জেগে উঠলে মার-মার কাট-কাট শুরু করে দেবে। কিন্তু, কেনেথ, সিগারেট না হয় আমি যোগাড় করছি, আগুন পাব কোথায়?'

'কেন, আমার লাইটার কি হলো?'

'বলিনি বুঝি তোমাকে? শরীর স্পঞ্জ করবার সময় লালচুলো নার্সটা ওটা দেখে

ফেলে সিজ করে নিয়ে গেছে।'

রানার বেডে ধপ করে বসে পড়ল কেনেথ। এক হাত দিয়ে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা-টা বিছানায় তুলে দিল রানা।

'তাহলে উপায়?'

'দাঁড়াও, চিন্তা করে দেখি,' নিজের মাথায় তর্জনী দিয়ে টোকা দিতে দিতে বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছে রানা। 'আচ্ছা, কেনেথ, ধরো, হঠাৎ কারেন্ট অফ হয়ে গেল। তখন কি হবে?'

'কি আবার হবে, অন্ধকার হয়ে যাবে কেবিন।'

'ঠিক তখন যদি গেছিরে, বাঁচাও রে বলে চেঁচিয়ে উঠি আমি?'

রানার পিঠে চাপড় মারল কেনেথ। 'বুঝেছি! তুমি বলতে চাইছ, নিশ্চয়ই সিস্টারের কাছে ম্যাচ বা লাইটার আছে, দরকারের সময় মোমবাতি জ্বালার জন্যে। রানা, দাও তাহলে আলোটা অফ করে। দাঁড়াও, তার আগে আমার বেডে ফিরে যাই আমি। তুমি আলো অফ করলেই আমি চিৎকার জুড়ে দেব।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে।

'কি ভাবছ আবার?'

অসুবিধে আছে।'

'কি রকম?'

'সিস্টারকে না হয় মাথা ধরেছে বা পেট ব্যথা করছে, যা হোক কিছু একটা বলে নিস্তার পাওয়া যাবে, কিন্তু সিরিয়াস রোগী হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে আমাদেরকে, একবার ঘুম ভাঙলে তাকে তো আর দ্বিতীয়বার ঘুম পাড়ানো যাবে না।'

'তাই তো! তাছাড়া, মোমবাতি জ্বালার আগে যদি সুইচ অন আছে কিনা দেখতে চায়?'

'উঁহুঁ,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা, 'ঘুম কোনমতেই ভাঙানো চলবে না। কেনেথ, উপায় মাত্র একটাই দেখতে পাচ্ছি।'

'কি?'

'লাইটার বা ম্যাচ সিস্টারের কাছে আছে, ঠিক তো?'

'ধরে নিচ্ছি আছে।'

'সেটা চুরি করতে হবে।'

'কিন্তু ঠিক কোথায় আছে জানব কিভাবে?'

'হাতড়ে জানতে হবে।'

'মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেব?' চাপা কণ্ঠে কথা বলছে কেনেথ। 'যদি চিৎকার করে ওঠে? যদি...'

'ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর!' স্বীকার করল রানা। 'গিলটি মিয়ার কাছে অবশ্য এসব কাজ নস্যি। কিন্তু তাকে তো পাচ্ছি না...'

'গিলটি মিয়া কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না,' বলল রানা। 'শোনো, ঝুঁকিটা নিতেই হবে, বুঝলে? দু'টান যদি দিতে না পারি...'

'দম আটকে মরে যাব বলে মনে হচ্ছে আমার,' ঢোক গিলতে গিলতে বলল

কেনেথ। 'কিন্তু মেয়েমানুষের গায়ে হাতই বা দিই কিভাবে?'

মাথায় হাত দিয়ে ডুব দিল রানা গভীর চিন্তায়। স্কুল-জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। হোস্টেলে থাকার সময় সুপারিনটেনডেন্টকে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার মধ্যে যে রোমাঞ্চ ছিল সেই রোমাঞ্চের স্বাদ আবার যেন ফিরে এসেছে এই মুহূর্তে।

'ইস্!'

ঝট করে রানার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল কেনেথ। 'কি হলো?'

'আমি একটা বুদ্ধু!' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'কেনেথ, পেট ফুলে মরে গেলেও কিছু করার নেই আমাদের । সিগারেট খাওয়ার আশা ছেড়ে দাও।'

'কেন, হঠাৎ কি হলো?'

'সিস্টারের কাছে ম্যাচ বা লাইটার আছে এটা কোন্ বুদ্ধিতে ধরে নিচ্ছি আমরা? থাকার কথা টর্চ, এবং আছেও তাই। বুঝলে? অর্থাৎ, বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া কোন উপায় নেই।'

শুকিয়ে গেল কেনেথের মুখ। দেখে মায়া লাগল রানার। 'মন খারাপ কোরো না, দাঁড়াও, ভেবে দেখি কি করা যায় । ডিউটি যদি আজ সিস্টার লোরার থাকত চিন্তার কিছু ছিল না। বুড়ি চেইন-স্মোকার। সিগারেট, লাইটার ছাড়া এক পা হাঁটে না ।'

'আমাদের জন্যে তাহলে বুড়িই ভাল।'

হেসে ফেলল রানা। 'তা ঠিক। কিন্তু বুড়িকে আজ রাতে পাচ্ছ কোথায়?'

'আজ তার তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডিউটি।'

'পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসব নাকি ঘুমাচ্ছে কিনা?'

'যাবে?' আগ্রহে চকচক করছে কেনেথের চোখ দুটো।

'যেতে আপত্তি নেই আমার,' বলল রানা। গম্ভীর। 'কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে আর চুরি থাকে না । ডাকাতি হয়ে যায়।'

'কিন্তু ভেবে দেখো, লাইটারের সাথে যদি একটা প্যাকেটও আনতে পারো, সারারাত ধরে যত ইচ্ছা ফুঁকতে পারি...'

বেড থেকে নেমে পড়ল রানা। 'দেরি করার মানে হয় না আর, কি বলো?' পর্দা ঘেরা কেবিনের দিকে এগোল ও।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?' কেনেথের চাপা কণ্ঠে বিস্ময়।

'টর্চটা আনতে যাচ্ছি,' বলল রানা, 'বাইরে তো অন্ধকার।' সন্তর্পণে মোটা কাপড়ের পর্দা সরিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিল রানা। তারপর ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে কেনেথ । কি না কি ঘটে! সিস্টার ইজেল যদি চিৎকার করে ওঠে? পর্দা দুলে উঠল। রানাকে দেখে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল তার। হঠাৎ খটকা লাগল। অমন হাসির কি হলো ওর?

হাসতে হাসতে কেনেথের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। পিছন থেকে হাত দুটো সামনে আনতেই কেনেথের চক্ষু চড়কগাছ। দু'প্যাকেট সিগারেট আর লাইটার রয়েছে রানার হাতে।

'ডিউটি দিচ্ছে বুড়ি তা তো জানতাম না !' বেডের উপর পা ঝুলিয়ে বসল রানা,

ওর আর কেনেথের মাঝখানে রাখল প্যাকেট আর লাইটারটা। 'পোড়া আধখানা সিগারেট বাথরুমে লুকানো আছে, সেটা রিজার্ভ থাক, কি বলো? ঠেকা বেঠেকায় কাজে লাগবে।'

'সব নিয়ে চলে এসেছ?' একটা প্যাকেট খুলতে খুলতে বলল কেনেথ।

'একটা চুরি করা যা, দু'প্যাকেট চুরি করাও তা,' বলল রানা। কেনেথের হাত থেকে একটা সিগারেট নিল ও। লাইটার জ্বেলে নিজেরটা ধরাল, তারপর সাহায্য করল কেনেথকে ধরাতে। 'এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব আমরা। সারারাত ধরে সবগুলো সাবাড় করব।'

পরম তৃপ্তির সাথে সিগারেটে টান দিচ্ছে কেনেথ। রানাকে সমর্থন করল সে মাথা নেড়ে।

'ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার, বুঝলে?' বলল রানা, কষে একটা টান দিল সিগারেটে। তারপর মুখ তুলে সিলিঙের দিকে গোলাকার বৃত্ত ছাড়ল কয়েকটা। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, কেনেথ ওর কথার উত্তরে কিছু বলেনি।

ফিরল রানা কেনেথের দিকে। চমকে উঠল ও। উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেনেথকে। ফর্সা মুখটা কালচে দেখাচ্ছে। দৃষ্টিটা সাদা দেয়ালের গায়ে স্থির। মৃদু কাঁপছে ঠোঁট দুটো। সিগারেট খাওয়ার দিকে মন নেই তার। দু'আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সেটা।

'কেনেথ!'

সাড়া পেল না রানা। কেনেথের কাঁধ ধরে নাড়া দিল ও। 'হঠাৎ কি হলো তোমার?'

'উঁহু!' অন্যমনস্কভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল কেনেথ। উদভ্রান্ত দৃষ্টিটা অদৃশ্য হলেও, দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরাল না সে।

আজ আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে রানা কেনেথকে। বয়স ধরার কোন উপায় নেই তার। হাসপাতালের বেডে প্রায় উন্মুক্ত শরীরে দেখেছে তাকে ও। কোন মানুষের গায়ে এমন দাগ আর ক্ষতচিহ্ন থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না ও। কেনেথের গোটা শরীরের চামড়া কেন কে জানে তুলে ফেলা হয়েছে। গোটা মুখে প্লাস্টিক সার্জারি। অত্যন্ত নিপুণভাবে সার্জারি করা হলেও, চুলের মত সূক্ষ্ম রেখাগুলো ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। সম্ভবত প্লাস্টিক সার্জারি করার ফলেই যা বয়স তার চেয়ে বেশি দেখায়।

কেনেথ সম্পর্কে গত ক'দিন থেকেই অনেক কথা উঁকি-ঝুঁকি মারছে রানার মনে। ওকে লুকিয়ে কাঁদতে দেখেছে ও। কি যেন একটা দুঃখ আছে ওর জীবনে। ব্যর্থ প্রেম?

উঁহুঁ তা নয়, ভাবছে রানা। কেনেথ ব্যর্থ প্রেমের জন্য কাঁদবে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না ওর। তার কারণ, দুটো হপ্তা একসাথে ওঠাবসা গল্প-গুজব করার ফলে পরিষ্কার বুঝেছে ও, কেনেথ সাধারণ লোক নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে এবং মেধাবী। পরিশীলিত একটা মন আছে তার। সুন্দর রুচির অধিকারী। এরকম একজন লোকের জন্যে বরং মেয়েদেরই কাঁদা উচিত।

রানার কৌতূহল বেড়েছে আরও নানা কারণে। গল্প করার সময় ওর সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেই রহস্যজনকভাবে চুপ করে গেছে কেনেথ। 'ছোটবেলায় মানুষ

হয়েছ কোথায়?' ক'দিন আগে এই প্রশ্নটা করেছিল রানা। উত্তর তো দেয়ইনি কেনেথ, চোখের পানি লুকাবার জন্যে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সে, সিস্টারকে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। সিস্টার ছুটে আসতে তাকে বলে, হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে ওর মাথায়।··

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল রানা, সবটাই কেনেথের অভিনয়। কি যেন চেপে রাখতে চাইছে সে।

শুধু জেগে নয়, ঘুমের মধ্যেও কাঁদতে দেখেছে রানা তাকে।

আর এক রহস্য হলো, দুর্ঘটনার ফলে রানার পরিচয় খবরের কাগজে প্রকাশ না পেলেও,আলবার্ট কেনেথের পরিচয় ছাপা হয়েছে। দুর্ঘটনার সময়, রানার হাতে যে অ্যাটাচী কেসটা ছিল সেটা ছিটকে দূরে কোথাও পড়ে যায়। পরে সেটা আর পাওয়া যায়নি। দরকারী কিছু কাগজপত্র সহ কিছু কানাডিয়ান ডলারও ছিল ওতে । কোনও লোভী লোকের হাতে পড়ায় সেটা আর পুলিসের হাতে যায়নি।

এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে রানার জন্যে। বিশ্রামটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে ও, ভিজিটরদের হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে না। কিন্তু কেনেথের পরিচয় প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কেউ তাকে দেখতে আসে না। কেন?

ভুল হলো। কেউ আসে না তা নয়, এক বুড়ো ভদ্রলোক আসে। কিন্তু তার সাথে কেনেথ দেখা করে না। গত পাঁচ ছয় দিন ধরে প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় সিস্টার একটা ভিজিটিং কার্ড এনে দেয় কেনেথকে, জানায়, সেই মি. লংফেলো ভদ্রলোক আজ আবার এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে···

কেনেথ দেখা করে না।

দেখা করতে না পারলেও, রোজ মি. লংফেলো সিস্টারের হাতে এক তোড়া ফুল পাঠিয়ে দেয় কেনেথের জন্যে।

দেখার সুযোগ না ঘটলেও, সিস্টারের মুখে বর্ণনা শুনে বুড়োর চেহারা সম্পর্কে একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছে রানা: সত্তর বছরের উপর বয়স। দাড়ি-গোঁফ-চুলে পাক ধরেছে। পুরানো মডেলের গোল্ড ফ্রেমের গোল বাইফোকাল চশমা। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। বুদ্ধিদীপ্ত চোখা হাবভাব। শিরদাঁড়া এখনও খাড়া করে হাঁটে।

কেন যে বুড়োর সাথে দেখা করতে চায় না কেনেথ বুঝতে পারে না রানা।

কেনেথকে কাছ থেকে দেখতে দেখতে কৌতূহলটা বেয়াড়া হয়ে উঠল রানার। ঠিক করল, আজ তাকে চেপে ধরতে হবে, জানতে হবে কিসের দুঃখ তার।

আড়চোখে কেনেথের হাতের দিকে তাকাল রানা। দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে তিনভাগের দু'ভাগ ইতিমধ্যে শেষ। আঙুলে ছ্যাঁকা না লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, ঠিক করল রানা। সংবিৎ ফিরলে চেষ্টা করবে কথা বলাতে।

খানিক বাদে চমকে উঠেই হাত ঝাড়া দিল কেনেথ। আঙুলের ফাঁক থেকে পড়ে গেল সিগারেটটা মেঝেতে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, রানার উপস্থিতি সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হতে সেটাকে দমন করল মাঝপথে।

'কেনেথ!'

রানার দিকে ফিরল কেনেথ। একটা অসহায় ভাব ফুটে আছে তার চেহারায়।

'কি ব্যাপার! কি চিন্তা করো এত তুমি?' নরম গলায় বলল রানা। 'প্রায়ই দেখি একা একা গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছ। তোমাকে আমি লুকিয়ে কাঁদতেও দেখেছি, কেনেথ।'

ঠিক লজ্জা পেল তা নয়, রানার মনে হলো, অসহায় ভাবটা আরও যেন প্রকট হয়ে ফুটল তার চেহারায়। ঠোঁট দুটো নড়ল, কি যেন বলতে চাইছে। কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে অন্যদিকে তাকাল সে।

আবার সেই কাণ্ড। চোখের পানি লুকাতে চাইছে কেনেথ।

সহানুভূতির হাত রাখল রানা কেনেথের কাঁধে। 'তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হয়তো মাথা ঘামানো হয়ে যাচ্ছে, কেনেথ, কিন্তু তোমাকে দেখে আমি ক'দিন থেকেই ভাবছি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে তোমার জীবনে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে সব কথা বলতে পারো। বন্ধুত্বের দাবিতেই জানতে চাইছি আমি, কেনেথ। এমন হতে পারে, সব কথা বলার জন্যে তুমি হয়তো কাউকে খুঁজছ, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বলতে পারছ না। চেপে রাখা কথা কাউকে বলে ফেলতে পারলে মনের ভার হালকা হয়। তুমি যদি মনে করো...'

হঠাৎ ঝট্ করে ফিরল কেনেথ রানার দিকে। 'আমাকে দেখে কি মনে হয় তোমার, রানা? কত বয়স হবে আমার অনুমান করতে পারো?'

একটু চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'দেখে মনে হয় বেশি, কিন্তু তা প্লাস্টিক সার্জারীর জন্যে। আমার ধারণা, পঁচিশ থেকে ত্রিশের বেশি হবে না তোমার বয়স। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, কেনেথ?'

'বাইশ বছর বয়সে আমার জন্ম হয়,' অদ্ভুত ধীর, শান্ত গলায় কথাগুলো বলল কেনেথ, 'এখন আমার বয়স আট, রানা।'

কেনেথের কণ্ঠস্বরে, বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল রানার। শির শির করে উঠল মাথার পিছনটা। 'কি বলছ তুমি! পরিষ্কার করে বলো, কেনেথ।'

ধীরে ধীরে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল কেনেথ লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল রানা।

'জন্মের পর প্রথম যা আমি স্মরণ করতে পারি তা হলো প্রচণ্ড যন্ত্রণা, রানা,' নিচু গলায় বলছে কেনেথ। 'জন্মাবার সময় কি রকম ব্যথা পায় মানুষ সে অভিজ্ঞতা দুনিয়ার আর কারও আছে কিনা আমি জানি না। ঈশ্বর যেন সে অভিজ্ঞতার মধ্যে কাউকে না ফেলেন। সেই অসহ্য ব্যথা হজম করে বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করি আমি, এবং বেঁচে যাই। পরে ডাক্তাররা আমাকে জানায়, ওষুধ প্রয়োগ করার ফলে অত কষ্ট হয় আমার। ব্যথা কমবার সাথে সাথে আমি জ্ঞান হারাই।'

ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার। গোগ্রাসে গিলছে ও কেনেথের কথা।

'একনাগাড়ে ছয় সপ্তাহ অজ্ঞান ছিলাম। তারপর জ্ঞান ফিরেছে আর গেছে, ফিরেছে আর গেছে—এভাবে আরও তিন মাস কেটে যায়। এর আরও দেড় মাস পর আমার পা, হাত, কোমর, বুক আর চোখ থেকে ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়।'

'কোন হাসপাতালে ছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল কেনেথ, 'কুইবেক সেন্ট্রাল হসপিটালে। ডাক্তার শেফিল্ড আমার দেখাশোনা করতেন। তিনিই আমাকে জানান, আমার নাম আলবার্ট কেনেথ। আমার বয়স বাইশ। নাম শুনে বোকার মত তাকিয়ে ছিলাম আমি। অনেকক্ষণ চুপ করে চিন্তা করি। তারপর জিজ্ঞেস করি, "আলবার্ট কেনেথ"? ড. শেফিল্ড বলেছিলেন, "কেনেথই তো! তোমার নাম কেনেথ না"? পরে আমাকে জানানো হয়, আমি নাকি এই প্রশ্ন শুনে উন্মাদের মত চিৎকার করতে শুরু করি। চিৎকারের কথাটা আমার স্মরণ নেই, শুধু মনে আছে, ড. শেফিল্ডের কথা শোনার পর আমি আমার অতীত, নিজের পরিচয় ইত্যাদি স্মরণ করার চেষ্টা করি এবং হঠাৎ আবিষ্কার করি কিছুই আমার মনে পড়ছে না—বুঝতে পারছি না আমি কে! আমি কে! কোথা থেকে এলাম।'

কেনেথের দু'চোখ ভরে ওঠে পানিতে। নিজের তোয়ালেটা এগিয়ে দেয় রানা। ধীরে ধীরে চোখমুখ মোছে কেনেথ।

'ড. শেফিল্ড ছিলেন স্কিন স্পেশালিস্ট। ডাক্তারদের একটা টীমের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি। তিনি বুঝতে পারেন শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াও মহা একটা গণ্ডগোল আছে আমার মধ্যে। তাই, তাঁরই উদ্যোগের ফলে ড. মারকোভেলীকে নেয়া হয়। ড. মারকোভেলী অল্প ক'দিনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তিনি যে রকম ভালবাসতেন আমাকে, নিজের ছেলেকেও মানুষ বুঝি এতটা ভালবাসে না। তাঁর মুখ থেকেই সব শুনেছি আমি। "আমি কে? কেন কিছু মনে করতে পারছি না", আমার এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে নরম গলায় তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই রকম: একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম আমি। তার ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে। স্মরণশক্তি লোপ পাবার অনেক ধরন আছে। আমি সবচেয়ে মারাত্মক অ্যামনেশিয়ার শিকার। আমার মেধা, জ্ঞান ইত্যাদি সবই অটুট আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পর্কের কথা বেমালুম মুছে গেছে আমার স্মৃতি থেকে। কোথায় জন্মেছি, কোথায় ছিলাম, কে আমার মা, কে আমার বাবা, আমরা কয় ভাই-বোন, বন্ধুদের নাম কি, তারা দেখতে কেমন, প্রতিবেশীদের কথা—এই রকম হাজার হাজার ব্যাপার আমি কিছুই স্মরণ করতে পারব না কোনদিন। কিন্তু জিওলজির ছাত্র হিসেবে আমি কলেজে যা শিখেছি তা কিছুই ভুলিনি, ভুলিনি দুনিয়া সম্পর্কে যত জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তার এতটুকুও।'

'কিন্তু স্মরণ করতে পারো বা না পারো, তোমার অতীত সম্পর্কে ডাক্তার মারকোভেলী তোমাকে কিছু বলেননি?'

'আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে জানান, একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছিলাম। দুর্ঘটনাটা ঘটে ডসন ক্রীক এবং এডমনটনের মাঝখানে। মজার কথা হলো, রানা, দুর্ঘটনার কথা মনে না পড়লেও জায়গাটা আমি চিনি।'

'তারপর?'

'অনেক ইতস্তত করার পর ডা. মারকো আমাকে বলেন, যতদূর আমরা জানি, তোমার নাম আলবার্ট কেনেথ। আর কিছু জানতে চাও তুমি? আমি বলি, চাই। জানতে চাই কি করতাম আমি, কিভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটে—সব, সব জানতে চাই আমি। ডাক্তার বলেন, তুমি ভ্যানকুভারের ইউনিভারসিটি অভ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ছাত্র

ছিলে। মনে পড়ে? আমি বলি, না। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করেন আমাকে, ''মফেট কাকে বলে''? উত্তরে আমি বলি, ''মাটিতে একটা গর্ত যা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয়, ভলকানিক ইন অরিজিন''— উত্তর দেবার পর অবাক হয়ে তাকাই তাঁর দিকে, প্রশ্ন করি,''এসব আমি জানলাম কিভাবে''? ডাক্তার বললেন, তুমি জিওলজির ওপর পড়াশোনা করছিলে। কেনেথ, তোমার বাবার দেয়া ডাক নামটা মনে করতে পারো? আমি বলি, না। তিনি কি বেঁচে আছেন? ডাক্তার বলেন, না। আচ্ছা, কেনেথ, ধরো আরভিং হাউজ, ওয়েস্টমিনিস্টারে গেলে তুমি—কি দেখতে পাবার আশা করো সেখানে? উত্তরে আমি বলি, একটা মিউজিয়াম। আবার তিনি প্রশ্ন করেন, ক'ভাই-বোন তোমরা? আমি বলি, জানি না। তিনি জানতে চান, কোন্ রাজনৈতিক পার্টির সমর্থক তুমি? আমি জানাই, জানি না। এই ভাবে চলতে থাকে, রানা। একের পর এক প্রশ্ন করেন তিনি। বেশির ভাগেরই উত্তর দিতে পারি না আমি।'

'বলে যাও, কেনেথ।'

'ধীরে ধীরে সব জানানো হয় আমাকে। কানাডার সবচেয়ে নামী প্লাস্টিক সার্জেনকে দিয়ে চেহারাটা পাল্টানো হয় আমার। তার আগে বীভৎস দেখতে ছিলাম আমি। মুখের এক বিন্দু জায়গা ছিল না যেখানের চামড়া পোড়েনি। রহস্যময় ব্যাপার হলো, অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি প্রতিমাসে আমার যাবতীয় খরচ, চিকিৎসার ব্যয় বাবদ যত টাকা লাগে পাঠিয়ে দিত ডা. শেফিল্ডের ঠিকানায়। লোকটা নিজের পরিচয় জানায়নি কখনও। প্রতি মাসে তিন হাজার ডলারের একটা চেক আসত নিয়মিত। এনভেলাপে চেক ছাড়া ছোট্ট একটুকরো কাগজ থাকত। তাতে টাইপ করা থাকত একটা লাইন: আলবার্ট কেনেথের যত্ন নেয়ার জন্যে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে। ড. মারকোকে আমি বলি, এই সূত্র ধরেই হয়তো জানা যেতে পারে আমার পরিচয়। কিন্তু তিনি আমাকে নিরাশ করেন।'

'কি রকম?'

'ডাক্তার মারকো বলেন, তোমার অতীত সম্পর্কে কিছু খবর আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু সে খবর তোমাকে জানাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কেনেথ, আমি এমন একজন ডাক্তার, যে তার রোগীকে স্বাভাবিক করে তোলার চেয়ে সুখী করতে বেশি আগ্রহী। আমি চাই তুমি সুখী হও, তাই একটা পরামর্শ দিতে চাই: নিজের অতীত সম্পর্কে কোনদিন কিচ্ছু জানবার চেষ্টা কোরো না।'

'কেন! নিজের অতীত জানার অধিকার প্রত্যেকের আছে…'

'পরে আমার জেদ দেখে ডাক্তার মারকো সব কথাই বলেন আমাকে। সংক্ষেপে আমি ছিলাম এই রকম, রানা: আমি ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই আমার মাকে আমার বাবা ত্যাগ করে চলে যান, তিনি বেঁচে আছেন কিনা, থাকলেও কোথায় আছেন কেউ জানে না। আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন আমার মা মারা যান। আমার মায়ের সত্যিকার পরিচয় হলো, মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে যে-সে যেকোন ধরনের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করে নিতে পারত তাকে দিয়ে এবং আমার বাবা, যার ঔরসে আমার জন্ম, তার সাথে আমার মায়ের বিয়ে হয়নি। মা মারা যাবার পর আমাকে এতিমখানায় পাঠানো হয়। সেখান থেকে স্কুলে ভর্তি করা হয় আমাকে।

তারপর কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে। আমার কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না।'

প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে একটা দিল রানা কেনেথকে। দুটো সিগারেটেই আগুন ধরাল।

'স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকতেই বখে যাই আমি। গুণ্ডামি-পাণ্ডামি শুরু করে দিই। আমাকে শাসন করার জন্যে এতিমখানা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। কিন্তু লাভ হয়নি তাতে কিছু, দিনে দিনে আমি আরও খারাপ হয়ে যাই। কলেজ লাইফে অসৎ ছেলেদের নিয়ে দল গঠন করি আমি। চুরি-চামারি, ছিনতাই, রেপ ইত্যাদি কাজে এক্সপার্ট হয়ে উঠি। তারপর ভার্সিটি লাইফ। আরও ভয়ঙ্কর আর বেপরোয়া জীবন যাপন শুরু করি তখন। গাঁজা ছিল আমার নিত্য সহচর। চারটে ডাকাতি কেসে জড়িত ছিলাম আমি। পুলিস আমাকে কয়েকবার গ্রেফতার করে, যদিও প্রমাণের অভাবে বিচারে আমার শাস্তি হয়নি একবারও। পুলিসের খাতায় অন্তত তিনশো জায়গায় নাম লেখা আছে আমার। দুটো হত্যার ব্যাপারেও তারা আমাকে সন্দেহ করত। আরও শুনতে চাও, রানা?'

'তোমার যদি খারাপ না লাগে, সব কথা বলে ফেলো, কেনেথ।'

'খারাপ লাগছে না,' হঠাৎ হাসল কেনেথ, 'কারণ, এর কোন কিছুই আমার মনে নেই। শুধু যে মনে নেই তা নয়, বড় বড় কয়েকজন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন, প্রথম জন্মের খারাপ কোন অভ্যাস, স্বভাব, প্রকৃতি—যাই বলো, কিছুই অবশিষ্ট নেই আমার মধ্যে। ডাক্তার মারকোর ভাষায়, আমি একজন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ—পরিশীলিত, বুদ্ধিমান, রুচিবান, বিবেকসম্পন্ন একজন আদর্শ মানুষ, নিখুঁত ভদ্রলোক। দুর্ঘটনার আগের কেনেথের সঙ্গে দুর্ঘটনার পরের কেনেথের না চেহারায়, না ব্যক্তিত্বে কোথাও এক বিন্দু মিল নেই—দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।'

'বিশ্বাস না করে উপায় নেই,' বলল রানা, 'তোমাকে এই ক'দিন দেখে যতটুকু বুঝেছি, তাতে বিশ্বাস হয় না অসামাজিক কোন কাজ করা তোমার দ্বারা সম্ভব। সে যাক, তুমি শেষ করো কথাগুলো।'

'মারিজুয়ানা শুধু যে খেতাম তাই নয়,' ভার্সিটির ছেলেদের কাছে বিক্রি করে ব্যবসাও করতাম পুরোদমে। এর জন্যে পুলিস আমাকে চোখে চোখে রাখত। তুমি তো জানো, ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় মারিজুয়ানা খাওয়া বা বিক্রি করা কঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। শেষ ঘটনাটা হলো, একটা আড্ডাখানায় ক্রেতাদের নিয়ে নেশা করছি, এমন সময় পুলিস জায়গাটা ঘেরাও করে। আমি ছাদে উঠে পাশের বিল্ডিঙে চলে যাই, ওখান থেকে পালাই। পুলিস আমাকে ধাওয়া করে। পুলিসের দল অনেকটা পিছনে ছিল। রাস্তায় উঠে আমি একটা গাড়ি দেখতে পাই। সেই গাড়িতে এক দয়ালু লোক ছিলেন। তাঁর নাম ক্লিফোর্ড। তিনি আমাকে একটা লিফট দেন। এর পরের ঘটনাই নাকি অ্যাক্সিডেন্ট। সে-অ্যাক্সিডেন্টে ক্লিফোর্ড মারা যান, তাঁর স্ত্রী মারা যান, তাঁর একমাত্র ছেলেও মারা যায়। আর আমিও, ডাক্তার মারকোর ভাষায়, আটভাগের সাতভাগ মরে গিয়েছিলাম, কোনমতে বেঁচে ছিলাম মাত্র এক ভাগ।'

'তারপর?'

'ডাক্তারকে আমি প্রশ্ন করি, ক্লিফোর্ডদেরকে কি খুন করেছিলাম আমি? তিনি

বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, সেটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনাই ছিল। কিন্তু, রানা, আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক তা নয়…হয়তো, কে জানে, পালাবার একটা কৌশল হিসেবে ওদের তিনজনকে আমিই খুন করেছিলাম।'

'যা করেছ কিনা মনে পড়ে না তা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই, কেনেথ।'

'তা ঠিক,' বলল কেনেথ। 'সত্যি কি ঘটেছিল তা কোনদিন আমি জানতে পারব না। আমার দুঃখ ওখানেই। কেন কাঁদি জানো? বড় অসহায়, বঞ্চিত মনে হয় নিজেকে। অপরাধী মনে হয়। আমি কে? সত্যিই কি আমি একজন খুনী? কেমন ছিল আমার ছেলেবেলাটা? বাবা না হয় পালিয়েছিল, কিন্তু মা—তা সে খারাপ হোক বা ভাল —আমাকে কি আদর করত ? এইসব প্রশ্ন অস্থির করে তোলে আমাকে, রানা। আমি শান্তি পাই না কিছুতেই। সে যাক। সবটাই প্রায় বলেছি তোমাকে, বাকিটাও শোনো। কুইবেক থেকে ডাক্তার মারকো আমাকে মন্ট্রিয়লে পাঠান। প্লাস্টিক সার্জারীর জন্য। ওখানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন সার্জেন আমার চেহারা বদলে দেন।'

'তখনও সেই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আসছে?'

'হ্যাঁ,' ডা. শেফিল্ড ইতিমধ্যে ডা. মারকোকে হস্তান্তর করেছেন চেক গ্রহণ করার অধিকার। প্লাস্টিক সার্জারীর পর ডা. মারকো আমাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পরামর্শ দেন। ভর্তি হই আমি। প্রথম বিভাগে পাসও করি। পাস করার পর পত্রিকার এজেন্টদের কাছ থেকে পুরানো পত্রিকা কিনে নিয়ে এসে সেই রোড অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা জানার চেষ্টা করি। অবশ্য খবর পড়ে খুব বেশি কিছু জানার সুযোগ হয়নি আমার। জানতে পারি, ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে ফোর্ট ফ্যারেল নামে ছোট্ট একটা শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ক্লিফোর্ড। কি এক রহস্যময় কারণে জানি না, খবরটা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। মারকো আমাকে প্রশ্ন করেন, এবার আমি কি করব। তাঁকে জানাই চাকরি আমি করব না। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট টেরিটরিতে দীর্ঘ সময় কাটাবার সিদ্ধান্ত নিই আমি, ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করার জন্যে। কিন্তু, তার আগে, মনে মনে ঠিক করি, ফোর্ট ফ্যারেলে একবার যাব। ইতিমধ্যে মারকো আমাকে একটা চিরকুট দেখিয়েছিলেন। সেই রহস্যময় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি চেকের সাথে এই চিরকুটটা পাঠিয়েছিল। টাইপ করা কাগজটায় লেখা ছিল: আলবার্ট কেনেথের যত্ন নেয়ার জন্যে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে। এই বাক্যটার নিচে আরও দুটো লাইন ছিল, এইরকম: প্রতিমাসে যে পরিমাণ টাকা পাঠানো হচ্ছে তা যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে দয়া করে "ভ্যানকুভার সান" পত্রিকার ব্যক্তিগত কলামে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপুন—"আলবার্ট কেনেথের আরও দরকার"। মারকো আমাকে জানালেন, প্লাস্টিক সার্জারীর খরচ মেটাবার জন্যে তিনি বিজ্ঞাপনটা ছেপেছিলেন পত্রিকায়। পরের মাস থেকে তিন হাজারের জায়গায় ছয় হাজার ডলারের চেক আসতে শুরু করে।

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

'মারকোকে আমি জানাই, টাকার আর দরকার নেই। যে টাকা ইতিমধ্যে জমা হয়েছে তা দিয়েই যন্ত্রপাতি কেনা হয়ে যাবে আমার। দু'জন পরামর্শ করে পরের হপ্তায় ভ্যানকুভার সানে আরও একটা বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা করি আমরা

বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়। তাতে আমরা বলি: "আলবার্ট কেনেথের আর দরকার নেই"। পরের মাস থেকে চেক আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে রওনা হব, হঠাৎ মারকো হার্টফেল করে মারা যান।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে কেনেথ। তারপর ভারি গলায় বলে, 'মারকোর মৃত্যু আমার জন্যে কি রকম আঘাত হয়ে দেখা দেয় তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, রানা। মারকো আমার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণের বেশি বড় ছিল। কিন্তু তবু সে ছিল আমারই, আমি যতদূর জানি, জন্মদাতা—নতুন কেনেথের স্রষ্টা। তার মৃত্যুর পর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ি। পিতা, আত্মীয়, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী যাই বলো—সেই আমার সব ছিল। তাকে হারিয়ে আরও যেন অসহায় হয়ে পড়ি আমি। নিজের অতীত জানার জন্যে একটা অস্থিরতা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এটা সম্ভবত মারকোর অনুপস্থিতির জন্যেই ঘটে। যাই হোক, ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে রওনা হই আমি।'

'কি দেখলে ওখানে গিয়ে?'

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার কি জানো, রানা?' বলল কেনেথ, 'ফোর্ট ফ্যারেল আমার চেনার কথা নয়, কিন্তু ওখানে পা দিতেই অনেক জিনিস কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল আমার কাছে। ঠিক যে নির্দিষ্টভাবে কিছু চিনতে পেরেছি তা নয়, কিন্তু চেনা চেনা মনে হয়েছে অনেক জিনিসই। এমন কি, জানো, অনেক মানুষকে দেখেও আমার মনে হয়েছে—চিনি, কবে যেন দেখেছি এদের।'

'ওরা কেউ···না,' বলল রানা, 'তোমার চেহারা বদলে গেছে, দেখলেও কারও চিনতে পারার কথা নয়।'

'হ্যাঁ,' বলল কেনেথ, 'পরিচয় দিতেও অবশ্য কেউ আমাকে চিনতে পারেনি। পারবেই বা কিভাবে, বলো? আমি, আলবার্ট কেনেথ, কখনও তো এর আগে যাইনি ফোর্ট ফ্যারেলে—দ্বিতীয় জন্মের আগেও না, পরেও এই প্রথম, এর আগে যাইনি। কিন্তু, যাইনি যখন, চেনা চেনা ঠেকল কেন তাহলে জায়গাটাকে?'

চিন্তা করেও কেনেথের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না রানা।

'কিন্তু, ওখানে বেশ কিছুদিন থেকে যে হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব তারও সুযোগ পেলাম না, বুঝলে?'

'সুযোগ পেলে না! মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল একটু।

'ওখানকার লোকগুলো ভাল নয়, রানা,' বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেনেথকে। 'কি জানি কার কি ক্ষতি করলাম, কিছু গুণ্ডা-পাণ্ডা পিছু লাগল আমার। ক্লিফোর্ডদেরকে যে কবরস্থানে কবর দেয়া হয় সেটা কোথায় এই প্রশ্ন করেছিলাম কয়েক জায়গায়। এছাড়াও আরও কি কি সব প্রশ্ন করেছিলাম, এখন আর খেয়াল নেই। এরপরই ওরা আমার পিছনে লাগে। হোটেলের রুম ভেঙে একরাতে চারজন ঢোকে আমার কামরায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চলে যেতে বলে আমাকে।' হুমকি দিয়ে বলল, 'কথা না শুনলে খুন করা হবে আমাকে।'

'সে কি!'

'ভেবে দেখলাম, আমি নিরীহ মানুষ, গুণ্ডাপাণ্ডাদের সাথে লাগতে যাওয়া আমার কাজ নয়, তাই পরদিন চলে এলাম, বুঝলে? ভাল করিনি কাজটা?'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন জাগেনি কেন ওরা ফোর্ট ফ্যারেলে তোমাকে থাকতে দিতে রাজি নয়?'

'অনেক চিন্তা করেছি। কোন সমাধান পাইনি। আসল ব্যাপারটা যে কি তা কোনদিন জানা হবে না আমার। আর কোনদিন ও-মুখো হচ্ছি না আমি, রানা, তবে, একটা জিনিস সন্দেহ হয়েছে আমার।'

'কি?'

'যেভাবে গুণ্ডারা সারাক্ষণ আমার পিছনে লেগে থাকত তাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে, কেউ তাদেরকে নিয়োগ করেছিল আমার বিরুদ্ধে।'

'কেন?'

'তা জানি না। নিশ্চয়ই আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় আছে ওখানে কারও। এটাই কি মনে হওয়া স্বাভাবিক নয়?'

'হ্যাঁ, স্বাভাবিক, কিন্তু...'

'বাদ দাও, রানা, এ নিয়ে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন অনেক ভেবেছি আমি—কোন সমাধানই পাইনি, জানি পাবও না। সত্যিকার অর্থে কোনদিনই জানা হবে না আমার, আমি কে, কেমন ছিল আমার ছোটবেলা, মা আমাকে আদর করত কিনা। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যেটা আমার বিবেককে ক্ষতবিক্ষত করছে—সত্যিই কি আমি ক্লিফোর্ডদের খুন করেছিলাম? এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর আমি পাব না। অর্থাৎ...'

'অর্থাৎ?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কেনেথ। 'যতদিন বাঁচব, রানা, একটা অপরাধের বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে, একটা দোদুল্যমান সন্দেহ আমাকে কুরে কুরে খাবে—কিছুই করার থাকবে না আমার।'

'তোমার সাথে আমি একমত নই,' বলল রানা, 'তুমি আমার পরিচয় জানো না, সেজন্যে হয়তো আমার কথার গুরুত্ব ঠিক বুঝবে না তুমি। কিন্তু আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্য, কেনেথ।'

'কি কথা, রানা?' ঝট করে ফিরল কেনেথ রানার দিকে, 'কি বলবে তুমি?'

'আমি তোমার অতীত উন্মোচন করতে পারি। হয়তো পারি তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে।'

'রানা!'

দুটো হাত এগিয়ে আসছে রানার দিকে। কাঁপা দুটো হাত। রানার কাঁধের দিকে আসছে, কিন্তু মাঝপথে এসে আর এগোতে পারছে না। থরথর করে অসম্ভব কাঁপছে। পরমুহূর্তে খপ করে আঁকড়ে ধরল কেনেথের হাত দুটো রানার দু'কাঁধ। 'পারো, বন্ধু? পারো? আমাকে আমার অতীত ফিরিয়ে দিতে পারো? পারো স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে দিতে?'

'পারি, কেনেথ,' দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'পারি আমি তোমার অতীত আর স্মরণশক্তি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু শান্ত হও তুমি, তোমাকে অনেক প্রশ্ন করার আছে আমার। ধরো, শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয়, তুমিই খুন করেছ ক্লিফোর্ডদেরকে! পারবে সহ্য করতে? তার চেয়ে কি অতীত তোমার যেমন অন্ধকার আছে তেমনি থাকাই

ভাল না?'

'আমি সত্য জানতে চাই, রানা!' অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল কেনেথের কণ্ঠে। 'সহ্য করতে না পারার কি আছে, বলো? ডা. মারকো বলেছিলেন, দুর্ঘটনার আগের কেনেথের সাথে দুর্ঘটনার পরের কেনেথের কোথাও কোন মিল নেই। দুর্ঘটনার আগের কেনেথ মরে গেছে—সে মৃত। বর্তমান কেনেথ, আমি, যে বেঁচে আছে তার ব্যক্তিত্বে বলো, স্বভাবে বলো, কোথাও এক বিন্দু অপরাধ প্রবণতা নেই। সুতরাং দুর্ঘটনার আগের কেনেথ যদি খুনী হিসেবে প্রমাণিত হয়ও, তাতে আমার অপরাধ বোধ করা উচিত হবে না।'

'রাইট,' বলল রানা, 'আচ্ছা, কেনেথ, একজন বুড়ো মি. লংফেলো রোজ যে তোমার সাথে দেখা করতে আসছেন, উনি কে?'

'চিনি না,' বলল কেনেথ, 'নামটা জীবনে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না আমার। তবে, ফোর্ট ফ্যারেলের লোক উনি। ভিজিটিং কার্ডে লেখা আছে উনি একজন সাংবাদিক। কিন্তু চিনি না বলেই ওঁর সাথে আমি দেখা করি না। ভয় হয়, আবার সেই গুণ্ডাপাণ্ডাদের পাল্লায় পড়ব।'

'এবার এলে দেখা কোরো,' বলল রানা, 'শোনোই না কি বলবার আছে তাঁর। বলা যায় না, মি. লংফেলো হয়তো তোমার অতীত স্মৃতি ফেরাবার ব্যাপারে কোন সূত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন তোমাকে।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল কেনেথ, বাধা দিল দুটো আওয়াজ—ঢং ঢং। দু'জনেই তাকাল ওয়ালক্লকটার দিকে। চুপিসারে পেরিয়ে গেছে সময়, টেরও পায়নি ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। টেরও পেল না, ওদের কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিস্টার লোরা।

খুক করে কাশল বুড়ি। ঝট করে তাকাল ওরা। বুড়িকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

অপরাধীর মত ভঙ্গি করে এক পা এগোল ওদের দিকে বুড়ি। 'এই যে মিস্টার রানা, মিস্টার কেনেথ—তোমরা বুঝি ঘুমাতে পারছ না? একটা কথা···মানে, বলছিলাম কি, ঘুম আমারও আসছে না অনেকক্ষণ থেকে। খুব বেশি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস তো, ডিউটির সময় লুকিয়ে চুরিয়ে খাই, ধরা পড়লে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে—তা এক আধখানা আছে নাকি তোমাদের কাছে? ধার দেবে? শোধ করে দেব···আছে?'

প্রথমে মনে হলো অভিনয়; কিন্তু বুড়ির দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে মনে হলো, না, অভিনয় করছে না। মায়া লাগল বুড়ির অসহায় অবস্থা দেখে।

'এত করে যখন চাইছ, নাও একটা,' প্যাকেট থেকে পাঁচটা সিগারেট বের করে বুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'কিন্তু মনে থাকে যেন, সিস্টার, মাঝেমধ্যে আমরা চাইলেও যেন পাই।'

'তোমাদের অভাব হবে এ আমি বিশ্বাস করি না,' সিস্টার দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল, 'এ জিনিস কোথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তার সন্ধান তো তোমরা জেনে ফেলেছ। ভাল কথা, পাখাটা ছেড়ে দেব কি? ধোঁয়ায় যে কেবিনটা অন্ধকার হয়ে গেছে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হাইহিলের শব্দ তুলে সুইচ অন করে

পাখাটা চালিয়ে দিল বুড়ি, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।
অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা।

পরদিন সন্ধ্যায় বুড়ো মি. লংফেলো এক তোড়া ফুলের গোছা নিয়ে ঢুকল কেবিনে। চেহারাটা ঠিক যেমন কল্পনা করেছিল রানা হুবহু তেমনি। লালচে দাড়ি-গোঁফ চুল ধূসর হয়ে আসছে দ্রুত। চমৎকার টিকালো নাক। উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ চোখ। হাসি হাসি একটা ভাব লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। মাথায় হ্যাট। পরনে পুরানো মডেলের ঢোলা স্যুট। চোখে সোনালী ফ্রেমের একজোড়া বাইফোকাল চশমা।

আধঘণ্টার উপর এসেছে বুড়ো। কেনেথের মাথার কাছে বেডের উপর বসেছে সে। নিচু স্বরে কথা বলছে। বুড়ো একের পর এক প্রশ্ন করছে বলে মনে হলো রানার। কেনেথের উত্তরও শুনতে পাচ্ছে না ও। তবে তার মাথা নাড়া দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বুড়োর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক কিছু বলছে সে, জবাব দিতে পারছে না।

'আপনি কে?' হঠাৎ কেনেথের একটা প্রশ্ন কানে ঢুকল রানার।

উত্তরে বুড়ো কি বলল তা শুনতে না পেলেও কেনেথের পরের কথাটা শুনতে পেল রানা। কেনেথ বলল, 'সাংবাদিক? বেশ, বুঝলাম। কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলের একজন সাংবাদিকের আমার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?'

কি যেন বুঝিয়ে বলতে শুরু করল বুড়ো। তার একটা কথাও কানে ঢুকল না রানার।

নিজের বেডে উঠে বসতে যাবে রানা, হঠাৎ নিভে গেল আলো।

রানার মনে পড়ল, গতকালও, ঠিক এই সময় অফ হয়ে গিয়েছিল কারেন্ট।

'সিস্টার! সিস্...উহ্!'

বৃদ্ধের চিৎকার। মাত্র একবার শোনা গেল। দ্বিতীয় বার সিস্টারকে ডাকতে গিয়েও শব্দটা পুরো উচ্চারণ করতে পারল না সে। বেদনা কাতর একটা শব্দ বেরোল শুধু মুখ থেকে।

কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারল না রানা। মাত্র ক'সেকেণ্ডের মধ্যে দ্রুত ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা অন্ধকারের কালো মঞ্চে। ধপ করে পড়ে গেল কেউ, বা ফেলে দেয়া হলো কাউকে ছুঁড়ে। এক সেকেণ্ড পর আর একটা শব্দ হলো। কাউকে যেন কেউ লাথি মারল, কোঁক করে একটা শব্দ হতে বুঝতে পারল রানা। পরমুহূর্তে একটা আর্ত চিৎকার। চিৎকারটা মাঝ পথে থেমে গেল। ছুটন্ত একটা পদশব্দ... বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

তড়াক করে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে রানা ইতিমধ্যে বেড থেকে। 'মি. লংফেলো! কোথায় আপনি? মি. লংফেলো!'

'কেনেথকে, কেনেথকে বোধহয় ওরা খুন করছে...ওকে বাঁচান!'

পাথর হয়ে গেল রানা। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। গ্রাহ্য করল না ব্যাপারটা। টলতে টলতে কেনেথের বেডের দিকে এগোল ও।

ধাক্কা খেল রানা কিসের সাথে যেন। ঠিক তখনই জ্বলে উঠল আলো। পায়ের কাছে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে বসে আছে বৃদ্ধ। তাকে ধরে দাঁড় করাতে গিয়ে

বাধা পেল রানা।

'আমাকে নয়, কেনেথকে।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে একজন সিস্টার ঢুকল কেবিনে। তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

কেনেথের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বুকে আমূল গাঁথা রয়েছে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা একটা ছোরা। রক্তে লাল হয়ে গেছে ধবধবে সাদা ব্যাণ্ডেজ। একদিকে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে কেনেথের মাথা।

দেখেই বুঝল রানা, বেঁচে নেই কেনেথ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে বেডের সামনে দাঁড়াল রানা। হুড়মুড় করে কেবিনে ঢুকল কয়েকজন ডাক্তার। তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

'অন্যায় হলো! মস্ত অন্যায় হলো।' বিড় বিড় করছে বৃদ্ধ। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। চেয়ে আছে কেনেথের দিকে। ধীর, সম্মোহিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক। চিক চিক করছে চোখের কোণ দুটো। 'শেষ সূত্রটাকেও সরিয়ে ফেলা হলো দুনিয়া থেকে। আর কোন ভাবেই অন্যায়টার বিচার হওয়া সম্ভব নয়।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল বৃদ্ধ। এখনও মাথা নাড়ছে। বিড় বিড় করছে।

'দাঁড়ান!' ডাকল রানা। পা বাড়াল।

কে যেন পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল ওকে। ঝট করে ফিরল রানা। সিস্টার। 'ছাড়ো আমাকে। ওই ভদ্রলোককে দরকার আমার...'

'আপনি অসুস্থ!' সিস্টার গায়ের জোরে আটকাতে চাইছে ওকে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল রানা, 'দাঁড়ান! মি. লংফেলো!'

আরও একজন সিস্টার এগিয়ে এসে ধরে ফেলল রানাকে। 'অবাধ্য হবেন না, মি. রানা, প্লীজ!' প্রায় টেনে হিঁচড়ে বেডের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল ওরা ওকে। তারপর শুইয়ে দিল।

হাঁপাচ্ছে রানা। 'মি. লংফেলোকে ফিরিয়ে আনো!' চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ রানা অসুস্থ বোধ করল। মাথাটা ঘুরছে ওর। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের সামনে সব কিছু। ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার।

দেড় মিনিট পর জ্ঞান ফিরল রানার। ওর প্রশ্নের উত্তরে সিস্টার জানাল, মি. লংফেলোকে পাওয়া যায়নি। না, তাঁর ঠিকানাও কাউকে দিয়ে যাননি তিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কেনেথের বেডটা দেখতে পেল রানা। সাদা চাদর দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়েছে মৃতদেহটা।

মাথার ভিতর চিন্তার জাল বুনছে রানা। অসংখ্য প্রশ্ন জাগছে মনে। আটাশ দিন আগে যে ঘটনার দরুন ওরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেটা দুর্ঘটনা ছিল না তাহলে! কেনেথকে খুন করার ষড়যন্ত্র ছিল সেটা। ঘটনাচক্রে কেনেথকে বাঁচাতে গিয়ে সেও মরতে বসেছিল। নিতান্ত ভাগ্যগুণেই বেঁচে গেছে ওরা। খুনী ড্রাইভার ভেবেই নিয়েছিল কেনেথের সাথে যদি আর একজন পথিক খুন হয় হোক, ক্ষতি নেই তাতে।

শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল রানার। একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খুন হতে

যাচ্ছিল ও। মারা গেলে কারও কিছু আসত যেত না। এতই কি সস্তা ওর জীবন? কারা ওরা? কি ভেবেছে নিজেদের?

কেনেথের কথা ভাবতে গিয়ে কঠোরতর হলো রানার মন। এমন একটা মানুষ, যে নিজের অতীত ভুলে গেছে—তার পক্ষে কারও কি ক্ষতি করা সম্ভব? কেন তাকে এমন নির্মমভাবে খুন করা হলো?

কেন?

দুই

২৫ অক্টোবর।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া। ফোর্ট ফ্যারেল।

ধূলি ধূসরিত চেহারা নিয়ে বাস থেকে নামল রানা। ও একাই। আর কেউ নামল না। বাসের এটা শেষ স্টেশন। উঠলও না কেউ। বাঁক নিয়ে পীস রিভার এবং ফোর্ট সেন্ট জনের দিকে, অর্থাৎ সভ্যতার দিকে ফিরে যাচ্ছে বাস। ফোর্ট ফ্যারেলের জনসংখ্যা একজন বাড়ল। সাময়িকভাবে।

স্টেশনের কার্গো ডিপোর দিকে এগোল রানা। ভিতরে ঢুকে দেখল কাউন্টারে বসে ঝিমুচ্ছে মাথা কামানো এক লোক। আঙুল দিয়ে ঠক ঠক করে আওয়াজ করল রানা কাউন্টারে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টুল থেকে পড়ে যাবার উপক্রম করল লোকটা। ভনভন করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মাথার ঘা থেকে মাছিগুলো।

'আমার ব্যাগ,' বলল রানা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে বড় আকারের একটা হাই তুলল লোকটা। 'নতুন মনে হচ্ছে? বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

'নতুন কি পুরানো তা জেনে তোমার কি দরকার?' তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে রানা, বিলি করতে নয়। 'পারকিনসন বিল্ডিংটা কোন্দিকে বলতে পারো?'

'কিং স্ট্রীটে,' কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলল লোকটা।

স্কেল বসিয়ে আঁকা একটা সরলরেখার মত পড়ে আছে রাস্তাটা। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল রানা। শহরটা সম্পর্কে বাইরে থেকে যতটুকু সম্ভব জেনে নিয়েই ঢুঁ মারতে এসেছে সে। রাস্তা ধরে এগোবার ফাঁকে মানচিত্রে দেখা শহরটাকে মিলিয়ে নিচ্ছে শুধু।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। মাত্র কয়েক হাজার লোকের বাস ফোর্ট ফ্যারেলে। রাস্তার দু'ধারে মাঝারি আকারের চার পাঁচ তলা বিল্ডিংগুলোর গায়ে অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড লটকে আছে। দুটো গ্যাস স্টেশন, গ্রোসারী শপ, অটো ডিলার, সেলুন এবং ছোট ছোট ক'টা রেস্টুরেন্ট আর বার নিয়ে একটা সুপারমার্কেট। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা, প্রায় প্রতিটি সাইনবোর্ডেই পারকিনসন নামটা লেখা রয়েছে। শহরটা যেন তাদেরই পারিবারিক সম্পত্তি। এমন যে বিখ্যাত ক্লিফোর্ড পরিবার, তাদের নামগন্ধ কিছুই নেই শহরের কোথাও। ভারি

আশ্চর্য লাগে ওর। এই শহরটাকে গড়ে তোলার কাজে যে পরিবারের অবদান অপরিমেয়, সেই পরিবারের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে এখান থেকে।

চৌরাস্তাটার নামকরণ করা হয়েছে কিং স্ট্রীট। রাজকীয় ভঙ্গিতেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চেহারার এগারো তলা একটা বিল্ডিং। ওটাই পারকিনসন বিল্ডিং সন্দেহ নেই।

শহরের মধ্যে একমাত্র চৌরাস্তাতেই বিশেষ যত্নের ছাপ চোখে পড়ল রানার। ঝক ঝক তক তক করছে রাস্তাটা। মিস্ত্রিরা এইমাত্র যেন চুনকাম করে গেছে বিল্ডিংগুলো। সামনেই পার্কের বিশাল গেট। পার্কের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক মর্মর মূর্তি। ফোর্ট ফ্যারেলের জনক লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম জে ফ্যারেলের প্রতিমূর্তি ওটা। রানা অনুমান করল, মৃত্যুকালে যতটুকু লম্বা ছিলেন ভদ্রলোক তার চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি লম্বা করে গড়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর ইউনিফর্ম ক্যাপে নিরাপদ নীড় রচনা করেছে বায়স কুল।

হঠাৎ পার্কের গেটের মাথার উপর দৃষ্টি পড়তে থমকে দাঁড়াল রানা। গেটের মাথায় ঝাপসা হয়ে গেছে অক্ষরগুলো। কিন্তু এখনও পড়া যায় পরিষ্কার: ক্লিফোর্ড প্যার্ক।

গোটা শহরে এই একটিমাত্র জায়গায় ক্লিফোর্ড পরিবারের নাম দেখল রানা।

পারকিনসন বিল্ডিঙে যখন পৌঁছুল, তখনও পার্কের নামটা নিয়ে গভীরভাবে কি যেন ভাবছে ও।

আরও একটা সিগারেট ধরাল রানা। বাইরের অফিস রুমে অপেক্ষা করছে ও। পারকিনসনের সেক্রেটারি মেয়েটা মিনি স্কার্টের কিনারা উরুর মাঝখানে তুলে লোভনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে রাখলেও, দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকায়নি রানা। ভিতরের অফিস থেকে ডাক আসতে অস্বাভাবিক দেরি দেখে বিরক্তি বোধ করল ও। ভাবল, বয়েড পারকিনসন খুব একটা সুবিধের লোক নয়।

পা দোলাচ্ছিল সেক্রেটারি মেয়েটা। হঠাৎ তা থামিয়ে রিস্টওয়াচ দেখল সে। তারপর মুখ তুলল, 'এখন আপনি ভিতরে ঢুকতে পারেন।'

নিঃশব্দে মুচকি হাসল রানা। পারকিনসনকে চিনতে শুরু করেছে যেন ও। টেলিফোন এল না, বেল বাজল না—মেয়েটা রিস্টওয়াচ দেখে অনুমতি দিল ভিতরে ঢোকার। কে জানে, পারকিনসন হয়তো তাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল মাসুদ রানা নামে একজন জিওলজিস্ট আসবে, তাকে অন্তত চল্লিশ মিনিট বসিয়ে রেখে তারপর ঢুকতে দেবে আমার চেম্বারে। আমিই যে এই শহরের অধিপতি তা যেন আমার সাথে দেখা হওয়ার আগেই তার জানা হয়ে যায়। কিংবা, ভুলও হতে পারে ওর, চেম্বারের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবল রানা, হয়তো সত্যিই কাজে ব্যস্ত ছিল লোকটা।

ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসা পারকিনসনকে দেখে অবাকই হলো রানা। শহরটা তার, এটা চাক্ষুষ করার পর ও ধরেই নিয়েছিল লোকটা প্রৌঢ় কিংবা বুড়ো না হয়েই যায় না। অল্প বয়সে ক'জনইবা কেউকেটা হতে পারে!

ওর চেয়ে বেশি হবে না পারকিনসনের বয়স। চমৎকার স্বাস্থ্য। বোঝা যায় ব্যবসা

নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে না এ-লোক। শরীরটাকে বলিষ্ঠ রাখার পিছনে প্রচুর শ্রম আর সময় ব্যয় করে থাকে। ছোট ছোট চুল মাথায়, প্রায় গোল করে কাটা—ফলে মুখটাকে বড় দেখাচ্ছে এবং কোথায় যেন নীচতা আর নিষ্ঠুরতার একটা ছাপ ফুটে রয়েছে। চেহারাটাকে এমন করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে ভেবে পেল না রানা। হয়তো, ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে এই চেহারা, ভাবল ও, লোকের মনে ভয় ঢোকাবার জন্যে। স্থূল বুদ্ধির মানুষ দুনিয়ায় তো আর কম নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠল না পারকিনসন। শুধু হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, রানা।'

বসতে বলেনি। চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি। নাম উচ্চারণ করার আগে মিস্টার বলেনি। সবই লক্ষ করল রানা। পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে ধীরে ধীরে বসল ও।

কালো হয়ে গেল পারকিনসনের মুখ। নিজের বাড়ানো হাতটার দিকে তাকাল সে। গ্রহণ করেনি রানা ওটা। না করায় হাতটার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে সম্ভবত, ভাবল রানা।

হাতটা অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে ফিরিয়ে নিল পারকিনসন। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ঠোঁটের কোণে রাখল রানা। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল পারকিনসনের দিকে।

'চুক্তিপত্রটা দেখাচ্ছি তোমাকে,' তর্জনী দিয়ে টোকা দিয়ে প্যাকেটটা রানার দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিল পারকিনসন। হাভানা চুরুটের বাক্সটা টেনে নিল ডেস্কের একধার থেকে। 'রুটিন অনুযায়ীই সব কিছু হবে।'

সিগারেট ধরিয়ে গ্যাস লাইটারটা বাড়িয়ে দিল রানা। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল পারকিনসন। রানাকে প্রত্যাখ্যান করবে কিনা ভাবল সম্ভবত। তারপর মুখটা বাড়িয়ে দিল চুরুটে আগুন ধরাবার জন্যে।

পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে ওরা, নিঃশব্দে।

একমুখ নীলচে ধোঁয়া ছাড়ল পারকিনসন। লাইটারটা নিভিয়ে হাতটা সরিয়ে আনল রানা।

'আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে একমাত্র তুমিই আবেদন করেছ, তাই কাজটার দায়িত্ব তোমাকে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। কিন্তু,' পারকিনসন হাসল, 'তোমাকে ডেকে পাঠানোর পর আমাদের মনে পড়ল, কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার মত যোগ্যতা তোমার আছে কিনা তা জানার কোন চেষ্টাই আমরা করিনি। কোন্ ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছ, রানা?'

'মন্ট্রিয়ল।'

'কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স ক'বছরের?'

'ছয়…না, সাড়ে ছয় বছরের।'

'ফ্রিল্যান্সার?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে কোথাও পেয়েছ কিছু? তেল কিংবা আকরিক লোহা? কয়লা কিংবা সোনা? রেডিয়াম কিংবা…দামী কিছু?'

'প্রশ্নটা কি বোকার মত হয়ে যাচ্ছে না?' মৃদু হাসির সাথে বলল রানা। 'আমি

একজন জিওলজিস্ট। মাটি পরীক্ষা করে খনিজ পদার্থ থাকা না থাকার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করতে পারি মাত্র। পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে থাকা না থাকার ওপর… জিওলজি সম্পর্কে আমার জ্ঞানের ওপর নয়। এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নেই এ আমি বিশ্বাস করি না, পারকিনসন।'

'আমার প্রশ্নটা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি,' পারকিনসন কঠিন, কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'আমি জানতে চাইছি মাটির নিচে খনিজ পদার্থ থাকা সত্ত্বেও তোমার অযোগ্যতার দরুন তা আবিষ্কৃত হয়নি এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। বুঝেছ প্রশ্নটা? আরও পরিষ্কার করে বলব? প্রশ্নটা এভাবেও করা যায়: যেখানে খনিজ পদার্থ নেই বলে রিপোর্ট দিয়েছ তুমি সেখানে পরে অন্য কোন জিওলজিস্ট খনিজ পদার্থ আছে বলে প্রমাণ করেছে কিনা?'

হেসে উঠল রানা। 'এরকম কোন ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তোমার কাছে তা স্বীকার করব বলে মনে করো? সে যাক, কাজটা করতেই এসেছি আমি, পারকিনসন। সুতরাং, আমার যোগ্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমারই।' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে পারকিনসনের সামনে ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিল রানা। 'ওটার ভিতর আমার সার্টিফিকেটগুলো আছে, কয়েকটা প্রশংসাপত্রও পাবে তুমি—চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারবে জিওলজিস্ট হিসেবে আমি প্রথম শ্রেণীর কিনা।' শুধু সার্টিফিকেটগুলো জাল কিনা তা জানার কোন চেষ্টা করো না, তাহলেই আমি বাপু ফেঁসে যাব—মনে মনে বলল রানা—প্রমাণ হয়ে যাবে একজন চাষী আলকাতরা সম্পর্কে যতটা জানে আমি জিওলজি সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি কিছু জানি না।

এনভেলাপটা খুলে এক এক করে সবক'টা সার্টিফিকেট আর প্রশংসাপত্রে চোখ বুলাল পারকিনসন। অকারণ গাম্ভীর্যে ভারি করে রেখেছে সারাক্ষণ মুখটাকে। দেখা শেষ করে এনভেলাপটা রানার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এসবে কিছু প্রমাণ হয় কিনা আমি জানি না। সে যাক, কাজ তোমাকে দিয়েই করাচ্ছি আমরা। তার আগে, এখানের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা দরকার তোমার।'

'আমি শুনছি।'

'ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এই অংশে পারকিনসন করপোরেশনের গুরুত্ব তোমার মত একজন বহিরাগতের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। উন্নতির চরম শিখরে উঠে যাচ্ছি আমরা—দ্রুত গতিতে। বর্তমানে আমরা কাঠ কেটে সাইজ করার, কাগজের জন্য মণ্ড তৈরি করার এবং একটা প্লাইউডের কারখানা চালাচ্ছি। হাতে রয়েছে একটা নিউজপ্রিন্ট মিলের, আর প্লাইউড প্ল্যান্টটাকে বড় করার কাজ। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব রয়েছে আমাদের, তা হলো পাওয়ার—বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার।'

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল পারকিনসন। 'ডসন ক্রীক-এর গ্যাস ফিল্ড থেকে পাইপ দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস যে আনা যায় না তা নয়, কিন্তু তাতে খরচ পড়ে যাবে মেলা; তাছাড়া, গ্যাসের দাম বাবদ প্রচুর ডলার গুনতে হবে প্রতিমাসে। আরও অসুবিধে আছে। আমাদের চাহিদা বুঝে গ্যাস ফিল্ডের মালিকরা প্রতি বছর গ্যাসের দাম কয়েকবার করে বাড়ালেও টুঁ-শব্দ করতে পারব না আমরা। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিগুলো সচল থাকবে কিনা তা নির্ভর করবে

ওদের মর্জির ওপর। সুযোগ পেলে ওরা আমাদের লাভের অংশের বেশির ভাগটাই খেয়ে নিতে চাইবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জেনেশুনে ওদের ফাঁদে আমি পা দিতে যাচ্ছি না। আমি চাই পাওয়ারের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে।'

দেয়ালে সাঁটা ম্যাপের দিকে আঙুল তুলল পারকিনসন। 'ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ওয়াটার পাওয়ারের কোন অভাব নেই। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ এলাকা এখনও অনুন্নত।২,২০,০০,০০০ কিলোওয়াট সম্ভাব্য শক্তির মধ্যে থেকে মাত্র ১৫,০০,০০০ কিলোওয়াট নিচ্ছি আমরা। উত্তর-পশ্চিমের এই দিকটায় সম্ভাব্য ৫০,০০,০০০ কিলোওয়াট ওয়াটার পাওয়ারের সবটাই অব্যবহৃত থাকছে, একটা জেনারেটর বসিয়েও ওর সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়নি।'

'পীস রিভারে পোর্টেজ মাউন্টিন ড্যাম তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে,' বলল রানা।

ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল পারকিনসন। 'ওটা তৈরি হতে কয়েক বছর সময় লাগবে। শত শতকোটি ডলার খরচ করে সরকার কবে একটা ড্যাম তৈরি করবে তার অপেক্ষায় বসে থাকতে পারি না আমরা, রানা। পাওয়ার আমাদের দরকার এই মুহূর্তে। সুতরাং, প্রয়োজন মেটাতে কি করতে যাচ্ছি আমরা?' হাসছে পারকিনসন। 'আমরা নিজেরাই একটা বাঁধ তৈরি করতে যাচ্ছি— হ্যাঁ। সেটা খুব বড় একটা বাঁধ হবে না, কিন্তু তার দরকারও নেই। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যথেষ্ট বড় হলেই চলবে। বাঁধ তৈরি করার প্রাথমিক সব কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি আমরা। যেকোন মুহূর্তে শুরু করে দিতে পারি আমরা কাজ। মাল মশলা যা লাগবে তাও পৌঁছে গেছে ফোর্ট ফ্যারেলে। এ ব্যাপারে সরকারের সর্বাত্মক সাহায্য এবং আশীর্বাদও রয়েছে আমাদের ওপর। এখনও তাহলে কাজে হাত দেইনি কেন?'

নাটকীয় ভাবে প্রশ্নটা করে রানার দিকে চেয়ে থাকল পারকিনসন। তারপর নিজেই উত্তরটা বলল, 'কারণ, বাঁধ তৈরি হয়ে যাবার পর উপত্যকার পঁচিশ বর্গ মাইল এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। তখন যদি জানতে পারি যে একশো ফিট পানির নিচে মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে? ভুলের জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে হবে না তখন? এবার বুঝেছ তো ব্যাপারটা? বাঁধ আমরা তৈরি করব, কিন্তু তার আগে নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে চাই যে-এলাকাটা পানিতে ডুবে যাবে তার নিচে দামী কিছু আছে কিনা। এর আগে কোন জিওলজিস্ট এলাকাটা চেক করেনি। আমি চাই, গোটা এলাকাটা ভাল করে চেক করো তুমি। তারপর আমাকে জানাও নিচে যেটা আছে সেটা সোনার খনি না রেডিয়ামের খনি, নাকি তেলের খনি। পারবে না?'

'এলাকার ম্যাপটা একটু দেখতে চাই আমি,' বলল রানা।

রিভলভিং চেয়ারে সিধে হয়ে বসল পারকিনসন। অনেকগুলো কথা বলে নিজের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা রানাকে দিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করছে সে। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'নাথান, কাইনোক্সি এলাকার ম্যাপটা নিয়ে এসো।' রিসিভার নামিয়ে রেখে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাল সে। 'আমাদের হোল্ডিংগুও জিওলজিক্যাল সার্ভে দরকার, কথাটা ভাবছি কিছুদিন থেকে,' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে রানার দিকে। 'এই কাজটা যদি সুন্দরভাবে শেষ করতে

পারো তাহলে হয়তো আরও একটা চুক্তি করতে পারি আমরা তোমার সাথে। তুমি লোক কেমন, এবং তোমার যোগ্যতা কেমন তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে, রানা। যদি প্রমাণ করতে পারো আমাদের কাজে লাগবে তাহলে বছরের পর বছর ধরে তোমাকে আমরা পুষতে পারি।'

'কিন্তু আমার যে পেশা...'

'বাদ দাও তোমার পেশা!' পারকিনসন তাচ্ছিল্যের সাথে বলল। 'ক'ডলার কামাও এই পেশায় সারা বছরে? ধরো, তোমার যা আয় তার চেয়ে যদি তিনগুণ আয়ের রাস্তা দেখিয়ে দিই, ছাড়তে রাজি হবে না ওই নীরস পেশাটাকে?'

'কাজটা কি তার ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা।'

'তা কি সংখ্যায় একটা? বেছে নেবার জন্যে একশোটা কাজের নাম বলতে পারি আমি তোমাকে।' পারকিনসন হাসছে। 'জানো, পঞ্চাশজন লোককে খামোকা পুষি আমি। কেউ আমার বডিগার্ড, কেউ স্রেফ বন্ধু, কেউ শুভানুধ্যায়ী, কেউ...'

চেম্বার কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠে পারকিনসনকে থামিয়ে দিল রানা।

'কি হলো!' কঠিন শোনাল পারকিনসনের কণ্ঠস্বর। 'উজবুকের মত হাসছ কেন?'

'উজবুক আমি না তুমি?' কোনরকমে হাসি থামিয়ে বলল রানা। 'তুমি বেতনভুক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী পোষো একথা বলতে পারলে? পয়সা দিয়ে বন্ধু পাওয়া যায় বলে সত্যিই বিশ্বাস করো?'

'আমার বিশ্বাস সম্পর্কে তুমি তাহলে কিছুই জানো না, দেখছি।' পারকিনসন দৃঢ়ভঙ্গিতে বলল, 'ডলার ঢাললে, বিলিভ মি, গডকেও পোষা যায়। কিছুদিন আছই তো, নিজেই এর প্রমাণ দেখার সুযোগ পাবে তুমি।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।' পারকিনসনকে আরও কথা বলাবার জন্যে উত্তেজিত করতে চাইছে রানা।

'মোটেই নয়! তুমি জানো, ফোর্ট ফ্যারেলে ঈশ্বরের পরেই আমার স্থান? খোদাকে ওরা তো দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আমাকে পাচ্ছে। শুধু দেখতেই পাচ্ছে না আমার উত্তাপের আঁচও এরা অনুভব করছে সারাক্ষণ। আমি বলতে চাইছি, গডের চেয়েও ওরা বেশি মানে আমাকে। ভয় করে। ওরা জানে, গডের মত পরোক্ষ কিছুতে বিশ্বাস করি না আমি, আমি প্রত্যক্ষে বিশ্বাস করি। কিছু যদি আমার মন মত না হয়, সরাসরি আঘাত করি আমি। সবাই জানে।'

'কেউ যদি জেনেও অবাধ্য হয়?'

'আজ পর্যন্ত সে সাহস কারও হয়নি। হবেও না।'

'জোর দিয়ে বলো না।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'বেতনভুক শুভানুধ্যায়ী হিসেবে সতর্ক করে দিতে চাই,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'সবাইকে গরু-ছাগল ভেবো না, পারকিনসন—পালে দু'একটা বাঘও থাকতে পারে।'

'আরও পরিষ্কার করে বলো।'

'অন্যায় চিরকাল সহ্য করে না মানুষ।'

'আমি তো কোন অন্যায় করছি না কারও ওপর!' নিরীহ ভঙ্গিতে দু'দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল পারকিনসন, 'এই এলাকার মালিক আমি। প্রাপ্য সম্মান আর মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে। তোমার কি ধারণা?'

'তোমার সাথে এ ব্যাপারে আমি একমত,' বলল রানা। 'কিন্তু বিতর্ক দেখা দিতে পারে "প্রাপ্য" শব্দটার অর্থ নিয়ে। তুমি প্রাপ্য বলতে কি বোঝো তা জানি না।'

'এ প্রসঙ্গে আলোচনা অসমাপ্ত রইল তোমার সাথে আমার,' নাথান মিলারকে ঢুকতে দেখে বলল পারকিনসন, 'পরে শেষ করা যাবে, কি বলো? কেন যেন মনে হচ্ছে, অনেকদিন পর, কিংবা বলা উচিত এই প্রথম একজন লোককে পেলাম যাকে আমার ক্ষমতা এবং প্রভাব সম্পর্কে একটু জ্ঞান দান করা দরকার—আলোচনার মাধ্যমে।'

'আমি আবার আলোচনায় তেমন বিশ্বাস করি না,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক এখন।'

রানার পাশ ঘেঁষে গিয়ে গেল নাথান। হাতে পাকানো ম্যাপ কয়েকটা। পারকিনসনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। অস্বাভাবিক লম্বা, সুবেশী, ক্লিনশেভ—বয়স পারকিনসনের চেয়ে একটু বেশিই হবে। দু'জনের সাথে কোথাও কোন মিল নেই, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হলো রানার, জোড়াটা মিলেছে ভাল। অসম্ভব ধূর্ত আর বাস্তববাদী লোক নাথান, চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি আর হাড় বের হওয়া মুখের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে অনুমান করল রানা।

'থ্যাঙ্কস, নাথান,' ম্যাপগুলো নিজের হাতে নিয়ে বলল পারকিনসন। 'ও হচ্ছে আমাদের জিওলজিস্ট, যাকে আমরা ভাড়া করেছি, মাসুদ রানা।' রানার দিকে তাকাল সে। 'নাথান মিলার, আমাদের একজন এক্সিকিউটিভ।'

'প্লীজড টু মিট ইউ,' বলল রানা। দ্রুত একবার মাথাটা শুধু ঝাঁকাল নাথান, তারপরই পারকিনসনের দিকে ফিরিয়ে নিল মুখ। 'ন্যাশনাল কংক্রিট ওদের বিল মিটিয়ে দেয়ার জন্যে বড় বেশি তাগাদা দিচ্ছে।'

'কিছু একটা বুঝিয়ে ঠেকিয়ে রাখো,' পারকিনসন বলল। 'ইট, বালি, সিমেন্ট, রড কোনটার দামই আমরা দিচ্ছি না রানার রায় না পাওয়া পর্যন্ত।' মুখ তুলে তাকাল সে রানার দিকে। 'তোমার ওপরই সব নির্ভর করছে এখন, রানা।' একটা ম্যাপ খুলে ডেস্কের উপর বিছাল সে। 'এই যে কাইনোক্সি, কোয়াদাচা-র উপঢৌকন বলা হয় নদীটাকে, ফিনলে এবং আরও সব এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পীস রিভারে গিয়ে মিশেছে। এই এখানে রয়েছে একটা এসকারপমেন্ট, পাহাড়ের ঢালু গা, এর বাঁকগুলোয় বাধা পেয়ে কাইনোক্সি উদ্দাম খরস্রোতায় পরিণত হয়েছে এসকারপমেন্টের পিছনেই রয়েছে একটা উপত্যকা,' ম্যাপের উপর তর্জনী ছুটছে পারকিনসনের, 'বাঁধটা আমরা দেব ঠিক এইখানে, ফলে উপত্যকাটা সয়লাব হয়ে যাবে পানিতে। পাওয়ার হাউসটা হবে এখানে, এসকারপমেন্টের বটমে। সার্ভে টীমের রিপোর্ট অনুযায়ী উপত্যকা ছাড়িয়েও দশ মাইল জায়গা ডুবে যাবে—দৈর্ঘ্যে মাইল দুই বা কিছু বেশি। ওটা একটা নতুন লেক হবে—লেক পারকিনসন।'

'পরিমাণে কম নয় পানিটা,' মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু খুব বেশি গভীর হবে না,' বলল পারকিনসন, 'তাই আমরা হিসেব করে দেখেছি অল্প খরচেই বাঁধটা তৈরি করতে পারব।' ম্যাপের নিচের দিকে তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্তের মত আঁকল সে। 'এই বিশ বর্গ মাইলের মধ্যে আমরা কোনরকম খনিজ পদার্থ কিছু হারাচ্ছি কিনা তা জানাবার দায়িত্ব এখন তোমার।'

ম্যাপটা আরও কিছুক্ষণ দেখল রানা। তারপর বলল, 'কঠিন কোন কাজ নয়। পারব। ভাল কথা, উপত্যকাটা ঠিক কোথায় বলো তো?'

'এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। বাঁধের মাল মশলা নিয়ে যাবার জন্যে কাঁচা একটা রাস্তা তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছি আমরা, কিন্তু এখনও শেষ হয়নি সেটা। জায়গাটা একেবারেই নির্জন।'

'কিছু এসে যায় না।'

'নির্জন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয়ই আছে, যেহেতু তুমি একজন জিওলজিস্ট। সে যাক। ভেব না যে চল্লিশ মাইল পায়ে হাঁটতে হবে তোমাকে। করপোরেশনের হেলিকপ্টার তোমাকে পৌঁছে দেবে এবং নিয়ে আসবে, যখন যেমন প্রয়োজন।'

'তাতে আমার জুতোর শুকতলা খুব কম খইবে— ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ভাল কথা, মাটি পরীক্ষা করে কি পাই না পাই তার ওপর নির্ভর করবে পরীক্ষামূলক গর্ত খুঁড়তে হবে কিনা। ভাড়ায় একটা ড্রিলিং মেশিন আনিয়ে রাখো। আর, খোঁড়ার কাজে তোমার দু'জন লোককে আমার দরকার হতে পারে।'

নাথান বলল, 'চুক্তিতে এসব কথা থাকছে না। ব্যাপারটা ঠিক ন্যায্য হচ্ছে কি? তোমার কাজ তোমাকেই সব করতে হবে।'

'নাথান, মাটিতে গর্ত খোঁড়ার জন্যে ডলার নিই না আমি। ওই সব গর্তের ভিতর থেকে যে কাদা উঠবে তা মাথা খাটিয়ে পরীক্ষা করে খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে ডলার নিয়ে থাকি। তোমরা যদি বলো এক হাতে কাজ করতে, তাও আমি করব—কিন্তু তাতে সময় লাগবে ছয়গুণ বেশি। ঘণ্টা হিসেবে বেতনে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি আমি—ওই ছয় গুণ বেশি সময়ের বেতন দশ হাজার ডলারের কম হবে না। তোমাদের ডলার বাঁচাবার স্বার্থেই কথাটা বলেছি আমি।'

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল নাথান, হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল পারকিনসন। 'বাদ দাও, নাথান। হয়তো গর্ত খোঁড়ার কোন দরকারই পড়বে না শেষ পর্যন্ত। নির্ঘাত কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখলে তবে তো ড্রিল করার কথা ভাববে তুমি, রানা?'

'হ্যাঁ।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল নাথান পারকিনসনের দিকে। 'আরেকটা ব্যাপার,' বলল সে, 'রানাকে বরং সাবধান করে দাও ও যেন উত্তর দিকটায় সার্ভে করতে না যায়। ওটা আমাদের এলাকা...'

'ওটা আমাদের এলাকা নাকি আমাদের এলাকা নয় তা আমি জানি, নাথান,' পারকিনসন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল হঠাৎ। 'শীলার সাথে এ ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করব আমরা—সময় মত।'

'এখনি সময়,' বলল নাথান। উত্তেজনার বা অস্বস্তির লেশমাত্র নেই কণ্ঠস্বরে বা মুখের চেহারায়। 'একটা সমঝোতা না হলে গোটা স্কীমটা ধসে পড়তে পারে।'

দু'জনের এই বাক্-যুদ্ধের অর্থ না বুঝলেও রানা টের পেল দু'জনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে পরস্পরকে নিয়ে।

সেই দ্বন্দ্বটাকেই প্রকট করে তুলতে চাইল রানা। 'ভাল কথা, এই সার্ভেতে আমার বস্ কে তা জানতে পারলে খুশি হতাম। কার কাছ থেকে অর্ডার নেব আমি—তোমার কাছ থেকে, পারকিনসন? নাকি তোমার কাছ থেকে, নাথান?'

রানার দিকে তিন সেকেণ্ড স্থির চোখে চেয়ে রইল পারকিনসন। 'প্রশ্নটা করে বোকামির পরিচয় দিয়েছ তুমি, রানা। আমার নাম পারকিনসন এবং এটা পারকিনসন করপোরেশন। তুমি আমার কাছ থেকেই হুকুম পাবে।'

'বুঝলাম,' কথাটা বলল রানা নাথান মিলারের দিকে চোখ রেখে। 'কথাটা আপনারও জানা হয়ে থাকল।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাথান। বিনাবাক্য ব্যয়ে পা বাড়াল সে দরজার দিকে।

আধঘন্টা পর ওদের সাথে চুক্তিপত্রে সই করল রানা। নাথানকে হাড় কেপ্পন বললেও কম বলা হয়। আধখানা ডলারও সে বেশি দিতে রাজি নয়। তার এই স্বভাব দেখে প্রচলিত হারের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ বেতন হাঁকল রানা।

পারকিনসন দর কষাকষির ব্যাপারে অত্যন্ত নীচ স্বভাবের হলেও নাথানের মত কূটবুদ্ধি তার নেই। ওকে কাছে পেয়ে হাতছাড়া করার ঝুঁকিটা ওরা নেবে না, তাছাড়া হাতে সময় এদের কম, এটা বুঝতে পেরেই নিজের দাম বাড়িয়ে দিল রানা। শেষ পর্যন্ত ওর জেদই বজায় থাকল।

চুক্তি হয়ে যাবার পর পারকিনসন বলল, 'পারকিনসন হাউজে তোমার জন্যে একটা কামরা রিজার্ভ করা আছে। হোটেলটা হিলটনের সমকক্ষ হয়তো নয়, কিন্তু আরামের দিক থেকে এর তুলনাও হয় না। ভাল কথা, রানা, কাজে হাত দিচ্ছ কখন তুমি?'

'এডমনটন থেকে আমার যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছুলেই।'

'কোথায় আছে বলো, 'কপ্টার পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি,' বলল পারকিনসন। 'সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নই আমি।'

নিঃশব্দে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল নাথান। পারকিনসনের অনেক ব্যাপারেই তার সমর্থন নেই, ভাবল রানা।

তিন

সাইনবোর্ডগুলো একঘেয়ে। পারকিনসন কেমিক্যাল কোম্পানি, পারকিনসন ব্যাঙ্ক, পারকিনসন অটোমোবাইল শো-রুম, তারপর পারকিনসন হাউজ, হোটেল অ্যাণ্ড বার। খাওয়া এবং লাঞ্চ সারতে মাত্র বিশ মিনিট নিল রানা। নিচে এসে পাকড়াও করল রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে। 'তোমাদের এখানে নিউজপেপার আছে?'

'সাপ্তাহিক। প্রতি শুক্রবারে বেরোয়।' রানার সুঠাম শরীরের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল মেয়েটা। বয়স আঠারো উনিশের বেশি হবে বলে মনে হলো

না রানার। তার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারল, পুরুষ ঘায়েল করার কৌশল রপ্ত করছে সে। 'খবরের কাগজের কথা জানতে চাইছ কেন? আমাদের শহরে বার, সিনেমা হলও আছে।'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'বউকে সাথে আনিনি, কিন্তু সন্দেহ করছি তার চর লক্ষ্য রাখছে আমার ওপর,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'অফিসটা কোন্‌দিকে?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সাথে মেয়েটি বলল, 'ক্লিফোর্ড পার্কের উত্তরে।'

উইকলি ফোর্ট ফ্যারেলের অফিসটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না রানার। ছোট একতলা একটা বিল্ডিং, তিন চারটে কামরা, মান্ধাতা আমলের একটা ট্রেড্‌ল মেশিন, দুটো কম্পোজ কেস—এই নিয়ে উইকলি ফোর্ট ফ্যারেল। প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সাইনবোর্ডটাকে বড় বলে মনে হলো রানার, এতই লম্বা, বিল্ডিংটার দু'প্রান্ত ছুঁয়ে আছে। ভিতরে ঢুকে একটা বিশ বাইশ বছরের মেয়ে ছাড়া কাউকে দেখল না ও।

রানার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি জানাল, সেই একমাত্র ক্লারিক্যাল স্টাফ। বলল, 'পুরানো কপি অবশ্যই রাখি আমরা। কতদিনের পুরানো কপি দরকার আপনার?'

'এই ধরো, আট বছর আগের।'

চিন্তায় পড়ে গেল মেয়েটা। 'তার মানে বস্তার প্যাকেটগুলো থেকে খুঁজে বের করতে হবে। পিছনের অফিসে যেতে হবে আপনাকে।' মেয়েটার পিছু পিছু ধুলো-ময়লা ভর্তি একটা কামরায় ঢুকল রানা। 'নির্দিষ্ট কোন্ তারিখের কপি চান আপনি?'

কেনেথের কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার কানে বাজল রানার, 'বুধবার, সেপ্টেম্বরের চার তারিখ, উনিশশো সত্তর সাল—আমার জন্মদিন।'

'চৌঠা সেপ্টেম্বর, উনিশশো সত্তর,' মেয়েটাকে বলল রানা।

মাচার উপর পাশাপাশি দাঁড় করানো চটের বস্তাগুলোর গায়ে লাল কালি দিয়ে তারিখ লেখা। সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'ডান পাশের সবশেষের বস্তাটায় আছে…।'

'আমি নামিয়ে আনছি ওটা,' একধার থেকে মইটা তুলে এনে মাচার গায়ে লাগাল রানা। ধাপ ক'টা বেয়ে উঠে গেল উপরে।

নিচে থেকে বস্তাটা নিল মেয়েটা রানার হাত থেকে। 'কপি কিন্তু আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না। এখানে বসেই পড়তে হবে।'

নিচে নেমে বস্তার মুখ খুলতে শুরু করে রানা বলল, 'আলোটা জ্বেলে দেবে?'

সুইচ টিপে আলো জ্বালল মেয়েটা। বস্তা থেকে কয়েকটা প্যাকেট বের করল রানা। নির্দিষ্ট একটা প্যাকেট বেছে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। প্রতি প্যাকেটে চার মাসের পত্রিকা আছে, প্রতি সংখ্যা দশ কপি করে। সংখ্যার এত আধিক্য দেখে রানার মনে হলো বিক্রি বা বিলির চেয়ে অনেক বেশি ছাপা হয় সাপ্তাহিকটা।

'আমি তাহলে বাইরের অফিসে বসে কাজ করি?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। মেয়েটা বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

সেপ্টেম্বরের সাত তারিখের পত্রিকাটা খুঁজে নিল রানা। এর আগের সংখ্যাটা

বেরিয়েছে এক তারিখে।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটা ছাপা দেখল রানা। হেডলাইন: সড়ক দুর্ঘটনায় হাডসন ক্লিফোর্ড নিহত।

হেডলাইনের নিচে খবরটা ছাপা হয়েছে। পড়তে শুরু করল রানা।

'হাডসন ক্লিফোর্ড, ৫৬, স্ত্রী ডায়না (বয়স জানা সম্ভব হয়নি), এবং তাঁর পুত্র টমাসকে (বয়স বাইশ) নিয়ে ডসন ক্রীক থেকে এডমনটনে যাচ্ছিলেন। তারা মি. হাডসনের নতুন ক্যাডিলাকে ভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে গাড়িটা এডমনটনে পৌঁছুবার আগেই পাহাড়ী রাস্তা থেকে দুশো ফিট নিচের খাদে গড়িয়ে পড়ে। চাকার সাথে রাস্তার ঘষা খাওয়ার দাগ এবং গাছের ছাল ওঠা দেখে বোঝা যায় দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল। 'সম্ভবত,' আমাদের সংবাদদাতাকে পুলিস সার্জেন্ট জানান, 'গাড়িটা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ছুটছিল, কিংবা, এমনও হতে পারে, নতুন গাড়ি হলেও, ব্রেক কাজ করছে না দেখে গাড়ির চালক নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। আমার ধারণা, সত্যি কি ঘটেছিল তা আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।'

এরপরও দীর্ঘ দু'কলাম জুড়ে খবরটা পরিবেশন করা হয়েছে। খাদে পড়ার পর ক্যাডিলাকে আগুন ধরে যায়। ক্লিফোর্ড পরিবারের তিনজনই মারা যায় সেইসাথে। গাড়িতে চতুর্থ একজন আরোহীর উপস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে খবরে।

চার নম্বর আরোহীর বয়স অল্প, বিশ বাইশের বেশি হবে না। তার পরিচয় উদ্ধার করা গেছে। নাম আলবার্ট কেনেথ।

আলবার্ট কেনেথকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। জীবিত হলেও স্থানীয় ডাক্তারের মতে তার বাঁচবার কোন আশা নেই। শরীরের এক ইঞ্চি জায়গাও অক্ষত অবস্থায় নেই তার। মাথার খুলি তো কয়েক টুকরো হয়েছেই, গোটা শরীর পুড়ে গেছে তার। এই পত্রিকা যখন ছাপা হচ্ছে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, সিটি হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন। মি. কেনেথ, ধারণা করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই ডসন ক্রীক এবং দুর্ঘটনার মধ্যবর্তী কোন জায়গা থেকে গাড়িতে লিফট নিয়েছিলেন।

ফোর্ট ফ্যারেল তথা সমগ্র ব্রিটিশ কলম্বিয়া মি. ক্লিফোর্ডের মৃত্যুর সাথে সাথে যে যুগের অবসান ঘটল তার জন্যে গভীর শোকে আপ্লুত না হয়ে পারবে না। লেফটেন্যান্ট ফ্যারেলের বীরত্বমাখা দিনগুলোর সময় থেকে এই শহরের সঙ্গে ক্লিফোর্ড পরিবারের যোগাযোগ। আজ এটা খুবই মর্মান্তিক দুঃখের বিষয় (বিশেষ করে লেখকের জন্যে) যে এমন একটি বিখ্যাত পরিবার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। তবে যাই হোক, মি. ক্লিফোর্ডের এক পালিতা কন্যা, মিস এস ক্লিফোর্ড সুইটজারল্যাণ্ডে লেখাপড়া করছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, মি. ক্লিফোর্ডের সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক এই পোষ্য কন্যার না থাকলেও তিনি মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে আদর্শ নারী হিসেবে সমাজে দাঁড় করাবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। সেজন্যে আমরা আশা করব, এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ যেন মিস ক্লিফোর্ডের লেখাপড়ায়

কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন, মি. ক্লিফোর্ডের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং ব্যবসার অংশীদার মি. পারকিনসন এই দুর্ঘটনার সংবাদে ভীষণ ভাবে মুষড়ে পড়েছেন। মি. পারকিনসনের তত্ত্বাবধানে গত পরশু স্থানীয় গোরস্থানে নিহতদের দাফন কার্য সমাধা হয়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। ক্লিফোর্ড তাহলে পারকিনসনের বিজনেস পার্টনার ছিলেন, ভাবছে ও, কিন্তু এ কোন্ পারকিনসন? নিশ্চয়ই যে বাঁধ তৈরি করতে চাইছে সে নয়। আজ থেকে আট বছর আগে এর বয়স ছিল বিশ-বাইশ, মি. ক্লিফোর্ডের ছেলে টমাসের সমবয়েসী। মি. ক্লিফোর্ড নিশ্চয়ই ছেলের বয়েসী কারও সাথে ব্যবসা করতেন না। তার মানে, নিশ্চয়ই একজন বুড়ো পারকিনসন আছে। লোকটা নিশ্চয়ই বয়েড পারকিনসনের বাবা।

মিনিট দুই পর পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাটার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলল রানা।

অবিশ্বাস্য! পরের হপ্তায় কাগজে দুর্ঘটনা বা ক্লিফোর্ড পরিবার সম্পর্কে কোন খবর নেই। তাড়াতাড়ি তার পরের হপ্তার কাগজটাও দেখল। নেই কিছু। একটা লাইনও না।

গুম মেরে গেল রানা। কপালে চিন্তার রেখা। ব্যাপার কি? এতবড় একজন মানুষ, এমন বিখ্যাত একটা পরিবার, যাঁদের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে এই শহরটাকে গড়ে তোলার পিছনে—রাতারাতি মানুষ ভুলে গেল তাদের কথা? কেন?

পরবর্তী বছরের সেপ্টেম্বর মাসের সব ক'টা পত্রিকা এক এক করে দেখল রানা। স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষেও পত্রিকায় কিছু লেখা হয়নি। নামটা পর্যন্ত ছাপা নেই কোথাও। অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা রানার। পত্রিকার এই আচরণ দেখে সন্দেহ হয় হাডসন ক্লিফোর্ড নামে কোন লোক যেন ফোর্ট ফ্যারেলে ছিলেনই না, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

আবার পত্রিকাগুলো ঘেঁটে দেখল রানা। না, দেখতে ভুল হয়নি ওর। ক্লিফোর্ড শব্দটা কোথাও আর মুদ্রিত হয়নি।

এর নাম পত্রিকা? ভাবছে রানা। হঠাৎ একটা সন্দেহের উদয় হলো মনে। এর মালিক কে?

দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল মেয়েটা। 'এবার আপনাকে যেতে হবে। অফিস বন্ধ করে দিচ্ছি।'

হাসল রানা। 'পত্রিকা অফিস কখনও বন্ধ হয় বলে তো শুনিনি।'

'এটা ভ্যানকুভার সান,' বলল মেয়েটা, 'বা মন্ট্রিয়েল স্টার নয়।'

'এটা আদৌ কোন পত্রিকা কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা।

'যা খুঁজছিলেন পাননি বুঝি?'

মেয়েটার পিছু পিছু সামনের অফিস কামরায় ফিরে এল রানা। 'কয়েকটা উত্তর আর অসংখ্য প্রশ্ন পেয়েছি,' বলল ও। 'সবচেয়ে কাছের কফি শপটা এখান থেকে কত দূরে বলতে পারো?'

'চৌরাস্তায় গেলেই সাইনবোর্ডটা দেখতে পাবেন: গ্রীক কফি হাউজ।'

'মুশকিল হলো,' মৃদু হাসির সাথে বলল রানা, 'আমি আবার সঙ্গী ছাড়া কফি খেতে পারি না।' মেয়েটার সাথে কথা বলে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে কিনা ভাবছে রানা।

'মা নিষেধ করে দিয়েছে, অপরিচিত কারও সাথে যেন বাইরে কোথাও না যাই। তাছাড়া, আমার বয়-ফ্রেণ্ডের আসার সময় হয়ে গেছে।'

'তাহলে অন্য কোনদিন,' বলে বেরিয়ে এল রানা বাইরে।

গ্রীক কফি হাউজটা ক্লিফোর্ড পার্কের পুব দিকে। স্বল্প পরিসর, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একজনই ওয়েটার। রানাকে কফি দিয়ে তার কোনার চেয়ারটায় ফিরে গিয়ে চোখ বুজল সে, কাউন্টারে বসা লোকটার অনুকরণে ঘুমিয়েও পড়ল সম্ভবত। মাত্র চুমুক দিয়েছে রানা কাপে, এমন সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলল ও।

আরে! খুঁজতে হলো না। নিজেই এসে হাজির। বুড়োকে দেখে চিনতে পেরে ভাবল রানা। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বুড়ো প্রবেশ পথের কাছে। নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমা, ফ্রেমের উপর দিয়ে স্থির চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে।

'মি. লংফেলো!'

নড়ল না বুড়ো। দাঁড়াবার আর তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিতে একটা কাঠিন্য রয়েছে টের পেল রানা। ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না চোখেমুখে। রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল বুড়ো। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল। টেবিলের সামনে রানার মুখোমুখি এসে থামল সে।

'বসো, মি. লংফেলো,' বলল রানা, 'আমাকে চিনতে পারো?'

'কেন এসেছ ফোর্ট ফ্যারেলে?' টেবিলে দু'হাত রেখে রানার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল বৃদ্ধ। 'কি চাও তুমি?'

'উহুঁ,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, 'প্রশ্ন আমি করব। কিন্তু তুমি কি বসবে না, মি. লংফেলো?'

বসল লংফেলো। ভুরু কুঁচকে দেখল রানাকে নিঃশব্দে। তারপর বলল, 'দু'ঘণ্টাও হয়নি ফোর্ট ফ্যারেলে পা দিয়েছ, এরই মধ্যে লোকের মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব জাগিয়ে তুলেছ তুমি—এসবের মানে কি, রানা?'

'আমার নাম জানলে কোত্থেকে?'

'পারকিনসন বিল্ডিং থেকে কাগজের অফিস হয়ে এসেছি আমি, রানা। ছোট্ট শহর এটা, খবর রটতে দেরি হয় না।'

'কে এবং কেন খুঁত খুঁত করছে?'

'যারা লক্ষ্য রাখছে তোমার ওপর,' বৃদ্ধ পকেট থেকে চুরুট বের করে রানার দিকে পিস্তলের মত তাক করল, 'গোরস্থানটা কোথায় একথা জানতে চাইবার অর্থ কি? ক্লিফোর্ড পরিবার সম্পর্কেই বা তোমার এত আগ্রহের কারণ কি? তোমার কপালে খারাবি আছে, রানা। আমার একটা উপদেশ শুনবে?'

'না,' বলল রানা, 'নিজেকে খয়রাত করবার মত যথেষ্ট উপদেশ আছে আমার নিজেরই পেটে। এবার আমি কয়েকটা প্রশ্ন করছি তোমাকে। তুমি কে? আলবার্ট

কেনেথের সাথে কি সম্পর্ক তোমার?'

'আমি একজন সাংবাদিক। কেনেথের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়েছিলাম মন্ট্রিয়লে।'

'নিশ্চয়ই উইকলি ফোর্ট ফ্যারেলের সাংবাদিক তুমি?' বাঁকা হাসল রানা। 'পত্রিকা ছাপার নামে প্রহসন করার কি মানে, লংফেলো? কোন সংবাদপত্র এমন নির্লজ্জভাবে একজন মানুষ সম্পর্কে চুপ করে যেতে পারে, ভাবা যায় না!'

'আমি সম্পাদক নই, হাত-পা বাঁধা একজন সাংবাদিক মাত্র,' বলল বৃদ্ধ। 'কেনেথের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'বন্ধুত্বের।'

'ফোর্ট ফ্যারেলে আসার উদ্দেশ্য?'

'একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করা,' সত্যি কথাটাই বলল রানা।

'অন্যায়? কিসের অন্যায়?'

'না জানার ভান কোরো না,' বলল রানা, 'কেনেথ খুন হবার পর তুমি কি বলেছিলে সবই আমি শুনেছি।'

থমকে গেল বৃদ্ধ। তারপর হঠাৎ চাপা কণ্ঠে বলল, 'সময় থাকতে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে পালাও, ইয়াংম্যান। চলে যাও, আজই তুমি চলে যাও এখান থেকে। যত দূরে পারো।' ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে।

'কার ভয়ে, লংফেলো? পারকিনসনের?'

রানার চোখের দিকে তিন সেকেণ্ড চেয়ে রইল বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ...না-না, কোন প্রশ্ন আমাকে কোরো না, রানা। আমি চাই না...'

'কি চাও না? আমার কোন ক্ষতি হোক, এই তো?' বলল রানা। 'বিশ্বাস করো, আমার ক্ষতি করার সাধ্য ফোর্ট ফ্যারেলে কারও নেই। যে-কোন অবস্থায় নিজেকে আমি রক্ষা করতে পারব।'

'তুমি ওদেরকে চেনো না।'

'তার দরকারও নেই। ওদের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর লোককে চিনি। লংফেলো, তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছ। শোনো, তোমার সাথে নির্জনে কথা বলতে চাই আমি। তোমার বাড়িটা কেমন জায়গা?'

'বৃথা চেষ্টা করছ তুমি, রানা। আমি মুখ খুলব না। তাছাড়া, এমন কিছু আমি জানিও না যা তোমার কোন সাহায্যে লাগবে।'

'সাহায্যে নাই লাগুক, সব কথা আমি জানতে চাই। তুমি যতটুকু জানো।'

'না।'

'না কেন?'

'তোমার বয়স কম, আরও অনেকদিন বাঁচবে, আমি চাই না...'

বুড়োকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ফের সেই এক কথা? লংফেলো, আমার পরিচয় তুমি জানো না, জানলে বুঝতে...'

'দরকার নেই তোমার পরিচয় জানার। রানা, আমার কথা রাখো। ফিরে যাও তুমি।'

'এতবড় একটা অন্যায় যেমন চাপা আছে তেমনি চাপা থাকবে বলতে চাও?'

চুপ করে থাকল বৃদ্ধ।

'অন্যায় সহ্য করাও অন্যায় করার সামিল, কথাটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে, মিস্টার লংফেলো?'

'আছে,' বৃদ্ধ বলল, 'কিন্তু সহ্য না করে কিইবা করার আছে আমাদের!'

'আছে,' বলল রানা। 'কিছু যে করার আছে তা প্রমাণ করার জন্যেই আমি ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছি।'

'রানা!'

'তুমি আমাকে সাহায্য করো আর না করো, এই অন্যায়ের রূপটা আমি জানতে চাই। শুধু তাই নয়, ফোর্ট ফ্যারেলের লোকদের জানাতে চাই। সেজন্যেই এখানে এসেছি আমি। সেই সাথে সবাইকে জানাব, এই ফোর্ট ফ্যারেলে এক বুড়ো আছে যে প্রথম থেকেই সব জানত বা সন্দেহ করেছিল, কিন্তু ভীতুর ডিম আর কাপুরুষ বলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। মিস্টার লংফেলো, লোকে তোমার গায়ে থুথু ছিটাবে—লিখে নাও কথাটা।'

বুড়ো গম্ভীর। ধূসর ভুরু জোড়া কাঁপছে তার। 'দেখো রানা, আমাকে উত্তেজিত করতে পারবে না তুমি। আমি জানি, তোমার একার পক্ষে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, অন্যায় কিনা তা প্রমাণ করার শেষ সূত্রটাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে—এখন শত চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না। কি হবে আর ঝুঁকি নিয়ে? না, রানা, তোমাকে আমি...'

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে রানা বলল, 'ওহ-হো! কি ভুলো মন আমার! জরুরী কাজটার কথা একেবারেই ভুলে গেছি! মি. লংফেলো, কিছু যদি মনে না করো, দয়া করে বিদায় হবে কি?'

রানার দিকে চেয়ে আছে বুড়ো। 'আর তুমি?'

'আমি? আমার সম্পর্কে নতুন করে কি জানতে চাও তুমি আবার?'

'কি করবে ঠিক করেছ?'

'কি করব তা একবারই ঠিক করি আমি। একটা একটা করে ভাঙব পাঁজর।'

'কার?' কপালে উঠল বুড়োর চোখ।

'যারা অন্যায়টা করেছে, তাদের প্রত্যেকের,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা। 'আর যারা অন্যায়টা সহ্য করেছে তাদের প্রত্যেকের মুখে যাতে চুনকালি মাখিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয় তারও ব্যবস্থা করব।'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হঠাৎ রানাকে অবাক করে দিয়ে একগাল হাসল বুড়ো লংফেলো। 'আমার পরীক্ষায় তুমি পাস করেছ, রানা। মনে হচ্ছে হয়তো পারবে, একমাত্র তুমিই পারবে।' হঠাৎ খাদে নামাল সে কণ্ঠস্বর। 'এখন নয়, সন্ধ্যার পর তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসো। তখন অনেক কথা বলব তোমাকে। এই কফি হাউসের ওপরেই আমার অ্যাপার্টমেন্ট।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল বুড়ো। রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হন হন করে বেরিয়ে গেল কফি হাউস থেকে।

তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল রানা। অদ্ভুতই বটে বুড়োটা, ভাবছে ও।

চার

পারকিনসন হাউজের নিচতলার বারে বসে পর পর দুই ক্যান বিয়ার খেতে মাত্র বিশ মিনিট লাগল রানার। সন্ধ্যা হতে এখনও আড়াই ঘণ্টা দেরি। সময়টা অপব্যয় করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। পরিচয়, বিশ্বাস অর্জন, ইত্যাদি প্রাথমিক ঝামেলাগুলো না থাকলে বারে উপস্থিত সুন্দরীদের একটাকে বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যেত, ভাবছে ও। হঠাৎ মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল ও। একটা জায়গায় খোঁচা মেরে দেখা যাক কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, ভাবতে ভাবতে চারতলায় নিজের স্যুটে গিয়ে ঢুকল।

এক মিনিট পর বেরিয়ে এল রানা। কাঁধে ঝুলছে একটা ক্যামেরা।

নিচে নেমে রিসেপশনে থামল রানা। স্মার্ট চেহারার রিসেপশনিস্টকে প্রশ্ন করল, 'স্থানীয় গোরস্থানটা শহর থেকে কতদূরে বলতে পারো?'

'মাইল তিনেক দূরে, স্যার,' বলল রিসেপশনিস্ট। 'পারকিনসন অটোমোবাইলে যান, রেন্ট-এ-কার পাবেন ওখানে। কিন্তু গোরস্থানে কেন যাবেন, স্যার? কোন বন্ধুর কবর…'

'বন্ধুর না,' বলল রানা, 'এই শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার কবরে ফুল দিতে যাব। কাজটা নিশ্চয়ই উচিত হবে, কি বলো?'

'একশোবার উচিত হবে, স্যার,' রিসেপশনিস্ট গদগদ হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই উচিত হবে। কিন্তু আপনি ঠিক কার কথা বলছেন, স্যার?'

চোখ কুঁচকে তাকাল রানা। 'এই শহরের সবাই কি তোমার মত অকৃতজ্ঞ?' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না ও। বোকার মত অবাক হয়ে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল রিসেপশনিস্ট। তার অপরাধটা কোথায় হলো বুঝতেই পারেনি সে।

চৌরাস্তায় পৌঁছে বড় আকারের একটা গ্যারেজ দেখল রানা। সাইনবোর্ডে পারকিনসন নয়, জ্যাক অটো ডিলার লেখা রয়েছে দেখে অবাক হলেও সেদিকেই এগোল ও।

চার পাঁচজন মেকানিক কাজ করছে গ্যারেজে। নতুন পুরানো মিলিয়ে পনেরো বিশটা নানান ধরনের গাড়ি রয়েছে। ভিতরে ঢুকে বলল রানা, 'গাড়ি ভাড়া দাও তোমরা?'

'ফোর্ট ফ্যারেলে নতুন বুঝি?' গরিলার মত বিশাল বুকের অধিকারী এক লোক বেরিয়ে এল যেন মাটি ফুঁড়ে। নিজেকে ছোট্ট লাগল রানার লোকটার তুলনায়। একটা মাইক্রোবাসের নিচে শুয়ে কাজ করছিল সে। রানার প্রশ্ন শুনে বেরিয়ে এসেছে। 'আমি জ্যাক লেমন, এই গ্যারেজের মালিক। কি গাড়ি চাই তোমার, মিস্টার?'

'যে-কোন একটা গাড়ি হলেই চলবে,' বলল রানা। 'ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে মাত্র।'

'কোথায় যাবে জানলে…' হাত কচলাতে শুরু করল।

'কোথায় যাব না যাব তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' লোকটাকে বিনয়ের অবতার বলে মনে হতে ধমক লাগাল রানা।

রাগতে জানে না। হাসিটা এতটুকু ম্লান হলো না তার। 'দরকার না থাকলে জানতে চাই? ধরো যদি দক্ষিণে যাও তাহলে তোমাকে গাড়ি দিতে পারব না আমি। দিলে সেটাকে তুমি চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে নিয়ে আসবে। আর যদি উত্তরে যাও, মাইক্রোবাস দিতে আপত্তি করব না। কিন্তু যদি পুবে যাও, জীপ দেবার আগেও ভেবে দেখতে হবে আমাকে...।'

'পুবেই যাব। গোরস্থানে।'

'নিশ্চয়ই মৃতদের তালিকায় নাম লেখাতে নয়?' রানার মুখে কাঠিন্য ফুটছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'পুবে বটে, কিন্তু এত কাছে যে আমাদের প্রায়-নতুন টয়োটাই তোমার হাতে ছেড়ে দিতে পারি। রাস্তাটা গোরস্থানের এদিক পর্যন্ত ভালই, প্রশান্ত মহাসাগরের মত। ঘণ্টা প্রতি পাঁচ ডলার লাগবে।' খাতা খুলল জ্যাক লেমন। 'চটপট ঠিকানাটাও বলে ফেলো দেখি।' হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল সে। 'এই সেরেছে রে! দেড় মিনিট দেরি হয়ে গেছে! জ্যাকির মা আজ আমাকে আস্ত রাখবে না।' হঠাৎ রানার দিকে মুখ তুলল। শিশুর মত হাসল সে দাঁত বের করে। 'আমি আবার ঘড়ি দেখে সব করি কিনা। রোজ এই সময়টা আমার স্ত্রীকে একটা চুমো খেতে যাই। ঘড়ির অভ্যাসটা ওই ধরিয়েছে কিনা, তাই এদিকওদিক হলে... হেঃ হেঃ...'

'পারকিনসন হাউজ, থার্ড ফ্লোর, বত্রিশ নম্বর স্যুইট।'

'ওহ্! তুমিই তাহলে পারকিনসনের নতুন কর্মচারী? জিওলজিস্ট।'

লোকটার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ছোঁয়া রয়েছে ধরতে পারল রানা। গায়ে মাখল না ব্যাপারটা। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'ফোর্ট ফ্যারেল খুব ছোট্ট শহর, মিস্টার। তাছাড়া আমি বিশেষ করে পারকিনসনদের কাণ্ডকারখানা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি। দাঁড়াও, গাড়িটায় তেল আছে কিনা দেখে দিই তোমাকে।'

সত্যি কথাই বলেছে জ্যাক, গাড়িটাকে প্রায় নতুনই বলা চলে। সুপারমার্কেট থেকে ফুল কিনে নিয়ে গোরস্থানের দিকে যাচ্ছে রানা। পাহাড়ী পথ ধরে সাবলীল গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িটা। ফোর্ট ফ্যারেল ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা উপরে ওঠার সাথে সাথে। ভিউ মিররে একটা মোটরসাইকেলকে দেখল রানা। একশো গজের মত পিছনে। রোদ লেগে চকচক করে উঠল একবার হলুদ হেলমেটটা।

মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বাঁক নিতেই দেখা গেল গোরস্থানটাকে। পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটের কাছে গুমটিঘরের মত দুটো ঘর। ঘর দুটোর সামনেই গাড়ি থামাল রানা। ফুলের তোড়া দুটো নিয়ে নামল। নামার আগেই দেখল কাদা মাখা ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে একজন লোক ঘুমাচ্ছে একটা ঘরে।

লম্বায় একশো গজের মত হবে গোরস্থানটা, চওড়ায় পঞ্চাশ গজ। হাঁটু—কোথাও কোথাও কোমর—সমান উঁচু ঘাস জন্মেছে সরু পথের দু'ধারে। কবরের উপর মর্মরমূর্তি, পাকা বেদী ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। মৃতদের নাম, আবির্ভাব এবং

তিরোধানের তারিখ পড়তে পড়তে এগোচ্ছে রানা। এসব তথ্য খোদাই করা হয়েছে সিমেন্টের প্লাস্টারের গায়ে। কোন কোন কবরের উপর শ্বেতপাথরের খুদে মিনারও দেখল রানা। কালো রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে তথ্য এবং শোকবাণী।

চারদিক নির্জন আর নিঝুম। হু-হু বাতাসে ঘাসগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। গোরস্থানে এলে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে রানার মন। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে মনটা দমে গেল ওর। কোন কোন কবরের গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ বা শোকবাণী—কিছুই লেখা নেই। ক্লিফোর্ড পরিবারের কবরগুলোর গায়ে কিছু লেখা আছে তো?

তাঁদের কবরে কিছু লেখার মত লোক ফোর্ট ফ্যারেলে ছিল কিনা সেটা একটা সন্দেহের ব্যাপার। লেখা যদি না হয়ে থাকে, কবরগুলো চিনতে পারবে না রানা। অবশ্য যেজন্যে এখানে আসা সে উদ্দেশ্য ঠিকই সিদ্ধ হবে।

ভাবছে রানা। ফোর্ট ফ্যারেলের কিছু লোক নিশ্চয়ই জানে কোন্ কবরগুলো ক্লিফোর্ড পরিবারের। তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়া কঠিন কিছু হবে না। তার মানে, চেনার জন্যে আর একদিন আসতে হবে হয়তো ওকে।

হঠাৎ একটা কবরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কবরটার কোন বৈশিষ্ট্য ওকে আকৃষ্ট করেনি, দাঁড়াবার কারণ চোখের কোণ দিয়ে কিছু নড়তে দেখেছে ও। আড়চোখে গোরস্থানের গেটের দিকটা দেখে নিল। ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে উঠল মুখের চেহারা।

গোরস্থানটা দু'ভাগে বিভক্ত। সামনের অংশের প্রায় সবগুলো কবর শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। দ্বিতীয় অংশের কবরগুলো সাদামাঠা, কোনটাই পাকা বা বাঁধানো নয়। মুচকি হাসল রানা—মরেও বড়লোক রয়েছে ওদিকের লাশগুলো!

প্রথম অংশের সমস্ত কবর দেখা শেষ হতে কঠোর হয়ে উঠল রানার মুখ। অভিজাতদের সবগুলো কবর দেখেছে সে। ক্লিফোর্ড পরিবারের কারও কবরই চোখে পড়েনি।

নেই নাকি? এইখানে কবর দেয়া হয়নি ওদের?

না, তা হতে পারে না। ভাবল রানা। সাদামাঠা ভাবে ক্লিফোর্ড পরিবারের সদস্যদের মাটি চাপা দিলে সেটা একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। শত্রু যেই হোক, তার উদ্দেশ্য যাই হোক, এতবড় ভুল করার কথা নয় তার। কবর অভিজাত এলাকাতেই দেয়া হয়েছে, কিন্তু কবরের গায়ে কিছু লেখার ব্যবস্থা করা হয়নি। উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য ক্লিফোর্ড-পরিবারের নাম মুছে ফেলা। কেউ যাতে নামটা দেখে কৌতূহলী হবার সুযোগ না পায়।

দ্বিতীয় অংশটাও দেখা শেষ করল রানা। ফেরার পথে অনেক কথা ভাবছে। পাঁচ হাত সামনে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

দু'জনেরই গায়ে কিছু নেই। একজনের পরনে ড্রেনপাইপ প্যান্ট। তাতে শুকনো কাদা লেগে রয়েছে। তার হাতে ঘাস কাটার ধারাল একটা কাস্তে। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখে বুঝল রানা, ছদ্মবেশী। এ লোকের পেশা ঘাস কাটা নয়।

ট্রাউজারটা নতুন। ধুলোকাদা কিছুই নেই। কপালে আর কানের পিছনের চামড়ায় দাগটাও লক্ষ করল রানা। এইমাত্র হেলমেটটা খুলে রেখে ঢুকেছে গোরস্থানে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে দু'জন রানার দিকে।

'কি করছ তোমরা?' জানতে চাইল রানা।

'ঘাস কাটছিলাম। তুমি কে হে?' গভীর একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন লোকটার চোখের নিচ থেকে ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাস্তেটাকে এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে, যেন প্রথম সুযোগেই আক্রমণ করে বসবে। ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারল না রানা। এক এক করে দু'পা সামনে বাড়ল ও।

'আমি কে তা জেনে তোমাদের কি দরকার?' বলল রানা। 'ঘাস কাটতে হলে ঘাসের ভিতর লুকাতে হয় নাকি? কি করছিলে তোমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাদের?'

'ঘাস কাটি আমরা। কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কেউ পাঠায়নি আমাদের।'

মিথ্যে কথা বলছে।

'কাটা ঘাসগুলো দেখাতে পারবে না আমাকে, আমি জানি,' নিরস্ত্র লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'যেই তোমাকে পাঠাক। সে একটা বুদ্ধু। লোক বাছতে জানে না সে। তুমি এসব কাজে এখনও খোকা, বুঝলে? মোটরসাইকেল নিয়ে পিছু পিছু আসার সময়ই ধরা পড়ে গেছ।'

বোকার মত চেয়ে রইল লোকটা রানার দিকে। কোথাও কিছু নেই, দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসল রানা লোকটার নাকের উপর। দু'হাতে নাক চেপে ধরে লাফাতে শুরু করল লোকটা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দু'তিনটে ধারা বেরিয়ে এল রক্তের।

মাথার উপর কাস্তে তুলে এক পা এগোল ড্রেনপাইপ। ডান হাত মুঠো করে তারও নাকের দিকে ঘুসি মারার ভঙ্গি করল রানা। লোকটা নাক বাঁচাবার জন্যে ডা. হাতটা মুখের সামনে তুলতেই তার বগলের নিচে বাঁ হাতের ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। ছিটকে লম্বা ঘাসের ভিতর পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ড্রেনপাইপ।

প্রথম লোকটা তখনও লম্ফ দিচ্ছে দেখে একপায়ে দাঁড়িয়ে চরকির মত একটা পাক খেল রানা, দ্বিতীয় পা-টা থপাস করে লাগল লোকটার নিতম্বে। লাফ-ঝাঁপ বন্ধ হলো সাথে সাথে। এক পা এগিয়ে ডান হাত দিয়ে তার কণ্ঠনালীটা আঁকড়ে ধরল রানা। 'বল্ কে পাঠিয়েছে?'

ঢোক গিলতে গিয়ে আটকাচ্ছে দেখে দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল লোকটার। আরও একটু চাপ বাড়াল রানা। গাঁ-গাঁ করে আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলার ভিতর থেকে।

'যেই পাঠিয়ে থাকুক, তাকে বলিস, আমি সব জানি,' বলল রানা। 'মনে থাকবে তো?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লোকটা। তীব্র একটা ঝাঁকুনির পরপরই ধাক্কা দিয়ে মাটির উপর ফেলে দিল রানা তাকে। দ্বিতীয়বার আর সেদিকে তাকাল না। দৃঢ় পায়ে হাঁটা ধরল গেটের দিকে।

পাঁচ

লংফেলোর ছোট্ট ডেরা। ঘরটায় একটা খাট, দুটো চেয়ার, দু'প্রস্থ ভাঙা সোফা আর একটা বুক-কেস ছাড়া কিছু নেই।

'সাংবাদিক সাহেব,' বলল রানা, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না।'

মুখ তুলল না বুড়ো লংফেলো। ধীরস্থিরভাবে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছে দুটো গ্লাসে। থার্মোফ্লাস্কের মুখ খোলার ফাঁকে একবার তাকাল, কিন্তু কথা বলল না। বরফের টুকরো বের করে একটা একটা করে গ্লাস দুটোয় ছাড়তে লাগল। 'উইকলি ফোর্ট ফ্যারেল নয়, রানা, ক্লিফোর্ডদের সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী।'

'এত বছর পর? কেন? আটটা বছর ঘুমাচ্ছিলে নাকি?'

'সে অনেক কথা। পরে শুনো। একটা কথা মনে রেখো, ক্লিফোর্ডদের প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কারও সাথে কথা বলছি এটা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদে পড়ব আমি। পারকিনসন আমার শেষ দেখে ছাড়বে। আমি বলতে চাইছি, মুখের লাইসেন্সটা হারিয়ে ফেলো না।' রানার দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরল সে, 'আগুপিছু ভেবে দেখেছ তো, রানা? ওদের সাথে লাগা মানে একটা প্রচণ্ড অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।'

'ভেবেচিন্তেই সব কাজ করি আমি। ওরা অশুভ শক্তি, সেটাই তো ওদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।'

'তা ঠিক,' নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাঙা সোফায় হেলান দিল লংফেলো, 'কিন্তু, শক্তিটা অশুভ হলেও এর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার মনে কোনরকম ভুল ধারণা থাকুক তা আমি চাই না, রানা। আমি চাই না, অকালে দুনিয়ার বুক থেকে তিরোধান ঘটুক তোমার।'

'বাজে বকবক কোরো না,' রানার গলার স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল, 'ক্লিফোর্ডদের সম্পর্কে জানতে এসেছি, যদি কিছু জানাবার থাকে, সংক্ষেপে বলতে পারো আমাকে।'

'ওদের প্রতি তোমার এই তাচ্ছিল্যের ভাব, এটা যদি সত্যি সত্যি তোমার যোগ্যতা এবং অসম সাহস থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তাহলে তার চেয়ে বেশি আনন্দের আর কিছু হতে পারে না, রানা,' বৃদ্ধ গম্ভীর। 'সে যাক, তুমি পারো আর নাই পারো, ওদের বিরুদ্ধে লাগবে এটা পরিষ্কার বুঝেছি। আমি তোমার দলে, এ ব্যাপারে কোন ভুল নেই। তাহলে, এবার শুরু করা যাক।'

লংফেলো ঘণ্টাখানেক ধরে বকবক করে যা বলল তা থেকে মোদ্দা কথা যা বুঝল রানা: ফোর্ট ফ্যারেলের পত্তনের সময় থেকে এখানে ছিল দয়ালু ক্লিফোর্ড পরিবার। তিন পুরুষ ধরে তারা ফোর্ট ফ্যারেলে কাঠ আর বাঁশের বিশাল ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। হাডসন ক্লিফোর্ডের আমলে এই ব্যবসা উন্নতির শিখরে ওঠে। তাঁর সময়োচিত একটা সিদ্ধান্ত ছিল: গাফ পারকিনসনকে ব্যবসার অংশীদার হিসেবে

গ্রহণ করা।

আশ্চর্য কর্মদক্ষতা ছিল গাফ পারকিনসনের একটা মস্ত গুণ। আর হাডসন ক্লিফোর্ডের মাথায় ছিল আশ্চর্য সব নতুন নতুন বুদ্ধি। ৪৫/৫৫ এই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তারা ফোর্ট ফ্যারেলে একের পর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। প্রতিটি ব্যবসার শেয়ার দুই বন্ধুর মধ্যে সীমিত ছিল। হাডসনের ছিল ৫৫ ভাগ, গাফের ৪৫।

'গাফ পারকিনসন কে? বয়েডের বাপ?'

'হ্যাঁ,' বলল লংফেলো, 'আমার চেয়ে দু'চার বছরের বড়ই হবে। হাডসনের চেয়েও। দু'জন মিলে ফোর্ট ফ্যারেলে একের পর এক প্লাইউড প্ল্যান্ট, পালপিং প্ল্যান্ট, স-মিল, অটোমোবাইল বিজনেস, ব্যাঙ্ক, কেমিক্যাল বিজনেস, ট্র্যান্সপোর্ট বিজনেস, ব্রিক ফিল্ড (পারকিনসনরা পরে এটাকে বিক্রি করে দিয়েছে), অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি, ফার্নিচার মার্ট ইত্যাদি কয়েক ডজন ব্যবসা ফেঁদে বসে। এক সময় ওদের টাকার পরিমাণ কত এই নিয়ে আনুমানিক হিসেব করতে বসে অবসর সময়টা কাটাত ফোর্ট ফ্যারেলের লোকেরা।'

'বেশ, বুঝলাম, পারকিনসন আর ক্লিফোর্ড দু'জন মিলে অগাধ টাকার মালিক হলো। তারপর?'

লংফেলো হঠাৎ গম্ভীর। 'তার আর পর নেই।'

'মানে?'

'মানে, তারপর, হাডসন ক্লিফোর্ড স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলেকে নিয়ে নিহত হলো—এই সুযোগে ওদের যাবতীয় সয়-সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নগদ টাকা সব গ্রাস করে নিল গাফ পারকিনসন। কারণ, ক্লিফোর্ড পরিবারের কেউ বেঁচে না থাকায় দাবি জানাবার কেউ ছিল না আর।'

'শীলা ক্লিফোর্ডের কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি।'

'না, ভুলিনি,' বলল লংফেলো, 'শীলা হাডসনের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ার মেয়ে এবং তাকে সে পোষ্য কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলেও রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না বলে ক্লিফোর্ড পরিবারের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিণী সে নয়। মেয়েটার মা-বাপ কেউ ছিল না, তাই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল হাডসন। পোষ্য কন্যা হিসেবে ঘোষণা করলেও, এ ব্যাপারে লেখাপড়ার কাজটা বাকি ছিল। আমি যতদূর জানি, শীলা এবং ছেলে টমাস ক্লিফোর্ডকে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আধাআধি ভাগ করে দেয়ার ইচ্ছেই ছিল তার। শীলাকে সে নিজের ছেলের সমানই ভালবাসত। কিন্তু উইল করে রেখে যায়নি হাডসন, যার ফলে তার সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল অনায়াসে গ্রাস করতে পেরেছে গাফ।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, 'উইল করে রেখে যায়নি? কেন?'

'কেন কে জানে! সম্ভবত এত তাড়াতাড়ি মরতে হবে তা ভাবেনি। কিংবা, হয়তো ভেবেছিল, সে মরলেও তার ছেলে তো বেঁচে থাকবে।'

'পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?' বলল রানা। 'শীলা এবং টমাসকে সব যদি আধাআধি ভাগ করে দেয়ারই ইচ্ছে ছিল তাহলে তিনি মারা গেলে ছেলে টমাস শীলাকে অস্বীকার করতে পারে ভেবে উইল তো অনেক আগেই করার কথা।'

'যুক্তিটা অকাট্য,' স্বীকার করল লংফেলো। মাথার টুপি খুলে পাকা ক'গাছি চুলে

আঙুল চালাল। 'সে যাই হোক, মোট কথা, উইল সে করেনি।'

'করেনি, নাকি সেটার কোন খবর পাওয়া যায়নি?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল লংফেলো। তারপর বলল, 'আসলে, উইলের প্রসঙ্গটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি কখনও। সবাই বলাবলি করেছিল সে-সময়, হাডসন উইল করে যায়নি—ব্যাপারটা অবিশ্বাস করার কথা মনে হয়নি আমার।'

'তাহলে দাঁড়াল কি ব্যাপারটা? শুধু উইল করা হয়নি বা সেটার কোন হদিস পাওয়া যায়নি বলে শীলা ক্লিফোর্ড নগদ কোটি কোটি ডলার এবং ডজন কয়েক চালু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মালিকানা থেকে বঞ্চিত হলো?'

'হ্যাঁ,' বলল লংফেলো, 'তবে শীলা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলেও, দিন তার কারও চেয়ে খারাপ কাটছে না। হাডসন যখন তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্যে ফোর্ট ফ্যারেলে নিয়ে আসে তখনই তার নামে কিছু সম্পত্তি লিখে দেয়। তার পরিমাণও খুব কম নয়। এছাড়াও, শীলার নামে কয়েক লাখ ডলার জমা ছিল ব্যাঙ্কে, তার লেখাপড়ার খরচ চালাবার জন্যে।'

'আচ্ছা, হাডসন তার সবকিছু শীলাকেও অর্ধেক দিয়ে যাবে একথা কি শীলা জানত?'

'মনে হয় না,' লংফেলো শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল নিচু তেপয়ে। 'মেয়েটা বেশিরভাগ সময়ই থাকত সুইটজারল্যাণ্ডে, এসব ব্যাপার তার জানার কথা নয়।'

'ক্লিফোর্ড পরিবার যখন নিহত হয় শীলার বয়স তখন কত?'

'ষোলো। বড়জোর সতেরো।'

খানিক চিন্তা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'তোমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকাটির মালিক কে? প্রতিষ্ঠাতা যে হাডসন ক্লিফোর্ড তা আমি ওতেই ছাপা দেখেছি...'

'সে সাত-আট বছর আগের কথা,' বলল লংফেলো। 'প্রায় বছর ছয় হলো, প্রতিষ্ঠাতার নাম ছাপা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পারকিনসনরাই এখন এটার মালিক।'

'দুর্ঘটনার খবরটা কে লিখেছিল?'

'সম্পাদক। কার্ল ডেটজার। পারকিনসনদের লাউডস্পীকার বলতে পারো লোকটাকে। গাফ পারকিনসন ডিক্টেট করেছিল, কলম ছুটিয়েছিল সে-ই।'

হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে রানা। গোটা ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখছে। তারপর বলল, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। ক্লিফোর্ডদের নাম এভাবে মুছে ফেলল কেন পারকিনসনরা? ব্যাপারটা শুধু দৃষ্টিকটু নয়, রহস্যজনকও। কিছু যেন লুকাতে চাইছে এরা। কি হতে পারে সেটা, মিস্টার লংফেলো?'

'আসল কথা পেড়েছ এতক্ষণে!' বুড়োকে উত্তেজিত মনে হলো রানার। 'এদের এই কাণ্ডকারখানা দেখেই তো সন্দেহ জেগেছে আমার। কিন্তু ক্লিফোর্ডদের নাম মুছে ফেলে কি যে এরা লুকাতে চায় তা আমি জানি না। তবে কিছু যে একটা গোপন করতে চায় সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'ফোর্ট ফ্যারেলে এক জায়গায় অন্তত ক্লিফোর্ড নামটা আছে। এটা মোছেনি কেন এরা? শীলা ক্লিফোর্ডের ব্যাপারটা বোঝা যায়, তার নাম তো এরা চাইলেও বদলাতে পারে না। কিন্তু...'

'তুমি ক্লিফোর্ড পার্কের কথা বলছ,' বলল লংফেলো, 'ভীষণ জেদী এক বুড়ি আছে ফোর্ট ফ্যারেলে, তার নাম মিসেস ফেরেট, সে হলো গিয়ে ফোর্ট ফ্যারেলের হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। পার্কটার নাম বদলে রাখার ব্যাপারে পারকিন্সনদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ওই বুড়ি। আর শীলা ক্লিফোর্ডের ব্যাপারটা হলো, ওর নাম বদলে রাখারও সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পারকিনসনরা, বাপ বেটা দু'জনেই এ ব্যাপারে সমান আগ্রহী—কিন্তু চিঁড়ে বোধহয় ভিজবে না, অন্তত এখন পর্যন্ত প্রস্তাবের উত্তরে মধুর হাসেনি শীলা।'

'প্রস্তাব?'

'হ্যাঁ। গাফের প্রস্তাব। বয়েড পারকিনসনের সাথে বিয়ে দিয়ে শীলার নাম বদলাতে চায় সে।'

'গাফ পারকিনসন তাহলে বেঁচে আছেন?'

'বহাল তবিয়তে কিনা জানি না, তবে বেঁচে আছে। দুর্গ ছেড়ে বড় একটা বেরোয় না ইদানীং। না বেরোলে কি হবে, তারই তত্ত্বাবধানে পারকিনসন করপোরেশন পরিচালনা করছে বয়েড। বাপ-বেটার সম্পর্কটা খুব স্বচ্ছন্দ নয়। বয়েডকে সামলাবার ক্ষমতা বুড়ো বাপের নেই। বড় উগ্র, বড় বেপরোয়া টাইপের ছেলে এই বয়েড। যদিও, বাপের মত কূট বুদ্ধি তার আছে বলে মনে হয় না।'

'পারকিনসন করপোরেশনে নাথান মিলারের ভূমিকাটা কি?'

'নাথান গাফের লোক। ছেলেকে সামলেসুমলে রাখার দায়িত্ব দিয়েছে সে নাথানকে। কিন্তু বয়েড এ যুগের বেয়াড়া যুবক, অমন এক ডজন গাফ আর দুই ডজন নাথানকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারে সে।'

'শহরটা না হয় ওদের,' বলল রানা, 'কিন্তু আশপাশের সমস্ত জায়গা? কাঠ বা বাঁশের যে ব্যবসা এরা করছে সেগুলো জন্মাচ্ছে কার জায়গায়? আমার ধারণা ছিল বনভূমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সবই ক্রাউন ল্যাণ্ড।'

'ব্রিটিশ কলম্বিয়ার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ জমিই ক্রাউন ল্যাণ্ড, রানা। মাত্র পাঁচ পার্সেন্টি, ধরো, সর্বসাকুল্যে সত্তর লক্ষ একর ব্যক্তিগত মালিকাধীনে রয়েছে। গাফ দশ লাখেরও কম একরের মালিক। কিন্তু হলে কি হবে, সে আরও বিশ লাখ একর জমি ভোগ দখল করছে। বছরে সে কাটছে ষাট লক্ষ কিউবিক ফিট কাঠ আর বাঁশ। এ ব্যাপারে সরকারের সাথে গোলযোগ তার লেগেই আছে। রাজকীয় প্রশাসন চায় না তাদের জমির গাছপালা কেউ কাটুক। কিন্তু গাফ অত্যন্ত ধুরন্ধর চরিত্র, সে ঠিক জায়গা মত ভেট পাঠিয়ে বছরের পর বছর ক্রাউন ল্যাণ্ডের কাঠ আর বাঁশ কেটে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করে যাচ্ছে, সত্যিকার বিপদের মধ্যে পড়েনি আজও। এই অবস্থায় এরা নিজেদের হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে। এর ফলে কি হবে জানো? ফোর্ট ফ্যারেল এবং চারদিকের একশো বর্গমাইলেরও বেশি জায়গা সরাসরি এদের দখলে চলে আসবে। সরকার চাইলেও তখন আর কাউকে এই এলাকায় কাঠ বা বাঁশের ব্যবসা করতে দিতে পারবে না। এই ব্যবসার কলকাঠি

তখন পুরোপুরি চলে আসবে পারকিনসনদের হাতে। মোট কথা, এদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। তা হলো, এই এলাকায় কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় না এরা। বিশাল এলাকা জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে চায়।'

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লংফেলোর দিকে তাকাল সে। একটু তীক্ষ্ণ হলো ওর চোখের দৃষ্টি। 'তুমি বলেছ, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত কৌতূহল আছে। সেটা কি, বলো এবার। কেনেথের ব্যাপারেই বা তুমি এত আগ্রহ দেখিয়েছিলে কেন?'

রানার চোখে চোখ রেখে বুড়ো চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরাল সে। ভারি শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'রানা, হাডসন ক্লিফোর্ড আমার বন্ধু ছিল। এই পত্রিকাটি ছিল তার, এবং সে আমাকে এখানে আনে। সামান্য দু'পয়সা বেতনের একজন সাংবাদিক হলেও আমি যে তার ছেলেবেলার বন্ধু একথা কখনও সে ভোলেনি। প্রায়ই সে যেত আমাদের অফিসে, হুইস্কির বোতল আর হাভানা চুরুটের বাক্স নিয়ে। গল্প গুজব করত আমার সাথে। হঠাৎ যখন সে মারা গেল হাউ মাউ করে কেঁদেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম ফোর্ট ফ্যারেলে ক্লিফোর্ডদের নাম চিরস্থায়ী করার জন্য যতটুকু করা সম্ভব করব। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এক মাসও কাটল না, পারকিনসনরা এক এক করে বদলাতে শুরু করল সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ড থেকে ক্লিফোর্ড শব্দটা বাদ পড়ল। দেখতে দেখতে একটিমাত্র জায়গা ছাড়া ওই শব্দটা থাকল না আর কোথাও। এসব দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'কিন্তু এমন একটা জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করল না?'

'কে করবে? কার বুকে এত সাহস আছে? ফোর্ট ফ্যারেলের লোকেরা জানে পারকিনসনরা যেমন ধনী তেমনি নির্মম। চলার পথে বাধা তারা সহ্য করে না। আমার কথা যদি বলো, আমি তখন ছিলাম ভীতুর ডিম, কাপুরুষ। দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স পঁয়ষট্টি, শরীরে বা মনে এমন বলশক্তি ছিল না যাতে একা এদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস হয়। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল চাকরি হারাবার। চাকরি গেলে খাব কি? ফোর্ট ফ্যারেলের বিধাতা এরাই, আর কোথাও কোন চাকরিও পাব না।'

'কিন্তু আজ তুমি ওদের বিরুদ্ধে লাগার সাহস পাচ্ছ কোত্থেকে?'

'সাহস পাচ্ছি এই ভেবে যে ক'দিনই বা আর বাঁচব। ঘনিয়ে এসেছে সময়, না হয় একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে গিয়ে সেটাকে আরও এগিয়ে আনব, তার বেশি কিছু তো নয়? তাছাড়া, চাকরি হারাবার ভয় আর আমি করি না, রানা। এই ক'বছরে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করেছি, হঠাৎ অভাবে পড়ব সে ভয় নেই। আমি কাপুরুষ, তাই এতদিন সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। এই শেষ বয়সে এটাই আমার শেষ সুযোগ বন্ধুর জন্যে কিছু করার।'

'কিন্তু কি করতে চাও তুমি? পারকিনসনদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কি?'

'নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আমার নেই,' বলল লংফেলো। 'কয়েকটা ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার। এবং আমার বিশ্বাস, ভয়ঙ্কর ধরনের একটা অন্যায় করেছে পারকিনসন সেজন্যেই তারা ক্লিফোর্ডের নাম মুছে ফেলেছে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে।

আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে কেনেথকে খুন হতে দেখে।'

'কেনেথ খুন হবার কারণ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'অ্যাক্সিডেন্টের সময় কেনেথ ছিল ক্লিফোর্ডদের নতুন ক্যাডিলাক গাড়িতে। এটুকুই সম্ভবত অপরাধ। হয়তো এমন কিছু দেখেছিল সে যা প্রকাশ হয়ে পড়লে এত সাধের হজম করে ফেলা রাজত্ব তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বার ভয় ছিল, তাই পারকিনসনরা তাকে খতম না করে পারেনি।'

পারকিনসনরাই এই হত্যার জন্যে দায়ী মনে করো?'

'কোন সন্দেহ নেই।' কি যেন ভাবল লংফেলো। তারপর আবার বলল, 'রানা, ওই দুর্ঘটনাটাকে আমি স্রেফ দুর্ঘটনা হিসেবে কখনই মেনে নিতে পারিনি। তবে আমার সন্দেহের পেছনে কোন তথ্য প্রমাণের ভিত্তি নেই। যাই হোক, কেনেথ বেঁচে আছে শুনে আমি এডমনটন হাসপাতালে তাকে দেখতে যাই। দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে সে কিছু বলতে পারে কিনা জানার জন্যেই আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুনলাম, কেনেথকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সাংবাদিক হয়েও কে পাঠিয়েছে, কোথায় পাঠিয়েছে—কোন খবরই আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং কানাডায় আমার অসংখ্য সাংবাদিক বন্ধু আছে। তাদের কাছে কেনেথের সংবাদ চেয়ে চিঠিও লিখেছিলাম। কোথাও থেকে কোন খবর পাইনি। তারপর হঠাৎ, মাস দু'য়েক আগে, হঠাৎ কেনেথ স্বয়ং ফোর্ট ফ্যারেলে এসে হাজির। কিন্তু খবরটা যখন আমি পেলাম, কেনেথ তখন ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চলে গেছে। কিছু গুজবও কানে ঢুকল, তাকে নাকি ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে। যাই হোক, এর হপ্তাখানেক পরই হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম, আলবার্ট কেনেথ নামে এক যুবক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কেনেথ নামটা দেখে সন্দেহ হলো আমার। দেরি না করে অমনি ছুটলাম...।'

রানা বলল, 'কেনেথের সাথে কথা বলে আমি যা বুঝেছি, দুর্ঘটনার কথা ওর কিছুই মনে ছিল না। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল তার। আমি ভাবছি, পারকিনসনদের তাকে ভয় করার কি ছিল? যে কিছুই স্মরণ করতে পারত না...'

'পারত না, কিন্তু যদি স্মৃতিশক্তি ফিরে আসত তার?'

'হুঁ,' বলল রানা, 'আর একটা রহস্য হলো, কেনেথ ফোর্ট ফ্যারেলের মানুষ নয়, সম্ভবত দুর্ঘটনার আগে জীবনে কোনদিন এখানে সে আসেওনি, অথচ প্রথমবার এসে ফোর্ট ফ্যারেলের অনেক জায়গা, এমন কি মানুষজনের মুখও তার চেনা চেনা লাগে। এ কেমন ব্যাপার?'

'কি বলছ তুমি!' চোখ কপালে উঠে গেল লংফেলোর।

'কেনেথ নিজে আমাকে বলেছে। পুরোপুরি চিনতে পারেনি সে কিছুই, কিন্তু সবই কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকেছিল তার। কেন?'

খানিকক্ষণ কোন কথা নেই দু'জনের মুখে। তারপর লংফেলোর একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল রানা।

'কি জানো, এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা আর কোনদিনই পাব না, রানা।'

'কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে, লংফেলো,' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ ওর। পায়চারি শুরু করল মেঝেতে। 'জীবনে সবচেয়ে

বেশি ভালবাসি আমি কি জানো?'

'কি?' ধূসর ভুরু বলিরেখায় ভর্তি কপালে তুলে প্রশ্নটা করল লংফেলো।

'রহস্য! তোমাদের ফোর্ট ফ্যারেলের যে কাহিনী আমি শুনলাম তার মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় লাগছে আমার কেনেথের খুন হবার ব্যাপারটা। কেন চেনা চেনা লেগেছিল তার ফোর্ট ফ্যারেল? কেন?' হঠাৎ বদলে গেল রানার কণ্ঠস্বর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল তাতে। 'এই রহস্য আমি ভেদ করব, মিস্টার লংফেলো।'

চকচক করছে বৃদ্ধের চোখ জোড়া। অবাক, সেই সাথে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। 'তুমি পারবে, রানা,' বিড়বিড় করে উঠল সে। 'পারবে তুমি!'

ছয়

গাছ সমান উঁচুতে দাঁড়াল হেলিকপ্টার। আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল, তারপর, চিৎকার করে বলল রানা পাইলটকে, 'ওই ওখানে, লেকের পাশে ফাঁকা জায়গাটায়।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। লেজ ঘুরিয়ে ডান মুখো হলো কপ্টারটা। খানিকদূর এগিয়ে ধীরে ধীরে নামল নিচে, লেকের পাড়ে। স্বচ্ছ পানিতে খুদে ঢেউয়ের চঞ্চল ভাঁজগুলোর দিকে মুগ্ধ চোখে চাইল রানা।

এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এখন। সুইচ অফ করেনি পাইলট। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে নিচে নামল রানা। একটা একটা করে বাড়িয়ে দিল পাইলট যন্ত্রপাতির বাক্সগুলো। সেগুলো নিয়ে খানিকটা দূরে রেখে এল রানা। কাজটা শেষ হতে পাইলটকে হাত নেড়ে টা-টা করল রানা। বলল, 'আগামী হপ্তায় দেখা হবে আবার।'

'এইখানেই, সকাল এগারোটায়।'

প্রকাণ্ড ফড়িংয়ের মত শূন্যে উড়ল কপ্টারটা। গাছের মাথার উপর দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে পিছন ফিরল রানা। দু'চোখে তৃষ্ণার্ত একটা ভাব ফুটে উঠল ওর। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানি। হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল শার্টের বোতাম খোলার জন্যে। মৃদু হেসে নিজেকে দমন করল রানা। এখন নয়, পরে নামা যাবে পানিতে। হাতের কাজগুলো শেষ করা দরকার আগে।

ক্যাম্প তৈরি করাটাই সবচেয়ে বড় কাজ আপাতত। সাজসরঞ্জাম সবই সাথে আছে, সুতরাং ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় নিল না কাজটা। আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল ল্যাট্রিনটা তৈরি করতেই। লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটা একটা করে তীরে তুলল ভেসে যাওয়া গাছের ডালপালা। আগুন ধরিয়ে বাক্স থেকে বের করল কফি তৈরির সরঞ্জাম। পানি ভরল কেটলিতে। সেটা আগুনে বসিয়ে দিয়ে কয়েকটা বাক্স খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল।

কফি পান করে অবশিষ্ট বাক্স খুলে টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস বের করে

সাজাল রানা। ভাঁজ করা একটা কাজ চালাবার মত ছোট টেবিল বের করে পাতল সেটা। তারপর বিছানাটা তৈরি করে ফেলল।

সব কাজ শেষ করে খুঁটিয়ে দেখল সে ক্যাম্পের ভিতরটা। মোটামুটি আরামদায়ক এবং স্বস্তিকর হয়েছে ক্যাম্পটা। প্রয়োজনীয় জিনিস সব হাতের নাগালেই আছে। সন্তুষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। আজকের মত কাজ শেষ। আগামীকাল সকাল থেকে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে কতটুকু কি করা যায় ঘুরে ফিরে দেখবে ও।

পঁচিশ মণ ওজনের একটা পাথরের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে লেকের ধারে বসল রানা। লেকটাকে বড় আকারের একটা দীঘিই বলা চলে। কপ্টারে থাকতে দেখেছে রানা, এক মাইলের বেশি হবে না লম্বায়। উত্তরের পাহাড়ে একটা জলপ্রপাত আছে, এ লেক তার কাছেই ঋণী।

বিকেলটা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। চারদিকটা ভাল করে একবার দেখার প্রয়োজন বোধ করল রানা। হিংস্র পশু সম্পর্কে ওকে সতর্ক করে দিয়েছে লংফেলো। হঠাৎ ঝপাৎ-ছলাৎ শব্দ হতে ঘাড় ফেরাল রানা। লাফ দিচ্ছে মাছ। আশপাশের সাথে পরিচিত হবার ইচ্ছেটা ঢিলে হয়ে গেল। মাছের তড়পানি দেখে চেগিয়ে উঠল খিদে খিদে ভাবটা। সিদ্ধান্ত নিল: অনেকদিন পর ট্রাউটের স্বাদ নেবে সে।

সন্ধ্যার পর আকাশ ভর্তি জ্বলজ্বলে মুক্তোগুলোর দিকে মুখ করে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাবছে রানা। কাহিনীটা অদ্ভুত লাগছে ওর। ক্লিফোর্ডদের নাম এবং স্মৃতি দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবার চেষ্টা করছে কেন পারকিনসনরা? চিন্তিত ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে সেটার লাল আগুনের দিকে চেয়ে আছে রানা। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও, যা কিছু ঘটছে সব কিছুরই মূলে রয়েছে সেই আট বছর আগের দুর্ঘটনাটা। কিন্তু মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়েছিল যারা তাদের তিনজনই মৃত, এবং চতুর্থ ব্যক্তি বেঁচে গেলেও স্মৃতিশক্তি ছিল না তার, তবু তাকে খুন করা হয়েছে। সুতরাং দুর্ঘটনা সংক্রান্ত রহস্য উদ্ধার করার কোনও উপায় বা সুযোগ আপাতদৃষ্টিতে তেমন একটা নেই। দুর্ঘটনাটা কেন ঘটেছিল, কিংবা ঠিক কি ঘটেছিল তা যারা জানে তারা মুখ খুলবে না। অন্তত মুখ খুলতে চাইবে না।

তার মানে, মুখ যাতে খুলতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্লিফোর্ড পরিবার সবংশে নিহত হওয়ায় লাভ হয়েছে কার? সন্দেহ নেই, গাফ পারকিনসন লাভবান হয়েছে। ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কের টাকা সব সে গ্রাস করে নিয়েছে। গ্রাস করার মতলব কি আগে থেকেই ছিল তার? অতি লোভ খুন করার একটা মোটিভ হতে পারে না?

একটা ব্যাপার জানতে হবে: দুর্ঘটনার সময় গাফ পারকিনসন কোথায় ছিল।

আর কে লাভবান হয়েছে? শীলা ক্লিফোর্ড? আপাতদৃষ্টিতে এখনও মনে হচ্ছে ক্লিফোর্ড পরিবার নিহত হওয়ায় তার কোন লাভ তো হয়ইনি, বরং ভীষণ ভাবে বঞ্চিত হয়েছে সে। কিন্তু ভেতরের ব্যাপার ঠিক কি, তা খোঁজ খবর না নিয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না। এমনও তো হতে পারে, শীলা ভেবেছিল ক্লিফোর্ডদের অনুপস্থিতিতে সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হবে সে-ই? উঁহুঁ, ঠিক যুক্তিসঙ্গত ঠেকছে না ব্যাপারটা। দুর্ঘটনার সময় শীলার বয়স ছিল মাত্র ষোলো কি সতেরো। এই বয়সের

একটা মেয়ের পক্ষে এমন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাছাড়া, সে-সময় ফোর্ট ফ্যারেলে শীলা ছিলও না।

আর কে?

যতদূর মনে হচ্ছে, ভাবছে রানা, আর কেউ লাভবান হয়নি। অন্তত ব্যবসা এবং টাকার দিক থেকে নয়। এগুলো ছাড়াও লাভবান হবার আর কোন ব্যাপার ছিল কি?

একটা ব্যাপার হতে পারে—শত্রুতা। হাডসন ক্লিফোর্ডের শত্রু ছিল কি? অসম্ভব নয়। কিন্তু তারা কারা?

মনে মনে একটা কাজের ছক তৈরি করে ফেলল রানা। কাজ মানে, খোঁচা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে বেয়াড়া টাইপের কিছু তৎপরতা।

ক্যাম্পে ফিরে বাক্স থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করল সে। পনেরো মিনিট পর বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবল: রেবেকাকে আজ থেকে আমি আর স্বপ্নে দেখতে চাই না। ওকে ভুলে যাওয়াই আমার জন্যে মঙ্গল।

ভোরের হিমেল হাওয়া চোখেমুখে লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কাপড় না পরেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল ও।

ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তিনশো গজ সাঁতরে লেকের তীরে ফিরে এল। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ক্যাম্পে ঢুকল। টিন থেকে শুকনো খাবার বের করে তিনজনের মত ব্রেকফাস্ট তৈরি করে গোগ্রাসে গিলল সব একাই। তারপর রাতে গুছিয়ে রাখা চামড়ার ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

কালো চামড়ার ব্যাগের গায়ে বড় একটা হলুদ বৃত্ত আগেই আঁকিয়ে নিয়েছে রানা। দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যায় ওটা। হলুদ রঙের এই বৃত্তটা আঁকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ বলেই মনে হয়েছিল ওর। উত্তর আমেরিকার জঙ্গলে এর আগেও দু'একবার ঢুঁ মেরে গেছে রানা, সে সময়কার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, এদিককার বেশির ভাগ শিকারীই কিছু একটা নড়লেই গুলি করতে অভ্যস্ত, সেটা মানুষ না পশু তা দেখার মত ধৈর্য তারা ধরে না। বড় হলুদ একটা বৃত্ত গুলি করার পূর্ব-মুহূর্তে তাদেরকে দ্বিধায় ফেলে দিতে পারে মনে করেই এটা আঁকিয়ে নিয়েছে রানা। শিকারীরা জানে, এদিকের জঙ্গলে হলুদ বুটি বা ছোপওয়ালা পশু নেই। এই একই কারণে হলুদ আর লাল চেকের কোট গায়ে দিয়েছে রানা। ওর মাথায় সাদা একটা ক্যাপ, মিনারের মত উঠে গেছে আধহাত, মাথাটা মসজিদের গম্বুজের মত, টকটকে লাল রঙের।

রাইফেলটা বাঁ হাতে। সেফটিক্যাচ অফ করা। লেকের পাড় ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে চলেছে রানা।

এক হপ্তা আগেও জিওলজির অ আ-ও জানত না রানা। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করার পর বেশ কিছু বই-পত্র যোগাড় করে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে ও তা দিয়ে বয়েড পারকিনসনকে সম্ভব হলেও, কোন জিওলজিস্টকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। তবে, পারকিনসন যে দায়িত্ব ওকে দিয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করার মত যোগ্যতা ওর হয়েছে বলে নিজেকে সার্টিফিকেট দিতে কার্পণ্য করেনি ও।

প্রথম দিনের শেষ ভাগে ওর নিজের আবিষ্কারের সাথে সরকারী জিওলজিক্যাল

ম্যাপটা মিলিয়ে দেখল রানা। প্রায় হুবহু মিলে গেল: এলাকার এদিকটায় খনিজ পদার্থ একেবারে নেই বললেই চলে।

পুরো হপ্তাটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটাখাটনি করল রানা। কাইনোক্সি উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে দামী কোন খনিজ পদার্থ পারকিনসন করপোরেশন পাবে না এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলো ও। হপ্তার শেষ দিনে বাক্স গোছ-গাছ করার কাজ শেষ করেছে মাত্র, এমন সময় মাথার উপর 'কপ্টার এসে থামল। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় এসে পৌঁছেচে পাইলট।

এবার সে নামিয়ে দিল রানাকে উত্তর এলাকার একটা ঝর্ণার পাশে। এখানেও ক্যাম্প তৈরির পর বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল রানা প্রথম দিনটা। দ্বিতীয় দিন পিঠে ব্যাগ নিয়ে বেরোল ক্যাম্প থেকে। রুটিন অনুযায়ী সার্ভে করল খানিক জায়গা। ফলাফল নেগেটিভ।

তৃতীয় দিন টের পেল রানা, ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে। লক্ষণগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিন্তু রানার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। ক্যাম্পের কাছাকাছি গাছের একটা নিচু ডালে উলের কয়েকটা রোঁয়া দেখল রানা, অথচ বারো ঘণ্টা আগে জিনিসটার অস্তিত্ব ছিল না। ল্যাট্রিনটা তৈরি করেছে রানা উত্তর দিকে, কিন্তু প্রস্রাবের হালকা গন্ধ ভেসে আসছে দক্ষিণের বাতাসে ভর করে। তারপর, দূর পাহাড়ের গা থেকে আলোর খুদে কণা ঝলসে উঠতে দেখে বোঝা গেল বিনকিউলারে রোদ লেগেছে।

টের পেয়েও ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না রানা। কারণ, মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ হবে বলে মনে করল না ও। লোকটা যেই হোক, ওকে খুঁজে বের করার দরকার পড়বে না, সেই সামনে এসে হাজির হবে—কেন যেন এরকমও মনে হলো রানার।

পাঁচ দিনের দিন উপত্যকার উত্তর প্রান্তটা সার্ভে করার কথা ভেবে রেখেছিল রানা, তাই আগের দিন বেলা থাকতেই উপত্যকার উপর একটা স্বল্পমেয়াদী ক্যাম্প তৈরি করার জন্যে রওনা হলো ও।

আকাশে মেঘ করলেও, প্রচুর জোরাল বাতাস দিচ্ছে। একটা ঝর্ণার পাশ ঘেঁষে হাঁটছে রানা। পিছন থেকে কে যেন বলল, 'এই যে, লাট সাহেব! মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি? অমন কায়দা করে কোথায় যাচ্ছ শুনি?'

স্থির হয়ে গেল রানা। তারপর সাবধানে ঘুরে দাঁড়াল। ঘাসের মাঝখানে সরু পথটার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাল কোট গায়ে লম্বা এক লোক। ঠিক রানার দিকে নয়, তবে রানার দিক থেকে খুব একটা তফাতেও নয়, তাক করে ধরে আছে রাইফেলটা। এইমাত্র একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। তার মানে, ভাবছে রানা, ওরই অপেক্ষায় অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিল। প্রসঙ্গটা ইচ্ছে করেই তুলল না রানা। ওর রাইফেলটা হাতে নেই, রয়েছে কাঁধে, সুতরাং জবাবদিহি চাওয়ার এটা উপযুক্ত সময় নয় বলে মনে করল ও। শুধু বলল, 'কি, মিয়া। কোত্থেকে? আকাশ থেকে পড়লে, নাকি মাটি ফুঁড়ে গজালে?'

লোকটার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে দেখল রানা। অনুমান করল, বয়সে ওর চেয়ে ছোটই হবে। লম্বায় তার সমান, কিংবা আধ ইঞ্চি বেশিও হতে পারে।

দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তার ছাপ। দেখেই বোঝা যায়, নিজের উপর অত্যন্ত আস্থা রাখে এ লোক। তার অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে; প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওর দু'হাতের পেশীতে।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না তুমি।'

লোকটার তোয়াক্কা না করে ওঠাটা পছন্দ করতে পারল না রানা; সন্দেহ হলো, ট্রিগারে বাধিয়ে রাখা আঙুলটাও বুঝি শক্ত হয়ে যাচ্ছে। পিঠ বাঁকা করে ব্যাগটা আরেক দিকে সরিয়ে দিল রানা। 'উপত্যকার মাথায় চড়তে যাচ্ছি।'

'কি করতে?'

সহজ ভাবেই বলল রানা, 'তা দিয়ে তোমার কি দরকার? নিজের চরকায় তেল দাও না কেন? তবে জানতেই যখন চাইছ—পারকিনসন করপোরেশনের হয়ে একটা সার্ভে করছি আমি।'

'না,' বলল লোকটা। 'এই মাটিতে সার্ভে করার অধিকার তোমার বা পারকিনসনদের নেই। এদিকে ওই মার্কার দেখছ?'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিরামিডের একটা ক্ষুদে সংস্করণ দেখল রানা, নুড়ি পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

'তাতে কি?'

'তাতে এই, পারকিনসনদের জমি ওখানেই খতম,' নিঃশব্দে দাঁত বের করল সে, যেন উদ্দেশ্য হাসি প্রদর্শন নয়, দাঁতের ধার দেখান। 'আমি চাইছিলাম এদিকে আসো তুমি, যাতে মার্কার দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি ওটার এদিকে আসার অধিকার তোমার নেই।'

পিছিয়ে গিয়ে নুড়ি পাথরের পিরামিডটার পাশে দাঁড়াল রানা। তারপর পিছন ফিরতেই দেখল, রাইফেলের তাক ঠিক রেখে লোকটাও এগিয়ে এসেছে। দুজনের মাঝখানে রয়েছে এখন পিরামিডটা। রানা বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না। ওখানে তুমি আজীবন দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কাঁধ থেকে ব্যাগ আর রাইফেলটা নামালেও কোন আপত্তি করবে না?'

'মার্কারের এদিকে যদি নামাও, কোন আপত্তি নেই।' দাঁতের ধার দেখাল সে আবার।

চোটপাট দেখাবার সুযোগ পেয়ে খুব মজা পাচ্ছে লোকটা, বুঝতে পেরেও তাকে সেটাই দেবার সিদ্ধান্ত নিল রানা—আপাতত। সেজন্যে কথা বাড়াল না আর। কাঁধ থেকে ব্যাগ আর রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে কাঁধ দুটোকে উঁচু-নিচু করল ক'বার।

ভঙ্গিটা পছন্দ হলো না লোকটার। রানার শরীরের গঠন অনুমান করে একটা ঢোক গিলল সে। রাইফেলটা এবার সরাসরি রানার বুকের দিকে তাক করল।

ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে ম্যাপগুলো বের করল ও; ভাঁজ খুলে দেখল এক এক করে। 'সীমানা সংক্রান্ত কোন চিহ্ন এখানে তো দেখছি না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা

'না দেখবারই কথা। পারকিনসনদের ম্যাপ হে। চিহ্ন থাক বা না থাক, এটা ক্লিফোর্ডের এলাকা।'

'কার কথা বলছ তুমি? শীলা ক্লিফোর্ড?'

'হ্যাঁ, ধরেছ ঠিকই,' অসহিষ্ণু ভাবে রাইফেলটা রানার বুকের দিক থেকে মাথার দিকে তাক করল সে।

'তাকে পাওয়া যাবে? দেখা করতে চাই আমি।'

'পাওয়া যাবে, কিন্তু যার তার সাথে তিনি দেখা করেন না,' আবার দাঁত বের করল লোকটা। 'দেখা করার অপেক্ষায় থেকো না, মাটির নিচে পর্যন্ত শিকড় গজিয়ে যাবে তাহলে তোমার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উপত্যকার নিচের দিকটা দেখাল রানা। 'ওই ফাঁকা জায়গাটায় ক্যাম্প করব আমি। এক ছুটে ফিরে যাও খোকা, শীলা ক্লিফোর্ডকে গিয়ে বলো যে লাশগুলো কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে তা আমি জানি।'

সামনের দিকে মুখ এগিয়ে দিল লোকটা। 'কি?'

'ঝেড়ে দৌড় দাও, আর শীলাকে এই কথাটা গিয়ে বলো,' বলল রানা। 'তা না হলে, মিয়া, চাকরিটা তোমার যাবে।' ঝুঁকল ও, কাঁধে তুলে নিল ব্যাগটা। আবার ঝুঁকল, এবার হাতে নিল রাইফেলটা। লোকটাকে বিস্ময়ে পাথর করে রেখে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোতে শুরু করল।

জায়গাটায় পৌঁছে পিছন ফিরল ও। দেখল লোকটা নেই।

আগুন জ্বালল রানা। কফির জন্যে কেটলিতে পানি গরম করছে। হঠাৎ শিস দেয়া বন্ধ করল কথাবার্তার আওয়াজ কানে ঢুকছে। উপত্যকার উপর থেকে আওয়াজটা আসছে। খানিকপরই দেখতে পেল রানা সেই লোকটাকে। হাতে এখন আর তার রাইফেলটা নেই। একটি মেয়েকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে সে।

জীনস্ পরে আছে মেয়েটা। গায়ে গলা খোলা শার্ট আর কোট মেয়েটার হাঁটা দেখে মনে মনে স্বীকার করল রানা, হ্যাঁ জীনস্ পরার মতই একখানা ফিগার। এবং সুন্দরীও বটে। রাগের মাথায় জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। দূর থেকেই বিদ্ধ করছে তীব্র দৃষ্টি দিয়ে রানাকে। রাগের এই ভাব যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটার সৌন্দর্য। তিন হাত সামনে পা ঠুকে থামল সে দু'কোমরে হাত রাখল 'এখানে কি হচ্ছে? কে তুমি?'

'সার্ভে হচ্ছে। আমি একজন জিওলজিস্ট, মাসুদ রানা পারকিনসন কর্পোরেশন---'

মুখের সামনে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল শীলা ক্লিফোর্ড রানাকে। 'থাক, এর বেশি কিছু শোনার দরকার নেই আমার। উপত্যকায় এইটুকু পর্যন্তই তুমি উঠতে পারো, মি. রানা। আমি চাই এ ব্যাপারে তুমি নজর রাখবে, পিগ প্যাট।

'সে কথাই ওকে আমি বলেছি, মিস ক্লিফোর্ড, কিন্তু আমার কথায় কান দিতে চায়নি ও।'

মাথা ঘুরিয়ে পিগ প্যাটের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ এখানে? শীলা ক্লিফোর্ড পারকিনসনদের এলাকায় এসেছে আমার নিমন্ত্রণ পেয়ে—কিন্তু তোমাকে তো আমি ডাকিনি। যাও ভাগো! আর শোনো, ফের কখনও

যদি আমার দিকে রাইফেল ধরো, তোমার ঘাড় মটকে দেব আমি।'

'মিস ক্লিফোর্ড, ডাহা মিথ্যে কথা বলছে ও।' চেঁচিয়ে উঠল বিল প্যাট। 'কখখনো আমি...'

ডান হাতটা শক্ত করে বাঁ দিকের নিতম্বের কাছ থেকে ঝড়ের বেগে তুলল রানা, সংঘর্ষটা হলো বিল প্যাটের চোয়ালের নিচের অংশের সাথে হাতটার উল্টো পিঠের। মাটি থেকে প্রায় এক ফুট শূন্যে উঠল লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে সোজাসুজি চিৎ হয়ে পড়ল মাটির উপর, সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাল কয়েকবার, তারপর স্থির, নিঃসাড় হয়ে গেল।

শীলার দিকে তাকাতে তার মুখের ভিতর আতঙ্কিত পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। হাতের উল্টোপিঠটা কোটের আস্তিনে ঘষতে ঘষতে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মিথ্যে কথা একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি।'

'ও মিথ্যেবাদী নয়। ওর হাতে রাইফেল ছিল না।'

'থারটি-ও-সিক্স রাইফেল ছিল ওটা,' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। 'বাঁটের গায়ে আনাড়ী হাতে খোদাই করা রয়েছে দুটো অক্ষর—BP. লোকটা গত দু'তিনদিন ধরে নজর রাখছে আমার ওপর। এটাও আমি পছন্দ করতে পারিনি। এই মারটা প্রাপ্য ছিল ওর।'

'তুমি একটা বর্বর—ওকে কোন সুযোগই দাওনি!'

রানা দেখল শীলা ক্লিফোর্ড এমন ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, যেন কামড়াবার সুযোগ পেলে আর কিছু চায় না। মুচকি একটু হাসল রানা। 'নরম হাতের একটু সেঁক ওর দরকার এখন, তুমি কি মনে করো?'

'ইস্!' দুপদাপ শব্দ করে পা ফেলে এগোল শীলা, বিল প্যাটের সামনে গিয়ে থামল। হাঁটু ভাঁজ করে বসল তার পাশে। 'প্যাট, চোখ মেলো,' ঝট্ করে মুখ তুলল রানার দিকে। গলার স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল তার, 'নিশ্চয়ই চোয়াল ভেঙে দিয়েছ তুমি ওর।'

'না,' বলল রানা, 'যথেষ্ট জোরে মারিনি ওকে আমি। কয়েকদিন ব্যথা আর জ্বর থাকবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।' একটা গ্লাস নিয়ে ঝর্নার দিকে এগোল রানা। পানি ভরে নিয়ে-এসে বিল প্যাটের চোখেমুখে হড় হড় করে ঢেলে দিল। নড়ে উঠল বিল প্যাট, উহ্-আহ্ শব্দ করতে শুরু করল। 'দু'এক মিনিটের মধ্যেই উঠে দাঁড়াবে ও। আস্তানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ো। আর ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ো, ফের যদি রাইফেল ধরে আমার দিকে, সারা জীবন যাতে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

নাকের ফুটো দুটো ফুলে ফুলে উঠছে শীলা ক্লিফোর্ডের। তাচ্ছিল্যের সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল বিল প্যাটের দিকে।

আবার বলল রানা, 'ওকে বিছানায় শুইয়ে আবার এসে দেখা করতে পারো তুমি, মিস ক্লিফোর্ড। এখানেই আছি আমি।'

মুখটা ফেরাতে সেখানে একটা হতচকিত ভাব দেখল রানা। 'কি মনে করে ভাবছ তুমি তোমার সাথে আমি দেখা করতে চাইব আবার?'

'লাশগুলো কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে তা আমি জানি বলেই ভাবছি তুমি

আমার সাথে দেখা না করে পারবে না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ভাল কথা, একা আসতে ভয় পেয়ো না যেন। মেয়েদের গায়ে হাত তোলার অপবাদ আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি আমাকে।'

নিঃশ্বাসের সাথে চাপা স্বরে শীলা ক্লিফোর্ড কি বলল বুঝতে না পারলেও তা যে শ্রুতিমধুর কিছু নয় সে ব্যাপারে রানা নিঃসন্দেহ। বিগ প্যাটের হাত ধরে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। মার্কারি টপকে ওপারে চলে গেল দু'জন। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না শীলা ক্লিফোর্ড। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

দিগন্ত রেখা ছুঁই ছুঁই করছে সূর্যটা। আগুনের কাছে ফিরে এসে রানা দেখল কেটলির পানি বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে সব। রাতের জন্যে বিছানা তৈরি করতে হবে, মনে পড়ল ওর।

সূর্য ডুবে গেছে। নামব নামব করছে সন্ধ্যা। পাহাড়ের ফাঁকে কি যেন একটা ঝলমল করে উঠতে দেখল রানা। তারপর চিনতে পারল। মন্থর পায়ে হেঁটে আসছে শীলা ক্লিফোর্ড।

বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে রানা। নাদুসনুদুস একটা হাঁস ঝলসাচ্ছে গনগনে আগুনে। লম্বা কাঠি দিয়ে আগুনটা মাঝে-মধ্যে উসকে দিচ্ছে ও। উপত্যকার ঢালু জমির উপর দিয়ে নেমে আসছে শীলা।

রানার কাছ থেকে খানিকটা উপরে থামল শীলা। খুব যেন তাড়া আছে, নষ্ট করার মত সময় নেই। দাঁড়িয়েই প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'আসলে কি চাও তুমি?'

মুখ ফিরিয়ে আগুন আর হাঁসটা দেখল রানা। তারপর আবার তাকাল শীলার দিকে। 'খিদে পেয়ে থাকলে স্বীকার করে ফেল,' শীলাকে অস্বস্তিকরভাবে নড়তে চড়তে দেখে মুচকি হাসল ও, 'হাঁসের রোস্ট, গরম রুটি, তেঁতুলের চাটনি আর প্রচুর কফি—কেমন লাগছে শুনতে?'

আরও ক'পা নেমে রানার সমান্তরালে পৌঁছুল শীলা। 'বিগ প্যাটকে আমি বলেছিলাম, সে যেন তোমার ওপর নজর রাখে,' বলল সে, 'তুমি আসছ তা আমি জানতাম। কিন্তু পারকিনসনদের এলাকায় ওকে আমি যেতে বলিনি। কিংবা রাইফেলের কথাও কিছু বলিনি ওকে।'

'হয়তো বলা উচিত ছিল,' মন্তব্য করল রানা, 'হয়তো সাবধান করে দিলে ভাল করতে, বেয়াড়াপনা করতে যেত না।'

'বিগ প্যাট একটু বেয়াড়া, জানি,' বলল শীলা, 'কিন্তু তোমার কাজটাও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়েছে।'

মাটির তৈরি আভেন থেকে রুটির চ্যাপ্টা একটা টুকরো বের করে প্লেটের উপর আছড়ে ফেলল রানা। আঙুলগুলো মুখের সামনে তুলে ফুঁ দিল কয়েকবার। তারপর প্লেটটা ধরে বাড়িয়ে দিল শীলার দিকে। 'খানিকটা হাঁস, কি বলো?'

ঝলসানো হাঁসের গা থেকে ভাপ উঠে নাকে লাগতে ফুটো দুটো কেঁপে উঠল শীলার, রানা লক্ষ করছে দেখে মৃদু শব্দে হেসে উঠল সে। 'হার মানছি এ ব্যাপারে। গন্ধটা ভারি চমৎকার!'

ছুরি হাতে নিয়ে মাংস কাটতে ব্যস্ত হলো রানা। 'শরীরের নয়, আমার উদ্দেশ্য

ছিল কিং প্যাটের অহমিকায় আঘাত করা। লোকজনের দিকে বাগেয়কা যদি রাইফেল তাক করতে পারে, ভবিষ্যতে কোনাছলেই হয়তো কাউকে খুন করে ফেলবে। গর্বে আঘাত করে ওর নিজের জানটাই হয়তো রক্ষা করেছি, কে বলতে পারে! কে ও?'

'আমারই লোকজনদের একজন।'

'তুমি তাহলে জানতে আমি আসছি,' একটু চিন্তিত ভাবে বলল রানা, 'দ্রুত খবর ছড়ায় এদিকে, সন্দেহ নেই।'

প্লেট থেকে বুকের একটুকরো মাংস বেছে নিয়ে মুখে তুলল শীলা। 'আমি জড়িত এমন সব ব্যাপারের খবরই আমাকে রাখতে হয়। আরে, দারুণ হয়েছে তো।'

'বাবুর্চি হিসেবে আমি ভাল নই,' বলল রানা, 'রোস্টটা ভাল হওয়ার কৃতিত্ব এখানকার খোলা বাতাসের। কিন্তু তোমার সাথে আমি জড়ালাম কিভাবে?'

'পারকিনসনদের হয়ে কাজ করছ তুমি, আমার এলাকায় পা রেখেছিলে।'

'একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে : নাথান মিলার বয়েড পারকিনসনকে তোমার কথা বলেছিল। এই সার্ভের ব্যাপারে তোমার অনুমতি নেয়ার প্রসঙ্গে। নেয়নি বুঝি?'

'এক মাসের ওপর বয়েডের সাথে দেখা হয়নি আমার। জীবনে আর কখনও দেখা না হলেও কিছু এসে যায় না।'

'এসব ব্যাপার আমি কিভাবে জানব বলো? ব্যবসায়ী মানুষ পারকিনসন, আমি ভেবেছিলাম সব দিক ঠিক ঠাক করেই আমাকে পাঠিয়েছে।'

'ব্যবসায়ী, তবে অসাধু ব্যবসায়ী,' বলল শীলা। 'কিন্তু কোন পারকিনসনের কথা বলছ তুমি? ওরা দু'জনেই অসাধু, কিন্তু গাফ পারকিনসনের হাতিয়ার কূট বুদ্ধি, আর বয়েড পারকিনসনের অস্ত্র গায়ের জোর।'

'অনুমতি নেবার দরকার নেই একথা ভেবেছে সে, বলতে চাইছ?'

'ওই ধরনের কিছু একটা ভেবে থাকবে,' বলল শীলা। 'কারও কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেবার মত লোক সে নয়, তার অভ্যাস কেড়ে নেয়া। এসব কথা থাক। মৃতদেহ পুঁতে রাখার ব্যাপারটা কি?'

হাসছে রানা। 'না, মানে, স্রেফ কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমার সাথে আমি। কিছু একটা বলে তোমাকে আনতে চেয়েছিলাম।'

চেয়ে রইল শীলা রানার দিকে। 'ও-কথা শুনে আসবই তা তুমি জানলে কি ভাবে?'

'এসেছ তো, তাই না?' বলল রানা, 'সেই প্রাকটিক্যাল জোকারের গল্পটা তোমার জানা নেই? যে তার দশজন বন্ধুকে টেলিগ্রাম পাঠায় এই বলে: "সব ফাঁস হয়ে গেছে!" টেলিগ্রাম পেয়ে নয়জনই পালায় শহর ছেড়ে। প্রত্যেকেরই কিছু গোপন ব্যাপার থাকে, কি বলো?'

ব্যঙ্গের সুরটা স্পষ্ট কানে বাজল রানার। 'নগ্ন নাচের জন্যে মরে যাচ্ছিলে তুমি!'

'তোমার মত একটি মেয়ের সান্নিধ্যের জন্যে সেটা কি সঙ্গত নয়?'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না,' হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল শীলা। 'কোমল কথাবার্তায় লাভ হবে না কিছু! আমি যে নব্বই বছরের একটা বুড়ী নই তা

তুমি জানলে কিভাবে? অবশ্য আগোড়াগোড়াই খোঁজ খবর নিয়ে থাকলে আলাদা ব্যাপার। সে যাক। ঠিক কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ, রানা?'

'সত্যি জানতে চাও?'

'আমার জন্যে মরে যাচ্ছি তা ভেব না। তবে একটু কৌতূহল বোধ করছি।'

'যারা মরতে চায় তারা প্রথমে একটু কৌতূহলই বোধ করে—আস্তে আস্তে ওটা বাড়বে। সে যাক। তোমার কৌতূহল মেটাবার খানিক চেষ্টা করতে পারি আমি এই প্রশ্নটার যদি উত্তর দাও: পারকিনসন অ্যান্ড ক্লিফোর্ড ব্যাঙ্কে যে বিপুল টাকা হাডসন ক্লিফোর্ডের নামে জমা ছিল তার পরিমাণ কত এ ব্যাপারে তোমার কোন ধারণা আছে?'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল শীনার। দু'চোখে বিস্ময় এবং সেই সাথে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'কি বললে?'

প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করল রানা। এবং সেই সাথে আরও ক'টা কথা যোগ করল, 'ক্লিফোর্ড মারা যাবার মাত্র পনেরো দিন পর ব্যাঙ্কের নাম বদলে শুধু পারকিনসন ব্যাঙ্ক রাখা হয়। দুর্ঘটনার সপ্তম দিনেই পারকিনসনরা ক্লিফোর্ডদের বাড়িটা দখল করে। পুরানো সব চাকর-বাকরকে বিদায় করে দিয়ে নিজেদের লোক রাখে। আমার সন্দেহ, উইল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র এবং চেক বই—সব তারা দখল করে। শুধু তাই না, ব্যাঙ্কের খাতাপত্রও বদলে ফেলে তারা। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে ক্লিফোর্ডদের যে কয়েক কোটি ডলার ছিল তার কোন প্রমাণ তারা অবশিষ্ট রাখেনি, সব গায়েব হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি কেন বলতে পারো? কারও মাথাতেই কি সন্দেহটা আসেনি?'

'রানা! এসব কথা তোমার মুখে কেন? কে তুমি? বাড়েন্ট পারকিনসন যদি শোনে...জীবনে বেরোতে দেবে না সে তোমাকে পোর্ট স্যাক্সন ছেড়ে।'

'অর্থাৎ আমাকে বাঁচার জন্যে খুন করবে?' হো হো করে হেসে উঠল রানা। নির্জন, ফাঁকা উপত্যকায় হাসির শব্দটা অদ্ভুত ভরাট আর গম্ভীর শোনাল শীনার কানে। 'আর যদি পারকিনসন যদি শোনেন?'

শীনা গম্ভীর। 'তুমি কে তা আমি জানি না, রানা। তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তুমি যদি কিং প্যাটকে কাবু করে ভেবে থাকো এই একই ভাবে বয়েড পারকিনসনকেও...উঁহুঁ, মারাত্মক ভুল হবে সেটা, রানা।'

'আমার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা কোরো না,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, এরকম একটা অন্যায় ঘটে গেল কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলল না কেন? এ ব্যাপারে তোমার নিজের প্রতিক্রিয়াটা কি, মিস ক্লিফোর্ড?'

'আমি কেন মাথা ঘামাব?' একটু বিরক্তির সাথে বলল শীনা। 'হাডসন ক্লিফোর্ডের ডলারই বলো আর সয়-সম্পত্তি বা ব্যবসাই বলো, পারকিনসনদের হাত থেকে উদ্ধার করে আমার কি লাভ?' অভিমানের সুরটা পরিষ্কার বাজল রানার কানে। 'ক্লিফোর্ড পরিবারের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিণী আমি নই; সুতরাং ওদের হাত থেকে কিছু যদি উদ্ধার করা তখন সম্ভবও হত, তার এক কণাও আমি পেতাম না—চলে যেত সরকারী কোষাগারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, উদ্ধার করা সম্ভবই ছিল না। আমি আমার আইন উপদেষ্টার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

আমার ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র চেষ্টাও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে জানান, নানান মিথ্যার অসংলগ্ন সব লেনদেন এবং ব্যাঙ্কের হিসেব খাতায় এমন জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে যে প্রকৃত ব্যাপারটা বোঝার জন্যে এক ডজন উঁচুদরের আইনবিদের এবং এক ডজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের একটানা বারো বছরের গবেষণা দরকার হবে। কিন্তু, এসব ব্যাপারে তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ?'

'মাথা ঘামাচ্ছি কিনা জানি না,' বলল রানা। 'তবে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবছি।'

'কয়েকটা?'

'আরও একটা প্রশ্ন হলো, পারকিন্সনরা স্থায়ী ভাবে সরিয়ে দিল কেন ক্লিফোর্ড পরিবারটাকে?'

ত্রিশ সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে রইল শীলা রানার দিকে। তারপর বলল, 'খুব খারাপ কথা, রানা। পারকিন্সনরা এসব শুনলে দেখামাত্র গুলি করবে তোমাকে।'

প্লেটটা নামিয়ে রেখে খানিকটা নিচে নেমে গেল শীলা। ঝর্নার পানিতে হাত ধুলো। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল আবার।

ইতিমধ্যে কাপে কফি ঢেলেছে রানা। একটা কাপ বাড়িয়ে দিল শীলার দিকে। কাপটা নিয়ে রানার সামনে বসল শীলা।

'এসব প্রশ্ন পারকিন্সনদের করছি না আমি—এখনও,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে একজন ক্লিফোর্ড, তাকেই জিজ্ঞেস করছি। একজন ক্লিফোর্ড হিসেবে এসব প্রশ্ন কি জাগে না তোমার মনে?'

'জাগে বৈকি! কিন্তু সবাই জানে, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়—উত্তর নেই। রানা, কে তুমি? কি চাও তুমি?'

'আমি? আমি কেউ না, তোমাদের কারও কাছে কিছুই চাই না। আচ্ছা, পারকিন্সনরা তোমাকে কখনও বিরক্ত করেনি?'

গরম কফিতে চুমুক দিল শীলা। 'চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। এখানে আমি খুব কম সময় কাটাই, বছরে দু'এক মাসের জন্যে আসি ওদেরকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্যে—ব্যস।'

'আজও তাহলে তুমি জানো না ক্লিফোর্ডদের বিরুদ্ধে ওদের কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা?'

'না।'

আগুনের দিকে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'কে যেন বলছিল পারকিন্সনরা তোমাকে ওদের বাড়ির বউ করতে চায়। ওরা নাকি চায় না ফোর্ট ফ্যারেনে ক্লিফোর্ড নামে কেউ থাকুক, তোমাকে বউ করতে চাওয়ার সেটাই নাকি একমাত্র উদ্দেশ্য।'

ঠিক যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হয়ে গেল শীলার চোখ। 'বয়েড কি এ ব্যাপারে...' হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সে।

'বয়েড কি এ ব্যাপারে...তারপর?'

উঠে দাঁড়াল শীলা, জীনস থেকে ধুলো ঝাড়ল হাত দিয়ে। 'তোমাকে আমার পছন্দ নয়, মি. রানা। অনেক বেশি কথা জিজ্ঞেস করো তুমি, কিন্তু আমি একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাই না। নিজের পরিচয় আমাকে তুমি জানাতে রাজি নও। তোমার

উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না। পারকিনসনদের সাথে যদি লাগতে চাও, সে তোমার নিজের ব্যাপার। তবে পরিস্থিতিটা কি হবে ইচ্ছে করলে আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারো তুমি। ওদের কাগজ তৈরির কারখানায় ওরা মণ্ড তৈরি করবে তোমার হাড়-মাংস দিয়ে। কিন্তু, এসব ব্যাপার নিয়ে আমি কেন মিছি মিছি মাথা ঘামাই। তবে, একটা ব্যাপার তোমাকে জানিয়ে রাখছি' আমার ব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

'এমন কি কারণে তুমি আমার বা পারকিনসনদের ক্ষতিতে বাধা দিচ্ছ?'

'ক্লিফোর্ডদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে কোর্ট হাউস থেকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব মানুষের মন থেকেও মুছে গেছে নামটা। মি. রানা, আমার বন্ধুর সংখ্যা খুব কম নয়।'

'শুনে খুশি লাগছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, তাদের সবার হজম করার শক্তি কি পারটের চেয়ে বেশি তো?' হঠাৎ রানার মনে হলো, মেয়েটার সাথে ঝগড়া করছে কেন ও? উঠে দাঁড়াল তারপর। 'দেখো, কিছু মনে কোরো না, তোমার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই, তোমার ব্যাপারে নাক গলাবারও কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আমার দিকে কেউ রাইফেল না ধরলে এমনিতে আমি একেবারে মাটির মানুষ। তোমার এলাকাটা সার্ভে করতে না পারলে আমার কিছু এসে যায় না, আমি শুধু কথা প্রসঙ্গে ক্যাভেণ্ডিশকে ব্যাপারটা জানাব।'

'তা জানিয়ো,' বলল শীলা। তার কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল, 'অদ্ভুত লোক তুমি, রানা। এই এলাকায় তুমি একজন আগন্তুক, কিন্তু পা ফেলেই আট দশ বছরের পুরানো একটা রহস্য খুঁড়ে বের করতে চাইছ, যেটার কথা ইতিমধ্যে ভুলে গেছে প্রায় সবাই। এসব ব্যাপারে জানলেই বা তুমি কোত্থেকে?'

'ঘটনা চক্রে।'

ঠাণ্ডা বাতাসকে বাধা দেবার জন্যে কোটের বোতাম লাগাতে শুরু করল শীলা। 'তোমার সাথে রহস্য নিয়ে আলাপ করে সারাটা রাত অপচয়ের ইচ্ছে আমার নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমার এলাকায় পা দিয়ো না কখনও—ভুলেও।'

যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল শীলা।

পিছু ডাকল রানা, 'শোনো। জানো না বুঝি, ভূত-পেত্নী, জীব-জন্তু এরা যারা রাতে বেরোয় সবাই ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে তোমার ফেরার অপেক্ষায় ওত পেতে আছে? একা যাওয়াটা কি উচিত হবে? যদি বলো, পৌঁছে দিতে পারি।'

'ওসবকে আমি ভয় পাই না,' বলল বটে, কিন্তু চোখমুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শীলা।

'আগুন নিভিয়ে রাইফেল হাতে শীলার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'পরে আবার বলবে না তো যে জোর করে নিমন্ত্রণ আদায় করেছি?'

উত্তরে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটা ধরল শীলা। দ্রুত তার পাশে চলে গেল রানা। নুড়ি পাথরের সিঁড়িটা টপকে মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'তোমার এলাকায় ঢুকতে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ, মিস শীলা ক্লিফোর্ড।'

'মেয়েরা মিষ্টি কথায় গলে এ তোমার বেশ ভালই জানা আছে,' কথাটা বলে

আঙুল দিয়ে ডান দিকটা দেখাল শীলা, 'আমরা ওই পথে যাব।'

চড়াই উৎরাই ভেঙে প্রায় আধঘণ্টা ওঠার পর কালো একটা কাঠামো দেখল রানা। শীলার হাতে টর্চ জ্বলে উঠতে বাড়িটার কাঠের দেয়াল আর বড় বড় জানালা দেখে একটু অবাকই হলো ও। এতবড় বাড়ি আশা করেনি ও।

দরজাটা ভেজানো। সেটা খুলে পিছন ফিরে তাকাল শীলা, একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'ভিতরে ঢুকতে আপত্তি নেই তো?'

ভিতরটা দেখে আরও অবাক হলো রানা। সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমে বাড়িটাকে গরম করে রাখা হয়েছে। হলরুমটা প্রকাণ্ড। এতই বড় যে সুইচ টিপে শীলা একটা আলো জ্বাললেও রুমের বেশির ভাগটা ছায়ায় থেকে গেল। পুব দেয়ালের পুরোটাই দখল করে রেখেছে মস্ত একটা জানালা, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না মাখা উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখতে পেল রানা। অনেকটা দূরে তরল পারদের মত টলটল করছে লেকের পানি।

বোতাম টিপে আরও কয়েকটা আলো জ্বালল শীলা। পালিশ করা কাঠের মেঝেতে চামড়ার কার্পেট বিছানো। আধুনিক ফার্নিচার। দু'দিকের দেয়ালে লম্বা বুক শেলফ। মেঝেতে পড়ে আছে একটা ফোনোগ্রাফ, রেডিও-ক্যাসেট-রেকর্ড প্লেয়ার, অ্যাশট্রে, সিগারেটের প্যাকেট এবং ছোট একটা শ্যাম্পেনের বোতল।

'না দেখলে বুঝতেই পারতাম না কত আরামে থাকো তুমি।'

'সব ব্যাপারে বাড়িয়ে বলা তোমার একটা বাজে অভ্যাস,' বলল শীলা। 'কিছু যদি গলায় ঢালতে চাও, নিজের হাতে বের করো ওটা থেকে,' গ্রীবা নেড়ে একটা ওয়াল কেবিনেট দেখাল সে। 'সবরকমই পাবে, যেটা ইচ্ছে বের করে নিতে পারো। আর ফায়ারপ্লেসটার ব্যাপারে কিছু একটা করলে মন্দ হয় না। উত্তাপের দরকারে নয়, আমি শিখা দেখতে ভালবাসি, তাই।' অদৃশ্য হয়ে গেল সে, বেরিয়ে গিয়ে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

ফায়ারপ্লেসটা দেখে রানার মনে হলো বড় আকারের একটা গরুর বাছুর রোস্ট করতেও জায়গার অভাব হবে না ওখানে। পাশেই নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে মসৃণ ভাবে কাটা কাঠের টুকরোগুলো। ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন, তার মধ্যে কয়েক টুকরো কাঠ ফেলে দিল রানা। খানিক পরই দেখা গেল আগুনের শিখা।

কামরাটা দেখছে রানা ঘুরেফিরে। আশ্চর্য! বুক শেলফে আজেবাজে একটা বইও নেই। ক্লাসিকস, আধুনিক উপন্যাস, বাছাই করা কিছু জীবনী এবং বাকি সব ইতিহাসের বই। দ্বিতীয় শেলফটায় শুধুই আর্কিওলজির মোটা মোটা বই। রানার মনে হলো স্বতন্ত্র একটা রুচি আর পছন্দ রয়েছে মেয়েটার।

দেয়ালের উঁচু অংশে বড় বড় ফটো ঝোলানো। বেশির ভাগই বুনো পশুর। একদিকে রাইফেল আর শটগানের একটা কাচ ঘেরা র‍্যাক। ভিতরটা দেখল রানা। ধুলোর মিহি একটা স্তর দৃষ্টি এড়াল না ওর। পাশেই প্রকাণ্ড একটা বয়েরী রঙের ভালুকের ফটোগ্রাফ, ছবিটা তোলা হয়েছে টেলিফটো লেন্সে, কিন্তু সেই ভালুক, বিপদ সীমার ভিতরে দাঁড়িয়ে তুলেছে সে।

ঠিক পিছন থেকে সকৌতুকে বলল শীলা, 'ওটার সাথে তোমার চেহারার

খানিকটা মিল আছে, না?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'আমি কি অতটা বুড়ো? ওটা আমার চেয়ে অন্তত ছয় ফুট বড় আর দশগুণ হিংস্র হবে।'

গায়ের কোটটা খুলে রেখে এসেছে শীলা। প্যান্টে চেক শার্ট পরে এসেছে একটা। জীনসের বদলে পরনে এখন স্ল্যাকস। 'বিল প্যাটকে এইমাত্র দেখে এলাম। সেরে উঠতে খুব বেশি সময় লাগবে না, কি বলো?'

'প্রয়োজনের চেয়ে জোরে আমি মারিনি। আদব শেখাবার জন্যে ওটুকু ওর দরকার ছিল।' হাত নেড়ে কামরাটা দেখাল রানা, 'সুখের একটা নীড়, সত্যি!'

'রানা,' কঠিন গলায় বলল শীলা, 'আজেবাজে কথা শুনতে অভ্যস্ত নই আমি। আমার রুচি ইত্যাদি সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, সুতরাং দয়া করে চুপচাপ বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার নোংরা মন, তা না হলে তুমি ভাবতে পারতে না বিল প্যাটের সাথে সুখের নীড় রচনা করেছি এখানে আমি।'

'আরে!' অবাক হয়ে বলল রানা। 'কেমন মেয়ে তুমি? আমার কথার এই অর্থ করলে? ছি, তা কেন ভাবব আমি। জঙ্গলে এরকম একটা আরামদায়ক বাড়ি কল্পনাও করিনি, সেজন্যেই কথাটা মনে হয়েছে আমার। অন্য কিছু ভেবে...'

সামলে নিল শীলা নিজেকে। ধীরে ধীরে মুখের কাঠিন্য দূর হয়ে গেল। 'দুঃখিত। একটু বুঝি অস্থির হয়ে আছি আজ আমি, কিন্তু সেজন্যে তুমিই দায়ী রানা।'

'দুঃখ প্রকাশের কোন দরকার নেই, ক্লিফোর্ড।'

হেসে উঠল মৃদু শব্দে শীলা, শেষ পর্যন্ত সেটা আর মৃদু রইল না। তার সাথে যোগ দিল রানাও। পরবর্তী মিনিটা সেকেন্ড ওদের আনন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'না,' শেষ পর্যন্ত কোনমতে নিজেকে থামাল শীলা; এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে দ্রুত। 'তুমি রাগ করোনি বুঝব কিভাবে? ক্লিফোর্ড নামে ডাকতে পারবে না তুমি আর আমাকে—শীলা বললেই চলবে।'

'আমি রানা,' বলল ও। 'হ্যালো, শীলা!'

'হ্যালো, রানা!'

'জানো, তোমার সাথে বিল প্যাটকে জড়িয়ে কিছু আমি ভাবিইনি। তোমার পায়ের নখের যোগ্যও সে নয়।'

হাসিটা বন্ধ করল শীলা, বুকে হাত বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর সে বলল, 'মাসুদ রানা, এর আগে কোন পুরুষ এভাবে আমাকে উত্যক্ত করতে সাহস পায়নি। তুমি যদি ভেবে থাকো গায়ের জোর দেখে মানুষকে পছন্দ করি আমি তাহলে মারাত্মক ভুল করবে। দয়া করে খানিকক্ষণ মুখ বুজে থাকো এবং আমাকে খানিকটা স্কচ হুইস্কি ঢেলে দাও গ্লাসে।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ওয়াল কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খুলে দেখল দুনিয়ার সমস্ত দামী মদের বোতল একটা করে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। স্কচ হুইস্কি দুটো গ্লাসে ঢেলে ফিরে এল ও জানালার সামনে। ওর হাত থেকে একটা গ্লাস নিয়ে বাইরে তাকাল শীলা। 'এবার কতদিনের জন্যে জঙ্গলে আছ তুমি?'

'প্রায় দু'হপ্তা।'

'গরম পানিতে গোসল করার সুযোগ পেলে কেমন লাগবে তোমার?'

ফুচকি হেসে বলল রানা, 'মনে হবে হৃদয়টা বিলিয়ে দিই বিনিময়ে।'

তর্জনী তুলল শীলা, 'ওটা—বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজাটা। তোমার জন্যে তোয়ালে রেখে এসেছি আমি।'

হাতের গ্লাসটা একটু তুলে শীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, 'সাথে এটা থাকলে কিছু মনে করবে তুমি?'

'মোটেই না।'

বাথটাবটাকে মিনি সাইজের একটা পুকুর বলে মনে হলো রানার। সাবানের ফেনাভর্তি উষ্ণ পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে অনেক কথা ভাবছে ও। ভাবছে, বিয়ের কথা তুলতে বয়েডের প্রসঙ্গে কি বলতে গিয়ে অমন চুপ করে গেল শীলা? শার্টের ভিতর থেকে ওঠা শীলার গলার কাছে দাগটার কথা মনে পড়ল ওর। ভাবল, শাফ পারকিনসন লোকটা দেখতে কেমন?

বাথটাব থেকে নেমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল রানা। কাপড় পরার সময় ডিজেল জেনারেটরের শব্দকে চাপা দিয়ে বেজে উঠল ওয়েস্টার্ন মিউজিকের অপূর্ব সুর। কামরায় ফিরে এসে দেখল, মেঝেতে বসে Sibelius-এর ফার্স্ট সিম্ফনি শুনছে শীলা।

হাত তুলে খালি গ্লাসটা দেখাল সে রানাকে। এগিয়ে গিয়ে হাত থেকে নিল সেটা রানা। ওয়াল কেবিনেট থেকে দুটো গ্লাস ভরে ফিরে এল, বসল একটা সোফায়। 'সমালোচনা করার মত একটা মাত্র ব্যাপার চোখে পড়ছে আমার,' বলল রানা। 'মাঝে মধ্যে রাইফেল আর শটগানগুলো পরিষ্কার করা উচিত তোমার।'

'ওগুলো আজকাল আর ব্যবহার করি না। শুধু মজার জন্যে খুন করার নেশা ছুটে গেছে। আজকাল ক্যামেরা দিয়ে শিকার ধরি।'

র‍্যাকের পাশে ঝোলানো খয়েরী রঙের ভালুকের ফটোটা দেখাল রানা, 'ওটার মত?' মাথা দুলিয়ে শীলা সায় দিতে আবার বলল ও, 'খুব কাছ থেকে তুলেছ ছবিটা। আশা করি রাইফেলটা হাতের কাছেই ছিল?'

'এ ধরনের বিপদকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি,' বলল শীলা। তারপর অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। দু'জনেই চেয়ে আছে আগুন আর শিখার দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল শীলা, 'পারকিনসনদের হয়ে ক'দিন কাজ করবে তুমি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন? তুমিও কিছু কাজ করাতে চাও নাকি আমাকে দিয়ে?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে বলার কিছু নেই।'

'ঠিক নেই,' বলল রানা। 'ওদের কাজ কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে এখনও তা বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কাজ? তোমার আবার কি কাজ?'

'এখনও যখন বোঝোনি, থাক তাহলে, পরে আপনিই বুঝতে পারবে—যদি সময় এবং সুযোগ ঘটে। কিন্তু তুমি কি করো? কোথায় থাকো? সব সময় এখানে নিশ্চয়ই নয়?'

'আমি আর্কিওলজিস্ট,' বলল শীলা। 'আমার খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ মধ্যপ্রাচ্যেই

সীমিত। বছরের আট দশ মাস ওখানেই থাকি। মেডিটারেনিয়ানের ওদিকের তীরে গাছ-পালা নেই বললেই চলে—তাই এখানে চোখ জুড়াতে আসি মাঝে মধ্যে। হাজার হোক, এটা আমার নিজের জায়গা।'

'বুঝতে পারছি।'

কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে গেল। অনেক কথা। ছেলেবেলার, তারুণ্যের। শুনছে রানা। ইতিমধ্যে নিভে গেছে আগুনটা। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ চোখ বড় বড় করে বলল শীলা, 'মাই গড! হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রানা? ক'টা বাজল বলো দিকি?'

'দুটো।'

হাসতে লাগল শীলা। 'তাই তো বলি, কেন ঘুম পাচ্ছে।' কি যেন ভাবল একটু সে। তারপর বলল, 'অতিরিক্ত একটা বিছানা আছে, থাকতে চাইলে থেকে যেতে পারো। এত রাতে ক্যাম্পে ফিরে না যাওয়াই বোধ হয় ভাল।' চোখের দৃষ্টি তীব্র হলো একটু : 'কিন্তু মনে রেখো, কোনরকম আকার-ইঙ্গিত চলবে না। যদি করো, বের করে দেব বাইরে।'

'ঠিক আছে,' মাথাটা একদিকে কাত করে রাজি হলো রানা। 'কোন ইঙ্গিত নয়। যা কিছু হবে সবই ইঙ্গিত ছাড়া—সরাসরি, কি বলো?'

চড় মারার জন্যে হাত তুলছে শীলা।

চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল রানা। 'আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না। তবু কি আঘাত করার মত নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারবে তুমি? শীলা?'

গালে নয়, রানা শীলার হাতের স্পর্শ পেল ওর চুলে। চুল ধরে ঝাঁকিয়ে দিল শীলা মাথাটা। 'বিদেশী, মন ভোলাবার সব কৌশলই দেখছি জানা আছে তোমার!'

সাত

অন্ধকার থাকতে শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। বেশ অবাক হয়েছে ও শীলাকে একটু গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখে। তার মৌনতাও অস্বাভাবিক লেগেছে ওর। উপাদেয় এবং পরিমাণে প্রচুর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা অবশ্য করেছিল শীলা, কিন্তু সে তো যে-কোন সুগৃহিণী তার শত্রুর জন্যেও করে থাকে। রাত পোহাতেই ওর উপর বিরূপ হয়ে ওঠার কি কারণ ঘটল শীলার ভেবে পায়নি ও। পারকিনসনদের হয়ে ও কাজ করছে এ কথাটা বেশি করে মনে পড়েছে বলে, নাকি রাতের বেলা কোনরকম ইঙ্গিত ওর কাছ থেকে আসেনি বলে—কে জানে। মেয়েদের মনের খবর টের পাওয়া সহজ নয়।

বিদায় নেবার আগে কথাপ্রসঙ্গে শীলাকে জানান ও, 'পারকিনসনদের বাঁধ তৈরি হলে তোমার এই সুন্দর বাড়িটার কিনারা পর্যন্ত উঠে আসবে পানি।'

'তুমি বলতে চাইছ ওরা আমার এলাকাও ডুবিয়ে দেবে? তা আমি হতে দিচ্ছি না। ওদেরকে জানিয়ে দিতে পারো, আমি বাধা দেব।'

'তা জানাতে পারব,' রাইফেল তুলে নিয়ে বলল রানা। 'চললাম। মুখের হাসিটা একবার দেখতে চাই, কিওশার্ড।'

কিন্তু নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করল শীলা। হাসল না সে।

তিন সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর ঘুরে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে এল বাইরে। উপত্যকার আধাআধি নেমে একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকাল ও। বাড়ির সামনে বা জানালায় কোথাও দেখল না শীলাকে। শীলার বদলে আরেকজনকে দেখল রানা। হলিউড কাউবয়ের ভঙ্গিতে দু'পা ফাঁক করে উপত্যকার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কিং পার্ট। রানা সত্যি দূর হচ্ছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যেই তাকিয়ে আছে বোধ হয়।

পার্কিনসনের বাকি এলাকা সার্ভে করতে আর মাত্র দুটো দিন লাগল রানার। হাতে একদিন থাকতেই ওর মেইন ক্যাম্পে ফিরে এল ও। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। এক ঘণ্টা পর পৌঁছে গেল রানা ফোর্ট ক্যারোলে।

পারকিনসন হাউজ, হোটেল অ্যাণ্ড বার-এ নিজের স্যুইটে ফিরল রানা। প্রচুর সময় নিয়ে বাথটাবে গড়াগড়ি খেল, গলা ভেজাল এবং নানা প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা করল। টেলিফোন বাজছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল না। একসময় সেটা থেমেও গেল। বয়েডের সাথে দেখা ওকে করতে হবে, তারপর গ্যংকেলোকে খুঁজে বের করা দরকার। আরও কিছু প্রশ্ন আছে ওর।

কাপড় পরা শেষ হতে তৃতীয়বার বাজতে শুরু করল টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে এবার রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো।'

'রানা?'

'বলছি।'

'খবর পেয়েছি অনেক আগেই ফিরেছ তুমি,' বয়েড পারকিনসনের অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর। 'কি করছ এতক্ষণ ধরে? কোথায় ছিলে? এর আগেও দু'বার ফোন করেছি আমি...'

'গানটান গাইছিলাম,' বলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ফুটিয়ে আবার বলল, 'আমি কারও হুকুমের চাকর নই, বয়েড। আমার সময় হলে তোমার সাথে দেখা করব।'

কথাটা হজম করার জন্যে লম্বা একটা সময় নিল বয়েড। রানা জানে, কারও জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নয় লোকটা। অস্বাভাবিক শান্ত লাগল ওর কানে বয়েডের কণ্ঠস্বর, 'ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি করো। বেড়ানোটা কেমন, উপভোগ্য হয়েছে?'

'মোটামুটি। লিখিত একটা রিপোর্ট তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। কাইনোস্নি উপত্যকায় এমন কিছু নেই যার জন্যে মাইনিং অপারেশনের ঝামেলা পোহাতে যেতে পারে। আমার রিপোর্টে বিস্তারিত সবই বলব আমি।'

'বুঝেছি, বুঝেছি! এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম!' ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফায় হেলান দিয়ে বসল রানা। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কিটুকু দু'ঢোকে নিঃশেষ করল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল আবার। ডায়াল করল উইকলি ফোর্ট ক্যারোলের নাম্বারে।

মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর জানাল, 'মি. নরফোকস বাইরে কোথাও গেছেন। আধঘণ্টার মধ্যে ফেরার কথা।'

'তাকে বলো আমি মাসুদ রানা, এক ঘণ্টা পর তার সাথে দেখা করতে চাই গ্রীক কফি হাউজে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে বয়েডের অফিস বিল্ডিংএ পৌঁছুল রানা। এবার আরও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখল বয়েড ওকে। পঞ্চাশ মিনিট পর রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিল ওকে।

'গ্ল্যাড টু সি ইউ,' এবারও করমর্দন করল না বয়েড রানাকে। 'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

বসল রানা। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি জানতে অসুবিধে হতে পারে?'

'না-না। তা নয়। আমি জানি অত্যন্ত উপযুক্ত একজন বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দিয়েছি আমি।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'একটা ছোট্ট ঘটনার কথা তোমার জানা দরকার। লোকটা পুলিসের কাছে অভিযোগ করতেও পারে। বিগ প্যাট নামে কাউকে চেনো?'

সিগার ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বয়েড। 'উত্তর প্রান্তে?' রানার দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। বাড়াবাড়ি করছিল, কষে একটা চড় দিয়েছি।'

একটা সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠল বয়েডের মুখে। 'তার মানে গোটা এলাকাটাই সার্ভে করেছ তুমি।'

'না, তা করিনি।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল বয়েড। 'মানে? কি বলতে চাও? কেন করোনি?'

'করিনি, কারণ, মেয়েদের সাথে হাতাহাতি করতে আমি অভ্যস্ত নই,' বলল রানা। 'মিস ক্রিফোর্ড তার এলাকায় সার্ভে করতে দিতে রাজি হয়নি।' বয়েডের দিকে একটু ঝুঁকল রানা। 'নাথান মিলারের সাথে তোমার কথা হয়েছিল, মিস ক্রিফোর্ডের সাথে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবে তুমি। কিন্তু করোনি।'

'ওর খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাইনি,' দুই আঙুলে তবলার মত টেবিল বাজাচ্ছে বয়েড। 'কিছু এসে যায় না। তারপর কি হলো?' আগ্রহ উপচে পড়তে চাইছে চোখ মুখ থেকে, কিন্তু সেটা লুকাবার চেষ্টাও করছে সেই সাথে।

'হবার আর কি আছে! বাকি এলাকায় খনিজ পদার্থ তেমন কিছু নেই।'

'তেল বা গ্যাসের কোন লক্ষণই দেখতে পাওনি?'

'না।'

'রিপোর্টের কথা কি যেন বলছিলে ফোনে?'

'আগামীকাল।'

'তাড়াতাড়ি, কেমন?' বয়েড ব্যস্ততার সাথে বলল। 'বিলের কথা, তোমার মোট যা পাওনা হয় তাও কাল পেয়ে যাবে। কোথায় যাবে এখান থেকে?'

'জানি না। এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

হঠাৎ সিগারেট প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল বয়েড রানার দিকে। হাসল [illegible]

চলবে নাকি?'

'না।'

'কি জানো, ফোর্ট ম্যাকেল ছোট্ট জায়গা,' তোমার মত দুনিয়া-ঘোরা লোকের পছন্দ না হবারই কথা। তাই অন্য কোন কাজ দিয়ে তোমাকে এখানে আটকে রাখতে চাই না। নিশ্চয়ই এ ক'দিনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ ফোর্ট ম্যাকেলের ওপর? কোনরকম বৈচিত্র্য নেই--'

'নেই বুঝি?'

'কোথায়? পিচ্চি শহরে, থাকলেই বা কি বলো।'

'তোমরা তাহলে বছরের পর বছর থাকছ কিভাবে? অন্যরকম মজা পেয়ে গেছ বুঝি?'

থমকে গেল রয়েড। চেয়ে রইল রানার দিকে। তাড়াতাড়ি বলল, 'অন্যরকম মজা বলতে নিশ্চয়ই তুমি ব্যবসার কথা বোঝাতে চাইছ। ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছ তুমি, রানা, প্রচণ্ড খেটেখুটে এতগুলো ব্যবসা দাঁড় করিয়েছি আমরা যে ইচ্ছে থাকলেও এর মায়াজাল কেটে বেরোতে পারব না--'

'যদি কেউ টেনে হিঁচড়ে বের না করে দেয়, কি বলো?'

'তুমি...ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা, রানা?'

'আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ না? ধরো, কেউ যদি যেচে পড়ে একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চায়?'

পেপার-ওয়েটটা মুঠোয় চেপে ধরেছে রয়েড। 'কি বলছ এসব তুমি?'

'ব্যবসার ঝামেলা তোমার মাথায় চেপে বসেছে, এটা একটা অন্যায় নয়? কে চাপাল, কেন চাপাল?—ধরো,' প্রশ্ন করছে রানা, 'কেউ যদি তোমাদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে চায়—সেটা উচিত কাজ হবে না?'

রয়েডের কপালে এত তাড়াতাড়ি ঘাম ফুটে উঠতে দেখে মনে মনে হাসল রানা।

'যা বলতে চাও আরও পরিষ্কার করে বলো, রানা।' কঠিন, থমথমে কণ্ঠস্বর রয়েডের। নার্ভাসনেসটা লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, ধরতে পারল রানা।

'আমি বলতে চাইছি বিবেকসম্পন্ন সাহসী কোন লোকের কথা। সে যদি তোমাদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়? যদি তোমাদেরকে ফোর্ট ম্যাকেল থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়?'

'অন্য কোথাও! কোথায়?' উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল রয়েড।

'যেখানে অন্যরকম মজা নেই, আমি বলতে চাইছি, ব্যবসার ঝামেলা নেই ধরো, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজধানীর কোন জায়গায় যেখানে অনেক ব্যবসার জটিল জালে আটকে থাকতে হবে না।' বিস্ফোরণের সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে লাগাম দেবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। 'তুমি আসলে আমার বক্তব্য বুঝতে পারছ না, রয়েড। সেজন্যে দায়ী আমি নই, দায়ী তোমাদের অপরাধ বোধ। সে যাক, শোনো তাহলে—আমার কথাই ধরো, যদি এমন ব্যবস্থা করি, তোমাদের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেলাম ক'দিনের জন্যে—ঘুরে-

বেড়িয়ে, হাসি-তামাশা করে, সময়টাকে আনন্দ সাথে উপভোগ করে এলে—কেমন হবে সেটা?'

'জানি না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রয়েড। 'দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে।'

'সে কি! তুমিই না দুঃখ করে বলছিলে যে ব্যবসার জালে আটকা পড়ে আছ?'

'আমাকে ধৈর্য হারাতে বাধ্য কোরো না, রানা,' উঠে দাঁড়াল রয়েড ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ভরল। 'তোমার বাজে প্রলাপ শোনার সময় আমার নেই। কাল সকালে এসে রিপোর্ট দিয়ে টাকা নিয়ে যেয়ো। এখন তুমি বেরোও।'

উঠল রানা। মুচকি হাসল। 'বুঝলাম না!'

রানার দিকে পিছন ফিরতে গিয়ে হঠাৎ থমকাল রয়েড। 'কি বুঝলে না?'

'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? কি এমন বলেছি আমি?'

পকেট থেকে ডান হাতটা বের করল রয়েড। অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে হঠাৎ তাকে। মুখের কাছে পিস্তলটা তুলে গভীর মনোযোগের সাথে নলের ফুটোটা দেখছে। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ?' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

'গুলি করবে না তাহলে?' বাঁকা হেসে বলল রানা। 'ওটা বের করতে দেখে ভাবলাম আমাকে বোধহয় চলে যেতে দিতে চাইছ না। ঠিক আছে, বলছ যখন যাচ্ছি। আবার দেখা হবে।'

পিছন ফিরল রানা। পা বাড়াল দরজার দিকে। গুলি করবে? দ্রুত ভাবছে রানা। ইচ্ছা হলো ঘাড় ফিরিয়ে দেখার, কি করছে রয়েড। কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ পাবে ভেবে দমন করল নিজেকে।

দরজার কাছে থামল রানা। নব ধরে কবাট দুটো খুলল। পিছনে কোন শব্দ নেই।

চৌকাঠ টপকে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। তারপর দরজাটা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

দেখল, দ্রুত নামিয়ে নিল রয়েড হাতের পিস্তলটা। অন্যদিকে তাকাল। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার এতক্ষণ ওর মাথার পিছনে তাক করে রেখেছিল পিস্তলটা।

ক্লিফোর্ড পার্কের সামনে দিয়ে হাঁটছে রানা। চোখে পড়ল, সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট র‍্যাক্সেল কবুতরগুলোর খুঁটে খাওয়া দেখছে। গ্রীক কফি হাউজে চার পাঁচজন লোক গল্প-গুজব করছে। রানাকে ঢুকতে দেখে প্রত্যেকে মুখ তুলে তাকাল।

ওদের কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল রানা। কফোলো আসেনি। যা ভেবেছিল ও, লোকগুলো ওকে দেখে সৌজন্য প্রকাশ করেছে। কফির অর্ডার নিতে ওয়েটার ফিরে গেছে। লোকগুলো ভুলেও আর তাকাচ্ছে না। কফি এসে পৌঁছুবার আগেই পাঁচজন একসাথে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। মিছিল করে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। কাপে চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে ভাবছে রানা শহরের লোকেরা জেনে গেছে, ফোর্ট ক্যাড়েলে একজন লোক এসেছে যে

বয়েড পারকিনসনকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে রাজি নয়। জানে, গোরস্থানে গিয়ে ক্লিফোর্ড পরিবারের কবর খুঁজেছে সে। প্রসঙ্গটা বয়েড কেন তুলল না? এটা একটা রহস্য। হয়তো প্রশ্ন করলে প্রসঙ্গটার গুরুত্ব বেড়ে যাবে মনে করে মুখ খোলেনি সে।

'এখনই এত চিন্তায় পড়ে গেছ, ভায়া?'

সংবিৎ ফিরল রানার। ধপ করে সামনের চেয়ারটায় বসল লংফেলো।

'দেখো, নাতি,' বুড়ো মুচকি মুচকি হাসছে, 'এত তাড়াতাড়ি মুষড়ে পড়লে কিন্তু চলবে না! কি হয়েছে কি?'

মৃদু হাসল রানা। হাত তুলে ওয়েটারকে আর এক কাপ কফি দেবার জন্যে ইঙ্গিত করল। 'আচ্ছা, দাদু, শীলা ক্লিফোর্ড এখানেই রয়েছে তা আমাকে বলোনি তুমি!'

'কেন, ঝগড়া বাধিয়ে এসেছ বুঝি?' হাসল বুড়ো। 'বড্ড দেমাক ছুঁড়ির, তা ঠিক। বলিনি, তার কারণ আমি চেয়েছিলাম তুমি নিজেই আবিষ্কার করো ওকে।'

'বাঁধ তৈরি করতে বাধা দেবে সে,' বলল রানা। 'বিগ প্যাটকে চেনো?'

'বখাটে এক ছোকরা। গুণ্ডামির সুযোগ পেলে ছাড়ে না। কেন?'

'এমনি জানতে চাইছি। কিন্তু শীলা ক্লিফোর্ড ওকে পুষছে কেন?'

'হয়তো ভেবেছে দুঃসাহসী একজন লোক থাকলে নিরাপত্তার দিকটা দেখবে সে।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে তোমার সাথে?'

'শীলার সাথে? মাসখানেক তো হবেই, কায়রো থেকে আসার পরপরই।'

'সেই থেকে উপত্যকায় আছে ও?'

'হ্যাঁ, যতদূর জানি। আর কোথাও থাকার জায়গা নেই তার।'

'কপ্টার নিয়ে ওখানে ইচ্ছে করলেই যেতে পারত বয়েড, ভাবল রানা। মাত্র পঞ্চাশ মাইলের দূরত্ব। গেলেই দেখা হত শীলার সাথে। কিন্তু যায়নি। কেন?

'আচ্ছা, বয়েডের সাথে শীলার ব্যাপারটা কি?'

খুক খুক করে কাশল বুড়ো। 'বয়েড ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। কিন্তু সে গুড়ে বালি। পিতা এবং পুত্র সম্পর্কে শীলা এমন সব কথা বলে, কানে আঙুল না দিয়ে উপায় থাকে না।'

'বাঁধ দিলে শীলার এলাকাটা ডুববে। শীলা তা হতে দিতে চায় না। এ ব্যাপারে তোমাদের এখানকার আইন কি বলে?'

'আইনের বক্তব্য একটু প্যাঁচ খেলানো।'

'কি রকম?'

'এমনিতে ব্যক্তিগত কোন উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগের ফলে জনসাধারণের যদি ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে তাহলে উদ্যোক্তাকে সরকার নিরাশ করে থাকে, কিন্তু উদ্যোক্তা যদি প্রমাণ করতে পারে যে তার উদ্যোগের ফলে দেশ এবং অধিকাংশ লোকের উপকার হবে তাহলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হলো না হলো সে ব্যাপারে সরকার মাথা ঘামাতে রাজি নয়, বরং উদ্যোক্তাকেই সবরকম সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।'

'হুঁ।'

'উইকলি ফোর্ট ফ্যারেল ইতিমধ্যেই তার ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে।'
মুখ তুলে তাকাল রানা। দৃষ্টিতে প্রশ্ন।
'জ্বে-আজ্ঞে-হুজুর, ওরফে আমাদের সম্পাদক কার্ল ডেট জার গত তিন মাস থেকে প্রবন্ধ লিখে ছাপছে। বুঝতেই পারছ, প্রবন্ধগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি!'
'বাঁধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা। বাঁধ দিলে মানুষের এই উপকার হবে, সেই উপকার হবে।'
'ঠিক তাই।'
ওয়েটার এসে কফি দিয়ে গেল লংফেলোকে। তাড়াহুড়ো করে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল সে। রানাকে হাসতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'অনেকগুলো দিন তো গায়ে বাতাস লাগিয়ে কাটিয়ে দিলে। কি করবে ভেবেছ কিছু?'
গম্ভীর হলো রানা। বলল, 'আমার করার কিছু আছে বলে মনে করো তুমি, মিস্টার লংফেলো? আপাতত ওদেরকে খোঁচা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা শুধু, কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়। যেখানে খোঁচা খেয়ে সবচেয়ে বেশি লাফ দেবে সেখানেই খুঁড়তে হবে আমাকে।'
'খোঁচা দিতে দেরি করছ কেন তাহলে?'
'দেরি করছি কে বলল তোমাকে?' হাসতে শুরু করল রানা। 'অন্তত একটা জায়গায় খোঁচা মারা হয়ে গেছে আমার।'
'তাই নাকি? প্রতিক্রিয়া?'
চিন্তিত দেখল লংফেলো রানাকে। মৃদু কণ্ঠে বলতে শুনল, 'প্রথম খোঁচাটাই সম্ভবত ঠিক জায়গায় দিতে পেরেছি, মি. লংফেলো। ব্যাপারটা ওদের কাছে অপ্রত্যাশিত, তাই প্রতিক্রিয়া দমন করার চেষ্টা করছে।'
'তার মানে তুমি বলতে চাইছ শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে গেছে?'
'না,' বলল রানা, 'তা নয়। আসলে এখনও ওরা বুঝতে পারছে না আমি ওদের জন্যে কতটা বিপজ্জনক। আরও কিছু ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে আমাকে, চললাম।'
চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল বৃদ্ধ, 'কিন্তু আরও কিছু ঘটনার কথা বললে—তার কি হবে?'
'আগামীকাল ঘটাব,' বলে কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল লংফেলো। রানা অদৃশ্য হয়ে যেতে বিড় বিড় করে বলল, 'মনে হচ্ছে যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল!'

রানার বাড়ানো হাত থেকে টাইপ করা কাগজগুলো নিল বয়েড পারকিনসন। ভাঁজ না খুলে ছুঁড়ে মারল পাশের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। 'রানা, আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর চাই আমি। গতকাল যা বলেছ তাছাড়া আর কি আলাপ হয়েছে তোমার সাথে শীলার?'
'উত্তর দেয়া না দেয়া আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে, তাই নয় কি?' বয়েডের রক্তচক্ষুর সামনে সাবলীল ভঙ্গিতে হাসছে রানা।

ডেস্কে ঘুসিটা পড়তে পেপার-ওয়েটসহ কয়েকটা জিনিস লাফিয়ে উঠল। 'উত্তর আমি চাই! দেবে কি দেবে না বলো!'

'কেমন ঘুসি হলো ওটা?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা। 'এক ঘুসিতে ডেস্কটাই ভাঙতে পারো না, তবু গায়ের জোর দেখাতে যাও কোন্ মুখে? এই দেখো,' মুঠো করা হাতটা শূন্যে তুলে বিদ্যুৎ বেগে ডেস্কের উপর নামিয়ে আনল রানা।

ডেস্কের মাঝখানটা চড়াৎ করে ফেটে গিয়ে একটা গর্ত সৃষ্টি হলো। সেটার ভিতর কব্জি পর্যন্ত ঢুকে গেছে রানার হাত। ঢোক গিলল বয়েড, দু'চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি। পরমুহূর্তে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'এটা আমার বাবার বন্ধুর উপহার দেয়া ডেস্ক, এর দাম আমি কেটে নেব...'

'তোমার বাবার বন্ধু? হাডসন ক্লিফোর্ড?' কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরছে রানার। 'বুক কাঁপে না তোমার তাঁর নাম উচ্চারণ করতে, বয়েড?'

'বস্, আমাদেরকে প্রয়োজন আছে আপনার?' পিছন থেকে আওয়াজটা এল। ঘাড় ফেরাল রানা। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। তার পিছনে আরও কয়েকজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় ক'জন ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

'আশপাশেই থাকো,' দ্রুত বলল বয়েড, 'প্রয়োজন হলে ডাকব।'

বয়েডের দিকে ফিরল রানা। শব্দ শুনে বুঝল, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার। আবেদনের ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল রানা। 'যদি অনুমতি দাও, একটা অট্টহাসি দিতে চাই, বয়েড!' কিন্তু অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে হো-হো করে হেসে উঠল ও। 'তুমি থিয়েটারের ভাঁড় নাকি হে, বয়েড?' কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল রানা, 'ওদের সাহায্য নিয়ে আমাকে শায়েস্তা করতে চাও? আচ্ছা, আমার অপরাধটা কি, জানতে পারি কি?' একটা ব্যাপার রহস্যময় লাগছে ওর, খোঁচা খেলেও তা নিঃশব্দে হজম করছে বয়েড, কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে না। গোরস্থানে যাবার প্রসঙ্গটা তোলেনি সে। এখন হাডসন ক্লিফোর্ডের প্রসঙ্গে যে-খোঁচাটা মারল সেটারও কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

সামলে নিয়েছে বয়েড নিজেকে। কঠিন কিন্তু শান্ত দেখাচ্ছে মুখের চেহারা। 'শীলার বাড়িতে গিয়েছিলে তুমি?'

'গিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'সে তোমারই স্বার্থে। ভেবেছিলাম তাকে শান্ত করতে পারলে তার এলাকাটা সার্ভে করার অনুমিতি পাব।'

'ওর সঙ্গে রাতটাও কি আমার স্বার্থেই কাটিয়েছ?'

থমকে গেল রানা। বুঝতে পারল, ঈর্ষায় পুড়ছে বয়েড। কিন্তু এ খবর সে পেল কোত্থেকে? দ্রুত চিন্তা করছে ও। শীলার কাছ থেকে শোনেনি। তাহলে? উপত্যকার উপর বিগ প্যাটের দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মার খেয়ে হজম করতে না পেরে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছে সে বয়েডের কানে খবরটা পাচার করে দিয়ে। শীলার প্রতি বয়েডের দুর্বলতার কথা অজানা থাকার কথা নয় তার।

'না,' মধুর ভঙ্গিতে হাসল রানা, 'রাতটা আমি নিজের স্বার্থেই কাটিয়েছি।'

মুখের ধবল চামড়ার নিচে রক্ত জমে উঠল বয়েডের। সটান উঠে দাঁড়াল দু'পায়ে ভর দিয়ে। 'এর একটা বিহিত না করলেই নয়! তোমার এই অপরাধের ক্ষমা নেই, রানা। শীলা ক্লিফোর্ডের ব্যাপারে আমরা কতটুকু কনসার্নড় তা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। তার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে এ আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।' ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে সে। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, ওকে এক হাত দেখাতে চাইছে বয়েড।

'বয়েড,' বলল রানা, এই ফাঁকে দ্রুত ভেবে নিচ্ছে পরিস্থিতিটা, 'শীলা ক্লিফোর্ড শিশু নয়, নিজেকে এবং নিজের সুনাম কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা তার ভালই জানা আছে।' পারকিনসন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাবার সবগুলো পথ বন্ধ করে রেখেছে বয়েড, কোন সন্দেহ নেই। মারপিট করে পথ তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু তার আগে জানতে হবে ওকে বাধা দেবার জন্যে কতটা কি করার কথা ভেবেছে ওরা। যদি স্থির করে থাকে আটকাবার জন্যে দরকার হলে খুলি ফুটো করবে, তাহলে বিপদের কথাই বটে। 'যার সুনাম নিয়ে আলোচনা করছ সে তোমাকে কতটুকু পছন্দ করে সে খবর রাখো? আর শোনো, যদি ভেবে থাকো লোকজনের সাহায্য নিয়ে আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে, ভুল করছ তুমি। ঠাট্টা করছি না, দু'হাতে তুলে ওই জানালাটা দিয়ে নিচে ফেলে দেব তোমাকে। হাসপাতালে পৌঁছুবার আগেই নিশ্চল হয়ে যাবে হার্ট, সন্ধ্যানাগাদ ফোর্ট ফ্যারেলের লোকেরা ক্লিফোর্ডদের পাশে পুঁতে দিয়ে আসবে তোমাকে।'

একটু থমকাল বয়েড। কিন্তু মাত্র আধ সেকেণ্ডের জন্যে। আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল রানা। হাসছে। 'মানুষ উদাহরণ দেখেও শিক্ষা পায় না,' চোখের ইশারায় ডেস্কের মাঝখানটা দেখাল ও। 'বুঝতে পারছি, ওই সাইজের একটা গর্ত চাইছ নিজের বুকে।' মুঠো করা হাত দুটো মুখের সামনে তুলল রানা, বাতাসে বক্সিং চালাল কয়েকটা, সেই সাথে নাক দিয়ে হুঁহ্ হুঁহ্ করে শব্দ ছাড়ল। 'বহুত আচ্ছা, দোস্ত, আগে বাড়ো!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বয়েড। আগুন ঝরছে দু'চোখের দৃষ্টিতে।

শরীরের পাশে নামিয়ে নিল রানা হাত দুটো। গাম্ভীর্যের সুর নকল করে বলল, 'আমার পাওনা টাকা চাই আমি। এই মুহূর্তে।'

হাতটা লম্বা করে দিল বয়েড। তর্জনী দিয়ে ডেস্কের উপর ফেলে রাখা একটা এনভেলাপ দেখাল। হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে, 'ওটা নিয়ে দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তিন ঘণ্টা সময় দিলাম, এরপর যেন ফোর্ট ফ্যারেলে তোমাকে দেখতে না পাই।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল রানা। কোনা ছিঁড়ে মুখটা খুলল। উপুড় করে নাড়া দিতেই ডেস্কের উপর কাগজের টুকরো পড়ল একটা। সেটা তুলল ও। দেখল পারকিনসন ব্যাঙ্কের একটা চেক। প্রাপ্য টাকার অঙ্ক লেখা রয়েছে ঝরঝরে অক্ষরে।

শার্টের বুক পকেটে সযত্নে ভরল রানা চেকটা। তারপর মুখ তুলে তাকাল বয়েডের দিকে। 'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'আগেই শুনেছ তুমি, দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই,' গোল করে

কাটা মাথার চুলের নিচে কপালটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছে রানা। 'ফোর্ট ফ্যারেলে বয়েডের মুখের কথাই একমাত্র আইন,' স্থির, নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর বয়েডের, 'আমার হুকুম যদি অমান্য করো, রানা…ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারে বড় বেশি কৌতূহলী তুমি, ওদের পাশেই জ্যান্ত কবর দেব তোমাকে।'

'তোমার শাস্তিটা এক ডিগ্রী বেশি ভয়ঙ্কর, স্বীকার করি,' হাসছে রানা। 'আমি তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবার ভয় দেখাইনি। সে যাক, চললাম, বয়েড।' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ থামল রানা। 'ভাল কথা, উত্তরটা তুমি বোধ হয় জানতে চাও, তাই না?'

চেয়ে আছে বয়েড। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না। বুঝতে পারছে, শুনতে না চাইলেও শুনিয়ে যাবে রানা।

'ঝুঁকিটা আমি নেব,' বলল রানা। ঘুরল। এগোল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও!' কঠিন আদেশের সুরে পিছন থেকে বলল বয়েড।

দরজার নব ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আবার কি?'

'ফোর্ট ফ্যারেলের গোরস্থানে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

ভুরু জোড়া একটু উপরে তুলল রানা, 'প্রশ্নটা এত দেরিতে করলে যে? অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিলে কষ্ট করে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর তোমার দরকার কেন?'

'তোমার মালিককে গিয়ে বলো, সব আমি জানি—তোমার এ কথার অর্থ কি?'

'একথা বলেছি তা তুমি জানলে কিভাবে? মালিকটা তুমিই তাহলে?'

চুপ করে রইল বয়েড। তারপর বলল, 'তুমি কি মনে করো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেরোতে পারবে এখান থেকে?'

'মনে-টনে করতে অভ্যস্ত নই,' বলল রানা, 'আমি জানি, পারব।'

'আমার একডাকে আড়াইশো লোক ছুটে আসবে। পারবে তুমি সবাইকে ঠেকাতে?'

'ডাক দিয়ে জড় করেই দেখো!' পিছন ফিরল রানা, হাত দিল দরজার নবে। তারপর টান দিল।

হা-হা করে হেসে উঠল বয়েড।

দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে কেউ বাইরে থেকে। নব ধরে টানতেও খুলল না।

'তোমার সেই বিখ্যাত ঘুসি মারতে যেয়ো না আবার,' পিছন থেকে বলল বয়েড। 'ব্যথা পাওয়াই সার হবে, সিকি ইঞ্চিও দাবাতে পারবে না। ওটা স্টীলের পাত দিয়ে মোড়া। সাউণ্ড প্রুফও—অর্থাৎ গুলির আওয়াজ বাইরে যাবে না।' হঠাৎ কঠিন এবং দ্রুত হলো বয়েডের গলার স্বর, 'সাবধান! নোড়ো না! গুলি করছি—নড়লেই!'

নড়ল না রানা। কার্পেটে জুতোর মচ মচ আওয়াজ শুনে বুঝল এগিয়ে আসছে বয়েড। আছে কি নেই জানা নেই ওর, কিন্তু কল্পনায় তার হাতে চকচকে নীলচে পিস্তলটা দেখতে পেল ও।

শুনছে রানা। জুতোর শব্দ থামল ঠিক ওর পিছনে। শিরদাঁড়ায় শক্ত মত ঠেকল

কিছু।

'কে তুমি? কেন এসেছ ফোর্ট ফ্যারেলে?' বয়েড উত্তেজিত! নিচু, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করছে। 'কি জানো তুমি ক্লিফোর্ডদের সম্পর্কে?'

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ডেস্কের টেলিফোনটা।

'জবাব দাও রানা,' একঘেয়ে, চাপা কণ্ঠস্বর বয়েডের। 'বিদেশী হয়ে ক্লিফোর্ডদের সম্পর্কে এত কৌতূহল কেন তোমার? কি চাও তুমি?'

'আমি?' বলল রানা, আবার টেলিফোন বাজছে বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ও, তারপর বলল, 'চাওয়ার মত কি থাকতে পারে আমার? আমি একজন জিওলজিস্ট...'

'বিশ্বাস করি না,' বলল বয়েড, 'হয়তো জিওলজিস্ট কিংবা নয়, ফোর্ট ফ্যারেলে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তুমি।'

'তুমিই বলো কি সেটা?'

'রানা...'

ঝপ করে বসে পড়ল রানা, কাঁধ দিয়ে বয়েডের হাঁটুতে ধাক্কা দিল একই সাথে। কিভাবে কি ঘটল বোঝার আগেই দেখল বয়েড কার্পেটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। মাথা তুলতে যাবে, সশব্দে শূন্য থেকে পড়ল রানা তার বুকের উপর। ফস্কে গিয়ে ছুটে যাচ্ছে হাতের পিস্তলটা, সেটা শক্ত করে ধরে রাখতে চাইল, কিন্তু কনুইয়ের কাছে ছোট্ট একটা জুজুৎসুর চাপ পড়তেই কাৎরে উঠে আলগা করে দিল মুঠি।

পিস্তলটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল রানা। কলার ধরে টেনে দাঁড় করাল বয়েডকে। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি একটা ভীতুর ডিম। মিথ্যুক বিগ প্যাটের মতই। যাই হোক, প্রাণভরে আগা-পাশ-তলা ধোলাই করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ইচ্ছেটা আপাতত দমন করছি। কিন্তু মনে রেখো, আর বাড়াবাড়ি করলে সুদে-আসলে মিটিয়ে দেব পাওনা।' বুড়ো আঙুল দিয়ে দরজার দিকে দেখাল, 'খুলে দিতে বলো বেরিয়ে যাচ্ছি আমি। কেউ বাধা দিলে খুন হয়ে যাবে।'

একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বয়েড। নিজের অজান্তেই থর থর করে কাঁপছে গালের ডান পাশটা। চেনাই যাচ্ছে না তাকে। মুখটা সম্পূর্ণ নতুন লাগছে দেখতে। কয়েক সেকেণ্ডের চেষ্টায় কিছুটা সামলে নিল সে।

'ঠিক আছে, মনে থাকবে আমার!' দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস করে উঠল সে। এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে ঠক্, ঠক্-ঠক্ করে তিনবার টোকা দিল কবাটে।

একসেকেণ্ড পরই খুলে গেল দরজা। তিন চারটে বড় বড় লালচে মুখ দেখল রানা। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে দরজার ভিতর। বয়েডকে দেখে একযোগে টেনে নিল যে যার গলা। অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে থাকল।

ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ করে চারটে শব্দ উচ্চারণ করল বয়েড, 'সরে যা কুত্তার বাচ্চারা!'

বাপের বাধ্য ছেলের মত এক নিমিষে সরে গিয়ে পথ করে দিল লোকগুলো।

বয়েডের দিকে তাকাল না রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল ও। হাতের পিস্তলটা ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে এল করিডরে।

করিডর ধরে হাঁটছে রানা। পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। থামল শেষ মাথায়, এলিভেটরের সামনে। হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপল। এক দুই করে দশ সেকেণ্ড কাটল। দরজা খুলে গেল এলিভেটরের। ভিতরে ঢুকল ও। তারপর ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে মুখ করে।

লম্বা করিডর। নির্জন, ফাঁকা। বয়েডের অফিসরুমের দরজাটা বন্ধ দেখল রানা। ভাবল, সম্ভবত রুদ্ধদ্বার কামরায় গোপন ট্রাইবুনালের অধিবেশনে বিচারপতির পদ অলংকৃত করছে এই মুহূর্তে বয়েড পারকিনসন, ঘোষণা করছে আসামী মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড, রাগত কাঁপা গলায়।

পারকিনসন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকল রানা। চেকটা জমা দিয়ে টোকেন হাতে পেলেও সন্দেহটা দূর করতে পারল না মন থেকে: ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে ফোন করে টাকা না দেবার নির্দেশ দেয়নি তো বয়েড?

হয়তো ভুলে গেছে, কাউন্টার থেকে টাকা গুনে নিয়ে কোটের পকেটে ভরতে ভরতে ভাবল রানা। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সোজা বাস স্টেশনে পৌঁছুল। খবর নিয়ে জানল ফোর্ট ফ্যারেল থেকে পরবর্তী বাস ছাড়বে এক ঘণ্টা পর। টিকেট কিনে বেরিয়ে এল।

হাতে মাত্র দুটো কাজ। ব্যাগ ব্যাগেজগুলো গোছগাছ করা, তারপর লংফেলোর সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেয়া।

হোটেলের রিসেপশনে ঢুকল রানা। রানাকে দেখে সম্ভবত দরজার আড়াল থেকেই ছিটকে বেরিয়ে এল ম্যানেজার।

থমকে দাঁড়াল রানা।

সামনে এসে থামল প্রৌঢ় ম্যানেজার। নেমে পড়া প্যান্টটা টেনে কোমরে তুলতে তুলতে ঢোক গিলল সে। তারপর আঙুল তুলে দেখাল দরজার পাশটা।

সেদিকে তাকাল রানা। দেখল, ওর ব্যাগ ব্যাগেজগুলো নামিয়ে এনে ফেলে রাখা হয়েছে সেখানে।

'আমাদের মালিক জানিয়েছেন আপনার মত সম্মানী ব্যক্তির স্থান এই নিচু স্তরের হোটেলে হওয়া উচিত নয়,' হাত কচলাচ্ছে প্রৌঢ়। 'দয়া করে অন্য কোন ভাল হোটেলে যদি ওঠেন...'

মুচকি হাসল রানা। 'ধন্যবাদ। ভাল হোটেল এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন?'

'এই শ-দেড়েক মাইল...'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' হাসতে হাসতে বলল রানা। ব্যাগগুলো তুলে নিল কাঁধে। 'আপনার মালিককে বলবেন, দেড়শো নয় দুশো মাইল দূরে চলে যাচ্ছি আমি। কিন্তু যাচ্ছি ফিরে আসার জন্যেই।'

'জ্বী, আচ্ছা, বলব,' হঠাৎ চোখ কপালে উঠল লোকটার, 'কি। কি বললেন?'

রানা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে রিসেপশন থেকে।

*

রাগে উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপছে বুড়ো লংফেলো। 'কাপুরুষ। বেশ, দূর হও এবার আমার চোখের সামনে থেকে!' কফি হাউজের দরজাটা দেখিয়ে দিল সে রানাকে। 'বেরোও! সোজা বাসে চড়ে বিদায় হয়ে যাও ফোর্ট ফ্যারেল থেকে!' নিজের কপালে বাঁ হাত দিয়ে চাটি মারল সে। 'ইস্! এই ভীতুর ডিমটার ওপর আমি কিনা ভরসা করেছিলাম! ভাবতেও লজ্জা করছে আমার।'

'আরে!' অসহায়ভাবে কফি হাউজের চারদিকে তাকাল রানা। ভাবল, ভাগ্যিস ম্যানেজার ঘুমাচ্ছে আর ওয়েটারটাকে আগেই সিগারেট কিনতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। 'আগে সব কথা শোনোই না ছাই!'

'সব কথা? কোন কথা শুনতে চাই না আমি আর। তুমি একটা কাপুরুষ, তোমার কথা আবার কি শুনব? ডেকে নিয়ে গিয়ে একটু ধমক দিয়েছে, অমনি কুঁকড়ে গেছ! পালাবার জন্যে···'

'কচু বুঝেছ তুমি!' ধমকের সুরে বলল রানা, 'ভীমরতি আর বলে কাকে! আরে, আমি কি বলেছি চলে গিয়ে আর ফিরব না? যাচ্ছি ফিরে আসার জন্যেই···'

'কি? বোকা পেয়েছ আমাকে? ফিরে আসার জন্যে যাচ্ছ—বাহ্! কথার কি মার প্যাঁচ!'

শান্তভাবে বলল রানা, 'কোথায় যাচ্ছি তা যদি জানতে তাহলে বুঝতে ফিরে আসব কিনা।'

'ফের সেই কথার প্যাঁচ,' একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে লংফেলো। 'কোথায় যাচ্ছ শুনি?'

'ভ্যানকুভারে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল লংফেলোর। নামটার তাৎপর্য জানা আছে তার, কিন্তু এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছে না।

ওকে সাহায্য করল রানা। 'কেনেথকে ভুলে গেছ এরই মধ্যে?'

'ওহ্-হো! ভ্যানকুভার! ওখানেই পড়াশোনা করত কেনেথ।' হঠাৎ রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল বৃদ্ধ। ফিসফিস করে জানতে চাইল: 'সত্যি? কিন্তু ওখানে কি পাওয়ার আশা করো তুমি, রানা?'

'কি পাব তা জানি না,' স্বীকার করল রানা, 'গিয়ে খোঁজ খবর করা দরকার, তাই যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেনেথের যা বদনাম ওখানে, তার সাথে সম্পর্ক ছিল একথা কেউ স্বীকারই করতে চাইবে না। ভেবেছ আমি যাইনি ওখানে?'

হেসে ফেলল রানা। 'তা ভাবিনি। কিন্তু তোমার যাওয়া আর আমার যাওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে, মিস্টার লংফেলো।'

'পার্থক্য?'

'হ্যাঁ। তুমি যে ধ্যান-ধারণা নিয়ে গিয়েছিলে আমি ঠিক তার উল্টোটা নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিছুই বুঝলাম না। পরিষ্কার করে বলো।'

'পরিষ্কার করে বলার সময় এখনও আসেনি,' বলল রানা। 'শুধু এইটুকু জেনে

রাখো, কেনেথের কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হয়েছে। নিশ্চিত হতে চাই আমি।'

'তোমার একথার অর্থ?'

হেসে উঠল রানা। 'সব কথা প্রকাশ করার সময় এখনও আসেনি। শোনো, আজই চলে যাচ্ছি আমি। কবে নাগাদ ফিরতে পারব জানি না। ভ্যানকুভার থেকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হতে পারে। আমার অনুপস্থিতিতে তোমার কাজটা কি হবে বলো দেখি?'

'চোখ কান খোলা রেখে সব ঘটনা নোট বুকে টুকে নেয়া।'

'ঠিক,' চোখ টিপল রানা। 'তাহলে উঠতে পারি?'

'প্রার্থনা করি ভালয় ভালয় ফিরে এসো।'

'আর একটা কথা,' বলল রানা, 'একা কিছু করতে যেয়ো না ওদের বিরুদ্ধে, বুঝলে? ফিরে এসে যদি দেখি মারা পড়েছ, খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি!'

অপূর্ব একটুকরো হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে।

আট

একুশ দিনে কতটুকু বদলেছে ফোর্ট ফ্যারেল?—বাস-টার্মিনাল থেকে কিংস্ট্রীটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে রানা। পার্কের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় থামল। হঠাৎ মনে হয়েছে কথাটা। ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চোখের সামনে তুলল। একটা ছবি তোলা যেতে পারে লেফটেন্যান্ট ফ্যারেলের। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে তাকাল রানা। অন্তত লেফটেন্যান্ট ফ্যারেলের কোন পরিবর্তন হয়নি। এক চুল নড়েনি তার একটি পেশীও।

মূর্তিটার সাথে পার্কের গেটের একটা অংশও ক্যামেরায় বন্দী করল রানা। পার্কের নামটা যদি কোনদিন বদলেও ফেলা হয়, একটা ছবি অন্তত পুরানো নামের স্মৃতি বহন করবে।

শেষ বিকেলের হলুদ রোদ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে শহরটা। অসুখ-বিসুখ করে না থাকলে, ভাবল রানা; এসময় গ্রীক কফি হাউজে পাওয়া যাবে দাদুকে।

ঢোকার মুখেই দেখতে পেল রানা বুড়োকে। কপালটা প্রায় ঠেকে গেছে টেবিলে। হালকা হয়ে আসা চুলের ফাঁক দিয়ে চিক চিক করছে ঘাম। হ্যাটটা পড়ে আছে টেবিলের একধারে। গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে লংফেলো টেবিলের উপর।

নিঃশব্দে কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। টের পায়নি বুড়ো। রানা দেখল, ছোট ছোট আট দশটা কাগজের চার ভাঁজ করা টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলের উপর। এক চুল নড়ছে না লংফেলো। ভাঁজ করা কাগজগুলোর দিকেই তার নিবিষ্ট মনোযোগ।

'ধাঁধাটা কি?'

চমকে উঠল লংফেলো। মুখ তুলতে গিয়েও হঠাৎ কি ভেবে তুলল না সে। 'কে তুমি? দাঁড়াও, পরিচয়টা এখুনি দিয়ো না,' কথাটা বলে টেবিল থেকে দু'আঙুলে একটা কাগজের টুকরো তুলে নিয়ে মুখ খুলল সে।

একগাল হাসল। 'আজ দু'হপ্তা ধরে রোজ এই ভাগ্য গণনা পরীক্ষা করছি। কিন্তু...'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'কি আছে কাগজগুলোয়?' ক্যামেরা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ও টেবিলের পাশে।

'দশ টুকরো কাগজের মধ্যে একটা ছাড়া নয়টাই ফাঁকা। আজ চোদ্দ দিনে চোদ্দবার যে-কোন একটা তুলে দেখতে চেয়েছি তোমার নাম লেখাটা ওঠে কিনা। ওঠেনি। যেদিন ওঠেনি সেদিন বুঝেছি তুমি আজ আসছ না। কিন্তু...আজ দেখা যাক!' হাতের কাগজটার ভাঁজ খুলতে শুরু করল বুড়ো।

'বুড়ো হলে মানুষ শিশুর মত হয়ে যায়, কথাটা দেখেছি পুরোপুরি সত্যি!'

'কিন্তু এটা ছেলেমানুষি নয়। এই দেখো।' আনন্দে চকচক করছে লংফেলোর মুখ। ভাঁজ খোলা কাগজটা রানার সামনে মেলে ধরল সে।

রানা দেখল, সুন্দর হস্তাক্ষরে ওর পুরো নামটা লেখা রয়েছে কাগজটায়। 'আর সব খবর কি, মি. লংফেলো? তোমার ওপর কোন রকম চাপ আসেনি তো?'

'এখনও আসেনি,' লংফেলো দুটো আঙুল তুলে দু'কাপ কফি দিতে বলল ওয়েটারকে। 'ভবিষ্যতে আসবে সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি এত দেরি করলে যে? যে কাজে গিয়েছিলে তা হয়েছে?'

'খানিকটা,' প্রসঙ্গটা ওখানেই শেষ করতে চাইল রানা। তারপর বলল, 'শীলা ক্লিফোর্ডের খবর কি?'

'বয়েড তাকে কি বলেছে জানো?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল লংফেলো। 'তুমি নাকি শীলার সাথে এক বিছানায় রাত কাটাবার রসাল একটা গল্প বলে গেছ তাকে। শীলা শুনে তো মহা চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিয়েছিল। ফোর্ট ফ্যারেলের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠায়নি সে। আমি ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যাপারটা সে মেনে নেয়নি। রাগে, দুঃখে দু'দিন পরই সে চলে গেছে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে।'

'সে কি। চলে গেছে। কবে আসবে কিছু বলে যায়নি?'

'না।'

'কিন্তু বয়েডের কথা শীলা বিশ্বাস করল?' বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল রানা।

'বিশ্বাস করবেই না বা কেন? বয়েডকে তুমি ছাড়া আর কেই বা বলতে পারে কথাটা?'

'বিগ প্যাটের কথা মনে পড়েনি তার?'

'বিগ প্যাট?' হঠাৎ আঁৎকে উঠল লংফেলো, 'আরে, তাই তো। বুঝেছি, তারই ষড়যন্ত্র এটা। তাই তো বলি, শীলার চাকরি ছেড়ে রাতারাতি বয়েডের বাঁ হাত হলো সে কিভাবে।'

'বয়েড ওকে বাঁ হাত হিসেবে নিয়েছে বুঝি?'

ওয়েটার দু'কাপ কফি দিয়ে গেল।

'পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে বাঁধ তৈরির কাজ। আলো জেলে কাজ চলছে সারারাত। বিগ প্যাট এখন যে সে লোক নয়, সাড়ে তিনশো কুলি মজুরের সর্দার সে, পদের নাম সুপারভাইজার।' সশব্দে চুমুক দিল সে কফির কাপে।

'ভুল বুঝে এভাবে চলে গেল শীলা? বাঁধ তৈরি হলে কতটুকু ক্ষতি হবে তার এ কথাটা একবার ভেবে দেখল না?'

'তুমি চলে যাবার পরদিনই এ ব্যাপারে শীলার সাথে বয়েডের যা আলোচনা হবার হয়ে গেছে।'

'মেনে নিয়েছে শীলা?'

'মেনে না নিয়ে উপায় আছে কিছু?' লংফেলো ক্ষোভের সাথে বলল। 'বয়েড় তো বললই, শীলা নিজেও বুঝতে পেরেছিল, ফোর্ট ফ্যারেলের জনসাধারণ বাঁধের স্বপক্ষে। লোকদের আর দোষ কি! তাদেরকে যা বোঝানো হয়েছে তারা তাই বুঝেছে। বাঁধ হলে ফোর্ট ফ্যারেল রাতারাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা পৃথিবী হয়ে উঠবে, প্রতিটি লোক সরাসরি উপকৃত হবে—বয়েড়ের ম্যানেজাররা ক্লিফোর্ড পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এইসব কথা বুঝিয়েছে সবাইকে। তারা শীলার আপত্তি শুনবে কেন?'

'কতদূর এগিয়েছে কাজে?' হঠাৎ বিস্বাদ লাগল রানার মুখে কফি। কাপটা একপাশে নামিয়ে রাখল ও।

'অনেক দূর,' বলল লংফেলো। 'ধরো, মাস দেড়েকের মধ্যে উপত্যকার দশ মাইল জুড়ে একটা লেক দেখতে পাবে। ইতিমধ্যেই ওরা গাছ কেটে সরাতে শুরু করেছে। অবশ্য, শীলার গাছে হাত দেয়নি। বয়েড়কে নাকি সে মুখের ওপর বলে গেছে তার গাছ ডুবে যায় যাক, কিন্তু পারকিনসনদের মণ্ড কারখানায় ওগুলো পাঠাবে না।'

'আজ রাতে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আসছি আমি,' সিগারেট ধরাল রানা। 'কয়েকটা কথা বলার আছে তোমাকে।'

কৌতূহল উপচে পড়ল লংফেলোর ক্ষুরধার চোখে। 'কি কথা? একটু আভাস পেতে পারি না?'

'এখন না,' বলল রানা। 'আবার দেখা হলে বলব।'

'শীলা স্কচ হুইস্কির একটা বোতল দিয়ে গেছে এই বুড়োকে,' বলল লংফেলো। 'ওটা সামনে নিয়ে বসে থাকব আমি তোমার অপেক্ষায়। বেশি দেরি করলে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে সব।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'চললাম।'

'মাই গড!' মাথায় হাত দিল লংফেলো, 'সত্যি ভীমরতি ধরেছে আমার। রানা, তুমি উঠেছ কোথায়? ফোর্ট ফ্যারেলে একটা মাত্র হোটেল, সেখানে যে তোমার জায়গা হবে না...'

'হোটেল ছাড়া জায়গা নেই নাকি ফোর্ট ফ্যারেলে?'

'হোটেল ছাড়া জায়গা! কোথায়?'

'সে-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, মিস্টার!' বলল রানা। ব্যাগ আর ক্যামেরাটা তুলে নিল কাঁধে। 'কখনও কোথাও থাকার জায়গার অভাব হয় না

আমার। সরকারী ফুটপাথ আছে, ক্লিফোর্ডদের তৈরি করা পার্ক আছে, একশো মাইল জুড়ে জঙ্গল আছে···।'

'বুঝেছি, এখনও কোথাও ওঠোনি তুমি।' লংফেলো এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল। 'ঠিক আছে, তুমি আমার বাড়িতে উঠবে, রানা। আর শোনো, এ ব্যাপারে বৃথা জেদ করতে যেয়ো না। তোমার কোন্ আপত্তি আমি শুনছি না।'

হেসে ফেলল রানা। 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল সে গ্রীক কফি হাউজ থেকে।

হেহ্-হে, হেহ্-হে,' আনন্দে চকচক করছে লংফেলোর মুখটা। হাসি আর ধরে না। 'ঠ্যালা সামলাও দিকি এবার ভায়া। চেক! রাজাকে সামলাতে হলে মন্ত্রী স্যাক্রিফাইস করতেই হচ্ছে তোমার।' নিজের ঘোড়া দিয়ে চেক দেবার সময় দ্রুত রানার হাতিটাকে মুঠোর ভিতর পুরে নিল লংফেলো।

কালো কিং আর সাদা নৌকার মাঝখান থেকে নিজের সাদা কিং সরিয়ে নিয়ে কালো ঘোড়ার নাগাল থেকে মুক্তি পেল রানা। 'মন্ত্রী খাবার আগে একটা চেক তোমাকেও সামলাতে হচ্ছে, মিস্টার লংফেলো। দুঃখিত।' চুরির ব্যাপারে কিছুই বলল না ও।

'আরে সব্বোনাশ!' কপালে হাত দিল বুড়ো। 'নৌকাটাকে তো দেখিনি! মাই গড, রানা, আমার রাজার যে নড়ার জায়গা নেই!' ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'মানে?'

'বুঝে নাও!'

মিনিটখানেক নিবিষ্ট মনে দাবার বোর্ডটা দেখল লংফেলো। মুখ তুলল বটে কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে গেল রানার সাথে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনাটাকে। বোতলটা তুলে নিয়ে নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। তারপর নিঃশব্দে হ্যাটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সাদা হাতিটা বের করে রাখল বোর্ডের উপর। 'যত দোষ এই হাতিটার। চুরি করার আনন্দে এত মশগুল ছিলাম যে বিপদটা চোখেই পড়েনি।'

'আমার চোখে পড়েছিল, তাই বাধা দিইনি চুরির ব্যাপারে।'

সিগারেট ধরাল রানা। আধ ঘণ্টার উপর হলো লংফেলোর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেচে ও। প্রথম থেকেই বেশ একটু গম্ভীর দেখছে ওকে লংফেলো। সে বুঝতে পেরেছে, সামান্য হলেও উদ্বেগজনক কিছু একটা ঘটেছে। তাই সরাসরি কোন আলোচনায় না গিয়ে দাবার বোর্ড খুলে খেলতে বসায় রানাকে। খেলায় চুরি এবং পরে তা নাটকীয়ভাবে স্বীকার করার মধ্যেও রয়েছে রানার মনটাকে হালকা করার জন্যে তার আন্তরিক চেষ্টা।

এবং এ সবই বুঝতে পারছে রানা।

'কথাটা তাহলে বলেই ফেলি,' হঠাৎ বলল রানা, 'তোমার জন্যে একটু চিন্তা হচ্ছে, মিস্টার লংফেলো।'

'আমার জন্যে? কেন-কেন?' হাসতে হাসতে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল লংফেলো।

'এখানে ঢোকার মুখে একজন দেখে ফেলেছে আমাকে,' বলল রানা। 'অনেকক্ষণ থেকেই অনুসরণ করছিল, তবে খসিয়ে দিয়েছিলাম একসময়। কিন্তু

ঢোকার সময় হঠাৎ আবার তাকে দেখেছি।'

'এর জন্যে এত চিন্তা!' মুখভাব দৃঢ় করল লংফেলো। 'হুঁহ্! তুমি ভেবেছ ওদেরকে আমি ভয় পাই এখনও? সেদিন গত হয়েছে, রানা। এখন আমি সাহসে বুক বেঁধেছি, যা হবার হবে, আমি ওদের পিছনে লেগে থাকছি যতদিন না সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়।'

'তোমার যদি কোন ক্ষতি হয়...'

'হবে কেন, শুনি? আমি একজন অসহায় বুড়ো, তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না? যদি না পারো, কিসের পুরুষ মানুষ তুমি, অ্যা?'

হেসে ফেলল রানা। 'তোমাকে রক্ষা করাটাই তো আমার একমাত্র কাজ নয়। নিজের কথা বা শীলার ব্যাপারও ভাবছি না। কেন আমি এখানে এসেছি, লংফেলো? কেনেথের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'খুন করা হয়েছে তাকে, এটা পরিষ্কার জানি। কিন্তু তারও আগে আরও কয়েকটা অন্যায়ের শিকার হয়েছিল সে, আমার বিশ্বাস। সেই অন্যায়গুলো কারা করেছে, কিভাবে করেছে তা এখনও রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করতে হবে আমাকে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু রহস্যটা আরও জটিল হয়ে উঠছে, লংফেলো।'

'কি রকম?' হাত উঠিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল লংফেলো, 'দাঁড়াও, তোমার গ্লাসটা আগে ভরে দিই, তারপর শুনব।'

লংফেলো হুইস্কি ঢেলে বরফ দিয়ে টইটম্বুর করে দিল গ্লাসটাকে। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে দুটো চুমুক দিল রানা। 'কেনেথের কাছ থেকে কতটুকু কি জেনেছি আমি তা তোমাকে বলা হয়নি। নতুন কিছু শোনার আগে অ্যাক্সিডেন্টের পর কেনেথ কোথায় ছিল, কে তাকে সাহায্য করেছে, কিভাবে তার সময় কেটেছে এইসব তোমার জানা দরকার।'

'আমি শুনছি।'

ধীরে ধীরে, কিন্তু সংক্ষেপে সব বলল রানা।

'নতুন জটগুলো কি ধরনের?' ভুরু কুঁচকে উঠেছে লংফেলোর।

'কেনেথকে প্রতি মাসে টাকা কে পাঠাত এটা একটা রহস্য,' বলল রানা, 'এর সাথে যোগ হয়েছে আরও একটা। কেনেথ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মন্ট্রিয়ল ত্যাগ করার পর একটা প্রাইভেট এনকোয়েরি এজেন্সি তার খোঁজ খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।'

'কেনেথের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করে? কেন? কে?'

'সেটাই তো আশ্চর্য! ভ্যানকুভারে পুলিস কেনেথের খোঁজ নেবার চেষ্টা করবে না, কারণ, ডা: মারকোভেলী তাদেরকে নিঃসন্দেহে বোঝাতে পেরেছিলেন দুর্ঘটনার পর স্মৃতিভ্রংশের দরুন কেনেথ সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষে পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতার কোন লক্ষণ অবশিষ্ট নেই আর। তাছাড়া, পুলিস ইচ্ছে করলে তার খোঁজ এমনিতেও জানতে পারত।'

'সেক্ষেত্রে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়ে কে তার খবর জানতে চাইতে পারে?''

'প্রতিমাসে যে টাকা পাঠাত সে-ও নয়, কারণ, কেনেথ কোথায় আছে না আছে সবই তাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন মারফত জানানো হত। ডা. মারকো বহু চেষ্টা করেন কৌতূহলী লোকটির পরিচয় উদ্ধার করতে, কিন্তু তিনি সফল হননি। সে যাই হোক, আমাদের মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় একটা পক্ষ কেনেথের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।'

'কে হতে পারে!' গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করছে লংফেলো। হঠাৎ মুখ তুলল সে, 'কিন্তু এসব ব্যাপার তুমি জানলে কিভাবে?'

'ডা. মারকোভেলীর ডায়রী থেকে। প্রথমে ভেবেছিলাম কেনেথের বন্ধুবান্ধব কেউ হতে পারে।' মাথা নাড়ল রানা, 'কিন্তু খবর নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি, তার বন্ধুরা সবাই দাগী আসামী এবং কপর্দকশূন্য; একটা প্রাইভেট এজেন্সিকে ভাড়া করবার সামর্থ্য তাদের কারও নেই।' গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'সে যাক। একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই আমি, লংফেলো। দুর্ঘটনাটা ঘটার সময় বুড়ো গাফ পারকিনসন কোথায় ছিলেন?'

হঠাৎ গম্ভীর হলো লংফেলো। 'তোমার অনেক আগেই, দুর্ঘটনার পরপরই এ সন্দেহটা জেগেছিল আমার মনে, রানা। কিন্তু সন্দেহটার কোন ভিত্তি পাইনি। দুর্ঘটনার ধারে কাছেই ছিল না গাফ পারকিনসন। কে তার সাক্ষী জানো?'

'কে?'

'আমি, আবার কে!' তিক্ত লাগল বুড়োর কণ্ঠস্বর রানার কানে। 'উইকলি ফোর্ট ফ্যারেলের অফিসেই সেদিন ছিল সে দিনের বেশির ভাগ সময়।'

'দিনের কোন্ সময়ে দুর্ঘটনাটা ঘটে?'

'খামোকা মাথা ঘামাচ্ছ তুমি, রানা। দুর্ঘটনার সময় সেখানে গাফ ছিল এটা প্রমাণ করা অসম্ভব।'

'একমাত্র তিনিই সবদিক থেকে লাভবান হয়েছেন,' চিন্তিতভাবে বলল রানা, 'আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই আমার মনে হচ্ছে দুর্ঘটনার সাথে কোন না কোন যোগসূত্র ছিল তার।'

'কিন্তু...কখনও শুনেছ নাকি একজন কোটিপতি আরেক জন কোটিপতিকে খুন করেছে?' হঠাৎ কি মনে করে থমকে গেল লংফেলো, রানার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মানে, আমি বলতে চাইছি, নিজের হাতে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'ভাড়াটে কাউকে দিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটানোও একটা সম্ভাবনা।'

'তা যদি গাফ করেও থাকে, আমরা তা এতবছর পর প্রমাণ করতে পারব না। খুনী সম্ভবত পারিশ্রমিকের মোটা টাকা খরচ করে দেউলিয়া হয়ে আত্মহত্যা করেছে অস্ট্রেলিয়া কিংবা লিবিয়ায়।'

'সত্য প্রকাশ পাবেই,' বলল রানা। 'যৌথ মালিকানায় ওদের যে বিশাল ব্যবসা ছিল তার চুক্তিপত্রটা কখনও দেখেছ তুমি?'

'না।'

'চুক্তিপত্রে কি ছিল জানো?'

'কিভাবে জানব? তবে, যা ছিল বলে গাফ রটিয়েছিল তা জানি।'

'কি সেটা?'

'চুক্তিপত্রের একটি ধারা নাকি এইরকম ছিল যে যে-কোন এক পক্ষ যে-কোন কারণে যদি উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যায় তাহলে ব্যবসায় তার অংশ লাভ করবে জীবিত পক্ষ বা তার উত্তরাধিকারীরা। শুনেছি, চুক্তিপত্রটা যখন সম্পন্ন হয় তখন দু'পক্ষের কেউই বিয়ে করেনি। এ বিষয়ে গাফের বক্তব্য ছিল, বিয়ের পরও তারা চুক্তিপত্রের এই ধারাটি বাতিল করেনি বা বাতিল করার সময় পায়নি।'

'চুক্তিপত্রটা সরকার দেখতে চায়নি?'

'শুনেছি, দেখতে চাওয়ার আগেই গাফ সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে।'

'চুক্তিপত্র জাল করাও সম্ভব।'

'সম্ভব,' বলল লংফেলো, 'কিন্তু একজন জীবিত সাক্ষীও সংগ্রহ করেছিল গাফ। যার সই ছিল চুক্তিতে। গাফ নিশ্চয়ই এ প্রসঙ্গটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানাতে ভোলেনি, রানা, এ পথে বেশিদূর আমরা এগোতে পারব বলে মনে হয় না।'

'অন্তত পারকিনসনদের একটা দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট,' বলল রানা, 'তারা ক্লিফোর্ডদের নাম ফোর্ট ফ্যারেল থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছে। এর পিছনে কোন কারণ না থেকেই পারে না। এই কারণটা কি তা আমাদের জানতে হবে, লংফেলো। শোনো, ক্লিফোর্ড নামটা ফোর্ট ফ্যারেলে আমি নতুন করে আমদানী করতে চাই। চেষ্টা করব, সবাই যেন ক্লিফোর্ডদের কথা স্মরণ করে, আলোচনা করে। এর একটা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।'

'কিন্তু তারপর?' ঠোঁটে গ্লাস ঠেকাতে গিয়ে থমকে গিয়ে জানতে চাইল লংফেলো।

'তারপর অবস্থা বুঝে চাল দেব আমরা। দরকার হলে প্রচার করব, আজ থেকে আট বছর আগে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল সে-ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি আমি। লোককে জানাব সেটা দুর্ঘটনার আড়ালে নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল, এবং অপরাধটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে মনে করে কেনেথকেও খুন করা হয়েছে পরে। তুমি কি মনে করো, একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে না এসবের?'

'তা হয়তো হবে,' লংফেলোকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'কিন্তু পারকিনসনরা সত্য যদি অপরাধী হয় তাহলে তোমার ব্যাপারে ওরা কি পদক্ষেপ নেবে তা কি একবার ভেবে দেখেছ? চারটে খুন যারা করতে পারে, তাদের পক্ষে আরও একটা করা এমন কিছু কঠিন নয়।'

'কঠিন। কারণ, ক্লিফোর্ডরা জানত না তারা খুন হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি। তাছাড়া, যে ধরনের আক্রমণ আমার ওপর হবে বলে তুমি মনে করছ সে ধরনের আক্রমণ ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার।'

'এ-প্রসঙ্গে আমার একটা কৌতূহল আছে।'

'জানি সেটা কি,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তুমি আমার পরিচয় জানতে চাও, এই তো?'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল লংফেলো। 'কিন্তু তা জানাতে তুমি রাজি নও, বুঝতে পারি। কিন্তু কেন?'

'পরিচয়টা বড় কথা নয়,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। 'আমার কাজটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। চললাম, লংফেলো। কাল থেকে ঢেউ তুলব ফোর্ট ফ্যারেলে, ধাক্কাটা আমাদের গায়েও লাগতে পারে। একটু সাবধানে থেকো।'

'চললাম মানে? বললাম না তখন, তুমি আমার বাড়িতে থাকবে?'

'এখানে! না, লংফেলো...।'

'আরে, সব কথা শোনোই না আগে। এখানে কে থাকতে বলছে তোমাকে? ছোট্ট একটুকরো জমি আছে আমার ঠিক শহরের বাইরেই, সেখানে একটা কেবিনও তৈরি করেছি বুড়ো বয়সটা শুয়ে-বসে কাটাবার জন্যে। তুমি ওখানে থাকছ আজ থেকে।'

'না, মিস্টার লংফেলো,' বলল রানা, 'তোমাকে আমি বিপদ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে চাই। তুমি আমার সাথে জড়িয়ে পড়েছ জানলে পারকিনসনরা...'

'গুলি মারো পারকিনসনদের!' রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। চেয়ার ছেড়ে ছুটে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'খুব সাহসের ভাব দেখাচ্ছ, না? ভেবেছ, তোমার মত সাহসী লোক ফোর্ট ফ্যারেলে আর কেউ নেই? একটা কথা মনে রেখো, রানা,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বলল লংফেলো, 'এই বুড়ো বেঁচে থাকতে সবচেয়ে সাহসী হবার মর্যাদা কাউকে আমি পেতে দিচ্ছি না, বুঝেছ!'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে!' বলল রানা, 'মর্যাদা সবটুকুই যাতে তুমি পাও তার ব্যবস্থা এখান থেকে যাবার আগে আমি করে যাব। হয়েছে তো? এবার পথ ছাড়ো।'

'তুমি দান করবে মর্যাদা আর তাই নিয়ে আমি আনন্দে বগল বাজাব? এই তুমি চিনেছ আমাকে?' লংফেলোর কণ্ঠে অভিমান।

'না না, আমি ঠাট্টা করছিলাম,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'বুঝতে পেরেছি, বুড়ো বয়সে সত্যি এক হাত না দেখিয়ে ছাড়বে না তুমি। ঠিক আছে দাঁড়াও তাহলে আমার সাথে। কিন্তু সাবধান মিস্টার লংফেলো, গাফ পারকিনসন প্রচণ্ড একটা ঝড় তুলবে এবার।'

'তুলেই দেখুক না আমাকে সে কতটুকু নড়াতে পারে?' হাসল লংফেলো। 'মাটির নিচে আমার শিকড় দেখে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সে।'

'মাটির নিচে তোমার শিকড়?' চোখ কপালে তুলল রানা।

'আমি নিরীহ এক বৃদ্ধ সাংবাদিক হতে পারি, কিন্তু আমারও শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। অনেক।'

রানার হাত ধরে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসাল বুড়ো। নিজেও বসল ওর মুখোমুখি। গ্লাস দুটো আবার ভর্তি করল বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে। নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল হঠাৎ। ফায়ার প্লেসের আগুনটা উসকে দিয়ে ফিরে এসে বসল আবার। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে পেয়ে নবযৌবন ফিরে পেয়েছি আমি, রানা। অবশ্য গাফকে আমি কোনদিনই ভয় করিনি, এবং তা সে ভাল করেই জানে। অবসর নেবার সময় হয়ে গেছে আমার. কিন্তু তার আগে আমি চাই উইকলি ফোর্ট

ফ্যারেলে আমার একটা খবর ছাপা হোক, যে খবরটা আমি নিজে লিখব এবং ছাপার আগে তাতে কেউ কাঁচি চালাতে আসবে না। তোমার কাছ থেকে কি আশা করি জানো, রানা? খবরটা। আমি চাই, খবরটা তুমি আমাকে উপহার দেবে।'

'সাধ্য মত চেষ্টা করব আমি,' কথা দিল রানা।

নয়

প্রথমবারের মতই যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড গরিলাটা। নিজেকে নিতান্ত শিশু বলে মনে হলো রানার লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে।

'খুব তো দেখছি তোমার বুকের পাটা!' জ্যাক লেমনের গলার স্বরে নিখাদ বিস্ময়। 'শুনেছিলাম ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে তুমি ভেগেছ। দেখছি সত্যি নয়।'

'ভেগেছি তা কে বলল তোমাকে?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেটা বাড়িয়ে দিল রানা।

মোবিল আর পেট্রলে ভেজা অ্যাপ্রনে হাত মুছল লেমন। অত্যন্ত যত্নের সাথে একটা সিগারেট তুলে নিল প্যাকেট থেকে। লাইটার জ্বেলে সেটায় আগুন ধরিয়ে দিল রানা। সাদা মেঘের মত ধোঁয়া ছাড়ল লোকটা রানার মাথার উপর। 'কেন, বয়েড বাবাজীর চেলাচামুণ্ডারা তো তোমার খোঁজে শহর চষে ফেলেছিল, সে খবরও রাখো না?'

'একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'গতকাল ফিরেছি। তা কেন খুঁজছিল তারা আমাকে? জানো কিছু?'

'বেশি কথা ওরা আমার সাথে বলে না,' লেমন হঠাৎ গম্ভীর। 'জানো, ফোর্ট ফ্যারেলে একমাত্র আমিই আছি, যে বুকটান করে চলাফেরা করে, কাউকে পরোয়া করে না। হ্যাঁ, জানি। জিজ্ঞেস করতে বলল, তোমাকে নাকি টার্গেট করে ওরা শূটিং প্র্যাকটিস্ করবে।'

'তোমার কাছে আমি এসেছি একটা পুরানো গাড়ি কিনতে,' শান্তভাবে বলল রানা। 'আরও একটা কাজ তোমার ঘাড়ে চাপাতে চাই আমি, জ্যাক লেমন।'

'কি সেটা?' রানা লক্ষ করল, বেশ আগ্রহের সাথে প্রশ্নটা করল লেমন।

'পরে বলব,' বলল রানা, 'আগে গাড়ির ব্যাপারটা সেরে নিই। ছোট একটা ট্রাকের দরকার আমার—ফোর হুইল ড্রাইভ।'

'জীপ হলে চলবে না?'

'আছে নাকি?'

আঙুল দিয়ে প্রায় নতুনের মত দেখতে একটা ল্যাণ্ডরোভার দেখাল লেমন, 'ওটা চলবে?' নতুনই বলতে পারো। দাম কিন্তু একটু বেশি পড়বে।'

'চলো, আগে দেখে নিই ওর অবস্থা।'

ভাঙাচোরা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে গ্যারেজের ভিতর দিকে নিয়ে গেল রানাকে লেমন। মিনিট তিনেক ধরে ল্যাণ্ডরোভারটা পরীক্ষা করল রানা। 'চলবে। কিন্তু তার

আগে আমি একটু চালিয়ে দেখতে চাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। আপত্তি নেই তো?'

'নেই। চাবি ভিতরেই আছে।'

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে বেরিয়ে এল রানা গ্যারেজ থেকে। শহরের বাইরে লংফেলোর কেবিনে যাবার রাস্তাটা অসম্ভব খানাখন্দে ভরা। পিংপং বলের মত ড্রপ খেতে খেতে ছুটল গাড়িটা।

লংফেলোর কেবিনটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর করে তৈরি করা। ঠিক তার পিছনেই একটা ঝর্ণা। স্বচ্ছ পানিতে ছোট বড় অনেক মাছও দেখল রানা।

ফিরে এসে গ্যারেজের সামনে থামল রানা। আওয়াজ পেয়ে সাত টন ওজনের একটা ট্রাকের নিচে থেকে বেরিয়ে এল লেমন। 'কি মনে হলো?'

'ভাল। কাজ চলবে। কত চাও, লেমন? কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো?'

'তা আছে,' লেমন বলল। মাথা চুলকে কি যেন ভাবল সে। তারপর একটা দাম হাঁকল।

কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দাম মিটিয়ে দিল রানা। লেমনের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে দেখেও না দেখার ভান করল।

'ক্লিফোর্ড নামে একজন লোকের কথা মনে আছে তোমার?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

মাথা চুলকাতে শুরু করল জ্যাক লেমন। 'ওহ্-হো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তুমি মি. হাডসন ক্লিফোর্ডের কথা জানতে চাইছ, তাই না? ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁকে। তাঁর কথা জানতে চাইছ কেন?'

'দেখলাম, ফোর্ট ফ্যারেলের লোকেরা তাঁর নাম মনে রেখেছে কিনা,' বলল রানা, 'এই ফোর্ট ফ্যারেলেই বুঝি থাকতেন তিনি, না?'

সরল মুখে সন্দেহ আর ইতস্তত একটা ভাব ফুটল লেমনের। 'কি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যেন কথা বলছ তুমি? ফোর্ট ফ্যারেলে থাকতেন মানে? ক্লিফোর্ড স্বয়ং ফোর্ট ফ্যারেল ছিলেন।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো দেখছি ফোর্ট ফ্যারেল বলতে প্যারকিনসনদেরই বোঝায়।'

অবাক হয়ে গেল রানা লেমনের প্রতিক্রিয়া দেখে। মাটিতে একটা পা ঠুকল সে, দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে কম্পনটা টের পেল রানা। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল লেমনের। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে থোঃ করে একদলা থুথু ফেলল সে। 'ওদের আমি ইয়ে করি! আর যেই তোষামোদ করুক, ওদের আমি এক পয়সা দাম দিই না।'

'শুনেছি ক্লিফোর্ড মারা যান একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ। ছেলে এবং স্ত্রী সহ। এডমনটনে যাবার পথে। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার ছিল সেটা।'

'কি ধরনের গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি?'

দু'কোমরে হাত রাখল জ্যাক লেমন। উপর নিচে মাথা দোলাল ভুরু কুঁচকে। 'ঠিক ধরেছি, এত কথা জানতে চাওয়ার পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে তোমার। তোমার নামটা কি যেন?'

'মাসুদ রানা।'

'বিদেশী নাম। ফোর্ট ফ্যারেলে কি কাজ?'

'আমি একজন জিওলজিস্ট,' বলল রানা। 'কিন্তু এবার পুরোপুরি পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে আসিনি। আচ্ছা, লেমন, মি. হাডসন যে গাড়িটা নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন সেটা কি তিনি তোমার কাছ থেকে কিনেছিলেন?'

হো-হো করে হেসে উঠল লেমন। হাসি থামতে বাঁ হাত তুলল মাথার উপর। মাথার পিছনের চুল শির শির করে উঠল রানার। নিজের অজান্তেই শক্ত হয়ে গেল কাঁধের পেশীগুলো। প্রচণ্ড একটা নাড়া খেল রানা কাঁধে লেমনের চাপড় খেয়ে। 'পাগল হয়েছ তুমি, অ্যাঁ? মি. ক্লিফোর্ড কিনবেন গাড়ি আমার কাছ থেকে? আরে না-না! তাঁর নিজেরই একটা শো-রূম ছিল—ফোর্ট ফ্যারেল মোটরস। পারকিনসনরা ওটাকে এখন পারকিনসন অটোমোবাইল করেছে।'

'তোমাকে তাহলে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে?'

'ওরা তো নির্লজ্জ—আমার খদ্দেরদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবার ফন্দি করছে সারাক্ষণ।' সগর্বে হাসল লেমন। 'কিন্তু আমার ব্যবসা ওদের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ গম্ভীর হলো রানা। 'কাজের কথাটা এবার বলি তোমাকে, লেমন। কাজটা আর কিছুই না, বয়েডের চেলা চামুণ্ডাদের কানে একটা খবর পৌঁছে দেবে শুধু তুমি।'

'তা পারব,' সাগ্রহে বলল লেমন, 'কথাটা?'

'টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে স্মল আর্মস বা রাইফেল যেন ব্যবহার করতে না যায় ওরা। আমার তরফ থেকে ওদের জন্যে একটা উপদেশ—আমাকে যদি একচুল নাড়াতে চায়, কামান দাগতে হবে।'

'আর মাটিতে শুইয়ে দিতে চাইলে?'

'চাইলেও তা ওরা পারবে না,' বলল রানা। 'কিন্তু যদি আপস করতে চায়, প্রস্তাব পাঠাতে পারে।'

'প্রস্তাবটা কি রকম হলে তুমি গ্রহণ করবে?' সকৌতুকে জানতে চাইল লেমন।

'আমার একটাই শর্ত: কবর থেকে কঙ্কাল তিনটে তুলে তাতে রক্ত মাংস এইসব বসিয়ে সেগুলোর ধড়ে জান ফিরিয়ে দিতে হবে। তা যদি পারে, কোন আপত্তি নেই আমার আপস করতে।' ল্যাণ্ডরোভারের দিকে ফিরল রানা। এগোতে শুরু করল সেদিকে।

পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল লেমন, 'কবর! কঙ্কাল! মি. রানা, তুমি কি...'

ল্যাণ্ডরোভারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্লিফোর্ডদের কথা বলতে চাইছি আমি। ওদেরকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। এর একটা মাত্র বিকল্প আছে, সেটা ওদেরকে কল্পনা করে নিতে বোলো।'

প্রকাণ্ড শরীরটা পাথর হয়ে গেছে লেমনের। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা, তারপর ছেড়ে দিল সেটা। লেমনের চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ডরোভার।

ফরেস্ট অফিসারদের বাংলোর দিকে তীর বেগে ছুটছে ল্যাণ্ডরোভার। অন্তত

একজনের মনে ক্লিফোর্ডদের স্মৃতি এবং কিছু বিস্ময়কর প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়া গেছে। ভাবছে রানা। জ্যাক লেমন খুব চাপা স্বভাবের লোক তা মনে হয় না। আশা করা যায়, দুপুরের আগেই এ-কান সে-কান হতে হতে জায়গা মত পৌঁছে যাবে খবরটা।

ফরেস্ট অফিসারের বাংলোর সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল রানা। অফিসেই পাওয়া গেল অফিসার ডোনাল্ডকে। পরিচয় আদান-প্রদানের সময় রানার মনে হলো লোকটা পক্ষপাতদুষ্ট কিনা তা সঠিক বোঝা না গেলেও কথাবার্তায় অনেকটা যান্ত্রিক। সরাসরি প্রসঙ্গটা তুলল রানা। বলল, গাছ কাটার একটা লাইসেন্স পেতে চায় সে, সে-ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছে।

'কোন আশা নেই আপনার, মি. রানা,' বলার ভঙ্গি দেখে রানার মনে হলো ঠিক এই কথাগুলো আরও অনেককে এই ভঙ্গিতেই বলেছে ডোনাল্ড, 'আশপাশে যত ক্রাউন ল্যাণ্ড দেখছেন তার প্রায় সবটা পারকিনসনরা নিজেদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে রেখেছে। দুটো কি একটা পকেট বাকি থাকলেও তা এত ছোট যে এক ট্রাক গাছও কাটতে পারবেন না।'

হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে ঘষতে বলল রানা, 'ম্যাপটা কি একটু দেখতে পারি?'

বড় সাইজের একটা ম্যাপ বের করে ডেস্কের উপর বিছিয়ে দিল ডোনাল্ড। বিশাল একটা এলাকার উপর আঙুল বুলিয়ে দেখাল সে রানাকে। 'এর সবটাই পারকিনসন ল্যাণ্ড, মি. রানা, তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এবং এ দিকের এখান থেকে,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল সে, তারপর সেটা ম্যাপের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শুরু হলো ক্রাউন ল্যাণ্ড, শেষ হচ্ছে এই এখানে এসে। ক্রাউন ল্যাণ্ড, কিন্তু দখলে রয়েছে পারকিনসনদের।'

খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা ম্যাপটা। তারপর বলল, 'কোন আশা সত্যিই দেখছি নেই। ঠিক আছে; কি আর করা। আচ্ছা, কথা প্রসঙ্গে বলছি, শুনলাম পারকিনসনরা নাকি বরাদ্দ সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গাছ কেটে নিচ্ছে, কথাটা কি সত্যি?'

রানার দিকে মুখ তুলল ডোনাল্ড। ভুরু কুঁচকে উঠছিল, কিন্তু সামলে নিল দ্রুত। কণ্ঠস্বরটা মৃদু কঠিন শোনাল রানার কানে, 'আমি জানি না।'

ম্যাপটা আরও খানিকক্ষণ দেখল রানা। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, মি. ডোনাল্ড। আগামী বছর নিলামের সময় ছাড়া…'

'বৃথা আশা করছেন আপনি,' মাঝ পথে রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ডোনাল্ড। 'পারকিনসনরা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে। ওদের মেয়াদ শেষ হতে এখনও তিন বছর বাকি।'

'কিন্তু আমি তো আর তিন মাসের বেশি অপেক্ষা করতে পারব না!' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল রানা কথাটা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

বুঝতে পারেনি কথাটা ডোনাল্ড। 'আপনি, মি. রানা…কি বলছেন?'

'মি. ডোনাল্ড, আপনি ওদের শুভানুধ্যায়ী কিনা জানি না, কিন্তু যদি হন, ওদের কানে কথাটা তুললে ওদের উপকারই করবেন। বলবেন, ক্রাউন ল্যাণ্ডে গাছ কাটার লাইসেন্স আমার চাই-ই চাই। ওরা আমাকে অর্ধেক বনভূমি ছেড়ে দিতে পারে স্বেচ্ছায়। তা নাহলে, একমাত্র বিকল্প হতে যাচ্ছে, তিন মাসের মধ্যে গাছ কাটার সমস্ত লাইসেন্স বাতিল।'

'মি. রানা। এসব কি...'

পিছন ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ল্যাণ্ডরোভারে চড়ে স্টার্ট দেবার সময় দেখল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে ডোনাল্ড। গম্ভীর ভাবে একটা হাত তুলে নাড়ল রানা তার উদ্দেশে।

বাস স্টেশনে পৌঁছে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এগারোটা বেজে পাঁচ। সিগারেট ধরিয়ে স্টেশনের কার্গো ডিপোতে ঢুকল ও। ডিপো সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ফিক করে হাসল রানাকে দেখে। 'আপনার কথাই ভাবছিলাম, স্যার। একমাত্র আপনার ব্যাগগুলোই রয়ে গেছে ডিপোতে। তা, ফোর্ট ফ্যারেলে থাকছেন তো কিছুদিন?'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। বলল, 'তাড়াতাড়ি তুলে দাও ওগুলো গাড়িতে।'

উত্তর না পেয়ে মুখটা একটু গম্ভীর হলো সুপারিনটেণ্ডেণ্টের। নিঃশব্দে ব্যাগগুলো তুলে দিল সে ল্যাণ্ডরোভারে।

ছোকরার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছি, ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে ক্লিফোর্ডদের শেষ এবং একমাত্র ভরসা বলে মনে করতে পারো।'

খানিক আগে রাগ যদি হয়েও থাকে রানার উপর, মুহূর্তে তা মুছে গেছে লোকটার মন থেকে। একটা চোখ টিপল সে রানার দিকে তাকিয়ে। 'সত্যি, শীলা ক্লিফোর্ড একটা মেয়ের মত মেয়ে বটে। কিন্তু! মিস্টার, বয়েডের ব্যাপারে একটু সাবধান থাকবেন...'

'ভুল করছ। আমি তার কথা বলছি না। আমি হাডসন ক্লিফোর্ডের কথা বলছি,' বলল রানা, 'আর বয়েডের ব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দেবার কোন দরকার নেই। পারলে ওকেই তুমি সাবধান করে দিতে চেষ্টা কোরো। কেন না, পারকিনসনদের দুর্বলতাটা কোথায় তা আমি জানি। ফোনটা কোথায় তোমাদের?'

হাত তুলে হলঘরটা দেখাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি যেন তার। তাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। হলঘরে ঢুকেছে মাত্র, পিছনে পদশব্দ শুনতে পেল ও। 'মি. রানা। হাসডন ক্লিফোর্ড যে মারা গেছে—আজ প্রায় আট বছর...'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল রানা। 'জানি। সেজন্যেই কথাটা বলেছি। অর্থটা বুঝতে পারোনি? এবার কেটে পড়ো এখান থেকে। ফোনে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই আমি।'

খানিক ইতস্তত করল ছোকরা, তারপর বিড় বিড় করে কি যেন বলল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল রানার দৃষ্টির আড়ালে।

ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মুচকি হাসল একটু ডায়াল করার সময়। আর একটা বিষমাখানো তীর ছুঁড়েছে ও। ছুটছে সেটা পারকিন্সনদের মানসিক শান্তির দিকে।

উইকলি ফোর্ট ফ্যারেলের অফিস থেকে লংফেলো জানতে চাইল, 'কোত্থেকে বলছ তুমি, রানা?'

'দাদুর ভূমিকায় অভিনয়টা পরে করলেও চলবে,' বলল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আগে। ভাল কোন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?'

'তা আছে।'

'আমি এমন একজন আইনবিদ চাই যে পারকিনসনদের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় পাবে না। ওদের কিছু দুর্বলতার কথা জানা আছে আমার, তাকে শুধু আমি যা জানি সেটাকে নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে দিতে হবে।'

'বুড়ো পিরহান ডি পিরহান এই কাজের জন্যে একমাত্র উপযুক্ত লোক। কিন্তু, তোমার মতলবটা কি, রানা?'

'উদ্দেশ্য মহৎ। মাটি খুঁড়তে যাচ্ছি আমি।'

'মানে? কোথায় মাটি খুঁড়বে? কেনই বা?'

'কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে সে-কথা বোলো না, মিস্টার লংফেলো,' বলল রানা। 'আমি সাপ বের করার জন্যেই খুঁড়তে যাচ্ছি।'

'হেঁয়ালি বন্ধ করবে দয়া করে?'

'তবে শোনো। পারকিনসনদের মাটিতে গর্ত করতে চাইছি আমি।'

'কিন্তু কেন?' দ্রুত প্রশ্ন করল লংফেলো।

'বললাম না, উদ্দেশ্য মহৎ? খনিজ পদার্থ খুঁজব।'

'কিন্তু...'

'পারকিনসনরা সেটা পছন্দ করবে না, এই তো? ওরা অপছন্দ করুক, বাধা দিতে আসুক, সেটাই তো আমি চাইছি, বুঝতে পারোনি?'

দশ

নতুন একটা রাস্তা তৈরি করেছে ওরা কাইনোক্সি উপত্যকা পর্যন্ত। বাঁধের জন্যে সরঞ্জাম নিয়ে মিছিল চলেছে ট্রাকের। ফেরার পথে কাটা গাছ নিয়ে আসছে। সদ্য ইঁট বিছানো হলেও, ট্রাকের অনবরত ভার সহ্য করতে না পেরে চাঁদের পিঠের মত উঁচু-নিচু খানাখন্দে ভর্তি হয়ে গেছে রাস্তাটা। যানবাহনের ভিড় বলেই সম্ভবত, ভাবছে রানা, কেউ লক্ষ করছে না এখনও ওকে।

রাস্তাটা নিচু এসকার্পমেন্ট পর্যন্ত নেমে গেছে, যেখানে পারকিনসনরা জেনারেটর হাউজ তৈরি করছে। বিশাল কর্দম-সাগরে প্রকাণ্ড একটা ইঁট আর বালির তৈরি কাঠামো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। শ'তিনেক শ্রমিক, কর্দমাক্ত চেহারা দেখে নির্দিষ্টভাবে কাউকে চেনার উপায় নেই, গাধার মত খাটছে আর ঘামছে। এসকার্পমেন্টের উপর, ঝর্ণাটার পাশে ছত্রিশ ইঞ্চি পাইপ বসানো হয়েছে একটা, পাওয়ার হাউজে পানি সরবরাহ করার জন্যে। ঝর্ণার অপর দিকে ঘুরে গেছে রাস্তাটা, পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে নিয়ে উঠে গেছে উপরে, বাঁধের দিকে।

কাজের অগ্রগতি দেখে অবাক হলো রানা। লংফেলোর ধারণার মধ্যে ভুল ছিল, বুঝতে পারল ও। তিন মাস নয়, মাস দেড়েকের মধ্যেই কাইনোক্সি উপত্যকা পানির নিচে ডুবে যাবে। রাস্তা থেকে একটু সরে গিয়ে একজায়গায় গাড়ি থামাল ও। প্রায় পঞ্চাশটা মেশিনে কংক্রিট মিকচার করা হচ্ছে। পাথর আর বালির পাহাড় জমে

উঠেছে সমতল জায়গা জুড়ে। আয়োজনটা ব্যাপক।

খেপা ষাঁড়ের মত তীরবেগে নেমে গেল রাস্তা দিয়ে একটা কাঠ ভর্তি ট্রাক। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় বাতাস লেগে দুলে উঠল রানার ল্যাণ্ডরোভার। দ্বিতীয় ট্রাকটা আসতে এখনও দেরি আছে ধরে নিয়ে রাস্তায় উঠল আবার ও গাড়ি নিয়ে। বাঁধটাকে ছাড়িয়ে উপত্যকার ভিতর পৌঁছুল। রাস্তা ছেড়ে খানিকদূর এগিয়ে গাছের আড়ালে থামাল গাড়িটাকে, যাতে কারও চোখে না পড়ে।

পায়ে হেঁটে পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল রানা। যেখানে থামল সেখান থেকে উপত্যকাটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে রানা। বিশাল উপত্যকার উপর সবুজের যে সমারোহ ছিল তার ছিটেফোঁটা যাও বা অবশিষ্ট আছে, তাও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে পুরোদমে কাজ চলছে। এই উপত্যকার ঝর্ণার পানিতে মাছ লাফিয়ে উঠতে দেখেছে রানা, পাতার ফাঁক দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে চঞ্চল হরিণগুলোকে। সব শেষ। উপত্যকার বেশির ভাগটাই এখন ন্যাড়া। চাকার দাগ আর বিচ্ছিন্ন গাছের ডালপালা ছাড়া কিছু নেই। কোথাও কোথাও এখনও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিছু গাছ, কিন্তু এত দূরেও ভেসে আসছে পাওয়ার-স-এর জ্যান্ত সবুজ খেয়ে ফেলার যান্ত্রিক কর্কশ আওয়াজ।

উপত্যকার দূর প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিয়ে দ্রুত একটা হিসেব করল রানা। নতুন পারকিনসন লেকটার আকার হবে বিশ বর্গমাইল। এর মধ্যে উত্তরের পাঁচ বর্গমাইল জায়গা শীলা ক্লিফোর্ডের, তার মানে পারকিনসনরা নিরেট পনেরো বর্গমাইলের সমস্ত গাছ কেটে নিচ্ছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বাঁধের খাতিরে অনুমতি দিয়েছে তাদের। এই গাছ থেকে যে টাকা পাবে তারা, বাঁধের খরচ উঠেও অনেক বাঁচবে। তার মানে, মাছের তেলে মাছ ভাজছে তারা।

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে রাস্তায় উঠল রানা, বাঁধ পেরিয়ে এসকার্পমেন্টের দিকে অর্ধেকটা দূরত্বে নামল। আবার রাস্তা থেকে সরে এসে গাড়ি থামাল ও। কিন্তু এবার আর সেটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল না। চোখে পড়তে চাইছে এখন সে।

গাড়ির পিছন থেকে কিছু যন্ত্রপাতি বের করল রানা। রাস্তা থেকে ওকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিল। তারপর সন্দেহজনক আচরণ করতে শুরু করে দিল।

হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে পাথর খসাচ্ছে রানা। খানিক পর মাটিতে গর্ত করতে শুরু করল। তারপর ভাঙা পাথরগুলোকে কাছে টেনে নিয়ে এসে জড় করল এক জায়গায়। একটা একটা করে তুলে পরীক্ষা করতে লাগল গভীর আগ্রহের সাথে ম্যাগনিফায়িং-গ্লাসের সাহায্যে। সবশেষে হাতে ধরা একটা যন্ত্রের ডায়ালে চোখ রেখে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল, যেন জায়গাটার প্রাকৃতিক বিশেষত্ব পরীক্ষা করছে ও।

কারও চোখে পড়তে আধঘণ্টার উপর লেগে গেল ওর । ঝড়ের বেগে উঠছিল একটা জীপ, ওকে দেখে ব্রেক কষল ড্রাইভার। নাক ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল জীপটা। রানার কাছ থেকে গজ পনেরো দূরে থামল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, দু'জন লোক নামছে। হাতঘড়িটা খুলে মুঠোর ভিতর পুরল ও। তারপর নিচু

হলো বড় একটা পাথর কুড়িয়ে নেবার জন্যে।

দু'জোড়া বুট এগিয়ে এল । থামল রানার সামনে।

তাকাল রানা। মুখটা হাসি হাসি।

দু'জনের মধ্যে আকারে বড় লোকটা বলল, 'কি করছ তুমি এখানে?'

'প্রসপেকটিং,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু জানা নেই এটা প্রাইভেট ল্যাণ্ড?'

'ঠিক তার উল্টোটা জানি,' শান্তভাবে বলল রানা।

'ওটা কি?' দ্বিতীয় লোকটার প্রশ্ন।

'এটা? এটা একটা গেইজার কাউন্টার।' যন্ত্রটাকে হাতে ধরা পাথরটার কাছে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গেল রানা। একই সাথে ওর হাতঘড়ির অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছুল জিনিসটা। মাকড়সার জালে বন্দী মশার মত আওয়াজ বেরুতে শুরু করল যন্ত্রের ভেতর থেকে। 'দারুণ ইন্টারেস্টিং তো!'

'কি বোঝাচ্ছে ব্যাপারটা?' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল লম্বা-চওড়া।

'হয়তো ইউরেনিয়াম,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। থোরিয়াম হওয়াও বিচিত্র নয়।' পাথরটাকে চোখের সামনে তুলে গভীর মনোযোগের সাথে উল্টেপাল্টে দেখছে রানা। দেখতে দেখতে কি মনে করে দূরে সেটাকে ফেলে দিল ছুঁড়ে। 'ওটার মধ্যে কিছু নেই, কিন্তু লক্ষণটা অগ্রাহ্য করার মত নয়। যতদূর বুঝতে পারছি, এই এলাকার জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার খুবই অদ্ভুত ।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। বেশ একটু হতভম্ব দেখাচ্ছে দু'জনকেই। জোরালটা বলল, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এখানে কোন্ অধিকারে এসেছ তুমি? এটা তো প্রাইভেট ল্যাণ্ড।'

নিরুদ্বিগ্ন ভাব রানার চোখমুখে। সহজ গলায় বলল, 'এখানে আমার কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না।'

'পারে না বুঝি?' কণ্ঠস্বরটা ব্যঙ্গাত্মক।

'তোমাদের ওপরআলাকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই তো পারো। তাতে হয়তো গণ্ডগোল বাধার কোন কারণ ঘটে না ।'

খাটো লোকটাকে দ্বিতীয়বার মুখ খুলতে শুনল রানা। 'তাই চলো, জিমি, বিগ প্যাটকে গিয়ে সব কথা বরং বলি। ইউরেনিয়াম, তারপর আরেকটার কথা কি যেন বলছে— মোটকথা, এর মধ্যে গুরুত্ব থাকতেও পারে ।'

ইতস্তত করছে বড়টা। ক'সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর ভারি গলায় বলল, 'নাম-টাম কিছু আছে তোমার, মিস্টার?'

'রানা। মাসুদ রানা,' বলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি ক্লিফোর্ডের শেষ ভরসা।'

'কি!'

'ও কিছু না,' বলল রানা, 'যাও বসকে গিয়ে আমার নামটা বলো তাতেই ফল হবে।'

ইতস্তত ভাবটা এখন আর নেই লোকটার মধ্যে। অবাক হয়ে গেছে সে। 'ঠিক

আছে, আমরা যাচ্ছি বসের সাথে কথা বলতে। বড়জোর বিশ মিনিট আছ তুমি এখানে, পাছায় লাথি মেরে তাড়াবে তোমাকে বিগ প্যাট।'

গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে লোক দু'জন। পিছন থেকে রানা বলল, 'তোমাদের বসকে একা আবার পাঠিয়ো না যেন।'

রানার কাছে ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বড়টা, কিন্তু তাকে ধরে ফেলে বাধা দিল খাটো। ওদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

জীপটা অদৃশ্য হয়ে যেতে একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাল রানা। ভাবছে। লংফেলো বলেছিল, কুলিমজুরদের সর্দারের চাকরি পেয়েছে বিগ প্যাট, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়, ইতিমধ্যে পদোন্নতি ঘটে বস্ হয়ে গেছে সে। একটা হিসাব মেলানো বাকি আছে তার সাথে ওর, ভাবল রানা। মুখ তুলে তাকাল ও রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাওয়া টেলিফোন লাইনের দিকে। বিগ প্যাট লোক দু'জনের কাছ থেকে খবর শুনে টেলিফোনে ফোর্ট ফ্যারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, সন্দেহ নেই, এবং টেলিফোন পেয়ে বেলুনের মত ফুলে উঠবে বয়েড পারকিনসন।

ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। লোক দু'জন গেছে মাত্র বারো মিনিট হয়েছে। মুখ তুলতে দেখল একটার পিছনে আর একটা জীপ থামছে ওর ল্যাণ্ডরোভারটার পাশে।

সকলের আগে নামল বিগ প্যাট। দূর থেকে রানাকে দেখেই নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে উপর নিচে মাথা দোলাল সে। এগিয়ে আসতে শুরু করে শয়তানি মাখা হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখটা। 'নাম শুনেই বুঝেছি, আর কোন হারামজাদা হতেই পারে না! ভাগো, রানা-- মি. পারকিনসন বলেছেন, তাঁর এলাকায় কেউ যেন তোমার মুখ দেখতে না পায়।' রানার সামনে দাঁড়াল সে দু'পা ফাঁক করে। বডিগার্ডের মত তার দু'পাশে দাঁড়াল বড় এবং খাটো।

'কোন্ পারকিনসন?'

'মি. বয়েড পারকিনসন।'

'তাকে নতুন আর কি গল্প শুনিয়েছ, প্যাট?' শান্তভাবে জানতে চাইল রানা।

মুঠো পাকাল বিগ প্যাট। 'বেগড়বাই করলে গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কলজে ছিঁড়ে আনব, রানা। মি. পারকিনসন চান তোমাকে যেন কেটে পড়ার একটা সুযোগ দেয়া হয়। ফোনটা করেই ভুল করেছি আমি। তুমি এখান থেকে যাবে কিনা তাই শুনতে চাই।'

'এখানে থাকার আইনসঙ্গত অধিকার আছে আমার,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গে বয়েড কিছু বলেনি?'

'না,' পকেটে হাত ঢোকাল বিগ প্যাট, 'পারকিনসনদের ছাড়া কারও কোন অধিকার খাটে না ফোর্ট ফ্যারেলে। শেষ বার জানতে চাই, ভালয় ভালয় যাচ্ছ কিনা?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ও একা, ওরা তিনজন...তবে সেটা তেমন কিছু নয়, হয়তো পারবে ও। কিন্তু প্যাট প্যান্টের পকেট থেকে খালি হাত বের করবে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, ওদের সাথে মারপিট করে এই মুহূর্তে তেমন কোন লাভও নেই।

'ওহে!' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গীদের উদ্দেশে বিগ প্যাট, 'পা দুটো ভেঙে দিয়ে ওর দাঁড়িয়ে থাকার অধিকারটা বিগড়ে দাও তো!'

'দাঁড়াও,' বলল রানা, 'আমার পা ভাঙতে এসে তোমরা নিজেদের ক্ষতি করো তা আমি চাই না। এখানের কাজ আপাতত শেষ হয়েছে আমার, আমি চলে যাচ্ছি।'

'এই তোমার সাহস? কেউ রুখে দাঁড়ালে লেজ গুটিয়ে পালাতে চাও?' হোঃ হোঃ করে হাসতে শুরু করল বিগ প্যাট, মাথাটা হেলে পড়ল তার পিছন দিকে।

'পকেটে পিস্তল নিয়ে অমন রুখে দাঁড়াতে অনেক কাপুরুষকেই দেখেছি আমি।'

কথাটা যে ভাল লাগেনি বিগ প্যাটের তা তার মুখ কালো হয়ে যেতে দেখেই বুঝতে পারল রানা। ভাবল, পিস্তলটা বুঝি পকেট থেকে বের করে ফেলবে। কিন্তু তা সে করল না।

পাঁচ সেকেণ্ড পর মৃদু হাসল রানা। নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠল ল্যাণ্ডরোভারে। জানালা দিয়ে তাকাতে দেখল জীপে উঠে ইতিমধ্যে স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সেটা বিগ প্যাট।

পাহাড় বেয়ে নামছে জীপটা। সেটাকে অনুসরণ করল রানার ল্যাণ্ডরোভার। ঠিক পিছনেই রয়েছে দ্বিতীয় জীপটা। দেখে মনে হচ্ছে, ভাবছে রানা, পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ দিতে চাইছে না তারা ওকে।

এসকার্পমেন্টের নিচে নেমে জীপের গতি কমাল বিগ প্যাট, হাত দেখিয়ে থামতে ইঙ্গিত করল রানাকে। তারপর জীপটাকে পিছিয়ে নিয়ে এসে ল্যাণ্ডরোভারের পাশে দাঁড় করাল সে। 'এখানে অপেক্ষা করো, রানা। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করো না।' কথাটা বলে তীরের মত জীপ ছুটিয়ে দিল সে, হাত নেড়ে একটা ট্রাককে থামাল, ট্রাকটার পাশে গিয়ে জীপ থেকে নামল লাফ দিয়ে। প্রায় মিনিট দুই কথা বলল সে ড্রাইভারের সাথে। তারপর ফিরে এল আবার। 'ঠিক আছে, রানা। এবার তুমি কেটে পড়তে পারো। সাবধান, দ্বিতীয়বার যেন তোমাকে আর এদিকে না দেখি। অবশ্য দেখতে পেলে খুশিই হব আমি।'

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা, 'দেখা আবার করব আমি।' স্টার্ট দিয়ে ল্যাণ্ডরোভার ছুটিয়ে নামতে শুরু করল ও। গাছের কাণ্ড ভর্তি ট্রাকটা এর মধ্যে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করেছে। সেটাকে অনুসরণ করল রানা।

ট্রাকটার ঠিক পিছনে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগল না রানার। মন্থর গতিতে যাচ্ছে সেটা। ওভারটেক করতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে, ভাবল ও। নতুন তৈরি করা রাস্তার দু'ধারে খাড়া পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে মাটি আর পাথর। পাশ কাটাতে গিয়ে বিশ টন ওজনের কাঠ আর ধাতুর চাপ খেয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হবার ঝুঁকিটা নিতে সায় দিল না মন।

ট্রাকটার এমন ধীর ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দেবার কারণ কি বুঝতে পারল না রানা। ড্রাইভার আরও মন্থর করল গতি। বাধ্য হয়ে আরও কমিয়ে আনল রানা ল্যাণ্ডরোভারের স্পীড। পায়ে হাঁটার মত ধীর গতি এখন গাড়ি দুটোর।

হর্ন বাজাল রানা। ফল হলো উল্টো। আরও কমে গেল ট্রাকের গতি। সময় নষ্ট

হচ্ছে দেখে রাগ হলো রানার, কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না করার মত। ড্রাইভারের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করল ও মনে মনে। ভিউ মিররে চোখ পড়তে হঠাৎ টনক নড়ল রানার। পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল সামনের ট্রাকটার ধীরে চলার কারণ।

প্রচণ্ড ঝড়ের মত ছুটে আসছে পিছন থেকে আরেকটা যন্ত্রদানব। আঠারো চাকার ট্রাক, গাছের বোঝা নিয়ে বিশ-বাইশ টনের কম হবে না। ল্যাণ্ডরোভারের ঘাড়ে চেপে বসবে বলে মনে হলো রানার। মাত্র গজ দশেক থাকতে ব্রেকের কর্কশ আওয়াজ পেল ও। চাকাগুলো কর্দমাক্ত রাস্তায় পিছলে গেল, মুহূর্তে ল্যাণ্ডরোভারের এক ফুটের মধ্যে চলে এল দানবটা।

দুই ট্রাকের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে ল্যাণ্ডরোভার। ভিউ মিররে পিছনের ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছে রানা। হাসছে না, কিন্তু মুখের ভাব দেখে রানার মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারে সে। বিপদটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত উঠে এল রানার। সাবধান না হলে ট্রাক দুটোর মাঝখানে রক্ত, মাংস আর হাড়ের খিচুড়ি তৈরি হবে খানিকটা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এক দিকে কাত হয়ে গেল ল্যাণ্ডরোভার, কর্কশ শব্দটা কানে ঢুকতে শির শির করে উঠল রানার শরীর। ট্রাকের ভারি ফেণ্ডার গুঁতো মেরেছে ল্যাণ্ডরোভারের পিছনে। গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ দিয়ে গাড়িটাকে সাবধানে এগিয়ে নিয়ে গেল রানা। সামনের ট্রাকের কাছ থেকে দূরত্বটা কমছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। কিন্তু চাইলেও বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। এগোতে গেলেই উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে ল্যাণ্ডরোভারের ভিতর ঢুকে পড়বে ত্রিশ ইঞ্চি মোটা একটা গাছের কাণ্ড। ট্রাকের পিছন থেকে রানার দিকে অঙুলি নির্দেশ করছে যেন সেটা।

যতদূর মনে করতে পারল রানা, রাস্তার দু'পাশে এই পাথর আর মাটির খাড়া প্রাচীর প্রায় মাইলখানেক লম্বা। সিকি মাইল পেরিয়েছে মাত্র এর মধ্যে। বাকি পৌনে এক মাইল অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে পেরোতে হবে—অবশ্য যদি আদৌ পেরোনো যায়।

হঠাৎ পিছনের ট্রাকটা তার হর্ন বাজাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের ট্রাকটা গতি বাড়িয়ে দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারের সামনে একটা ফাঁক তৈরি করল। গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াতে যাবে রানা, এই সময় আবার গুঁতো মারল পিছনের ট্রাকটা। এবারের ধাক্কাটা আগের চেয়ে জোরাল। সামনের চাকা দুটোর উপর ভর দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারটা প্রায় এক ফুটের মত শূন্যে উঠে পড়ল।

যা ভেবেছিল তার চেয়ে এখন জটিল লাগছে ব্যাপারটা রানার। ড্রাইভারদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার টের পেল ও। ল্যাণ্ডরোভারকে মাঝখানে নিয়ে ফুলস্পীডে ছুটবে ওরা গন্তব্যস্থানের দিকে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে কি বিপদ ঘটে যাবে এক সেকেণ্ড আগেও তা বোঝার উপায় নেই কারও।

সামনের রাস্তাটা ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। নাক নিচু করে ছুটছে ল্যাণ্ডরোভার। স্পীড মিটারের কাঁটা চল্লিশের দাগ পেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনের ট্রাকটার অস্তিত্ব ভুলে থাকতে চাইছে রানা। কিন্তু পারছে না। ভিউ মিররে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, মাত্র হাত তিনেক পিছনে রয়েছে সেটা। সামনের

ট্রাকটাকে ধরতে চাইছে যেন, মাঝখানে যে আরও একটা গাড়ি রয়েছে সে-ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

হাতের তালু দুটো ঘামে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। হুইল, গ্যাস পেডাল, ক্লাচ আর ব্রেক সামলাতে গলদঘর্ম হচ্ছে রানা। ভুল যারই হোক—ওর বা ওদের—ল্যাণ্ডরোভার বাতিল লোহার জঞ্জালে পরিণত হবে এক নিমেষে। ঘটনাটা ঘটার পর নিজের কি অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

আরও তিনবার পিছন থেকে ধাক্কা খেল ল্যাণ্ডরোভার। একবার সামনে-পিছনে দু'দিক থেকে চাপ খেল। দুটো ট্রাকের ভারি ইস্পাতের তৈরি ফেণ্ডারের মাঝখানে ধরা পড়ল গাড়িটা। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে স্থায়ী হলো ব্যাপারটা। অনুভব করতে পারছে রানা প্রচণ্ড চাপ খেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল চেসিস। মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল গাড়িটা মুহূর্তের জন্যে। উইণ্ডস্ক্রীনে একটা গাছের কাণ্ড ঘষা খাচ্ছে, ফেটে গিয়ে অসংখ্য কাটাকুটি দাগে ভরে গেল কাঁচটা, তারপর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড সামনের কিছুই দেখতে পেল না রানা।

হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল রানা। একটু আগে কি ঘটতে যাচ্ছিল ভেবে ঢোক গিলল ও। পিছিয়ে গেছে পিছনের ট্রাকটা। হাত দশেকের একটা ব্যবধান দেখতে পাচ্ছে রানা। লক্ষ করল, রাস্তার দু'পাশে পাথর আর মাটির প্রাচীর শেষ হয়ে গেছে। সামনের ট্রাকের বাঁ দিকের একটা গাছের কাণ্ডকে অন্যগুলোর চেয়ে বেশ খানিকটা উপরে তোলা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে রানা। আন্দাজ করে বুঝল, ওটার নিচে দিয়ে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। লক্ষ করল, আবার এগিয়ে আসছে পিছনের ট্রাক।

মাঝখানে বন্দী হয়ে সারাক্ষণ এই বিপদের মধ্যে থাকতে চাইছে না রানা। তার চেয়ে একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেতে পারে। ফস্কে বেরিয়ে যাবার একটা উপায় করতে না পারলে ড্রাইভার দু'জন স-মিল পর্যন্ত যেতে বাধ্য করবে ওকে।

স্টিয়ারিঙ হুইল ঘুরিয়ে একটা সুযোগ তৈরি করতে চাইল রানা। এক সেকেণ্ড পরই বুঝল, অনুমানটা ভুল হয়েছে। গাছের কাণ্ডটা আর সিকি ইঞ্চি উপরে থাকলে সংঘর্ষটা বাধত না। মাথার উপর ইস্পাতের পাত ছেঁড়ার বিকট আওয়াজ কানে গেল রানার। গাড়িটাকে থামাতে গিয়ে অনুভব করল, গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেধে গেছে ছাদটা, গতি কমাতে চাইলেও এখন আর তা সম্ভব নয়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল রানা, ট্রাকটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ডরোভারকে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে জোরে গ্যাস পেডালে চাপ দিল রানা। আবার ইস্পাতের পাত ছেঁড়ার শব্দ উঠল। পরমুহূর্তে তীব্র একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল রানা। বাঁধন ছেঁড়া খেপা ষাঁড়ের মত ঝড় তুলে ছুটছে ল্যাণ্ডরোভার উঁচু নিচু মাটির উপর দিয়ে। সামনে বিরাট একটা ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠল রানা। সোজা গাছটার দিকে ছুটছে গাড়ি।

বনবন করে একবার এদিক একবার ওদিক স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাচ্ছে রানা। সাঁ সাঁ করে একের পর এক পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে গাছগুলো। রাস্তার পাশ দিয়ে ছুটছে ল্যাণ্ডরোভার।

সামনের ট্রাকটাকে অতিক্রম করল রানা। গ্যাস পেডাল পুরো দাবিয়ে রেখে লাফিয়ে রাস্তার উপর তুলল ল্যাণ্ডরোভার।

সাইরেনের মত হর্ন বাজিয়ে রেখে আঠারো চাকার ট্রাকটা ধাওয়া করছে ল্যাণ্ডরোভারকে। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার দু'জনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা সেরে নেবার ইচ্ছে জাগলেও, সেটাকে গলা টিপে খুন করল রানা। ল্যাণ্ডরোভার থামলেও, ট্রাক দুটো থামবে না, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। এখন থামতে গেলে ল্যাণ্ডরোভারটা খোয়ানো ছাড়া লাভ হবে না কিছু।

সামনে একটা তেমাথা মোড়। স-মিলের দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। সেদিকে না গিয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল রানা।

হুইল থেকে হাত সরাতেই সে-দুটো কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। নড়তে গিয়ে অনুভব করল গায়ের সঙ্গে আঠার মত সেঁটে আছে ঘামে ভেজা শার্টটা। একটা সিগারেট ধরাল রানা। হাত দুটোর কম্পন থামতে দরজা খুলে নিচে নামল ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করার জন্যে।

সামনেটা খুব বেশি আহত হয়নি, তবে টপ্ টপ্ করে পানির ফোঁটা পড়তে দেখে বোঝা গেল রেডিয়েটরটা ফেটেছে। উইণ্ডস্ক্রীনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর ছাদটাকে দেখে মনে হচ্ছে টিন কাটার ছুরি দিয়ে কেউ যেন দু'ফাঁক করে দিয়েছে সেটাকে মাঝখান থেকে।

ল্যাণ্ডরোভারের পিছনটার দশা করুণ লাগল রানার। গোটা পিছনটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। কাঠের বাক্সগুলো ভেঙে গেছে সব। ওর টেসটিং কিটের ভিতর যে ক'টা বোতল ছিল তার একটাও অক্ষত নেই। ঝুঁকে পড়ে দেখতে গিয়ে কেমিক্যালের উগ্র গন্ধ ঢুকল নাকে। গেইজার কাউন্টারটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে মাটিতে রাখল রানা, রুমাল বের করে মুছতে শুরু করল সেটা। অ্যাসিডে যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে বেশি সময় লাগে না।

পিছিয়ে এসে ক্ষতি-পূরণের একটা হিসেব কষতে শুরু করল রানা: ট্রাক ড্রাইভারদের দুটো রক্তাক্ত নাক, বিগ প্যাটের ভাঙা পিঠ, বয়েড পারকিন্সনের কাছ থেকে নতুন একটা ল্যাণ্ডরোভারের দাম।

ফোর্ট ফ্যারেলে ফেরার পথে মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি কেড়ে নিল ল্যাণ্ডরোভারটা। কিংস্ট্রীটে অনেক লোককে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল রানা।

গ্যারেজের সামনে থামতে ডাকাতের মত হুংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এল জ্যাক লেমন। 'মাইরি বলছি, এর জন্যে আমাকে তুমি দায়ী করতে পারো না। কিনে নিয়ে যাবার পর তুমি যদি ওটাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও, সেজন্যে তুমি...'

গাড়ি থেকে নেমে হাসি মুখে দুই হাত তুলে থামতে বলল রানা লেমনকে। 'জানি। মেরামতের সব খরচ আমার, তুমি শুধু চেষ্টা করে দেখো খানিকটা মানুষের চেহারা দেয়া যায় কিনা। সম্ভবত নতুন একটা রেডিয়েটর লাগবে। আর পিছনের আলোটা জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে।'

পুরো এক চক্কর ঘুরল লেমন ল্যাণ্ডরোভারটাকে কেন্দ্র করে। ফিরে এসে দাঁড়াল

রানার সামনে। 'এটাই আমার কাছ থেকে কিনেছিলে তো? নাকি এটা অন্য একটা?'

'তোমারটা বলে বিশ্বাস হয়?'

ঘোর সন্দেহ লেমনের দু'চোখে। 'কিভাবে হতে পারে এমন কাণ্ড?'

'পারকিনসনদের রাজত্বে এটাকে কি খুব অস্বাভাবিক একটা ঘটনা বলে মনে করো?' বলল রানা।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল লেমন। 'পারকিনসন...'

'থাক,' বলল রানা, 'এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা জানতে চেয়ো না। কখন দিতে পারবে গাড়িটা বলতে পারো?'

'পুরানো একটা রেডিয়েটর আছে আমার কাছে,' মনে মনে একটা হিসেব কষল লেমন, 'এই ধরো দু'ঘন্টা পর।'

হেঁটে সোজা পারকিনসন বিল্ডিঙে পৌঁছুল রানা। এগারো তলায় উঠে কাউকে দেখল না করিডরে। আউটার অফিসে ঢুকেও থামল না ও, প্রাইভেট লেখা চেম্বারের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'বয়েডের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।'

টাইপ করছিল সেক্রেটারি মেয়েটা। চমকে উঠে মুখ তুলে রানাকে দেখতে পেয়ে কেন কে জানে আঁৎকে উঠল সে। 'না! মি. বয়েড এখন ব্যস্ত আছেন। আপনি...'

'বটেই তো!' না থেমে বলল রানা। 'যত হারামিপনা গিজ গিজ করছে মাথার ভেতর, ব্যস্ত থাকবে না!' ধাক্কা দিয়ে চেম্বারের দরজা খুলল রানা, দৃঢ় পায়ে ভিতরে ঢুকল। তৃতীয় কেউ নেই, তবু নাথান মিলারের সাথে চুপি চুপি ভঙ্গিতে কথা বলছে বয়েড, দেখল রানা। 'হ্যালো, বয়েড,' বলল ও, 'সব কথা শোনার পরও তুমি আমাকে সামলাবার চেষ্টা করছ না কেন? ভয় পেয়েছ, নাকি, সত্যি কতটা জানি সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হতে পারছ না?'

'কি মানে এসবের?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল বয়েডের। 'কার হুকুমে ঢুকেছ তুমি আমার চেম্বারে?' ডেস্কের উপর সুইচবোর্ডের একটা বোতামে থাবা মারল সে। 'মিস টেরেল, আজেবাজে লোককে তুমি ঢুকতে দিচ্ছ কেন?'

ডেস্কের সামনে গিয়ে থামল রানা। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল বয়েডের কব্জি, তারপর ছুঁড়ে দিল হাতটা তার বুকে দিকে। 'বেচারিকে ধমক দিয়ে লাভ নেই, বয়েড। ওর কোন দোষ নেই। তোমার উচিত ছিল পোষা গুণ্ডাপাণ্ডাগুলোকে দরজায় বসানো।' শান্তভাবে কথা বলছে রানা। 'প্রথম প্রশ্নের উত্তর দাওনি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর না দিলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে তুমি। আমাকে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে বের করে দেবার হুকুম দিয়েছ তুমি বিগ প্যাটকে?'

'একটা ফালতু প্রশ্ন,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল বয়েড। তাকাল নাথানের দিকে। 'তুমিই বলো ওকে।'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ঠাণ্ডা দৃষ্টি রাখল নাথান রানার মুখে। 'পারকিনসনদের মাটিতে যদি কোন জিওলজিক্যাল জরিপের প্রয়োজন হয় তবে তার আয়োজন আমরা নিজেরাই করব, মিস্টার। আমাদের হয়ে কাজটা তুমি করবে, এ আমরা চাই না। আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে তুমি বিরত থাকবে।'

'আশা করি মানে?' নাথানের দিকে রক্তচক্ষু ফেলে ধমক মারল বয়েড। 'বলো, নির্দেশ দিই। নির্দেশ দিই নিজের ভালর জন্যে এ ধরনের কাজ করা থেকে তুমি বিরত থাকবে।'

'গাছ কাটার লাইসেন্স পেয়ে নিজেকে তুমি এলাকাটার মালিক ভাবছ,' শান্তভাবে কথা বলছে রানা, 'অথচ পারকিনসন করপোরেশন নামে তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানটাই ভুয়ো। অর্থাৎ, গাছ কাটার লাইসেন্স পাবার অধিকার তোমাদের নেই। বয়েড, তোমরা ধরা পড়ে গেছ । তোমাদের বাঁচার একটা মাত্র উপায়ই দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'নাম ধরবে না তুমি আমার!' হিংস্র হয়ে উঠল বয়েডের চেহারা। 'যা বলতে চাও ভদ্রভাবে পরিষ্কার করে বলো।'

'সহজ সরল যে কথাটা আগাগোড়াই আমি আভাসে বলতে চেয়েছি সেটা হলো: পালিয়ে গিয়েও রেহাই পাবে না তোমরা। অবশ্য কথাটা তোমরাও জানো।' মুচকি হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা, 'পারকিনসনদের মাটিতে ছিলাম না আমি, ছিলাম ক্রাউন ল্যাণ্ডে। আমি একজন লাইসেন্সধারী জিওলজিস্ট, ক্রাউন ল্যাণ্ডে যে কোন এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারি। তোমার গাছ কাটার লাইসেন্স আছে বলে তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো না। যদি দাও, কোর্ট থেকে অর্ডার আনব আমি, তাতে তোমার গাছ কাটার লাইসেন্স আপাতত বাতিল হয়ে যাবে।'

কথাগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ একটু সময় নিল বয়েড। শেষ পর্যন্ত নাথানের দিকে তাকাল সে । চোখে অসহায় দৃষ্টি।

নাথানের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল রানা, তারপর বয়েডের ভঙ্গি নকল করে বলল, 'তুমিই বলো ওকে।'

নাথান বলল, 'তুমি ক্রাউন ল্যাণ্ডে ছিলে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।'

'স্বীকার করো, কোর্ট থেকে অর্ডার আনতে পারি আমি?'

বয়েডের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করল নাথান। 'হ্যা । কিন্তু পারকিনসনদের মাটিতে তুমি কিছু করতে পারো না।'

'জানি। তা আমি করিওনি!'

'মিথ্যে কথা!' হঠাৎ বলল বয়েড। 'ক্রাউন ল্যাণ্ডে নয়, তুমি আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে...'

'থামো!' বয়েডের মুখের সামনে বাতাসে বাঁ হাতের চাটি মেরে তাকে থামিয়ে দিল রানা। পা ঝুলিয়ে বসল ডেস্কটার কোনায়। 'ম্যাপগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নাও আগে, বয়েড, তারপর আমার সাথে তর্ক করতে এসো। আমার ধারণা, কয়েক বছর ধরে ওগুলো আর খোলনি। নিজেকে গোটা এলাকাটার মালিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ।'

চিবুক নেড়ে নির্দেশ দিল বয়েড, নাথান দ্রুত চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে। কঠোর দৃষ্টিতে তিন সেকেণ্ড দেখল বয়েড রানাকে। 'কি চাও তুমি, রানা? তোমার উদ্দেশ্য কি?'

'উদ্দেশ্য জীবিকার অন্বেষণ করা। প্রচুর সম্ভাবনা আছে এদিকে, নেড়েচেড়ে একটু দেখতে চাই।'

'আমার আপত্তি নেই,' বয়েড গম্ভীর। 'কিন্তু শত্রুতা সৃষ্টি করে কোথায় পৌঁছুতে চাও তুমি?'

'শত্রুতা বুঝি আমি সৃষ্টি করছি? প্লীজ, বয়েড, মেয়েদের মত ন্যাকামি কোরো না। ভাল কথা, তোমার ট্রাক-ড্রাইভারদের একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। তাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ো।'

'মানে?'

'মন্ট্রিয়লে দেখেছিলাম ওকে, জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে—এই কথাটা বললেই বুঝতে পারবে ও।' বয়েডের চোখমুখ দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেখে হেসে উঠল রানা। 'আমাকে তোমার যমের চেয়েও বেশি ভয় করা উচিত। কিন্তু মন্ট্রিয়লের ঘটনার জন্যেই শুধু নয়, বয়েড।'

'কেন এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে?'

স্থির চোখে চেয়ে আছে বয়েড রানার দিকে। কণ্ঠস্বরটা অসম্ভব ভারি, রানার কানে অপরিচিত ঠেকল। অস্বাভাবিক শান্ত এবং স্থির দেখাচ্ছে বয়েডকে।

'ফালতু একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। হাসছে ও এখনও। 'কেন এসেছি তা তুমি এখনও যদি বুঝে না থাকো, আমি বলব সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। তোমার প্রতি আমার পরামর্শ, বয়েড: পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। বাঁচাব জন্যে ওটা কোন উপায়ই নয়।'

'নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছি তোমাকে আমি,' নিচু, প্রায় ফিসফিস করে বলল বয়েড। 'আবার জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে? কি চাও?'

'তোমার এর পরের প্রশ্নটা কি হবে তা আমি অনুমান করে বলে দিতে পারি,' হাসছে রানা। 'কত চাও— কি, ঠিক কিনা?'

রাগের কোন লক্ষণ নেই বয়েডের চেহারায়। উদ্বেগের কোন চিহ্ন নেই মুখে। শুধু চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে রানার দু'চোখের মাঝখানে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বার। তবু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। জুলফি ভিজে গেছে পুরোপুরি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে রানা ধরতে পারল, বয়েড দমন করার চেষ্টা করলেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে দ্রুত হচ্ছে তার। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না তুমি, রানা। কি চাও তুমি? কেন এসেছ ফোর্ট ফ্যারেলে?'

'খুঁড়তে।'

'আরও পরিষ্কার করে বলো, কি খুঁড়তে এসেছ তুমি?'

'মাটি।'

আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল বয়েড, কি ভেবে নিজেকে সামলে নিল। চোখ নামিয়ে নিজের ডান হাতটা দেখল। আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, সেটা ডেস্কের খোলা ড্রয়ারের মুখের কাছে গিয়ে থেমে আছে। কিলবিল করছে আঙুলগুলো। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঢুকছে ড্রয়ারের ভিতর। 'কোথাকার মাটি, রানা?'

'গোরস্তানের।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে বয়েডকে রানা। কথাটা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে। বাঁ চোখের নিচে শুধু কেঁপে উঠেই থেমে গেল একটা শিরা। 'কি আছে গোরস্তানে, রানা?' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে বয়েডের কণ্ঠস্বর।

'ক্লিফোর্ডদের লাশ।

'জানি,' সড়সড় করে নেমে আসছে ঘামের ধারা বয়েডের জুলফি থেকে। 'ঠিক লাশ নয়, হাড়গোড়। কি করতে চাও ওগুলো দিয়ে?'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল বয়েড, হাতে একটা ম্যাপ নিয়ে চেম্বারে ঢুকল নাথান। বয়েডের সামনে ডেস্কের উপর সেটা মেলে দিল সে। ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় ম্যাপটা আগেই দেখেছে রানা। বয়েডের মুখের দিকে চোখ রেখে ও বলল, 'কাইনোক্সি উপত্যকার উত্তরটা শীলা ক্লিফোর্ডের আর দক্ষিণটা তোমাদের। কিন্তু তোমাদের এলাকা এসকার্পমেন্টের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেছে, এর পরে দক্ষিণের সবটুকু জায়গাই ক্রাউন ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তার মানে, এসকার্পমেন্টের মাথার বাঁধ এবং নিচের পাওয়ার হাউজ ক্রাউন ল্যাণ্ডের ওপর তৈরি হচ্ছে। যখন খুশি ওখানে যেতে পারি আমি, খুঁড়তে পারি — তোমাদের বাধা দেবার কোন অধিকার নেই।'

বয়েড মুখ তুলে নাথানের দিকে তাকাল। মৃদু একটু মাথা নাড়ল নাথান। 'মিস্টার রানার কথাটা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।'

'মনে হবার কিছু নেই এর মধ্যে, যা সত্য সেটাকে স্বীকার করে নাও,' বলল রানা। 'বয়েড, এবার আমি অন্য প্রসঙ্গে আসছি। ঘটনাটা একটা ল্যাণ্ডরোভারকে নিয়ে। ওটাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেয়া হয়েছে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে বয়েড রানার দিকে। বলল, 'তুমি গাড়ি চালাতে না জানলে সেটাও কি আমার দোষ?'

'গাড়ি আমি চালাতে জানি,' বলল রানা; 'তার প্রমাণ এখনও আমি বেঁচে আছি। প্রসঙ্গটা আমি তুলেছি তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে, বয়েড। যা করার করেছ, আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে ড্রাইভারদের দ্বিতীয়বার আর নির্দেশ দিয়ো না। তা যদি দাও, এবার রোড অ্যাক্সিডেন্ট কেউ ঠেকাতে পারবে না। এবং সে অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ মরবে।'

হঠাৎ হাসল বয়েড। 'পেয়ে গেছি!'

'কি পেয়ে গেছ?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বয়েডের মুখ। চকচক করছে চোখ দুটো। 'তা বলব কেন? তবে, স্বীকার করছি, তোমার একটা ব্যাপার পরিষ্কার ধরতে পেরেছি আমি। রোড অ্যাক্সিডেন্টকে বড় ভয় পাও তুমি।'

ডেস্কের কোণ থেকে কার্পেটের উপর নামল রানা। 'হ্যাঁ, পাই,' বলল ও, 'কিন্তু ভয় পাই নিজের কথা ভেবে নয়, বয়েড, অন্যের কথা ভেবে।'

'কার জন্যে ভয় পাও তা জেনে আমার দরকার কি!' বাঁকা হাসল বয়েড। 'ভয় পাও এটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট।'

'এবং ভয় দেখিয়ে আমাকে তাড়াবার উপায় পেয়ে গেছ বলে ভাবছ, তাই না?' বলল রানা, 'ইডিয়ট! কয়েকবার ভাল ফল পেয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্টের ওপর খুব ভরসা তোমার, না? কিন্তু, বয়েড জাল যে চারদিক থেকে গুটিয়ে আনছি তা বুঝি দেখতে পাচ্ছ না?'

'জালে ফুটো আছে, আমি ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারব,' নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে বয়েডকে, কথাগুলো বলার সুযোগ পেয়ে খুব যেন মজা পাচ্ছে বলে মনে হলো রানার৷ 'তোমাকে সাবধান করে দিয়ে লাভ নেই, কেননা তোমার পাখা গজিয়েছে, রানা। কিন্তু প্রসঙ্গটা উঠেছে বলেই বলছি, আমি ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে রয়েছি। কেউ ছুঁতে পারবে না।'

'তোমাকে আমি ছুঁতে চাই তা ভাবছই বা কেন?' বলল রানা, 'তোমার বড়জনকে নিয়েও তো হতে পারে আমার কারবার!'

রানা দেখল ভয় বা উদ্বেগ নয়, বিস্ময় বোধ করছে বয়েড। ওর কথা শুনে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'তা বলব কেন?' হাসছে রানা। 'তোমার বড়জনকেই না হয় প্রশ্নটা করে দেখো না, তিনি কি বলেন।'

'আমার বাবা গাফ পারকিনসন সম্পর্কে বলছ তুমি?'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা ইতিমধ্যে। দরজার কাছে গিয়ে থামল ও। 'তাছাড়া আর কার কথা বলব? তিনিই কি পালের গোদা নন?' দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। পিছন ফিরে তাকাল একবার। বয়েড পারকিনসন অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কি এক জটিল ধাঁধায় পড়ে গেছে যেন সে। মুচকি হেসে ঘাড় ফিরিয়ে নিল রানা।

জ্যাক লেমনের কারখানা থেকে সোজা লংফেলোর কেবিনে পৌঁছুল রানা। জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে গাছ-পালার আড়ালে রেখে এল। স্টোভে পানি গরম করতে দিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়ল ও। স্নান সেরে কফি তৈরি করল। কাপে চুমুক দিয়েছে মাত্র, বাইরে থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দেখল ঝরঝড় মার্কা একটা অস্টিন থামছে দরজার কাছে। গাড়ি থেকে নেমেই রানাকে দেখে মাথা থেকে টুপি খুলে নাড়ল সেটা লংফেলো। জবর কোন খবর বয়ে আনছে সে, ভাব দেখে অনুমান করল রানা।

সশব্দে দরজা খুলে কেবিনে ঢুকল লংফেলো। 'গত চল্লিশ বছরে এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি।' কথাটা বলে টেবিল চেয়ারগুলোর দিকে এগিয়ে গেল বুড়ো। রানাকে অবাক করে দিয়ে একটা চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াল সে।

'ও কি?'

উত্তরে ফিরেও তাকাল না রানার দিকে লংফেলো। ওর দিকে পিছন ফিরে টেবিলের উপর উঠে পড়ল সে। 'একটি বিশেষ ঘোষণা!' মুখের উপর চোঙের মত করল লংফেলো বাঁ হাতটাকে। 'কিং অফ ফোর্ট ফ্যারেল···ফোর্ট ফ্যারেলের রাজাধিরাজ মহামান্য গাফ পারকিনসন টেলিফোন করে আমাকে জানার নির্দেশ দিয়েছেন, মাসুদ রানা কে, কোথায় তার দেশ, কি তার উদ্দেশ্য, এই মুহূর্তে কোথায় সে আছে···'

'কেউ তার খবর জানে না।'

আধ পাক ঘুরে রানার দিকে তাকাল লংফেলো। 'মানে?'

'মানে,' বলল রানা, 'গাফ পারকিনসনকে জানিয়ে দাও সাংবাদিকের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জনিয়েছে মাসুদ রানা। আমি চাই, তিনি নিজে আমার কাছে আসুন।'

'স্পর্ধা!'

'মোটেই না। আমাকে তার প্রয়োজন, তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু সে তো জানে না তুমি কোথায়।'

'প্রয়োজন যদি তেমন জরুরী হয় জেনে নিতে খুব বেশি দেরি হবে না।'

'লোকে যে তোমাকে উন্মাদ ভাবছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু দেখছি না। গাফ পারকিনসনের কথায় এক ঘাটে পানি খায় বাঘ আর ছাগল। তার কথা অবহেলা করার সাহস ফোর্ট ফ্যারেলে এক মাত্র পাগল ছাড়া আর কারও নেই।'

'কে আমাকে পাগল বলে?'

'লিউ পার্কার, বাসস্ট্যাণ্ডের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। জ্যাক লেমন, গাড়ি মেরামত কারখানার…আচ্ছা, তোমার গাড়িটা নাকি পাহাড় থেকে পড়ে গুঁড়ো পাউডার হয়ে গেছে?'

'বাড়িয়ে বলেছে জ্যাক তোমাকে,' বলল রানা, 'পাউডার হলে চালিয়ে এলাম কিভাবে এখানে? তুবড়ে গেছে এক-আধটু, তার বেশি কিছু নয়।'

'তার মানে পুরোদমে লেগেছে ওরা?'

হাসল রানা। 'আরে না! বিগ প্যাটের মস্করা এটা। পারকিনসনরা এখনও শুরুই করেনি।'

টেবিল থেকে নেমে চেয়ারে বসল লংফেলো। পকেট হাতড়ে চুরুটের বাক্স বের করল। 'বাঁধের ওদিকে গিয়েছিলে কি মনে করে?'

'বয়েডকে নাড়া দিতে,' বলল, রানা, 'খোঁচা মেরে দেখতে চেয়েছিলাম কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়।'

'কি বুঝলে?'

'বুঝলাম বয়েড যদি কিছু অন্যায় করেও থাকে, সে-ব্যাপারে কোনরকম দুশ্চিন্তা নেই তার। যাই করে থাকুক, ওর ধারণা, কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

'এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার লাগছে।'

'কি রহস্য?'

'আমি ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, বয়েড এখনও সহ্য করছে কেন তোমাকে। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। ও আসলে তোমাকে ভয় পাবার কোন কারণই দেখতে পাচ্ছে না। অপরাধের কোন প্রমাণ রাখেনি, সেজন্যেই নিজের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয় সে।'

প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল রানা, 'বাঁধ দিতে কত টাকা খরচ হবে বলে মনে করো?'

'বাঁধ, পাওয়ার হাউজ, ট্র্যান্সমিশন লাইন— সব মিলিয়ে ষাট লক্ষ ডলারের কমে হবে না। কিন্তু হঠাৎ টাকার হিসেব জানতে চাইছ কেন?'

'একটা হিসেব করে দেখেছি ক্যাইনোক্সি উপত্যকা থেকে পারকিনসনরা এক কোটি ডলারের গাছ কেটে নিচ্ছে। তার মানে সব খরচ বাদ দিয়েও ওদের পকেটে যাচ্ছে চল্লিশ লাখ ডলার।'

'একেই বলে বুদ্ধির ব্যবসা।'

'আমার ওপর অভিমান করে চলে গেল, এ আসলে শীলা ক্লিফোর্ডের বোকামি

ছাড়া আর কিছু নয়,' বলল রানা, 'কাইনোক্সি উপত্যকার তার অংশটা পানিতে ডুবে যাবে অথচ গাছগুলো কাটার কথা ভাবছে না সে।'

'ঠিক। তোমার সাথে আমি একমত।'

'জানো, কত ডলার হারাচ্ছে ও? কম করেও ত্রিশ লক্ষ ডলার।'

'আমার ধারণা, শীলার ব্যবসাবুদ্ধি একেবারেই নেই। ওর টাকা-পয়সার ব্যাপারটা ভ্যানকুভারের একটা ব্যাঙ্ক দেখাশোনা করে। গাছ কাটতে হবে একথা হয়তো তার মাথায় ঢোকেইনি।' চুরুটটা ধরাল লংফেলো।

'ফরেস্ট অফিসার এ ব্যাপারে কিছু করতে পারে না? এত টাকার গাছ পানিতে ডুববে?'

'কেউ তার গাছ না কাটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার নিয়ম নেই,' লংফেলো বলল, 'এ ধরনের সমস্যা এর আগে দেখা দেয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।'

'কিছু একটা আমাকেই করতে হবে।'

'তুমি?'

'শীলা আমার ওপর মিথ্যে রাগ করে চলে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে তার কোন ক্ষতি আমি হতে দিতে পারি না।'

'কি করতে চাও শুনি?'

'না, বাঁধ তৈরি করতে ওদের আমি বাধা দিতে যাচ্ছি না। আমি শীলার গাছগুলোর ব্যাপারে কিছু একটা করতে চাই। ঠিক কি করব তা আমি নিজেও এখনও জানি না। আমার কি ধারণা জানো?'

'কি?'

'শীলার গাছ কেনার জন্যে তৈরি হয়েই আছে পারকিনসনরা। ওরা হয়তো শীলাকে খবর দিয়ে ফোর্ট ফ্যারেলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করবে।'

'তোমার পরবর্তী চালটা কি হবে?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইল লংফেলো। চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে। সকৌতুকে চেয়ে আছে সে চশমার উপর দিয়ে।

'আমার একটা উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে,' বলল রানা, 'বুড়ো গাফ পারকিনসনের টনক নড়েছে। আরও খানিক নাড়া দিতে চাই আমি ওদের। এবারের মাত্রাটা একটু বেশি হবে, যাতে ভয় পায়। ভাল কথা, লংফেলো, শীলার আস্তানায় যেতে চাই আমি, পারকিনসনদের মাটির ওপর পা না ফেলে কিভাবে ওখানে যেতে পারি?'

'পিছন দিক থেকে একটা রাস্তা আছে,' বলল লংফেলো, 'দাঁড়াও, ম্যাপটা বের করে দেখাই।'

শীলার ওখানে কেন যেতে চায় রানা সে-ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করল না লংফেলো।

পরদিন সকালে গোরস্তানে ঢুকল রানা। ক্রিফোর্ডদের কবরগুলোর কাছে মাথায় গাছের ছায়া নিয়ে সবুজ ঘাসের উপর বসে তিনটে ঘণ্টা কাটিয়ে দিল ও স্যার আর্থার কোনান ডায়ালের একটা রহস্যোপন্যাস হাতে।

মাঝে মধ্যে যখনই বইটার পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলল, কাছে পিঠে লোকজনের

নড়চড়া লক্ষ করল ও। দেখেও না দেখার ভান করে থাকল। কিন্তু মনের আশাটা পূরণ হলো না ওর। কেউ কাছে এসে জানতে চাইল না কিছু।

দুপুরে লংফেলোর কেবিনে ফিরে গেল রানা। বিকেলের দিকে আবার ঢুকল কবরস্তানে। ল্যাণ্ডরোভারকে অনুসরণ করে একটা জীপ এল কবরস্তানের গেট পর্যন্ত। ভিতরে ঢুকে ক্লিফোর্ডদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা ফিতে বের করল রানা। প্রতিটি কবরের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মাপল। নোটবুক বের করে পেন্সিল দিয়ে লিখল তাতে কিছু। কিন্তু এবারও নিরাশ হলো ও। কেউ এল না সামনে।

শহরে ফিরল সন্ধ্যার আগেই। বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে গল্প করল ডিপোর সুপারিনটেণ্ডেন্টের সাথে। কথা প্রসঙ্গে তাকে জানাল, হাডসন ক্লিফোর্ডের ছেলে টমাস ক্লিফোর্ড ওর বন্ধু ছিল এবং ফোর্ট ফ্যারেলে ও এসেছে টমাস হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করতে।

লিউ পার্কার হতভম্ব। কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সুযোগই পেল না সে। গম্ভীর একখানা চেহারা করে দ্রুত তার কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। এই একই কাণ্ড করল সে জ্যাক লেমনের কাছে গিয়ে! ফোর্ট ফ্যারেলের আরও তিন চারজন লোককে কথাটা বলল ও। রাত আটটা নাগাদ শহরের অধিকাংশ লোকের কানে পৌঁছে যাবে কথাটা।

শহরটাকে জানিয়ে দেয়ার কাজ শেষ হয়েছে মনে করে ফোর্ট ফ্যারেল ত্যাগ করল রানা। একশো পঁচিশ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে ল্যাণ্ডরোভারকে থামাল সে শীলার বাড়ির সামনে।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুড়ো এক লোক বেরিয়ে এল বাইরে।

'তুমিই ডিকসন?'

মাথা নাড়ল লোকটা। বলল, 'কাকে চান, স্যার? মিস ক্লিফোর্ড তো বাড়িতে নেই।'

'জানি,' বলল রানা। পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে দিল ডিকসনের দিকে।

এনভেলাপটা নিয়ে খুলল ডিকসন। ভিতর থেকে চিরকুট বের করল একটা। লাইন ক'টা পড়ে দাঁতহীন মাড়ি বের করে একগাল হাসল সে। 'ওহ্! আপনিই মি. রানা! তা আগে বলবেন তো! লংফেলো আমার নাতি, ওর চিঠি যখন নিয়ে এসেছেন...।'

ঢোক গিলল রানা। 'কি!' অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল ও ডিকসনের আপাদমস্তক। 'তুমি লংফেলোর নানা...মানে? তার বয়সই তো সত্তরের ওপর!'

'একশো তেরো চলছে আমার,' ডিকসন হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ঠিক রানার সামনে ডিগবাজি খেলো একটা।

রানা দেখল মাটিতে দু'হাতের ভর দিয়ে পা দুটো আকাশের দিকে তুলে স্থির হয়ে আছে প্রাচীন ডিকসন, 'আজকালকের ছেলেরা এখনও আমার সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে যায়,' মাটির কাছ থেকে বলল ডিকসন।

'হয়েছে, হয়েছে—বুড়ো বয়সে হাড়গোড় ভাঙতে হবে না তোমাকে,' বলল রানা। 'পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াও এবার।'

আবার একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো বুড়ো। রানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে যেন লজ্জা পেল। পরিষ্কার দেখল রানা, বলিরেখায় ভর্তি মুখটা লাল হয়ে উঠেছে তার। 'এই তো গেল হপ্তায় আমার একটা কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ওর মা আমার সাত নম্বর স্ত্রী। বাপের বাড়ি থেকে ফেরেনি এখনও। কি আশ্চর্য, স্যার, নিজের কথাই কেবল বলে যাচ্ছি···আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন তো?'

'বিশেষ কিছু নয়,' বলল রানা, 'এদিকে একটা তাঁবু ফেলতে চাই ক'দিনের জন্যে।'

'সে কি! তাঁবু ফেলবেন কেন? তা আমি ফেলতে দেবই বা কেন? নাতি লিখেছে আপনি তার সম্মানীয় অতিথি, এবং মিস ক্লিফোর্ডের বন্ধু—আপনাকে আমি বাইরে রাত কাটাতে দিতে পারি? উঁহুঁ, অসম্ভব। আপনি স্যার বাড়ির ভিতরেই থাকবেন। অতিরিক্ত বেডরুম তো একটা আছেই। চলুন, স্যার, ভিতরে চলুন।'

গেট পেরোবার সময় রানা জানতে চাইল, 'কদ্দিন থেকে আছ শীলার সাথে?'

'আছি সেই বড় সাহেবের আমল থেকে।'

'বড় সাহেব?'

'হাডসনের কথা বলছি। আমার চেয়ে পঞ্চাশ বছরের ছোট ছিল সে, কিন্তু ওকে আমি আদর করে বড় সাহেবই বলতাম।'

'ওহ্,' বলল রানা। উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ওরা। 'অ্যাক্সিডেন্টটা খুবই দুঃখজনক।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'মানে ওরা সবাই যে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল সেটার কথা বলছি।'

'ওহ্। হ্যাঁ, ঘটনাটাকে সবাই অ্যাক্সিডেন্টই বলে বটে।'

বারান্দার উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'সবাই অ্যাক্সিডেন্ট বলে, তুমি বলো না?'

উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল ডিকসন। রানার দিকে তাকালও না কথাটা বলার সময়। 'জানেন, স্যার, হাডসন খুব পাকা ড্রাইভার ছিল। আমিই ওকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছিলাম কিনা। গাড়ি চালাবার সময় কোনরকম ঝুঁকি নিত না সে। রাস্তায় বরফ থাকলে কখনও ত্রিশের বেশি তুলত না স্পীড।'

'তিনিই যে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তা জোর করে বলা যায় না। তাঁর স্ত্রী কিংবা হয়তো তাঁর ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল।'

বাঁকা একটু হাসল মান্ধাতা আমলের লোকটা। 'নতুন ওই ক্যাডিলাকটা? গাড়ির ব্যাপারে হাডসনের ভাবসাব আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে, স্যার? মাত্র এক হপ্তা আগে কিনেছিল গাড়িটা হাডসন, কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিতে চাইত না।'

'বেশ। তাহলে কি ঘটেছিল বলে মনে করো তুমি?'

'সে সময় অনেক আজব ব্যাপারই ঘটছিল ফোর্ট ফ্যারেলে।'

'কি রকম?'

বারান্দা ধরে হাঁটা ধরল ডিকসন। 'আপনি, স্যার, অনেক কথা জানতে চাইছেন। হতে পারেন আপনি মিস ক্লিফোর্ডের বন্ধু এবং আমার নাতির অতিথি, কিন্তু এতসব কথা আপনার জানতে চাওয়ার অধিকার আছে কিনা আমি জানি না।

সুতরাং, এই আমি ঠোঁটে কলুপ আঁটলাম।'

ড্রয়িংরুমে বসিয়ে গরম কফি তৈরি করে খাওয়াল ডিকসন রানাকে। অনেক চেষ্টা করল রানা, কিন্তু লোকটার কাছ থেকে আর কোন কথা আদায় করতে পারল না ও।

রানাকে ওর বেডরুম দেখিয়ে দিয়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ডিকসন। ডিনারের সময় হাঁসের রোস্ট পরিবেশিত হতে দেখে রানা অবাক হলো। তা লক্ষ করে ডিকসন বলল, 'চাঁদনি রাত কিনা, হাঁসেরা বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আজ থেকে আট বছর আগে তোমার দেখার ক্ষমতা আরও বেশি ছিল।'

'তা ছিল,' বলল ডিকসন, 'কিন্তু বেশি দেখার পরিণতি অনেক সময় ভাল হয় না।'

আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে।

পরদিন সকাল। বেড-টি দিতে এসে ডিকসন বলল, 'মিস ক্লিফোর্ড আপনার বান্ধবী, কিছু দরকারী উপদেশ দিয়ে তার উপকার করতে পারেন না আপনি?'

চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে রানা। কাত হয়ে চায়ের কাপটা নিল হাত বাড়িয়ে। 'যেমন?'

'এই যে এত টাকার গাছ ডুবে যাচ্ছে, সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই।'

'গাছের দাম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'বলেন কি! হাডসনের গাছ তো বিক্রি আমিই করতাম।'

'পারকিনসনরা কাইনোক্সি উপত্যকায় তাদের অংশের সব গাছ কেটে নিচ্ছে। প্রতি স্কয়ার মাইল থেকে কত টাকার গাছ পাবে ওরা বলতে পারো?'

সিলিঙের দিকে চোখ তুলে চুপচাপ হিসেব কষল ডিকসন। তারপর বলল, 'সাতশো হাজার ডলারের কম নয়।'

'শীলা তাহলে কত টাকা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে?'

'হাডসন মারা যাবার পর থেকে এদিকের গাছ একবারও কাটা হয়নি, তা জানেন? গত আট বছর ধরে গাছগুলো বড় আর মোটা হয়েছে। আমার অনুমান, প্রতি বর্গ মাইলে দশ লাখ ডলারের গাছ রয়েছে।'

মনে মনে চমকে উঠল রানা। 'তার মানে পাঁচ বর্গ মাইলে রয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের গাছ। এ ব্যাপারে কথা বলোনি তার সাথে?'

'তাকে পেলে তবে তো! যদি লিখতে জানতাম তাহলেও কথা ছিল।'

'ঠিকানাটা দিতে পারো আমাকে?'

'ভ্যানকুভারের ব্যাঙ্কে লিখতে হবে আপনাকে,' বলল ডিকসন। 'তারা চিঠিটা পাঠাবে মিস ক্লিফোর্ডের কাছে।' ঠিকানাটা মুখস্থ বলে গেল সে।

বিকেলে ফিরল রানা ফোর্ট ফ্যারেলে। লংফেলোর কেবিনে যাবার পথে প্রকাণ্ড একটা লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল গাড়িকে কাদার মধ্যে আটকে থাকতে দেখল ও। গাড়ির ভিতর বা আশেপাশে কাউকে না দেখে একটু অবাকই হলো ও।

লংফেলোর কেবিনের সামনে পৌঁছে ল্যাণ্ডরোভার থামাল রানা। বয়স্ক

অস্টিনটাকে দেখতে না পেয়ে ভাবল ও, কেবিনে নেই লংফেলো।

গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কেবিনের দরজায় তালা নেই। কেন? কে এসেছে কেবিনে? ভাবতে ভাবতে আবার এগোতে শুরু করল রানা। কিন্তু পা টিপে, নিঃশব্দে।

খোলা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে তাকাল ভিতরে।

আগুনের সামনে কোলে একটা বই নিয়ে চুপচাপ বসে আছে এক যুবতী। চিনতে পারল না রানা। জীবনে কখনও দেখেনি একে।

এগারো

দরজাটা ভেজানো। মৃদু ধাক্কা দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মি. মাসুদ রানা?'

মেয়েটা কে, কেমন কিছুই জানা নেই, কিন্তু ফিগারটা খাসা, মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত—মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। ভোগ বা প্লেবয় পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। সাড়ে পাঁচ ফুটের মত লম্বা হবে। মুখটা আপেলের মত রাঙা। সর্বাঙ্গে যৌবনের ঢল নেমেছে, এবং তা ঢেকে রাখার চেষ্টা নেই। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে একটা অনুমান পাল্টাল রানা মনে মনে। বয়স বিশ বাইশ নয়, সাতাশ আটাশের কম হবে না। 'হ্যাঁ, আমি রানা।'

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি মিসেস স্টুয়ার্ড। অনুমতি না নিয়ে অনুপ্রবেশ করেছি বলে আমি ক্ষমা চাই, মি. রানা।'

'কেউ না থাকায় আপনার করারও কিছু ছিল না,' বলল রানা, 'কি করতে পারি আপনার জন্যে আমি, মিসেস স্টুয়ার্ড?'

'আমার জন্যে করবেন?' হঠাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস স্টুয়ার্ডের মুখ। 'না, তা নয়—আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। আমি এসেছি আপনার জন্যে কিছু করতে, মি. রানা। শুনলাম আপনি নাকি এখানে ক'দিন থেকে আছেন, তাই ভাবলাম, যাই, ভদ্রলোকের সাথে পরিচয়ও করে আসি, আর সেই সাথে জেনে আসি ভদ্রলোকের কি উপকারে লাগতে পারি আমি। পড়শীর যা কর্তব্য, সুবিধে অসুবিধে দেখা—এই আর কি!'

পড়শী হিসেবে সোফিয়া লরেন, ব্রিজিদ বার্দোতও এর তুলনায় অবাঞ্ছিত, ভাবল রানা। 'এত কষ্ট স্বীকার করেছেন দেখে মানতেই হচ্ছে আপনি খুব বড় সেবিকা। কিন্তু সেবার আমার কোন দরকার আছে কিনা সে-ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি একজন বয়স্ক মানুষ, মিসেস স্টুয়ার্ড।'

রানার দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটি কয়েকটি মুহূর্ত। দেখল খুঁটিয়ে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মুখের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। 'ঠিক বলেছেন। আপনি বয়স্ক মানুষ। এবং,' শব্দ করে হাসল এবার, তারপর বলল, 'স্বাস্থ্যবান।'

লক্ষ করল রানা, লংফেলোর স্কচ হুইস্কির বোতল ইতিমধ্যে বেশির ভাগ খালি

হয়ে গেছে। 'বোতলটা পুরোই সাবাড় করে ফেলুন,' কঠিন সুরে বলল ও, 'ওটুকু আর রেখেছেন কেন?'

'ধন্যবাদ,' বলল মেয়েটা, 'কেউ অনুরোধ না করা পর্যন্ত পুরোটা শেষ করতে কেমন যেন ভদ্রতায় বাধছিল। আপনিও গলা ভেজাবেন?'

আপদটাকে সহজে খেদানো সম্ভব হবে বলে মনে হলো না রানার। যে মেয়ে অপমান হজম করে মুখের হাসিটা ধরে রাখতে পারে তাকে তাড়াবার একমাত্র উপায় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, কিন্তু নিজেকে রানা সে-রকম আচরণ করতে দিতে রাজি নয়। 'না,' বলল ও, 'আপনার কম পড়ে যাবে।'

'আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাবার লোকের অভাব নেই,' চেয়ারে বসল মেয়েটা। তেপয় থেকে বোতলটা তুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে শুরু করল। 'আসলে আমার কর্তব্য আপনার ব্যাপারে মাথা ঘামানো। আচ্ছা, ফোর্ট ফ্যারেলে অনেকদিন থাকার জন্যে এসেছেন বুঝি আপনি?'

বসল রানাও মেয়েটার কাছ থেকে হাত তিনেক দূরের একটা চেয়ারে। 'আপনার জানতে চাওয়ার কারণ?'

'বিশ্বাস করুন, পুরানো মুখগুলো দেখতে দেখতে চোখে পচন ধরে যাবার অবস্থা হয়েছে আমার। কেন যে এখানে পড়ে আছি নিজেই বুঝি না।'

মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা, 'মি. স্টুয়ার্ড কি ফোর্ট ফ্যারেলে কাজ করেন?'

হাসল মেয়েটা। 'আরে! আসল কথাটাই বুঝি বলিনি এতক্ষণ? মিস্টার ফিস্টার কিছু নেই—অনেক আগে ছিল, এখন আমার ঝাড়া হাত-পা।'

'দুঃখিত।'

'সে কি! সুখের কথায় দুঃখ পাচ্ছেন? ওহ্, ভেবেছেন মরে গেছে? আরে না, মরেনি—তাকে আমি ডিভোর্স করেছি। খুব কান্নাকাটি করেছিল অবশ্য যাবার সময়...সে যাক,' পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে উরুর বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সাহায্য করল সে রানাকে। 'আপনি ফোর্ট ফ্যারেলে কাদের হয়ে কাজ করছেন, মি. রানা?'

'নিজের হয়ে,' বলল রানা, 'আমি একজন জিওলজিস্ট।'

'ওহ্ ডিয়ার! তার মানে আপনি একজন মিস্ত্রী, টেকনিক্যাল ম্যান?'

ভাবছে রানা। ছকের মধ্যে ঠিক যেন ফেলা যাচ্ছে না মেয়েটাকে। একটা চাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চালের উদ্দেশ্য কি ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না। দামী গাড়ি নিয়ে শহর থেকে এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে নিজেই, নাকি কেউ পাঠিয়েছে একে?

আবার প্রশ্ন করল সে, 'কি খুঁজছেন এদিকে? ইউরেনিয়াম?'

'হয়তো। যা কিছু দামী সব খুঁজছি,' হঠাৎ যেন কিছু একটা আঁচ করতে পারল রানা, কিন্তু সেটা যে কি তা ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারল না। ভাবল, এত থাকতে ইউরেনিয়ামের কথা জানতে চাইছে কেন? কে ঢুকিয়েছে প্রশ্নটা ওর মাথায়?

'যতদূর জানি, এদিকের এক ইঞ্চি জায়গাও সার্ভে করতে বাকি নেই। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম করছেন না তো? আমি অবশ্য এই সব টেকনিক্যাল ব্যাপার বুঝি না ভাল মত।'

'সার্ভে হয়েছে জানি। কিন্তু নিজে তবু একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'সব ব্যাপারেই কি আপনি এই রকম, নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চান? ধরুন একটি মেয়ে সুন্দরী হিসেবে নাম কিনেছে, সে সত্যি সুন্দরী কিনা তা কি আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন?'

'যদি রুচিতে ধরে, হয়তো চাইব।'

'সুন্দর উত্তর!' হাসল মেয়েটা। 'ভাল কথা, ইতিহাসে আগ্রহ আছে?'

অপ্রস্তুত বোধ করল রানা। এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না ও। 'ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর সময় হয়নি আমার। কি ধরনের ইতিহাসের কথা জানতে চাইছেন আপনি?'

পরপর কয়েক চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল মেয়েটা। 'ছোট্ট শহর এই ফোর্ট ফ্যারেল, সময় কাটানোর মত কিছু নেই এখানে। তাই ভাবছি ফোর্ট ফ্যারেলের হিস্টোরিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দেব। ওটার প্রেসিডেন্ট হলেন মিসেস ইরা ফেরেট—পরিচয় আছে?'

'নেই,' বুঝতেই পারছে না রানা মেয়েটা মোড় ঘুরিয়ে আবার কোনদিকে নিয়ে যেতে চাইছে আলাপটাকে।

'কি জানেন, এ ধরনের শখ একা মেটাতে নীরস লাগে,' বলল মেয়েটা, 'কেউ যদি সঙ্গে থাকে, বিশেষ করে কোন পুরুষ, তাহলে উৎসাহ পাওয়া যায়।'

'আপনি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটিতে নাম লেখাতে বলছেন আমাকে?'

'শুনেছি ফোর্ট ফ্যারেলের ইতিহাস নাকি ভীষণ ইন্টারেস্টিং। হাডসন ক্লিফোর্ডের নাকি প্রচুর দান আছে এই শহরটাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে।'

'তাই নাকি?' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা।

'ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারটা সত্যি খুব দুঃখজনক। খুব বেশি দিন হয়নি, গোটা পরিবার দুনিয়ার বুক থেকে মুছে গেল। এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, মি. রানা?'

'গোটা পরিবার? বোধ হয় ভুল করছেন আপনি। আমার জানা মতে মিস ক্লিফোর্ড নামে একজন বেঁচে আছেন আজও।'

'আছে,' সংক্ষেপে বলল মেয়েটা, 'কিন্তু শুনেছি সে নাকি খাঁটি ক্লিফোর্ড নয়, মানে, রক্তের কোন সম্পর্ক নেই।'

'ক্লিফোর্ডদের চিনতেন বুঝি?'

'তা চিনতাম। মি. হাডসন ক্লিফোর্ডকে ভালভাবেই চিনতাম।'

সিদ্ধান্ত নিল রানা, মেয়েটাকে নিরাশ করতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি দুঃখিত, মিসেস স্টুয়ার্ড। আমি একজন নীরস মিস্ত্রী, ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই,' হাসল রানা। 'আসলে, কখন কোথায় থাকি তারই নেই ঠিক-ঠিকানা, এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি? আমি যাযাবর টাইপের মানুষ, ফোর্ট ফ্যারেলে আজ আছি, কাল হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাব। বুঝতেই পারছেন।'

এমন ভাবে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, ঠিক যেন বুঝতে পারছে না সে রানাকে। 'তার মানে ফোর্ট ফ্যারেলে বেশি দিন থাকছেন না?'

'মাটি খুঁড়ে কি পাই না পাই তার ওপর নির্ভর করছে ক'দিন থাকব।'

'তার মানে আপনি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটিতে নাম লেখাচ্ছেন না? আপনি লেফটেন্যান্ট ফ্যারেল, হাডসন ক্লিফোর্ড এবং এই শহরটা যারা গড়েছে তাদের ব্যাপারে কৌতূহলী নন?'

'কৌতূহলী হয়ে আমার লাভ কি?'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, 'তা ঠিক। আপনার কথা বুঝতে পেরেছি আমি। ভুল হয়ে গেছে আপনাকে প্রস্তাব দিয়ে বিরক্ত করতে এসে। তবু, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, এ কথা স্বীকার করছি আমি। যখনই কোন সাহায্যের দরকার হবে, আমাকে জানাবেন, কেমন?'

'কোথায় পাব আপনার দেখা?'

'কেন, হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলেই সে বলে দেবে।'

'কোন হোটেলে?'

'ফোর্ট ফ্যারেলে ভাল হোটেল তো একমাত্র পারকিনসনদেরই আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'দরকার হলে অবশ্যই সাহায্যের জন্যে হাত পাতব আপনার কাছে। এখন তাহলে আপনি যাচ্ছেন?' একটা চেয়ারের উপর রাখা ফার কোটটা তুলে নিল রানা। মেয়েটা পিছন ফিরে দাঁড়াতে সেটা তার গায়ে জড়িয়ে নিতে সাহায্য করল। ঠিক তখনই এনভেলাপটা নজরে পড়ল ওর আলমারির মাথায়।

মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা। এনভেলাপের উপর ওর নাম লেখা রয়েছে দেখে সেটা তুলে নিয়ে খুলল। ভিতর লংফেলোর লেখা একটা চিরকুট। লংফেলো লিখেছে: এই চিঠি পাওয়া মাত্র আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। লংফেলো।

'কাদা থেকে গাড়িটাকে ওঠাতে বেশ হাঙ্গামা পোহাতে হবে আপনাকে, মিসেস স্টুয়ার্ড। আপনি চাইলে আমার ল্যাণ্ডরোভার দিয়ে ওটাকে ধাক্কা দিতে পারি।'

হাসল মেয়েটা। 'সব ব্যাপারে আপনিই দেখছি আমার কাজে লাগছেন!' হঠাৎ যেন কি এক আনন্দে দুলে উঠল সে, বেসামাল পদক্ষেপে রানার বুকের সামনে চলে এসে গায়ে গা ঠেকাল মুহূর্তের জন্যে।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আপনি আমার পড়শী, মিসেস স্টুয়ার্ড। আপনার সুবিধে অসুবিধে আমি দেখব না তো দেখবে কে?'

নিচে থেকেই দেখল রানা লংফেলোর অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলছে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দরজার সামনে দাঁড়াল ও। নক করতেই খুলে গেল কবাট দুটো। রানাকে চমকে উঠতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল শীলা ক্লিফোর্ড। 'খুব অবাক হয়েছ, না?'

নিজেকে সামলে নিয়ে একটু গম্ভীর হলো রানা। শীলাকে পাশ কাটিয়ে লংফেলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। রানার দিকে এখন পর্যন্ত তাকায়নি সে। আলমারি ওয়ারড্রোব থেকে কাপড়চোপড় নামিয়ে মেঝের উপর গাদা করছে। 'কি ব্যাপার, লংফেলো?'

তাকালই না বুড়ো। 'আগে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা সেরে নাও তোমরা।

তারপর অন্য কথা।'

রানার পাশে দাঁড়াল শীলা। 'আমি দুঃখিত, রানা,' বলল সে; 'ফেলো কাকা আমাকে বলেছে, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি।'

'ব্যাপারটা সম্ভবত ঠিক তা নয়,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'ভুল তুমি আসলে নিজেকেই বুঝেছিলে। কেউ নিজের স্বার্থ এভাবে পায়ে ঠেলে চলে যায়?'

'আমার রাগ হবার কারণ ছিল···জানোই তো, ক্লিফোর্ড পরিবারের মেয়ে আমি; পরিবারের সুনামটুকু আমার কাছে মূল্যবান। যখন শুনলাম···'

'বিগ প্যাট,' বলল রানা। 'চড়ের প্রতিশোধ নিয়েছে সে।'

হাসল শীলা। 'তুমি আমার ওপর রাগ করে নেই তো?'

'আরে না!'

আরও কিছু বলত রানা, কিন্তু খুক করে কেশে উঠে লংফেলো বলল, 'এক্সকিউজ মি, তোমরা যদি ভুল মনে করো তাহলে আমি কিছুক্ষণের জন্যে চৌকির তলায় গা ঢাকা দিতে পারি।' পকেট হাতড়াতে শুরু করল বুড়ো। 'কানে দেবার জন্যে খানিকটা তুলাও রেখে দিয়েছি।'

শীলা হেসে উঠল। সে-হাসিতে যোগ না দিয়ে রানা আঙুল দিয়ে মেঝে দেখাল, 'এসব কি হচ্ছে?'

'তোমার সাথে যোগ দিয়ে আমি যে গর্হিত ভূমিকা নিয়েছি তার নিন্দা করা হয়েছে,' সহাস্যে বলল লংফেলো। 'আমাদের কার্যনির্বাহী সম্পাদক কার্ল ডেটজার সবিনয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, আমার চাকরিটা নেই এবং তাই বিনা ভাড়ায় এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকেও ভালয় ভালয় কেটে পড়তে হবে। ভাল কথা, নাতি, তোমার ল্যাণ্ডরোভারে তুলতে হবে এই সব জিনিসপত্র।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'লংফেলো, আমি দুঃখিত। চাকরিটা তুমি আমার জন্যই হারালে।'

'আরে দূর! এ আবার একটা চাকরি নাকি? আমি অন্যরকম মজা পাচ্ছি, এই ভেবে যে গাফকে মস্ত এক ঠ্যালা মেরেছ তুমি, তা নাহলে সে এমন খেপে উঠত না।'

শীলার দিকে ফিরল রানা। 'হঠাৎ ফিরলে কি মনে করে? তোমাকে আমি চিঠি লিখব ভাবছিলাম।'

'তুমি একটা গল্প বলেছিলে আমাকে,' লংফেলোর দিকে একবার তাকাল শীলা। 'মনে আছে?'

'কি গল্প?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'দশজন না কয়জন বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল এক প্র্যাকটিক্যাল জোকার—সব ফাঁস হয়ে গেছে, পালাও!'

'হ্যাঁ।'

'সেই রকম একটা চিঠি লিখেছে ফেলো কাকা আমাকে। তাতে লিখেছে: সব উল্টেপাল্টে যাচ্ছে, দেখতে চাইলে দেরি কোরো না।'

হেসে উঠল রানা।

শীলা হাত নেড়ে একটা চেয়ার দেখাল, 'বসো রানা। তোমার সাথে জরুরী

কিছু আলাপ আছে আমার।'

চেয়ার টেনে বসল রানা।

লংফেলো বলল, 'নাতি, শীলাকে আমি সব কথা বলে দিয়েছি।'

'সব?'

'হ্যাঁ। সব কথা ওর জানা দরকার। তুমি যে ক্লিফোর্ডদের মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে মনে করো এটা ওর কাছে লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কেনেথ খুন হয়েছে একথাও ওকে আমি বলেছি।'

শীলা বলল, 'সব জানার পর আমি ঠিক করেছি সবরকম সাহায্য করব তোমাকে আমি, রানা। আচ্ছা, চিঠি লিখবে ভাবছিলে কেন আমাকে?'

'কাইনোক্সি উপত্যকা ডুবে গেলে কত টাকার গাছ হারাচ্ছ তুমি ভেবে দেখেছ?'

'কত আর হবে?'

'পঞ্চাশ লক্ষ ডলার কি খুব কম টাকা, শীলা?'

'কি! পঞ্চাশ লক্ষ ডলার! অসম্ভব!'

'অসম্ভব নয়। ডিকসনের হিসেব এটা। আমিও এটাকে নির্ভুল বলে মনে করি।'

'বলো কি! তার মানে…শয়তানের বাচ্চা!'

চোখ বড় বড় করল রানা, 'কাকে বলছ?'

'নাথানকে। সে আমাকে দু'লাখ ডলার দিতে চেয়েছিল সব গাছ কেটে নেবার বিনিময়ে।'

'তার মানে?'

'বলেছিলাম, এ ব্যাপারে এখন আমি মাথা ঘামাতে চাইছি না। তুমি পরে এসো। কিন্তু তারপর তো চলেই গেলাম।'

'ফিরে এসেছ জানলেই ছুটে আসবে ওরা আবার,' বলল রানা, 'আচ্ছা, মিসেস স্টুয়ার্ড কে?'

লংফেলো এবং শীলা দু'জনই চমকে উঠে একযোগে জানতে চাইল, 'মিসেস স্টুয়ার্ড?'

মাথা নাড়ল রানা।

'কোথায় দেখা হলো তোমার সাথে তার?' জানতে চাইল লংফেলো।

'তোমার কেবিনে।'

'মাই গড! অনুমান নয়, সত্যি ভয় পেয়েছে তাহলে গাফ!'

'মানে?'

'মিসেস স্টুয়ার্ড ওরফে পুসি হলো বয়েডের বোন, গাফের মেয়ে, আরেক পারকিনসন।'

মুচকি হাসল রানা। 'এরকম কিছু একটা হবে বলে আমিও ভেবেছিলাম।'

সংক্ষেপে ওর সাথে কি আলাপ হয়েছে জানাল রানা। 'গাফ ওকে পাঠিয়েছিলেন ভাবতে যেন কেমন লাগছে।'

'এ থেকেই প্রমাণ হয়, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়,' বলল লংফেলো।

শীলা বলল, 'পুসি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা দরকার তোমার, রানা।'

হাসিটা দমন করে মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল রানা।

'স্টুয়ার্ড ছিল ওর তিন নম্বর স্বামী,' শীলা গম্ভীর। 'মাত্র ছয় মাস আগে তাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে। নিউইয়র্ক, মায়ামি, লাস ভেগাস—এই ধরনের জায়গায় জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, আর নষ্টামি করে বছরের নয়টি মাস কাটায় সে।'

'পুরুষ মানুষ দেখলে জিভে নাকি পানি আসে ওর, শুনেছি,' বলল লংফেলো।

'সুতরাং, আমাকে সাবধান থাকতে হবে—এই তো?'

'ঠাট্টা নয়, রানা।'

'না, ঠাট্টা নয়,' রানা গম্ভীর, 'ওর গাড়িটা কাদা থেকে তোলার সময় আর একটু হলেই আমাকে ও রেপ করত।'

'বলো কি?'

আর একটা হাসি দমন করল রানা। বলল, 'বাদ দাও তার কথা। লংফেলো, চলো মালপত্তরগুলো গাড়িতে তুলে ফেলা যাক।'

'শীলা?'

ইতস্তত করতে লাগল শীলা লংফেলোর দিকে তাকিয়ে।

'আমার কেবিনে চলো। রানার বিছানাটা তুমি ব্যবহার করো। নাতি আমার না হয় রাতটা বাইরেই কাটিয়ে দেবে নেকড়েদের সাথে গল্প করে।'

'শীলা বোধহয় এতটা মেনে নিতে পারবে না,' বলল রানা, 'এমনিতেই বদনাম রটেছে আমাকে নিয়ে...।'

পিছিয়ে গিয়ে দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসল শীলা রানার পিঠে। 'ফের যদি ও-কথা তুলে আমাকে রাগাবার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! কি ভেবেছ আমাকে! বদনামকে ভয় পাই?'

'সত্যি পাও না?' ফিসফিস করে বলল রানা, 'শুনে সুখী হলাম। বদনামের কাজকে ভয় পাও?'

আবার কিল তুলল শীলা। মুখে হাসি।

গ্রাস-২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৮

বারো

সামনেই লংফেলোর কেবিন। গিয়ার বদল করল রানা। এক পাশের ঝোপজঙ্গল দুলে উঠতে নাকের ডগা থেকে চশমাটা ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ব্যস্ত হয়ে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করল লংফেলো। 'তাজ্জব ব্যাপার! এর আগে কখনও তো এখানে হরিণ দেখিনি।'

হেডলাইটের আলো ঘুরে গিয়ে স্থির হলো কেবিনের উপর, ছুটে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিতে দেখল রানা একটা মূর্তিকে। 'হরিণ নয়।' গাড়িটা পুরোপুরি দাঁড়ায়নি তখনও, লাফ দিয়ে নিচে নেমে ছুটল ও।

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে ঠিক কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চরকির মত ঘুরল আধ পাক। কেবিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে কেউ, শব্দ পেয়েই ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা দরজাটাকে লক্ষ্য করে।

ঠিক দরজার উপর হলো সংঘর্ষটা। ধাক্কা খেয়ে কেবিনের ভিতর ছিটকে ফেরত গেল লোকটা। পতনের শব্দের পরপরই দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পেয়ে রানা বুঝতে পারল লোকটা কেবিনের ভিতর দিকে সরে যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে। এক পা ভিতরে ঢুকে পকেটে হাত ভরল রানা লাইটার বের করার জন্যে। লংফেলোর হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। যে লোকটা পালিয়েছে তার চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে সে। লাইটারটা স্পর্শ করেও পকেট থেকে খালি হাত বের করে আনল রানা। বিপদের উগ্র গন্ধ ঢুকেছে ওর নাকে। কুঁচকে উঠল ভুরু। বুঝতে অসুবিধে হলো না কেবিনটার প্রতিটি ইঞ্চি ভিজিয়ে রাখা হয়েছে পেট্রল দিয়ে। মুহূর্তে গোটা কেবিনে আগুন ধরাবার জন্যে আগুনের একটা কণাই এখন যথেষ্ট।

সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। পিছনে পায়ের শব্দ। 'সাবধান, লংফেলো।' দ্রুত বলল রানা, 'সরে যাও দরজার কাছ থেকে।'

অন্ধকার সয়ে আসছে রানার চোখে। কেবিনের পিছন দিকের জানালা থেকে ক্ষীণ আলোর আভাস আসছে। হাঁটু মুড়ে নিচু হলো ও। সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ক্ষীণ আলোটা মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সরছে লোকটা। ডান দিকে সরে আসছে নিঃশব্দে, দরজার দিকে এগোচ্ছে। লোকটার অবস্থান অনুমান করে লাফ দিল রানা।

অনুমানে ভুল ছিল। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও দ্রুত সরছে লোকটা। ধরার জন্যে একটা পা পেল রানা শুধু। ধরেই বুঝতে পারল আটকে রাখা যাবে না একে। জোরে পা ঝাড়া দিল লোকটা। পরমুহূর্তে ডান কাঁধে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল

রানা। নিজের অজান্তে ছেড়ে দিল লোকটার পা। আরও আঘাত আসছে বুঝতে পেরে গড়িয়ে সরে যাবার আগেই আচমকা ওঁর মুখে পড়ল একটা লাথি। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিন লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ছুটন্ত পদশব্দ।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল কুণ্ডলী পাকানো একটা মূর্তির সামনে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে শীলা।

কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই লংফেলো কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসল।

'কোথায় লেগেছে…?'

তলপেট চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখটা। 'শালা ষাঁড়টা আমার পেটে গুঁতো মেরেছে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হচ্ছে না,' চারদিকে ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল শীলা, 'চলো, কেবিনে আশ্রয় নিই আগে।'

'না,' বলল রানা, 'কেবিনটা এখন বোমার মত হয়ে আছে। গাড়িতে টর্চ আছে, নিয়ে আসবে তুমি?'

লংফেলোকে ধরে একটা পাথরের কাছে নিয়ে গিয়ে সেটার উপর বসিয়ে দিল রানা। ফিরে এসে রানার মুখের উপর টর্চের আলো ফেলল শীলা।

'মাই গড!' আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল সে এক পা। 'তোমার মুখের এ অবস্থা হলো কি করে?'

'মাড়িয়ে দিয়েছে,' বলল রানা, 'দাঁড়াও এখানে। টর্চটা দাও।' টর্চ হাতে কেবিনের ভিতর ঢুকল রানা। দেখল চাদর, বালিশ, লেপ তোষক সব বিছানা থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে এক কোণায়। কয়েক গ্যালন পেট্রল খরচ করা হয়েছে ওগুলো ভেজাবার জন্যে। কার্পেটটাকে ছোরা দিয়ে ফালি ফালি করা হয়েছে যাতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকতে পারে পেট্রল। মেঝেতে গড়াচ্ছে এখনও তরল জ্বালানি। লণ্ঠনটা খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। 'বাইরেই তাঁবু গাড়তে হবে আজ রাতে। গাড়িতে কম্বল আর চাদর তো আছেই।'

'কেন, কেবিনটা কি দোষ করল?'

পেট্রলের কথা বলল রানা। শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল লংফেলো। খানিকপর শুধু মন্তব্য করল, 'এটাই পারকিনসনদের নিয়ম। যাকে পছন্দ করে না তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।'

'তোমার কি মনে হয়?' জানতে চাইল রানা, 'মেয়ের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে গাফ পারকিনসন লোক পাঠিয়েছিল কেবিনে আগুন ধরাবার জন্যে?'

'গাফ?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লংফেলো। 'আমি বিশ্বাস করি না। গাফ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা বয়েডের শয়তানি।'

'এই মুহূর্তে পুলিসে খবর দেয়া উচিত আমাদের,' বলল শীলা।

'দু'জনের কারও মুখই দেখতে পাওনি তুমি, রানা?'

'কিভাবে!'

'সেক্ষেত্রে,' বলল লংফেলো, পুলিসে খবর দিয়ে কোনও লাভ হবে না।

ব্যাপারটার সাথে পারকিনসনরা জড়িত তা আমরা প্রমাণ করতে পারছি না। ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করতে গেলে দূর দূর করে ভাগিয়ে দেবে পুলিস সার্জেন্ট হ্যামিলটন।'

'পুলিসকেও গোলাম বানিয়ে রেখেছে পারকিনসনরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল লংফেলো, 'এমনিতে হ্যামিলটন মানুষ হিসেবে ভাল, অফিসার হিসেবেও। কিন্তু যখনই পারকিনসনদের কথা উঠবে, নিশ্ছিদ্র প্রমাণ ছাড়া তাকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। পারকিনসনরা এখানকার হর্তকর্তা বিধাতা, চাইলেও কথাটা কেউ ভুলে থাকতে পারে না, রানা।'

কেবিন থেকে আধ মাইল দূরের একটা ঢালু জমিতে তাঁবু খাটানো নিরাপদ বলে মনে করল রানা। ল্যাম্প এবং আগুন জ্বালাবার পর হঠাৎ ব্যথা করে ওঠায় ডান কাঁধে হাত রাখল রানা। উষ্ণ এবং ভেজা ভেজা ঠেকতে, হাতটা ফিরিয়ে আনল চোখের সামনে। রক্ত দেখে আঁৎকে উঠল শীলা। 'ও কি!'

'আরে!' সবিস্ময়ে বলল রানা। 'ছুরি মারা হয়েছে বুঝতেই পারিনি।

পরদিন সকালে শীলা আর লংফেলোর উপর কেবিন পরিষ্কার করার দায়িত্ব দিয়ে ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রানা। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবার পর কাঁধের অগভীর ক্ষতটা বিশেষ বিরক্ত করেনি আর ওকে। শীলা সকালে আর একবার ড্রেসিং করে দিয়েছে।

'গন্তব্যস্থান?' কৃত্রিম জবাবদিহি চাইবার ভঙ্গিতে জানতে চাইল লংফেলো।

সংক্ষেপে উত্তরটা সারল রানা, 'শয়তানের আস্তানা।'

'বোকার মত বিপদের দিকে পা বাড়িয়ো না। তোমাকে নিষেধ করছি আমি।'

'আমার জন্যে কোথাও কোন বিপদ নেই।'

ফিড-ল্যাম্পটা গোলমাল করছিল, ল্যাণ্ডরোভারকে জ্যাক লেমনের বৃষস্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পুলিস স্টেশনে পৌঁছুল রানা। কিন্তু হ্যামিলটন ফোর্ট ফ্যারেলে নেই। কনস্টেবল লোকটা রানার সব কথা শোনার পর প্রশ্ন করল, 'স্যার, লোক দু'জনকে আপনি চিনতে পেরেছেন কি?'

'অন্ধকার ছিল।'

'আপনার কিংবা মি. লংফেলোর কোন শত্রু আছি কি?'

একটু বিরতি নিয়ে উত্তরটা দিল রানা, 'খোঁজ নিলে জানতে পারবেন ওরা দু'জনই সম্ভবত পারকিনসনদের কর্মচারী।'

বিস্ময় ফুটে উঠল কনস্টেবলের চেহারায়। 'কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলের অর্ধেক লোকই তো পারকিনসনদের কর্মচারী, স্যার। সে যাই হোক, মি. রানা, আপনি যদি লিখিত অভিযোগ করেন তাহলে ব্যাপারটা আমি সার্জেন্টের গোচরে আনতে পারি।'

'লিখে পাঠিয়ে দেব অভিযোগটা। সার্জেন্ট হ্যামিলটন ফিরবেন কবে?'

'দিন কয়েকের মধ্যেই।'

পুলিস স্টেশন থেকে পারকিনসন বিল্ডিং সাত মিনিটের রাস্তা। লিফটে ওঠার মুখে পিছন থেকে বাধা পেল রানা। 'হ্যালো, মি. মাসুদ রানা! অমন বেজার মুখে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস স্টুয়ার্ডকে দেখল রানা। মুচকি হেসে বলল, 'ব্রাদার বয়েডের কাছে। কেন যাচ্ছি তা জানতে চাও?'

'চাই, যদি বলো।'

'ওর খাড়া নাকটা দুমড়ে দিতে,' বলল রানা।

খিল খিল করে হেসে উঠল পুসি। রানার সামনে এসে থামল সে। একটা হাত রাখল ওর বাঁ কাঁধে। 'যাচ্ছ, কিন্তু আশা পূর্ণ হবে না। কঠিন পাত্র এই বয়েড। ওর বডিগার্ডের সঠিক সংখ্যা ওর নিজেরই জানা নেই।' মাথাটা একটু সরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'হুঁ। বুড়ো লংফেলো তাহলে আমার কথা বলেছে তোমাকে?'

'বলেছে। কিন্তু সবই খারাপ কথা, প্রশংসাসূচক একটা শব্দও নয়।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল পুসি। 'রানা, তোমার আমি ভাল চাই। যদি জিজ্ঞেস করো, কেন? এর আমি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারব না। হয়তো লংফেলো তোমাকে যা বলেছে তাই সত্য। হয়তো সত্যিই আমি পুরুষ ঘেঁষা মেয়ে। তবে যাই বলো, তোমার মত পুরুষ অনেক সতী সাধ্বী মেয়েরও মাথা ঘুরিয়ে দেবে। সে যাই হোক, পরিষ্কার করে বলছি কথাটা, সত্যি বলতে কি, তোমার ওপর আমার একটা দুর্বলতা মত জন্মেছে। আমি চাই না তোমার এমন সুন্দর শরীরটা কোন জানোয়ারের হাতে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হোক। তাছাড়া, আমাদের বুড়ো বাপ তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেজন্যেই এখানে দেখছ তুমি আমাকে। হ্যাঁ, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম এইখানে।'

'গাফ পারকিনসন আমার সাথে দেখা করতে চান?'

'চান। আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবার জন্যে।'

'কেউ যদি দেখা করতে চায় তাকে আমি সাধারণত বিমুখ করি না,' বলল রানা। 'ডুমুরের ফুল নই, যখন ইচ্ছা তিনি আমার কাছে আসতে পারেন।'

'অবুঝ হয়ো না, রানা। বুড়ো একজন মানুষ তোমার কাছে কষ্ট করে আসবেন, তারপর তুমি তাঁর সাথে দেখা করবে—এটা কি একটা কথা হলো? আমার বাবার সাতাত্তর চলছে। বাইরে তিনি একান্ত বাধ্য না হলে বেরোনই না।'

হাতের তালুতে চিবুক ঘষছে রানা। দেঁতো হাসি লেগে রয়েছে মুখে। 'এমন উপযুক্ত ছেলে থাকতে তাঁর বাইরে বেরুবার দরকারটাই বা কি? তিনি বাইরে বেরিয়ে সব ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতে চাইলে বরং হাঙ্গামাই বেধে যাবে, কি বলো?'

'মানে?'

'বাপ-বেটার গোলমাল দেখা দেবে না?'

বিস্ময় ফুটে উঠল পুসির চেহারায়। কিন্তু দ্রুত সামলে নিল সে নিজেকে। খোঁচাটা ঠিক জায়গা মতই যেন লেগেছে, মনে হলো রানার।

'ঠিক আছে পুষি বিড়াল। চলো, তোমার জনকের সাথে মোলাকাত পর্বটা সেরেই নিই আজ।'

হাসল পুসি। 'আমি জানতাম যুক্তি মানবে তুমি, রানা। চলো, বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি তোমার জন্যে।'

কন্টিনেন্টালে চড়ে শহর ত্যাগ করল ওরা। দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে গাড়ির

স্পীড আশির উপর তুলল পুসি। প্রথমে ভাবল রানা, পারকিনসনদের স্বর্গপুরী লেকসাইড নামে খ্যাত এলাকারই কোথাও হবে। পারকিনসন করপোরেশনের উচ্চপদস্থ অফিসাররা সবাই ওদিকেই বসবাস করে। কিন্তু এলাকাটাকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি আরও দক্ষিণ দিকে ছুটছে দেখে ভুলটা ভাঙল ওর। হঠাৎ যেন বোধোদয় হলো ওর, তাই তো, গাফ পারকিনসন নিজেকে উচ্চপদস্থ বলে কেন মনে করবে, সে নিজেকে রাজা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। সবচেয়ে ভাল জায়গায় অনুপম প্রাসাদে রাজত্ব করবে সে এবং সেটাই তার জন্যে মানানসই।

গল্প জমাবার চেষ্টা করল পুসি, কিন্তু শুরুতেই ধমক লাগিয়ে তাকে নিরাশ করল রানা। গুম মেরে সিগারেট টানতে লাগল সে। এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা সিগারেট শেষ হলে আরেকটা ধরাতে দশ সেকেণ্ডের বেশি সময় নিচ্ছে না। মাঝে মধ্যে আড়চোখে শুধু দেখছে রানাকে।

ফরাসীদের শ্যাতোর অনুকরণে তৈরি করেছে পারকিনসনরা তাদের প্রাসাদ। দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হলো রানা। একজন মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই বাড়িটার আশপাশে। লাল ইঁট, কারুকাজ করা জানালা, রঙিন টালির ছাদ—সব নতুনের মত ঝকঝক করছে, যেন এইমাত্র তৈরি করে দিয়ে বাড়ি গেছে মিস্ত্রীরা।

মাঝারি আকারের একটা ফুটবল খেলার মাঠের মত হলরুমে ঢুকল পুসি রানাকে নিয়ে। একদিকের পুরো দেয়াল নেই, তার জায়গায় উঠে গেছে ক্রমশ সিঁড়ির ধাপ। সেদিকে না গিয়ে রানার হাত ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল পুসি।

'ঘাড় মটকে দেব,' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল রানা, 'ফের যদি অনুমতি না নিয়ে গায়ে হাত দাও।'

হাসিটা এতটুকু ম্লান হলো না মুখ থেকে, পুসি বলল, 'ঠিক আছে, অনুমতি চাইছি, একটা চুমো খাব?'

'অবশ্যই।' কথাটা বলেই পুসির দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

দুপ দাপ পায়ের শব্দ তুলে রানাকে ছাড়িয়ে এলিভেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পুসি। বোতাম টিপতে খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকে ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল সে, যথাসম্ভব বেশি জায়গা নিয়ে। রানা উঠল, দাঁড়াল একপাশে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে বোতাম টিপে দিল পুসি। উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। রানার গায়ের দিকে সেঁটে এল পুসি। 'রানা, আমার প্রতি তুমি ঠিক সদয় আচরণ করছ না। কারণটা জানতে পারি কি?'

'খুব একটা সহৃদয় লোক নই আমি। সব মেয়েকে আমার ভাল লাগে না।'

'হুহ্,' রানার পেটে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল পুসি। 'নিজেকে খুব কেউকেটা ভাবো, না?'

'কেউকেটা না হলে তোমার মত মেয়ে প্রেম নিবেদন করবে কেন? যাকে তাকে নিশ্চয়ই তুমি...'

চড়টা এগিয়ে আসছে দেখে দ্রুত হাত তুলে পুসির কব্জি ধরে ফেলল রানা, তারপর জোরে একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। ব্যথায় নয়, রাগে লাল হয়ে উঠতে দেখল রানা মুখটাকে। মৃদু শব্দে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতে খট-খট-খট-খট করে হাই হিলের আওয়াজ তুলে করিডর ধরে দ্রুত এগোল পুসি। একটা বাঁক পর্যন্ত

তাকে অনুসরণ করল রানা। ডান দিকে তর্জনী তুলে শেষ মাথার একটা দরজা দেখিয়ে বলল পুসি, 'ওখানে,' তারপর সাঁই করে ঘুরে হাঁটা ধরল অন্যদিকে।

দরজা খুলে বিশাল একটা লাইব্রেরী রূমে ঢুকল রানা। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা বুক শেলফে অসংখ্য বই আর বই। বইগুলোর মলাট তৈরির জন্যে কয়েক ডজন গরু জবাই করা হয়েছে, ভাবল রানা। মলাটগুলোর চকচকে ভাব এতটুকু ম্লান হয়নি দেখে ধারণা করল ও, রোজ দু'বেলা মালিকের জুতো পালিশ করার মত চাকর-বাকরেরা ওগুলোও বুক কেস থেকে নামিয়ে পালিশ করে। অপর দিকে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু কয়েকটা জানালা। সেগুলোর সামনে বড় একটা মেহগনি কাঠের ডেস্ক, উপরটা সবুজ লেদার দিয়ে মোড়া, সোনালী নকশা কাটা।

পাশাপাশি চারজন বসতে পারে ডেস্কের পিছনের রিভলভিং চেয়ারটায়। সিংহাসনের মতই আকৃতি সেটার। তাতে বসে আছেন মহারাজ—গাফ পারকিনসন।

রানা জানত লংফেলোর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় গাফ পারকিনসন, কিন্তু তাঁকে দেখে পাঁচ বছরের ছোট বলেই মনে হলো ওর। সামরিক অফিসারের মত কড়া গোঁফ, খয়েরী রঙের চুলের সাথে মিলে গেছে পুরোপুরি। শালপ্রাংশু শরীর। কাঁধের দিকটা বিশাল, কোমরটা সরু, পেশীর অস্তিত্ব এখনও পরিষ্কার, গায়ে চর্বির স্তর তৈরি হয়নি। ধারণা করল রানা, নিয়মিত ব্যায়াম চালিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক এই বয়সেও।

হাত নাড়লেন তিনি। 'সিট ডাউন, রানা,' কণ্ঠস্বর ভরাট এবং সেই সাথে স্পষ্ট, ভঙ্গিতে কর্তৃত্বের সুর। 'ওটাই তোমার নাম, তাই নয় কি?'

'তাই,' বলল রানা, 'বসতে বলার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করব। বেশিক্ষণ থাকব বলে আসিনি আমি।'

'সে তোমার ইচ্ছা,' গাফ পারকিনসন বললেন, 'বিশেষ একটা কারণে তোমাকে আমি এখানে ডাকিয়ে এনেছি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

লৌহ কঠিন মুখে এক চিলতে হাসি ফুটল। 'তুমি ফোর্ট ফ্যারেলের লোক নও বলেই আমার ডাকের অর্থ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানো না। সে যাক, ভয় পাবার কিছু নেই তোমার। এখনও আমি সিদ্ধান্ত নিইনি তোমার ব্যাপারে। আমি জানতে চাই ফোর্ট ফ্যারেলে কি করছ তুমি।'

'আপনার মত আরও অনেকেই তা জানতে চাইছে,' বলল রানা। 'কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলে বা এই দুনিয়ায় আমি কি করছি না করছি তা দিয়ে আপনার কি দরকার, মি. পারকিনসন?'

'দরকার নেই? আমার মাটিতে তুমি বিনা অনুমতিতে জিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছ কেন তা আমি জানতে চাইব না?'

'আপনার মাটিতে? খবর নিন, ওটা ক্রাউন ল্যাণ্ড।'

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গাফ, 'তর্কে আমার রুচি নেই, রানা। কি করছ তুমি এখানে, পরিষ্কার জানতে চাই।'

'স্রেফ পেটের ধান্ধায় ঘুরছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন তিনি রানাকে। 'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে

সুবিধে করতে পারবে না, ইয়ংম্যান। তোমার চেয়ে অনেক কঠিন পাত্র এর আগে চেষ্টা করেছে, আমি তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে জন্মের মত উচিত শিক্ষা দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি।'

কপালে ভুরু তুলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল? আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করেছি বলে তো মনে পড়ছে না আমার, মি. পারকিনসন। ব্ল্যাকমেইলের কথা উঠছে কেন? এমন অপরাধ আপনি হয়তো করে থাকতে পারেন যা গোপন করে রাখতে চান, কিন্তু সেগুলো প্রকাশ করে দিয়ে টাকা আদায় করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই।'

'হাডসন ক্লিফোর্ড সম্পর্কে তোমার কৌতূহলের কারণ কি?' সরাসরি রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমি,' চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

ডেস্কে চাপড় মেরে সেটাকে নড়িয়ে দিলেন গাফ পারকিনসন। 'আমার সাথে গোঁয়ার্তুমি কোরো না, ছোকরা! তার পরিণতি ভাল হবে মনে করলে ঠকবে তুমি।'

ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'কি মনে করেন নিজেকে আপনি, গাফ পারকিনসন? এবং আমার সম্পর্কে কি ধারণা আপনার?' রানা দেখল, গাফ পারকিনসন হঠাৎ পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে। 'ফোর্ট ফ্যারেলের আর সব ছাগল-ভেড়ার মত আমি নই যে তাদের মত আমার মুখেও হাত চাপা দিতে পারবেন। আপনি ভেবেছেন, অসহায় এক বুড়োর ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন আপনি, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব?'

গাফ পারকিনসনের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছি আমি, এটাই কি তোমার অভিযোগ, ইয়ংম্যান?'

'পেট্রল ঢালার কাজ শেষ করেছিল, আগুন জ্বালাবার সময় পায়নি,' বলল রানা।

চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'কার বাড়ি আমি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছি জানতে পারি কি?'

'আপনার পছন্দ নয় বা আপনি ভয় করেন এমন একজন লোকের সাথে মি. লংফেলো ওঠাবসা করে বলে, তার চাকরি খেয়েছেন আপনি, কিন্তু তাতেও আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি...'

হাত তুলে থামালেন তিনি রানাকে, 'কবেকার ঘটনা?'

'গত রাতে।'

ডেস্কের উপর সুইচবোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি। তর্জনী দিয়ে একটা বোতাম চেপে ধরে অদৃশ্য মাইক্রোফোনের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন, 'আমার মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও।' রানার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গলার স্বরে আগের মতই কাঠিন্য। 'রানা, তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, কারও বাড়ি-ঘরে আমি কখনও আগুন ধরাই না। যদি কখনও ধরাতে চাইতাম, সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেত, পেট্রল ঢালার পর বাকি কাজটা অসমাপ্ত থাকত না। এবার, আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। হাডসন ক্লিফোর্ড সম্পর্কে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?'

'হতে পারে যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি তার অতীত ইতিহাস

সম্পর্কে সম্ভাব্য সবকিছু জানতে চাই আমি,' মুচকি হেসে ঠাট্টাচ্ছলে বলল রানা। কিন্তু বলেই বুঝল, গাফ পারকিনসনের জন্যে এটা একটা চমক তো বটেই, আঘাতও কম নয়।

রানার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকলেন গাফ। তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওহ্, বুঝেছি। তার মানে শীলাকে বিয়ে করে আখের গুছাতে চাইছ!'

'তাই যদি চাইতাম তাহলে আমি তো আপনার মেয়ের ওপরই নজর দিতে পারতাম।' কথাটার উত্তরে স্তম্ভিত গাফ পারকিনসনের কি বলবার আছে তা আর জানা হলো না রানার। কারণ, সেই মুহূর্তে কামরার ভিতর ঢুকল পুসি।

ঝট করে মেয়ের দিকে ফিরলেন গাফ পারকিনসন। 'লংফেলোর বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার একটা অপচেষ্টা চালানো হয়েছে,' রূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, 'কর্মটি কার?'

'আমি কি জানি!' পুসি মুখ কালো করে ফেলল।

'আমাকে মিথ্যে বলতে চেষ্টা করো না, পুসি,' মেয়েকে সতর্ক করে দিলেন গাফ পারকিনসন। 'চিরকাল ধরা পড়েছ তুমি আমার কাছে।'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল পুসি একবার রানার দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বললাম তো, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।'

'জানো না?' গাফ পারকিনসন বললেন, 'দ্বিতীয়বারও মিথ্যে কথা বলতে সাহস হচ্ছে তোমার! ঠিক আছে, এই শেষবার। হুকুমটা কে দিয়েছিল—তুমি, না বয়েড? রানা এখানে আছে বলে ইতস্তত করার কিছু নেই। আমি সত্য জানতে চাই।'

'আমি! আমি!' ফেটে পড়ল পুসি। 'তখন আমার মনে হয়েছিল কাজটা ভালই হবে। আমি জানতাম ওকে তুমি ফোর্ট ফ্যারেল থেকে তাড়াতে চাও।'

দু'চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি ফুটে উঠল গাফ পারকিনসনের। 'লংফেলোর বাড়ি জ্বালিয়ে দিলে মাসুদ রানা পালাবে, এই ভেবেছিলে তুমি? তুমি আমার মেয়ে, পুসি! এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? ওহ্ গড, আমি দেখছি একটা কেঁচোর বাপ হয়েছি!' বিদ্যুৎবেগে একটা হাত তুললেন তিনি রানার দিকে। 'তাকাও একবার এই লোকের দিকে। পারকিনসন করপোরেশনের কাছ থেকে চমৎকার কৌশলে এই লোক কয়েক হাজার ডলার খসিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে সে নিপুণ কায়দায় বয়েডের চারদিকে জাল পাতছে। এসব জানার পরও কিভাবে তুমি ভাবলে যে এই লোককে আগুনের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবে?'

বড় একটা শ্বাস নিল পুসি। কণ্ঠস্বর কচি খুকির মত করে বলল, 'বাবা, এই লোক আমার হাত মুচড়ে দিয়েছে।'

তেরো

দেঁতো হাসি ফুটল রানার মুখে। 'চড় খেতে চাইনি বলে ওর হাতটা ধরে মুচড়ে

দিয়েছিলাম, ব্যস। ওর চড় আমার পছন্দ নয়।'

রানার কথায় কান দিলেন না গাফ। 'আমার হিসেবে এখনও তুমি খুব বড় হওনি, পুসি। গায়ের ছাল এখনও তুলতে পারি। সম্ভবত আগেই উচিত ছিল আমার কাজটা করা। এখন বিদায় হও তোমার ওই আহামরি চেহারা নিয়ে।' পুসি দরজা পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। 'এবং মনে রেখো, আর কোনরকম চালাকি নয়! এই ব্যাপারটা আমি নিজে সামলাব।'

দরজা বন্ধ হবার জোর শব্দ হলো।

রানা বলল, 'আপনার উপায়টা আইনসঙ্গত হবে, তাতে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই।'

চোখ কুঁচকে রানাকে দেখলেন গাফ। 'আইন মেনেই যা কিছু করি আমি।' ড্রয়ার খুলে ভিতর থেকে একটা চেক বই বের করে ডেস্কের উপর রাখলেন তিনি। সেটা খুললেন। 'লংফেলোর বাড়ির ব্যাপারে আমি দুঃখিত—ক্ষতির পরিমাণ কত হবে?'

'হাজার পাঁচেক ডলার পেলে লংফেলোর মনে কোনরকম দুঃখ থাকবে বলে মনে করি না,' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে যোগ করল রানা। 'এছাড়া, আমার একটা চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ল্যাণ্ডরোভারের প্রশ্নও আছে।'

খয়েরী রঙের ভুরুর ভিতর থেকে রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন গাফ পারকিনসন। 'রানা, আমাকে নাড়া দিয়ে টাকা ঝরাবার চেষ্টা করো না। ল্যাণ্ডরোভারের প্রসঙ্গ কোথা থেকে আসছে?'

'সেটা একটা আলাদা গল্প।'

'শুনি।'

কাইনোস্কি রোডে যা ঘটেছিল ব্যাখ্যা করে বলল রানা। 'বিগ প্যাটকে বয়েড হুকুম দিয়েছিল আমাকে শায়েস্তা করতে, বিগ প্যাট তার হুকুম পালন করেছে মাত্র।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে একটা ঠগী পরিবারের কর্তা আমি,' বিড় বিড় করে কথাটা বলে চেক লিখলেন গাফ, তারপর বই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে রানার দিকে ঠেলে দিলেন সেটা। রানা দেখল দশ হাজার ডলারের অঙ্ক বসানো হয়েছে তাতে।

'আপনার মেয়েকে সাবধান করে দিয়েছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু বয়েডের ব্যাপারে কি করবেন ঠিক করেছেন? ভবিষ্যতে সে যদি কোনরকম চালাকি করতে চেষ্টা করে তার মুখটা যাতে চেহারা বদলায় তার ব্যবস্থা আমি করব!'

'তা তুমি পারবে কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' গাফ হাসলেন, কিন্তু তা তিক্ত বলেই মনে হলো রানার। টেলিফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। 'বয়েডের অফিসে কানেকশন দাও।'

রিসিভারের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন গাফ। 'এ কাজ আমি বয়েডের স্বার্থে করছি না। তোমাকে আমি চোখের সামনে থেকে দূর ঠিকই করব রানা, কিন্তু তা করব আইনসঙ্গত ভাবে এবং পাল্টা আঘাত যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করেই।'

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ক্ষীণ বেসুরো একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'বয়েড! কান খুলে শোনো এখন,' গাফ পারকিনসন ছেলেকে বলছেন, 'এখন থেকে মাসুদ রানার পেছনে লাগবে না তুমি। ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোমার—যা করার আমিই করব।...একশোবার! একশোবার সে বাঁধের কাছে

যাবে—ক্রাউন ল্যাণ্ডে মাটি খুঁড়লে তোমার কি? ...শুনতে চাই না...ওর যা খুশি করুক, তুমি ওর কথা ভুলে গিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও। ভাল কথা, গতরাতে লংফেলোর বাড়িতে পেট্রল ঢালার ব্যাপারে কি জানো তুমি? ...কিছু জানো না—বেশ, তোমার প্রিয় বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে জানে।'

ক্রেডলে রিসিভার রাখলেন গাফ পারকিনসন। 'সন্তুষ্ট?'

'নিশ্চয়,' বলল রানা, 'নিতান্ত বাধ্য না হলে গোলমালে জড়াতে চাই না আমিও।'

'কিন্তু যাতে জড়িয়ে পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করব,' প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন তিনি। 'অবশ্য, ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে যদি ভালয় ভালয় চলে যাও তাহলে আলাদা...' রানার হাসি হাসি মুখ আর দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য করে থেমে গেলেন গাফ। গলার স্বর পাল্টে প্রায় মিনতির ভঙ্গিতে বললেন, 'সত্যি সত্যিই, কে তুমি, রানা? কি চাও তুমি? কেন এভাবে আদাজল খেয়ে...'

কোন মন্তব্য তো করলই না রানা, আলোচনা চালিয়ে যাবার আর ইচ্ছে নেই তা জানিয়ে দেবার জন্যে প্রশ্ন করল, 'শহরে ফিরব কিভাবে আমি? আপনার মেয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে, নিশ্চয়ই সে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে না?'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন গাফ পারকিনসন রানার মুখের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'হাঁটাটা তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করবে। মাত্র তো একুশ মাইল পথ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাফ পারকিনসনের দিকে পিছন ফিরল রানা। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

নিচে নেমে হলরুমে বা বাইরে কোথাও দেখল না রানা পুসিকে। দারোয়ান বা চাকরবাকরদের কাউকেও নজরে পড়ল না ওর। দু'মানুষ উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠান ধরে খানিকদূর গিয়ে দিক পরিবর্তন করে সুইমিং পুলটার দিকে এগোল রানা। নির্জন, খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। কনটিনেন্টাল গাড়িটার ছায়া পর্যন্ত দেখল না ও। কংক্রিটের চাতাল ধরে সুইমিং পুলটাকে বাঁ দিকে রেখে মন্থর গতিতে হাঁটছে রানা। একুশ মাইল পায়ে হেঁটে শহরে ফেরার কোন ইচ্ছা ওর নেই। গ্যারেজটা খুঁজে পেলেই হয় এখন।

সুইমিং পুলটা পেরিয়ে এসে হঠাৎ রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কংক্রিটের পাকা উঠানটা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে একটা অর্ধবৃত্তের আকৃতি নিয়ে। গ্যারেজটা সম্ভবত এদিকেই। কিন্তু রানার দৃষ্টি আটকে গেছে উল্টো দিকে একটা একতলা বিল্ডিঙের উপর।

ঘন গাছপালার ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা একতলা বিল্ডিঙের কাঠামো। সঙ্গত কোন কারণ না থাকলেও, অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা দালানটার প্রতি। ওদিকে পা বাড়াবার ইচ্ছাটাকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দমন করতে গিয়েও কি ভেবে, অনেকটা যুক্তির বিরুদ্ধেই, দিক পরিবর্তন করে এগোতে শুরু করল ও।

কংক্রিটের উঠান পেরিয়ে ঘাসের উপর নামল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোল লাল ইঁট দিয়ে তৈরি বিল্ডিংটার দিকে।

ক্রমশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা দালানটা। লাল ইঁটের উপর কালচে

শ্যাওলা জন্মেছে। জানালা দরজায় পর্দা নেই। তার মানে, বসবাসের জন্যে বাড়িটাকে ব্যবহার করা হয় না বলে অনুমান করল ও। কিন্তু গেটটা দেখে বেশ একটু অবাক হলো।

প্রকাণ্ড গেট। পাশাপাশি দুটো ট্রাক গলে যেতে পারবে অনায়াসে। লোহায় মরচে ধরেছে। ওর অবাক হবার কারণ হলো, মস্ত একটা তালা ঝুলছে গেটের মাঝখানে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাল রানা লোহার রডের ফাঁক দিয়ে। কেউ নেই বলেই মনে হলো। অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা, নির্জন আর নিস্তব্ধ পরিবেশ বিল্ডিংটার ভিতর। তালাটা বহুকাল ধরে খোলা হয় না, বুঝতে পারল গায়ে মরচে পড়ার দাগ দেখে।

কৌতূহল জাগাতে পারে এমন কিছু চোখে না পড়লেও গেট টপকে বিল্ডিংটা ঘুরে একবার দেখার ইচ্ছা থাকলেও ব্যাপারটা স্রেফ সময়ের অপচয় হবে মনে করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পা বাড়াবে ফেরার জন্যে, হঠাৎ পায়ের দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল ও।

গাড়ির চাকার দাগ মাটিতে। বেশ পুরানো, কিন্তু এখনও পরিষ্কার। তার মানে, ভাবল ও, মাস কয়েকের বেশি পুরানো নয়। দাগটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করার জন্যে গেটের দিকে ফিরল আবার। গেট পেরিয়ে বিল্ডিংটার উঠানে, সেখান থেকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে পিছন দিকে।

তিন সেকেণ্ড চিন্তা করার পর গেট টপকে ভিতরে ঢুকল রানা। বিল্ডিংটার পিছন দিকে এগোতে এগোতে একটা সিগারেট ধরাল।

পিছন দিকে পৌঁছে টিনশেডটা দূর থেকেই চোখে পড়ল ওর। একদিকের ছাদ নিচু হয়ে গেছে সম্ভবত কোন ঝড়-ঝাপটায়। কেউ নেই আশপাশে। টিন-শেডের দরজাটাও টিন দিয়ে তৈরি। বন্ধ। গাড়ির চাকার দাগটা দরজা পেরিয়ে ভিতরে চলে গেছে। হাঁটার গতি বেড়ে গেল রানার।

এ তালাটাও অনেক দিনের পুরানো। টানাটানি করতে খুলে গেল সহজেই, কবাট দুটো খুলে ভিতরে তাকাল রানা।

শেডের ভিতর পুরানো অচল প্রাইভেট কার, ট্রাক্টর, মোটরসাইকেল, ট্রাক আর মাইক্রোবাসের ভিড়। সবগুলোই ভাঙা, তোবড়ানো, বিধ্বস্ত গাড়ি। জায়গাটাকে যানবাহনের গোরস্থান বলা চলে। দু'পাশের গাড়িগুলো দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগোল রানা। শেডের মাঝখানটায় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও।

ধুলোর স্তর প্রায় ঢেকে রেখেছে গাড়িগুলোর স্বাভাবিক চেহারা। কিন্তু তবু ওগুলো যে সবই অতি পুরাতন, রঙচটা, বাতিল গাড়ি তা এক নজর দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না। এগুলোর ভিড়ে খাপছাড়া একটা জিনিস দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা।

গাড়িটা বিরাট। ধুলোর স্তর প্রায় ঢেকে ফেলেছে পুরোটা। কিন্তু ভিতর থেকে একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে বেরিয়ে আসছে তবু। এই সব মরচে ধরা গাড়ির ভিড়ে এটা যেন একটা ব্যতিক্রম। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা আঙুল দিয়ে গাড়িটার ছাদে ঘষা দিতেই ধুলোর স্তর সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল চকচকে, লাল গা।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। আনকোরা নতুন গাড়ি এটা। এখানে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? ঘুরে গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কারণটা বুঝল এতক্ষণে ও। গাড়ির সামনেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে দুঃখজনকভাবে। নাক বরাবর কোন শক্ত বস্তুর সাথে ধাক্কা খেয়েছিল, সন্দেহ নেই। ধুলোর স্তর সরিয়ে গাড়ির নাম ও নাম্বারটা দেখে নিল রানা। মাঝখানের রাস্তাটা ধরে আবার এগোতে শুরু করল রানা। সত্যিকার বিস্ময় অপেক্ষা করছিল একেবারে পিছন দিকে।

দেখেই চিনতে পারল রানা কালো গাড়িটাকে। উইণ্ডস্ক্রিনের মাঝখানে এখনও ঝুলছে জাপানী পুতুলটা। কেনেথের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। এই গাড়িটাই চাপা দিয়েছিল ওদেরকে মন্ট্রিয়লে।

গাড়ির নাম্বার-প্লেটটা দেখল রানা। নাম্বারটা টুকে নিতে গিয়েও নিল না, ভাবল লাভ নেই, কেননা অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাবার পর নাম্বার-প্লেট নিশ্চয়ই বদলে ফেলা হয়েছে।

বিল্ডিঙটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। গেট টপকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সুইমিং পুল পর্যন্ত এসে পারকিনস-দের বসতবাটির পিছন দিকে যেতেই গ্যারেজটা দেখতে পেল, পুসির কনটিনেন্টাল দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আরও কয়েকটা গাড়ি।

কনটিনেন্টালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে দেখল, ইগনিশনলকে রিঙসহ ঝুলছে চাবিটা

হালকা শিস দিল রানা। গাড়িটাকে না পেয়ে পুসির চেহারা কেমন হবে ভাবতে গিয়ে মৃদু হাসল ও। উঠে বসে স্টার্ট দিল কনটিনেন্টালে।

জ্যাক লেমনের কাছে পানির দামে বিক্রি করে দিল রানা ল্যাণ্ডরোভারটা। প্রায় নতুন একটা টয়োটা জীপ কিনে ফেলল গাফ পারকিনসনের টাকায়। লেমনকে অনুরোধ করতে সে রাজি হলো কনটিনেন্টালটাকে পারকিনসন বিল্ডিঙ-এর সামনে রেখে আসতে। জীপ নিয়ে কেবিনে ফিরে রানা দেখল শীলার কোমর ধরে নাচছে লংফেলো, হাঁপাচ্ছে ঘনঘন, আর ঢোক গিলতে গিলতে বলছে, 'ছেড়ে দে মা, এই বুড়ো বয়সে এসব শিখে আর কি হবে…!'

'চমৎকার!' ভিতরে ঢুকে বলল রানা। 'আজ উৎসবেরই দিন বটে। নাচো, নাচো!'

দু'জনেই থামল ওরা। ফিরল রানার দিকে।

'উৎসবের দিন?' জানতে চাইল শীলা। লংফেলোকে ছেড়ে দিয়ে এক পা এগোল সে রানার দিকে।

'কেবিনের ক্ষতি হওয়ার দরুন পাঁচ হাজার ডলার দিয়েছেন তোমাকে গাফ,' লংফেলোর দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'আর আমার ল্যাণ্ডরোভারের দাম হিসেবে আমি পেয়েছি আরও পাঁচ।' পকেট থেকে ডলারের বাণ্ডিলটা বের করে ছুঁড়ে দিল রানা লংফেলোর দিকে।

'বলো কি!' বাণ্ডিলটা লুফে নিয়ে আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো। পরমুহূর্তে সবজান্তার মত মাথা দোলাল সে। 'আসলে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তখনই আমার মনে খটকা লেগেছিল। গাফ এ ধরনের কাজ কখনও করে না। সে নির্মম

একটা জানোয়ার, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত বেআইনী কিছু করে ধরা পড়েনি কোনদিন।'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে বলল রানা। কিন্তু টিনশেডের প্রসঙ্গটা জানাল না ওদের। সবশেষে বলল, 'গাফকে একজন সৎ লোক বলেই মনে হয়েছে আমার। চেঙ্গিস খানের মত বদরাগী বা পাষাণ তিনি হতে পারেন, কিন্তু যা করেন সরাসরি, আইনের আওতায় থেকে করেন। তাঁর সাথে কথা বলে এটুকু আমি পরিষ্কার বুঝেছি। এখন প্রশ্ন হলো, এরকম একজন লোকের লুকিয়ে রাখার মত কি থাকতে পারে?'

'ব্ল্যাকমেইলের কথা তিনি তুললেন কেন বুঝতে পারছি না,' শীলাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, লংফেলো?'

'সৎ লোক, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত।'

'তাহলে ব্ল্যাকমেইলের ভয় কেন করছেন তিনি?'

চুপ করে থাকল লংফেলো। কি যেন ভাবছে।

আবার বলল রানা, 'এক হতে পারে, কেনেথকে খুন করা হয়েছে এবং আমি তার সাক্ষী, এটা তিনি জানেন। কিন্তু…'

আমাদেব ধারণা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ সত্যিই যদি গাফ একজন সৎ লোক হয়ে থাকে,' বলল লংফেলো, 'তাহলে কেনেথ হত্যাকাণ্ডে তার কোন হাত না থাকারই কথা। তাই যদি হয়, তার ভয়ের কি আছে?'

'হয়তো ছেলের অপরাধের জন্যে তুমি তাকেই ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ এরকম ভেবে থাকতে পারেন,' বলল শীলা।

'উঁহুঁ,' বলল রানা, 'তিনি যেভাবে কথাটা বলেছেন তাতে শুধু এটাই বোঝায় যে তাঁর নিজের কোন অপরাধের জন্যেই আমি তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করার কথা ভাবছি বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, ব্ল্যাকমেইল করার মত অন্তত একটা অপরাধ তিনি করেছেন তাঁর জীবনে।'

শীলা এবং লংফেলো চুপচাপ চেয়ে আছে রানার দিকে। কথা নেই মুখে।

'কেনেথকে খুন করার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা নাও থাকতে পারে,' বলল রানা, 'কিন্তু হাসপাতালে আমি যে কেনেথের সাথে ছিলাম এ খবর তিনি হয়তো জানেন।'

'না হয় জানলই…'

লংফেলোকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তিনি জানেন কেনেথ তার প্রথম জীবনে বখাটে এবং বদমাশ ছিল। এই কেনেথই ছিল হাডসন ক্লিফোর্ডের ক্যাডিলাকে, যখন অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে। অ্যাক্সিডেন্টের পর কেনেথ স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমার সাথে হাসপাতালে থাকার সময় তার স্মৃতি ফিরে এসেছিল—গাফ পারকিনসন যদি এরকম ভেবে থাকেন? হয়তো তাই ভেবেছেন এবং ধরে নিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টের সময় ঠিক কি ঘটেছিল তা কেনেথ আমাকে জানিয়ে গেছে এবং আমি এখন ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে।'

লংফেলোর চোখ কপালে উঠে গেছে। 'তার মানে তুমি পরিষ্কার বলছ সেটা

অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাইছি আমি,' বলল রানা, 'সেটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। সৎ হলেও, গাফ পারকিনসন সম্ভবত জীবনে বড় একটা বেআইনী কাজ করেছিলেন। যে কাজের একমাত্র সাক্ষী ছিল কেনেথ।'

'বড় একটা বেআইনী কাজ বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' জানতে চাইল লংফেলো।

'খুন,' বলল রানা, 'বেআইনী কাজ বলতে আমি খুন বোঝাতে চাইছি, লংফেলো।'

চোখমুখ থমথম করছে ওদের। দু'জনের দিকে তাকাল রানা পালাক্রমে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যদিও, বুঝলে লংফেলো, এতক্ষণ ধরে যা বললাম তার একটা কথাও আমি নিজেই বিশ্বাস করি না।'

বিস্ময়ে কথা ফুটল না লংফেলোর মুখ থেকে।

'কি!' প্রায় আঁৎকে উঠল শীলা।

পায়চারি শুরু করেছে রানা। মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'হ্যাঁ। যে ব্যাপারটার ওপর ভিত্তি করে কথা বলছি সেটা আসলে কপোলকল্পিত, বাস্তব কোন ব্যাপার নয়।'

'কিছুই বুঝছি না আমরা তোমার কথা, রানা,' বলল লংফেলো।

'আমরা যেমন ভাবে ভাবছি তার গোড়ায় মস্ত কোন গলদ রয়ে গেছে,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'কেনেথের মুখ থেকে ঘটনাগুলো শোনার পর আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অদ্ভুত একটা রহস্য আছে। যে রহস্যের মীমাংসা করা পুলিস বা সি আই ডি বিভাগের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব নয়। নিজেকে এই রহস্যের সাথে জড়াবার কয়েকটা কারণের মধ্যে এটাও একটা বড় কারণ, লংফেলো। দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রতি আমার অদম্য আকর্ষণ। সে যাই হোক, রহস্যটা আমরা যতটুকু মনে করছি তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং নাটকীয়, এটুকু নিশ্চয়তা তোমাদের আমি দিতে পারি।'

'কিন্তু পরিষ্কার করে বলছ না কেন জটিলতা কোন্‌খানটায়? গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে বলছ, কি সেই গলদ?'

পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ মুচকি হাসল রানা। 'না, লংফেলো, সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি। আমার অনুমানের কথা শুনিয়ে কারও কান ভারি করতে চাই না। প্রমাণ চাই।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে কাইনোক্সি উপত্যকায় পৌঁছে দিল রানা শীলাকে।

বুড়ো ডিকসনকে বন্দুক হাতে হাঁস যোগাড় করে আনতে পাঠিয়ে দিয়ে স্টোভ জ্বেলে তাতে কফির পানি চড়াল শীলা। সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল

রানা। 'তোমার এলাকাটা সার্ভে করতে না দিয়ে ভুলই করেছ তুমি, শীলা,' বলল রানা। 'কে জানে, হয়তো সত্যি সোনার খনি আছে মাটির নিচে।'

'দূর!' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে হেসে উঠল শীলা।

'উড়িয়ে দিচ্ছ কথাটা?' বলল রানা, 'আর কিছু না হোক, বাঁধ তৈরির কাজে ওদেরকে একটা বাধা দেয়া যেত।'

রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে পাশের সোফায় বসল শীলা। 'কিভাবে?'

'ধরো, সার্ভে করে জানা গেল তোমার এলাকায় খনিজ পদার্থ আছে। বিষয়টা আমরা সরকারের গোচরে আনলাম।'

'বেশ। তারপর?'

'বাঁধ যত লোকের কর্মসংস্থান করবে তার চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি লোকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করবে একটা খনি, সুতরাং, সরকার বাঁধ তৈরির অনুমতি প্রত্যাহার করে নেবে।'

'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ,' কাপটা নামিয়ে রেখে বলল শীলা। 'হাতে কি সময় নেই? এখনও তো দেখতে পারো পরীক্ষা করে।'

'তা পারি,' বলল রানা, 'যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছি। খনি থাক বা না থাক, আছে এই কথা প্রচার করে দিয়ে ওদের কাজে বাধাও সৃষ্টি করতে পারি।'

'কিন্তু পরে?'

'পরের কথা পরে ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'ওদেরকে খেপিয়ে দিয়ে দেখিই না, কোন লাভ হয় কিনা।'

'শেষ পর্যন্ত সবদিক যদি সামলাতে পারো তাহলে তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, আমি কোন বাধা দেব না।'

'ভেবে দেখি আরও,' কথাটা বলেই চমকে মুখ তুলল রানা জানালার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে শীলা। 'কপ্টারের আওয়াজ তার কানেও গেছে।

'তুমি বসো,' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল শীলা কামরা থেকে।

জানালা দিয়ে রানা দেখল 'কপ্টারটা বাড়ির পিছন দিকের খোলা মাঠে নামছে। এক মিনিট পর বয়েড আর নাথান মিলারকে যান্ত্রিক ফড়িংটা থেকে নিচে নামতে দেখল রানা। শীলাকেও দেখা যাচ্ছে। ধীর ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে সে ওদের দিকে। 'কপ্টারের এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে পাইলটকেও নিচে নামতে দেখে রানা ভাবল, যে কাজেই এসে থাকুক ওরা, বেশ কিছুক্ষণ থাকবে বলে মনে হয়।

একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে বলে ধারণা করল রানা। বয়েড দু'কোমরে হাত রেখে কথা বলছে দুটো একটা। নাথান হাত নেড়ে ব্যাখ্যা করছে সম্ভবত তার বক্তব্যের অর্থ। কিন্তু কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে শীলা। মাঝেমধ্যে তার ঠোঁট নড়তে দেখতে পাচ্ছে রানা। থেকে থেকেই অসম্মতি প্রকাশ করছে সে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে। একসময় বয়েড একটা প্যাকেট বের করে চুরুট ধরাল। তারপর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়ল সে।

দূর থেকেও পরিষ্কার অনুভব করল রানা, শীলা ইতস্তত করছে। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকাল সে। তারপর ওদের দু'জনকে পিছনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই রানার দৃষ্টিপথ থেকে। এক মিনিট পর ওদের

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর পেল ও পাশের ড্রয়িংরুম থেকে।

খানিক ইতস্তত করার পর ওদের আলোচনায় নাক গলানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ভাবল, শীলা জানে ওর এলাকার গাছের দাম কত হতে পারে, সুতরাং দর কষাকষিতে খুব একটা ঠকে যাবার ভয় নেই তার।

শীলার এলাকাটা আগামীকাল সকাল থেকেই সার্ভে করতে শুরু করবে ঠিক করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করল রানা। দশ মিনিট পর কাজে বাধা দিল শীলা।

'আমাদের সাথে বসতে তোমার আপত্তি আছে?'

মুখ তুলতে রানা দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শীলা। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

শীলার পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে ঢুকল রানা। ওকে দেখেই বদলে গেল বয়েডের চেহারা। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। লাল হয়ে উঠল মুখটা। 'ও এখানে কি করছে?' কঠিন সুরে জবাব চাইল সে।

'তা জানার অধিকার তোমার নেই,' সোজাসাপ্টা বলল শীলা। তারপর নাথানকে দেখিয়ে বলল, 'তোমার পোষা সহকারীকে সাথে করে নিয়ে এসেছ তুমি। রানা আমার উপদেষ্টা।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ওরা দ্বিগুণ করেছে ওদের প্রস্তাব। মানে, পাঁচ লক্ষ ডলার দিতে চাইছে পাঁচ বর্গ মাইল এলাকার সব গাছ কেটে নেবার বিনিময়ে।'

'পাল্টা কোন প্রস্তাব দিয়েছ তুমি?'

'দিয়েছি। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।'

হাসল রানা। 'একটু বিবেচক হও, শীলা। যে দর হেঁকেছ তাতে পারকিনসনরা খুব একটা লাভ করতে পারবে না। আর লাভ না হলে ওরা তোমার গাছ কিনবেই বা কেন? তার চেয়ে এক কাজ করো, নতুন প্রস্তাবে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার দাম দাও।'

'পাগল!' বলল নাথান।

ঝট করে ফিরল তার দিকে রানা। 'এর মধ্যে পাগলামিটা কোথায় দেখলে? ন্যায্য দাম কত হয় বলে তোমার ধারণা?'

'এ ব্যাপারে তোমার কোন কথা আমরা শুনতে চাই না!' রাগে টগবগ করে ফুটছে বয়েড।

'আমন্ত্রণ পেয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছি আমি, বয়েড,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমরা এসেছ আমন্ত্রণ ছাড়াই, নিজেদের গরজে। ঠকাবার খেলায় তোমরা জিতে যেতে পারছ না দেখে আমি সত্যি দঃখিত, কিন্তু জেনেশুনে আমার পার্টিকে আমি ঠকতে দিতে পারি না।'

'ও! পার্টি, না বান্ধবী?'

'সে ব্যাপারে তুমি অনর্থক তোমার মোটা মাথা ঘামাতে যেয়ো না,' বলল রানা। 'প্রসঙ্গে ফিরে এসো। তুমি জানো শীলার এলাকার গাছ গত দশ-বারো বছর ধরে কাটা হয়নি। গাছ এবং বাঁশ কতটুকু বেড়েছে তার হিসেবও তোমার জানা আছে। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মোটেই বেশি দাম চাওয়া হয়নি। হয় প্রস্তাব গ্রহণ করো, না

হয় প্রত্যাখ্যান করো।'

'অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করব,' দ্রুত জবাব দিল বয়েড। 'চলো নাথান।'

হেসে উঠল রানা। 'কিন্তু ভেবে দেখেছ কি তোমার বাবা ব্যাপারটা পছন্দ করবেন কিনা? আমার বিশ্বাস অতি লোভ করে, কিংবা ভাবাবেগ-তাড়িত হয়ে লাভজনক একটা প্রস্তাব পায়ে ঠেলার অপরাধে তিনি তোমার তীব্র সমালোচনা করবেন।'

রানার কথায় যেন টনক নড়ল বয়েডের। নাথানের দিকে তাকাল সে। তারপর বলল, 'নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারি আমরা?'

'অনায়াসে,' বলল শীলা। 'বাইরে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে।'

নাথানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেল বয়েড।

'তোমার অনুমানই ঠিক দেখতে পাচ্ছি, রানা,' বলল শীলা।

'হিসেবের কথা বলছ তো?' বলল রানা, 'জানি, এটা মোটেই ভুল অনুমান নয়। কিন্তু জেদের বশে বাস্তবতাকে নাও মেনে নিতে পারে বয়েড। মেনে না নিলে নিজেরই ক্ষতি করবে ও।'

'কিন্তু ওর জেদ বজায় রাখতে গিয়ে আমরা ঠকতে রাজি নই, রানা। শোনো, এ ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে করবে তাই হবে। শেষ পর্যন্ত যদি গাছ ওরা না কেনে নাই কিনুক। ন্যায্য দাম না পাওয়ার চাইতে পানিতে সব ডুবে যেতে দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

'তা আমি ডুবতে দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'ওরা কিনুক বা না কিনুক, তোমার এলাকা যাতে না ডোবে তার জন্যে কি করা যায় ভেবে বের করব আমি।'

কামরায় ফিরে এল ওরা। সম্পূর্ণ বদলে, শান্ত হয়ে গেছে বয়েড। 'ঠিক আছে, আমরা ঠিক করেছি, রানার অপমানজনক প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করব আমরা। স্রেফ ব্যবসার খাতিরে নতুন একটা প্রস্তাব দেব। এটা আগের প্রস্তাবেরই দ্বিগুণ, অর্থাৎ পুরোপুরি দশ লাখ ডলার দিতে রাজি হচ্ছি আমরা—এরচেয়ে ন্যায্য দাম আর হতে পারে না।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল শীলা বয়েডের দিকে। 'চল্লিশ আর পাঁচ।'

'বড় বেশি জেদ ধরছেন আপনি, মিস ক্লিফোর্ড,' নাথান বাঁকা চোখে দেখছে শীলাকে।

'দু'পক্ষকেই আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'সবাই মিলে চলো ফরেস্ট অফিসার ডোনাল্ডের কাছে যাই, নিরপেক্ষ লোক সে, সে যে দাম বলবে সেটাই মেনে নেবে তোমরা—রাজি?'

'আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, বিচার চাইতে নয়,' বলল বয়েড। 'তৃতীয় কোন পক্ষের নাক গলানো পছন্দ করব না। তাছাড়া, নষ্ট করার মত অত সময়ও আমাদের হাতে নেই। বাঁধ প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। স্লুইস গেট আমরা আগামী দু'হপ্তার ভেতরই বন্ধ করে দেব। দেড় দু'মাসের মধ্যে এই এলাকা ডুবে যাবে পানিতে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে আমাদের। কাটার কাজ আজই যদি শুরু করি আমরা, আমাদের প্রতিটি লোককে রাত দিন দু'শিফটে খাটিয়েও সময় মত শেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'সুতরাং চুক্তি করে ফেলো,' বলল রানা। 'আরেকটা প্রস্তাবে ন্যায্য দাম উল্লেখ করো।'

ঘৃণার চোখে দেখল বয়েড রানাকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শীলার দিকে ফিরল। 'আমরা কি ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে ফেলতে পারি না, শীলা?' অনুরোধের সুরে বলল সে, 'আমরা কি এই উটকো চরিত্রটাকে বাদ দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি না?'

'রানার কথা বলছ? ও তো আমার ডান হাত। ওর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করলে আমাদের আলোচনা এখানেই...'

দ্রুত বলল নাথান, 'পনেরো লক্ষ ডলার।'

'চল্লিশ এবং পাঁচ,' জবাবটা সাথে সাথেই নরম সুরে আওড়াল শীলা।

দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো বয়েডের। দেখে হেসে উঠল রানা।

'আমরা দাম বাড়িয়েই চলেছি, মিস ক্লিফোর্ড,' বলল নাথান। 'কিন্তু আপনি আমাদের দিকে নামছেন না।'

'তার কারণ আমার জিনিসের প্রকৃত দাম সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই।'

'ঠিক আছে, নাথান,' বলল রানা, 'তোমাদের দিকে নামছি আমরাও, আমাদের নতুন প্রস্তাব সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ। এবার বলো তোমাদের পাল্টা প্রস্তাব কি?'

'ফর খ্রীস্ট সেক!' ছটফট করে উঠল বয়েড। 'শীলা, তোমার হয়ে দর কষাকষির অধিকার আছে কি ওর?'

বয়েডের চোখে চোখ রাখল শীলা। 'সম্পূর্ণ।'

'একথা আগে বলোনি কেন?' বয়েড পা ঠুকল মাটিতে। 'বেশ, আমাদের শেষ কথা, কপর্দকহীন একজন জিওলজিস্টের সাথে কোনরকম চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে আমরা রাজি নই।'

'বেশ,' দৃঢ়তার সাথে বলল শীলা, 'তাহলে এখন তোমরা আসতে পারো। আমি তোমাদের সাথে চুক্তিতে আসছি না।' বলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'যদি কিছু মনে না করো, আমরা এখন কাজে বসব।'

দ্রুত কথা বলল নাথান, 'আমাদের কারুরই মাথা গরম করা উচিত হচ্ছে না।' বয়েডের দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ইঙ্গিত করল সে। 'আমি এখনও আশা করি, আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছুতে পারব। আমার পাল্টা প্রস্তাব কি জানতে চেয়েছেন মিস্টার রানা। শুনুন তাহলে: পুরোপুরি বিশ লক্ষ ডলার দেব আমরা, এর বেশি একটা কানাকড়িও নয়।'

নাথান এখনও শান্ত, কিন্তু বয়েডের চেহারাই প্রমাণ করছে যে কোন মুহূর্তে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিতে পারে সে। তার এই রাগে ফুলে ওঠার সঙ্গত কারণ আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। পঞ্চাশ লাখ টাকার জিনিস মাত্র পাঁচ লাখ টাকায় কেনার আশা নিয়ে এসেছিল সে, অথচ ইতিমধ্যে বিশ লাখ টাকা দাম দিতে চেয়েও অনুকূল সাড়া পাচ্ছে না সে। দ্রুত ভাবছে রানা, ভুল করে বসছে না তো সে? গাছ বা বাঁশ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা নেই ওর, হিসেবটা করেছে ও স্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর করে। ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

'দুঃখিত,' কথাটা বলার সময় রানা অনুভব করল সড় সড় করে ঘামের ধারা

নামছে ওর পিঠে।

চেঁচিয়ে উঠল বয়েড। 'ঠিক আছে, এখানেই আলোচনা শেষ। চলো, নাথান। এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়। শীলা, উপদেষ্টা হিসেবে পাঁড় এক মাতালকে জোগাড় করেছ তুমি। আমরা যাচ্ছি, নতুন কোন প্রস্তাব যদি তোমার থাকে, কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে তা তোমার জানা আছে।' নাথানের জন্যে অপেক্ষা না করেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাঁটা ধরল দরজার দিকে।

নাথানের দিকে চোখ ফেলল রানা। যেতে চাইছে না লোকটা। বুঝতে পারল রানা, হিসেবে ভুল করেনি ও। নাথান এখনও দর কষাকষি করতে রাজি।

কিন্তু বয়েড সম্ভবত আর এগোতে দেবে না নাথানকে, ভাবল রানা। দেখল, দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সে ইতিমধ্যে। 'ছেলে ছোকরাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না,' দ্রুত বলল রানা। 'বুড়ো ডিকসনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো তো, শীলা।'

অবাক হয়ে তাকাল শীলা রানার দিকে। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে লক্ষ্মী মেয়ের মত পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ডিকসনের নাম ধরে ডাক ছাড়তে শুরু করল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছে বয়েড, অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কোঁচকানো ভুরুর ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে নাথানও।

শীলা কামরায় ফিরতেই রানা বলল, 'তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছি, বয়েড, যে তোমার বাবা ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না। কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাওনি। ভাল লাভ হচ্ছে, অথচ তুমি শুধু জেদের বশে তা পায়ে ঠেলছ, একথা জানার পর তিনি তোমার ওপর ভবিষ্যতে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কতটা ভরসা রাখবেন—একমাত্র ভবিষ্যৎই তা বলতে পারে। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি, নাথান?'

'আমার বক্তব্য কি হবে বলে আশা করো তুমি?' মৃদু হাসল নাথান।

শীলার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'কলম আর কাগজ যোগাড় করো। আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লিখে গাফ পারকিনসনকে একটা প্রস্তাব পাঠাও। তোমার গাছ আর বাঁশের জন্যে সর্বমোট দাম চাও পঁয়তাল্লিশ লাখ, তবে দর কষাকষি করে তিনি তোমাকে চল্লিশে রাজি করাবেন, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তাতেও লাভ করবেন তিনি পাক্কা দশ লাখ ডলার। চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানাও যে একজন অর্বাচীনের সাথে চুক্তি করার চাইতে পরিণত একজন মানুষের সাথে চুক্তি করাই তোমার একান্ত ইচ্ছা। ডিকসন তোমার চিঠিটা আজই পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

রাইটিং ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শীলা। তারপর বসল চেয়ারে। দৃঢ় পায়ে সোজা রানার দিকে এগিয়ে আসছে বয়েড। তৈরি হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। কিন্তু হাত পাঁচেক দূরে থাকতেই বয়েডকে বাধা দিল নাথান সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে।

'সরো!' খেঁকিয়ে উঠল বয়েড।

ফিসফিস করে কি বলল নাথান শুনতে পেল না রানা। বয়েডের কোট আঁকড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল সে এক কোনায়। দু'জন ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল এরপর।

খানিকপর বুড়ো ডিকসন ঢুকল কামরায়। 'তোমাকে একটা চিঠি নিয়ে ফোর্ট

ফ্যারেলে যেতে হবে, ডিকসন,' বলল শীলা।

দু'জনের ফিসফিস থামল হঠাৎ। শীলার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নাথান। 'এক মিনিট, মিস ক্লিফোর্ড।' আবার বয়েডকে বোঝাবার চেষ্টায় ফিসফিস করতে শুরু করল সে।

একসময় শ্রাগ করল বয়েড। দু'জনই ফিরে এল রানার কাছে। 'এই তোমার শেষ কথা, রানা...পুরোপুরি চল্লিশ লাখ ডলারই নেবে তুমি?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল নাথান।

'আমি না, শীলা নেবে।'

মুহূর্তের জন্যে নাথানের ঠোঁট দুটো পরস্পরকে চেপে ধরল। 'ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় দেখছি না আমরা।' পকেট থেকে একটা চুক্তিপত্র বের করল সে। 'টাকার অঙ্ক বসিয়ে মিস ক্লিফোর্ড একটা সই করে দিলেই ঝামেলা মিটে যায় এখন।'

'আমার আইন উপদেষ্টাকে না জানিয়ে কোথাও আমি সই করতে পারি না,' মৃদু কণ্ঠে বলল শীলা। 'সইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো নাথান। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন তাকে দেখিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করছি আমি।' কলম বের করে চুক্তিপত্রে টাকার অঙ্কটা লিখল সে। তারপর কাগজ আর কলমটা ধরিয়ে দিল বয়েডের হাতে। বয়েড ইতস্তত করছে লক্ষ করে নাথান বলল, 'সই করো—সেটাই সবদিকে থেকে ভাল।'

একটা সোফায় বসল বয়েড। নিচু টেবিলের উপর চুক্তিপত্রটা রাখল। ঝুঁকে পড়ে সই করতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল রানার চোখে। 'সাবধানে থেকো, রানা—এটুকুই শুধু বলবার আছে তোমাকে আমার। প্রাণপণ চেষ্টা করো সাবধানে থাকতে। আমার সাথে এরকম করার সুযোগ পাবে না তুমি আর কখনও।' খসখস করে চুক্তিপত্রে সই করল সে।

চুক্তিপত্রে এরপর নাথান সই করল সাক্ষী হিসেবে।

'সাবধান বাণীর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু লাভ নেই জেনে তোমাকে আমি সাবধান করছি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, বাপের আদেশ অমান্য করে যদি আমার বিরুদ্ধে সামান্যতম কিছুও করো, স্রেফ ঘাড় মটকে দেব।'

'প্লীজ, রানা!' কৃত্রিম আতঙ্কে আঁৎকে উঠে বলল শীলা, 'দোহাই তোমার, অমন কথা মুখেও এনো না। ঘাড় ভাঙার শব্দ হলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল বয়েড, 'কে কার ঘাড় ভাঙে দেখা যাবে!' বলে চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, তারপর প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। নাথান তাকে অনুসরণ করল ধীর পায়ে। সে বেরিয়ে যেতে ফড়ফড় করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল শীলা, তাকাল ডিকসনের দিকে। 'ফোর্ট ফ্যারেলে যাওয়ার খাটনি থেকে তুমি বেঁচে গেলে শেষ পর্যন্ত, ডিকসন।'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল বুড়ো। 'মিস ক্লিফোর্ড, আমি বুঝতে পারছি, এতদিনে সত্যি একজন ভাল লোককে পাশে পেয়েছেন আপনি।' রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

হাঁটুতে জোর পাবে না মনে করে উঠতে গিয়েও উঠল না রানা।

'মনে হচ্ছে গোটা এক বোতল হুইস্কি দরকার এখন তোমার,' দেয়াল-আলমারি থেকে বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে সোফায় ফিরে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল শীলা। 'ধন্যবাদ, রানা।'

'ওরা রাজি হবে এ আমি ভাবতেই পারিনি,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছিল গোয়ার্তুমি করে সবই বুঝি হারাচ্ছি। বয়েড যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল।'

'ওকে তুমি ব্ল্যাকমেইল করেছ,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে শীলা। 'বাপকে যমের মত ভয় করে সে, এটাকে তুমি ব্যবহার করেছ ওকে ব্ল্যাকমেইল করার ব্যাপারে।'

'উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে ও,' বলল রানা, 'এটা ওর প্রাপ্য ছিল। সে যাক, চল্লিশ লক্ষ ডলার নিয়ে কি করছ তুমি, শীলা?' মনে মনে হিসেব করল, একচল্লিশ টাকা দরে ষোল কোটি চল্লিশ লক্ষ বাংলাদেশী টাকা—ওরেব্বাপ!

রানার হাতে গ্লাস ধরিয়ে হাসল শীলা। 'ভাবিনি এখনও। সম্ভবত সংসার পাতব ওই টাকা নিয়ে। কিন্তু তার আগে, বয়েডের ভাষায়, কপর্দকহীন একজন জিওলজিস্টের ব্যাপারে একটু মাথা ঘামাতে চাই আমি।'

'দূর! কি এমন করেছি আমি···মাথা ঘামাতে চাও মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'বয়েডের সাথে কোন কালেও ওভাবে দর কষতে পারতাম না আমি,' বলল শীলা। 'ন্যায্য দাম যে আমি পাচ্ছি, এর সবটুকু কৃতিত্ব তোমার। নিয়ম অনুয়ায়ী আমার কাছ থেকে তুমি কমিশন পাবে।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। হাসি থামতে বলল, 'অসম্ভব, শীলা।'

'তর্ক কোরো না। ব্যবসা ব্যবসাই। দশ লাখ আশা করেছিলাম, আদায় করে দিয়েছ চল্লিশ লাখ। যাই হোক, বিশ পার্সেন্ট যদি দিই, কিছু বলার আছে তোমার?'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল রানা, কি একটা কথা মনে পড়তে মুচকি হাসল ও। বলল, 'বিশ পার্সেন্ট? মাই গড, সে যে মেলা টাকা!' শীলার চোখে অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতা ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল ও। 'না। দশ পার্সেন্ট।'

'তুমি একটু বাড়াও,' বলল শীলা। 'আমি একটু কমাই। অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট।' ঠোঁটে আঙুল রাখল সে। 'চুপ। এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তাই সই।' গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে আর একটু হলে বিষম খাচ্ছিল ও, কারণ হিসেব করে বুঝতে পারল ও, এইমাত্র বাংলাদেশী টাকায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে সে।

'কি করবে তোমার ভাগের টাকা দিয়ে?' জানতে চাইল শীলা।

'ভাবছি সে কথাই। ভাবছি, হীরের একটা জড়োয়া সেট উপহার দেব তোমার বিয়েতে।'

অবাক হয়ে গেল শীলা। কথা না বলে চেয়ে রইল সে রানার দিকে বেশ কিছুক্ষণ, যেন নতুন করে চিনতে চেষ্টা করছে সে রানাকে। 'তার মানে,' এক সময় বলল সে, 'কপর্দকহীন নও তুমি! ছয় লক্ষ ডলার যে হাসিমুখে পায়ে ঠেলতে পারে···তার মানে টাকার কোন অভাব নেই তোমার। কে তুমি, রানা? কি তোমার আসল পরিচয়?'

যেন শুনতে পায়নি শীলার কথা, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল রানা সোফা

ছেড়ে। 'এবার যেতে হয়, শীলা।'
'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে?'
'কি জানতে চাও?'
'তোমার পরিচয়।'
'কি হবে জেনে? এই তো আমিই আমার পরিচয়।'
'আমার এলাকাটা সার্ভে করতে চাইছ তুমি,' তীক্ষ্ণ হলো শীলার দৃষ্টি, 'কিন্তু সে যোগ্যতা কি তোমার আছে, রানা?'
কুঁচকে উঠল রানার ভুরু। সরাসরি তাকাল শীলার চোখে। 'কি বলতে চাইছ?'
'আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি, রানা,' হাত বাড়িয়ে রানার কব্জি চেপে ধরল শীলা। 'বসো।' রানা বসতে সে বলল, 'সাবজেক্ট আলাদা হলেও, আমি একজন কোয়ালিফায়েড আর্কিওলজিস্ট। লেখাপড়া করে ডিগ্রী নিতে হয়েছে আমার। আমি জানি, তুমি জিওলজিস্ট নও, রানা।'
'নই,' সরলভাবে স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তাতে কি? অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন না থাকলেও কাজ চালিয়ে নেবার মত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি।'
'তা যে করেছ তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বলল শীলা। 'কিন্তু ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে আমার: কিসের টানে এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে! এদেশী নও, এটা তো পরিষ্কার বোঝা যায়। কোত্থেকে এসেছ তুমি? কেন? কি তোমার সত্যিকার পরিচয়? সত্যি করে বলবে রানা, কে তুমি?'
একটু ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'এখান থেকে অনেক···অনেক দূরে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অপূর্ব সুন্দর এক দেশ আছে—আমি বাংলাদেশী। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'
কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল শীলা, গম্ভীর হয়ে উঠল একটু। 'বেশ। কিন্তু ফোর্ট ফ্যারেলে আসার উদ্দেশ্যে কি শুধু কেনেথ হত্যার প্রতিশোধ নেয়া? কেনেথের সাথে কতদিনের পরিচয় তোমার?'
'খুব অল্প দিনের,' বলল রানা। 'আসলে হাসপাতালে কেনেথকে আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ওকে পেয়ে আমি আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাবার দুর্লভ একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। দু'জনে একসাথে লুকিয়ে সিগারেট খেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে দু'চার টান বেশি খেয়ে ফেলেছি বলে এ ওর কাছে গাঁট্টা খেয়েছি, তুমুল ছেলেমানুষি ঝগড়া করে কথা বলা বন্ধ করেছি, পাঁচ মিনিট কাটতে না কাটতে দু'জন আবার মানিকজোড় হয়ে পা টিপে টিপে বাইরের লনে গিয়েছি চাঁদনী রাত দেখতে···সেই ছেলেবেলার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছিল আমাদেরকে। কেনেথ আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। শীলা, আমাদের এই বয়সে কেউ আমরা কারও সত্যিকার বন্ধু হতে পারি না—মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়, জানাজানি হয়, কিন্তু বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু কেনেথের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই কেনেথ···,' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুকের ভিতর থেকে, '···নেই আর। আমার বন্ধুকে খুন করেছে ওরা। বুঝতে পারছ, কেন এসেছি ফোর্ট ফ্যারেলে?'
কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে চেয়ে রইল শীলা রানার মুখের দিকে।

'কিন্তু এদের সাথে তুমি পারবে বলে ভাবছ কেন? একে বিদেশী, তার ওপর একা।'

শীলাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'পারব কিনা জানি না, শীলা। তবে এর আগে এদের চেয়েও ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে লেগেছি আমি। বেঁচে যখন আছি এখনও, বুঝতেই পারছ, পরাজয় তাদেরই হয়েছে। আরেকটা কথা, দেখে মনে হলেও আসলে কিন্তু আমি একা নই। ফোর্ট ফ্যারেলে হয়তো কেউ নেই আমার, কিন্তু আমার পিছনে লোক আছে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আরও অনেক অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছ তুমি। এটাই কি তোমার পেশা?'

'আমি বাংলাদেশের একজন সরকারী চাকুরে ছিলাম।'

'নিশ্চয়ই চাকরিটা সি. আই. ডি বা ইন্টেলিজেন্স বিভাগে?'

'এবার সত্যি আমি উঠব,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল।

দেখাদেখি শীলাও উঠল। 'আমার সব কৌতূহল মেটেনি, রানা। তোমার সম্পর্কে সব জানতে চাই আমি।'

'জেনে লাভ?'

'লাভ লোকসান বড় কথা নয়। আসলে তুমি আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছ। সহজে কারও ব্যাপারে কৌতূহলী বা আগ্রহী আমি হই না, রানা।'

'আমি ভাগ্যবান,' মুচকি হেসে বলল রানা।

'কিংবা হয়তো আমি,' বলল শীলা। 'ঠিক জানি না এখনও। তবে, জানব।' কথা দিল সে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় নক হলো দরজায়। 'ভিতরে এসো।'

কামরায় ঢুকল বুড়ো ডিকসন। সোজা রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'স্যার, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মি. হাডসন ক্লিফোর্ড নিহত হবার সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল কিনা, মনে আছে?'

'আছে।'

'এইমাত্র একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছে আমার,' বলল ডিকসন, 'কিন্তু ঘটনাটা অস্বাভাবিক কিনা তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ঘটনাটা কি?'

'গাফ সাহেব নিজের জন্যে একটা গাড়ি কিনেছিলেন অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক এক হপ্তা পর। গাড়িটা ছিল মার্সিডিজ।'

'না,' বলল রানা, 'এটা ঠিক অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।'

'কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, স্যার, এই মার্সিডিজটা তার আগের গাড়ির জায়গা দখল করে। আগের গাড়িটা ছিল একটা বুইক। মাত্র দেড় মাস আগে কেনা।'

চমকে উঠল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর মুহূর্তে। অদ্ভুত শান্ত গলায় জানতে চাইল ও, 'ঠিক মনে আছে তোমার, ডিকসন? মাত্র দেড় মাস আগে কেনা গাড়ির জায়গায় নতুন মার্সিডিজের কি দরকার ছিল? কি দোষ ছিল বুইকটার?'

'জানি না,' ডিকসন বলল, 'মাত্র দেড় মাসের পুরানো গাড়ির আবার দোষ থাকবে কি…বুঝতে পারিনি আমি।'

'কি হলো বুইকটা?'

'তাও জানি না। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কখনও আর দেখিনি।'

'ধন্যবাদ, ডিকসন,' বলল রানা। 'কথাটা জানিয়ে তুমি আমার মস্তবড় উপকার করেছ।'

ডিকসন বেরিয়ে যেতে শীলা জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি, রানা?' সাড়া না পেয়ে আবার বলল, 'কি ভাবছ তুমি?'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল রানার। 'কিছু বলছিলে?'

'ডিকসনের কথা শুনে এত কি চিন্তা করছ?'

'তেমন কিছু নয়,' ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল রানা। শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও কাইনোস্ক্রি উপত্যকার উদ্দেশে।

সন্ধ্যার বেশ খানিক আগেই ঝর্ণার ধারে ফিরে এল রানা। হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে একনাগাড়ে সাতটি ঘণ্টা। কাইনোস্ক্রি উপত্যকার পাঁচ বর্গমাইল এলাকার প্রায় অর্ধেকটা সার্ভে করা হয়ে গেছে। সেইসাথে শিকার হয়ে গেছে একটা পাতিহাঁস। খুব ভোরে উঠে পড়তে হবে কাল, মনে মনে ঠিক করল ও, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে বাকি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে কালই।

একটু জিরিয়ে নিয়ে ক্যাম্প তৈরি করার কাজে হাত লাগাল রানা। এক ঘণ্টা পর চুলো ধরিয়ে আগুনের উপর ছাল ছাড়ানো হাঁসটাকে আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝর্ণার পানিতে গিয়ে দাঁড়াল ও। গোসল সেরে ফিরতে ফিরতে ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য তারা জ্বলে উঠল আকাশে। মস্ত পিতলের থালার মত একটা চাঁদও উঠল দিগন্তরেখার কাছে।

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আগুনের ধারে বসল রানা। পাশেই পড়ে আছে রাইফেলটা।

খাবার তৈরি। কেটলিতে ফুটছে কফির পানি। একটা সিগারেট ধরাল রানা। সড় সড় করে একটা আওয়াজ হতে আপনাআপনি ডান হাতটা গিয়ে পড়ল রাইফেলের উপর। পিছন ফিরে তাকাতে যাবে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মূর্তিটা।

'আমি।'

উঠে দাঁড়াল রানা রাইফেলটা রেখে। 'এই রাতে?'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল শীলা। 'সন্ধ্যার পরপরই বেরিয়েছি, অন্ধকারে পথ চিনতে দেরি হয়ে গেল,' একটু বিরতি নিল সে। 'একা একা ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম গল্প করে আসি।'

চাঁদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে শীলা, তার পাশেই উপত্যকার নিচে দেখা যাচ্ছে চাঁদটাকে। তারার আলো পড়েছে শীলার চোখে মুখে। চকচক করছে চোখের মণি দুটো।

'খালি হাতে এভাবে কেউ বেরোয়?'

'ভুল হয়েছে,' স্বীকার করল শীলা। 'বেরুবার সময় মনে পড়েনি। যাক, কি রেঁধেছ তুমি, এত সুগন্ধ কিসের?'

'পাতিহাঁসের রোস্ট।'

'জিভে পানি আসছে,' বলে রানার পাশ ঘেঁষে এগোল শীলা, তারপর বসল আগুনের ধারে, গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে। রানার একটা হাত ধরল সে। 'দাঁড়িয়ে আছ যে?'

শীলার দিকে ফিরল রানা। 'রাত আরও বাড়লে ফিরতে পারবে তুমি? চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই।'

তখুনি কথা বলল না শীলা। রানার দিকে চেয়ে আছে। 'ফিরব তা কে বলল তোমাকে? আমি থাকব বলেই এসেছি।'

একটু দূরত্ব রেখে বসল রানা। কথা বলল না।

'কি, চুপ করে আছ যে?'

'ভাবছি...'

রানাকে থামিয়ে দিল শীলা হাত নেড়ে। 'আমার রেপুটেশন নিয়ে তোমাকে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না, রানা। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

'না,' বলল রানা, 'সে-কথা আমি ভাবছি না।'

'তবে কি ভাবছ?'

'ভাবছি এখানের দিন শেষ হয়ে আসছে একটা একটা করে,' বলল রানা। 'আর হয়তো কোনদিন...'

'যা ভেবেছি তাই দেখছি ঠিক,' কথার মাঝখানে বলল শীলা। 'কর্তব্যের ডাকে চলে যেতে হবে তোমাকে, আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না কোনদিন, এই তো?'

'তুমিও ভেবেছ?'

'তোমার পেশা কি তা অনুমান করার পর এসব বুঝতে অসুবিধে কোথায় বলো?' শীলা হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল। 'এসব কথার আগে জিভের পানি থামাবার জন্যে কি করা যায় সে ব্যাপারে একটা পরামর্শ দাও দেখি।'

'তুমিই পরিবেশন করো না কেন?'

'কিন্তু তোমার ভাগে কম পড়ে যাবে না তো আবার?' কোটের পকেট থেকে স্কচ হুইস্কির একটা মাঝারি আকারের বোতল বের করে চাদরের উপর ঠুকে বসাল সে। 'এটা তোমার জন্যে এনেছি। ঘুষ।' বলে আপন মনেই হেসে উঠল।

আগুনটা একটু উস্কে দিল রানা। রাতের সাথে বাড়ছে ঠাণ্ডা। হালকা একটা কুয়াশার স্তর তৈরি হচ্ছে মাথার উপর। খাওয়ার পাট চুকতে ছোট দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল শীলা। চুলো থেকে কেটলিটা নামিয়ে রাখল সে। 'তা মন্ট্রিয়লে কি জন্যে এসেছিলে?'

'রানা এজেন্সির ব্রাঞ্চ খুলতে,' শীলার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে নিতে বলল রানা।

'রানা এজেন্সি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি না বললে সরকারি চাকরি করো?'

'এক বছরের ছুটি দিয়ে বের করে দিয়েছে আমাকে অফিসের বুড়ো কর্তা,' বলল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। 'তাই দুনিয়া ঘুরে নিজের অফিস খুলছি।'

'রানা এজেন্সির কাজ কি?'

'ইনভেস্টিগেশন করা। সাড়া দুনিয়ার নেট-ওয়র্ক থাকবে আমার, শীলা। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সব আমি আমার এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে বসে জানতে পারব। বুঝতে পারছ, মানুষের কতটা কাছে যেতে পারব আমি এর মাধ্যমে?'

'কিন্তু…ঠিক বুঝছি না আমি,' বলল শীলা, 'তুমি যে নেট-ওয়র্কের কথা বলতে চাইছ…সেটা কি এসপিওনাজ…'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আবার না-ও। প্রাইভেট কাজও করব আমি।

'কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে হয়ে থাকে বলে শুনেছি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ…তাছাড়া, এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে লাভ কি তোমার? কি উদ্দেশ্যে…'

'উদ্দেশ্য আগে যা ছিল এখনও তাই থাকবে।'

'বুঝলাম না।'

'দেশের সেবা করেছি আমি চাকরি জীবনে, শীলা,' বলল রানা। 'রানা এজেন্সি গড়ে তোলার পিছনেও সেবার আদর্শ কাজ করছে আমার ভিতর। ইতিমধ্যেই আমি নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, নেপলস, বার্লিন, টোকিও, হংকং, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, দিল্লী—অর্থাৎ বড় বড় প্রায় সব শহরেই রানা এজেন্সির ব্রাঞ্চ খুলেছি। পুরোদমে সবগুলো ব্রাঞ্চকে চালু করে দিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখব আমি।'

'এতে দেশের কি কাজ হবে তোমার?'

'হবে না? দুনিয়াজোড়া প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমি প্রতি মুহূর্তে জানতে পারব কোথায় কি ঘটছে…কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে। আমার দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে আগেই তা টের পেয়ে যাব আমি। সেই ষড়যন্ত্রকে কঠিন হাতে দমন করব আমরা। আজ আমার দেশ গরীব, কিন্তু একদিন তার এই গরীবানা হাল থাকবে না। অবস্থা ভাল হবার সাথে সাথে আমাদের শত্রুও বাড়বে। এখন থেকেই কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়?'

'বুঝেছি,' শীলা বলল। 'তোমার দেশ তখন তোমার কাছ থেকে সাহায্যও চাইবে হয়তো…'

'চাইবে না, হুকুম করবে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'একজন বুড়ো কর্তার কথা বলেছি, মনে আছে? সেই বুড়ো আমাকে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, এখনও আমাকে ভালবাসে। সে কি রকম ভালবাসা তা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। এই যে সারা দুনিয়ায় রানা এজেন্সির শিকড় গাড়ছি, আমি জানি এতে তার নীরব সমর্থন আছে। তার আনুকূল্য ছাড়া এত সহজে কোন রাষ্ট্র আমাকে ব্রাঞ্চ খুলতে দিত না। সেই বুড়ো যদি কখনও হুকুম করে সুড় সুড় করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমার।'

'কিন্তু টাকা? টাকা পাচ্ছ কোথায় এত? তোমার কি অনেক টাকা আছে?

'আমার নেই। কিন্তু আবার আছেও। তাহলে আরও গল্প শোনাতে হয় তোমাকে,' রেবেকার মুখটা মনে পড়ে যেতে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতোর তলায় পিষে চ্যাপ্টা করে দিল সেটাকে রানা। 'একটি মেয়ে উইল করে দিয়ে গেছে আমাকে কয়েকশো কোটি ডলার। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার

কয়েক ডর্জন শিপ ইয়ার্ড। সবগুলোর মালিক এখন আমি।'

'একটা মেয়ে···কে সে?'

'আমার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু···।'

'বিয়ে! তার মানে তাকে তুমি ভালবাস।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বাসতাম।'

'বাসতে? তার মানে সে বেঁচে নেই?'

'নেই,' বলল রানা। অনেক দূর-থেকে ভেসে আসতে শুনল শীলা তার কণ্ঠস্বর। 'তবে থাকলে বড় ভাল হত।'

'আমি দুঃখিত, রানা,' শীলা ম্লান কণ্ঠে বলল। 'না বুঝে তোমার স্মৃতিতে আঘাত করেছি।'

'ও কিছু না,' নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'যে গেছে সে তো আর কখনও ফিরবে না, কি হবে তার জন্যে দুঃখ করে? কিন্তু ভুলতে পারি না, বড় ভাল মেয়ে ছিল রেবেকা। আশ্চর্য রোমাঞ্চপ্রিয় ছিল ও, অদ্ভুত একটা কল্পনাপ্রবণ মন ছিল ওর—আমাকে ভালবাসার জন্যেই যেন পৃথিবীতে এসেছিল সে। জানো; মারা যাবে তা আগেই বুঝতে পেরে আমার নামে সব উইল করে দিয়ে গেছে সে।'

'আশ্চর্য একটা রূপকথার মত শোনাচ্ছে,' বলল শীলা।

'কোথায় যেন অদ্ভুত একটা মিল আছে তোমার সাথে রেবেকার,' বলল রানা। 'তোমার সাহস, সচ্ছলতা, মেলামেশার সহজ ভঙ্গি—রেবেকার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু, শীলা, এখন বুঝতে পারি, রেবেকাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা আমার ভুল ছিল।'

'ভুল ছিল! কেন?'

'আমি বিপদ ভালবাসি,' বলল রানা। 'সে-জন্যেই এরকম একটা পেশা বেছে নিয়েছি। আমার চারপাশে সর্বক্ষণ ভিড় করে থাকে বিপদ, ভয় আর রোমাঞ্চ। সুখ ভরা শান্তির নীড় আমার জন্যে নয়। তাই বলছি, ওর সাথে জড়ানো উচিত হয়নি আমার। তোমারও একটু সাবধান হওয়া উচিত।'

'কোনও দরকারই নেই। আমি আগেই বুঝতে পেরেছি তোমাকে। সব কথা শোনার পর আমার ধারণা আরও পরিষ্কার হলো মাত্র। আমার ভাগ্য, রানা, তোমার মত একজন মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। তোমাকে ধরে রাখার শক্তি আমার নেই, থাকলে ছাড়তাম না। ধরে রাখতে পারব না বলে হা-হুতাশের মধ্যে বর্তমান সময়টা অপচয় করতে চাই না আমি, রানা।'

'সত্যি তো! অযথা অপচয় হচ্ছে রাতটা, তাই না?' হাসল রানা।

রানার চোখে চোখ রেখে হাসছে শীলা। ধীরে ধীরে মৃণাল দুই বাহু কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল রানার। ব্যবধান কমছে দুজনের। তারার আলোয় চিকচিক করছে শীলার চোখ। সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে অধর। এগিয়ে আসছে রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট।

কাট্।

পরদিন ভোর। অন্ধকার থাকতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা ক্যাম্প থেকে।

শীলাকে ঘুম থেকে জাগাল না আর। ভাবল, এইমাত্র শুয়েছে, দুপুর নাগাদ ঘুম থেকে জেগে একাই ফিরে যেতে পারবে বাড়িতে।

তিনটের সময় ফিরল রানা। শীলাকে দেখে অবাক হলো ও।

'রান্নাবান্না সব রেডি,' বলল শীলা। 'তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি বাড়ছি। ইস্, খিদেতে পেটে ইঁদুর দৌড়ুতে শুরু করেছে। এত দেরি করে মানুষ?'

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামাল রানা। 'তুমি বাড়ি যাওনি যে?'

'কেন যাব?' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল শীলা। হাসি থামতেই তাড়া লাগাল। 'কেমন মানুষ তুমি, শুনি? আমার বুঝি খিদে লাগে না?'

ঝর্ণার দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে শীলা বলল, 'সাবান, তোয়ালে সব রেখে এসেছি ওখানে।'

এক ঘণ্টা পর একটা সিগারেট ধরাল রানা। কাত হলো বিছানায়। 'কাজটা কি ভাল করছ?'

'কোন্ কাজের কথা বলছ?'

'এই যে আমার সাথে…'

'চুপ!' রানার পাশে বসে ধমক লাগাল শীলা। 'এ প্রসঙ্গে কোন কথা শুনতে চাই না।'

মিনিট দুয়েক চুপচাপ বসে থাকল ওরা। শীলা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। রানা একমনে কি যেন ভাবছে আর সিগারেট টানছে।

'কথাটা কি সত্য?' তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ওরা দু'জনেই। 'স্রেফ বয়েডকে অপমান করে ছয় লক্ষ ডলার কামিয়েছ তুমি?' নাকের উপর নেমে আসা চশ্মা সামলাতে সামলাতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল লংফেলো।

হেসে উঠল ওরা দু'জনেই। রানা বলল, 'ভুল শোনোনি।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লংফেলো। 'চললাম।'

অবাক হয়ে গেল রানা। 'চললাম মানে?'

'বয়েডকে অপমান করতে। আমারও ছয় লাখ ডলার দরকার। খোঁজার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল লংফেলো। সাথে একটা বন্দুক-টন্দুক থাকলে…'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। হাসি থামিয়ে এনভেলাপে ভরা চুক্তিপত্রটা লংফেলোকে দিল ও। 'সাথে করে এটা নিয়ে যেয়ো। ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে। তার আগে ইচ্ছে করলে এনভেলাপ খুলে চুক্তির বিষয়টার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারো তুমি।'

'তা নেব,' বলল লংফেলো। 'এদিকের খবর কিছু রাখো?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। 'বাঁধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে স্লুইস গেট খুলে দেবে ওরা।'

'কিন্তু বয়েড যে বলল আরও দু'হপ্তা পর খোলা হবে?'

লংফেলো এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'না, মিথ্যে কথা বলেছে সে তোমাদের। এইমাত্র আমি বাঁধ হয়ে আসছি। ওদের আলোচনা থেকেই জেনেছি ব্যাপারটা।'

'তাহলে তো এখুনি একবার দেখে আসতে হয় কতটা এগিয়েছে ওদের কাজ।'

'তাই চলো নাহয়,' বলল শীলা।

'তোমার উৎসাহটা প্রেরণাদায়ক,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'কিন্তু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, তোমাকে আমি সাথে নিয়ে যেতে পারছি না।'

'ঠিক,' গম্ভীরভাবে রুমালে চশমার কাঁচ মুছতে শুরু করে মাথা ঝাঁকাল লংফেলো। 'এসব হাঙ্গামা থেকে মেয়েদের দূরে থাকাই সবদিক থেকে ভাল। মেয়েরা হলো ফুলের মত, এদের কাজ শুধু সুগন্ধ বিলানো। চলো হে, নাতি, আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক।'

শীলা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু রানাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝগড়া বাধাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে ও। শেষ পর্যন্ত একটা গোলমাল বেধে গেলে?'

উঠে দাঁড়াল রানা। ব্যাগ তুলে কাঁধে ঝোলাল। তারপর ফিরল শীলার দিকে। 'ভেবেচিন্তে যে হাঙ্গামা বাধায় সে তা থামাতেও পারে। শীলা, আমার কথা ভেবে অযথা দুশ্চিন্তা কোরো না। চললাম, লংফেলো।'

আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো। 'মানে? আমিও কি যাচ্ছি না তোমার সাথে?'

'না।'

'কেন?'

'আমি নিজেই নিজের বোঝা হয়ে উঠছি ইদানীং, আর কাউকে বইতে পারব না,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। পা বাড়াল।

রানা ঢাল বেয়ে নেমে যেতে চশমাটা ধীর ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখল লংফেলো। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে একটা ঘুসি মারল মাটির উপর। 'ছোকরার দুঃসাহস দেখলে, শীলা! ভাবছে, একাই সব সামলাতে পারবে।'

'বোধহয় ঠিকই ভাবছে,' বলল শীলা। ঝর্ণার চঞ্চল স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মুখটা। 'ফেলো কাকা, রানাকে যতটা চিনেছি, ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'চোখে রঙিন নেশা আর রক্ত গরম থাকলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা সহজ ব্যাপার,' খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। 'রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছে এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, শীলা। আমিও চললাম,' বলেই ছোঁ মেরে ক্যাপটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুটল সে।

পনেরো

পৌঁছুতে রানার বিকেল গড়িয়ে গেল। কাইনোক্সি উপত্যকা থেকে ফোর্ট ফ্যারেলের বাস স্টেশন ঘুরে আসতে হয়েছে ওকে ডিপো থেকে ড্রিলিং যন্ত্রপাতি গাড়িতে তুলে নেয়ার জন্যে।

পৌঁছেই দেখল ও, ফ্যাসাদে পড়ে গেছে পারকিনসন করপোরেশন তাদের জেনারেটরগুলো নিয়ে। এসকার্পমেন্টের তলা দিয়ে পাওয়ার হাউজটাকে ঘুরে এগোবার সময় প্রায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম করল রানা। প্রকাণ্ড একটা বিশ টনী ট্রাক একটা আর্মেচার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে কাদায় আটকে গিয়ে।

ট্রাকটাকে ঘিরে কর্দমাক্ত শ্রমিকদের একটা দল গলদঘর্ম হচ্ছে, চিৎকার-চেঁচামেচির প্রতিযোগিতা চলেছে যেন তাদের মধ্যে। আরেকটা দল নুড়ি পাথর বয়ে নিয়ে এসে ফেলছে, তৈরি করার চেষ্টা করছে একটা রাস্তা। হাঁটু, কারও কারও কোমর পর্যন্ত, ডুবে গেছে কাদায়। মাত্র দুশো গজ দূরে পাওয়ার হাউজটা। কিন্তু এই কাদার উপর দুশো গজ রাস্তা তৈরি করা অসম্ভব বলেই মনে হলো রানার।

গাড়ি থামিয়ে মজাটা দেখতে লাগল ও। লোকগুলোকে অহেতুক কষ্ট করতে দেখে একটু খারাপও যে লাগছে না তাও নয়। কিন্তু জেনারেটরগুলোকে এভাবে পাওয়ার হাউজে নিয়ে যেতে না পারলেও দিনের মজুরী এরা সবাই পাবে, সুতরাং সহানুভূতি অপাত্রে ঢালতে সায় দিল না মন। সময় এবং টাকা লোকসান যা হচ্ছে সবই পারকিনসনদের। রানা ভাবল, শীলার জন্যে এটা সুবিধেই বয়ে আনবে। স্লুইস গেট খুলতে আরও সময় লাগবে, বোঝাই যাচ্ছে, তার মানে কাইনোক্সি উপত্যকার শীলার অংশ এক হপ্তার মধ্যে ডুবছে না।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে মিছিল করে আসছে কালো মেঘ। যদি বৃষ্টি হয়, পাড় থেকে মাটি ধসে পড়ে কাদার পরিমাণ দশ গুণ বাড়িয়ে দেবে।

রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল একটা জীপ, কাদার উপর ব্রেক কষে দাঁড়াল। দরজা খোলার সাথেই ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে বিগ প্যাট। 'এখানে তোমার কি কাজ, শুনি?'

ট্রাকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে হাসল রানা। উত্তরটা দিতে ইচ্ছা করেই দেরি করল একটু। 'কোনও কাজ নেই, মজাটা দেখছি।'

কালো হয়ে গেল বিগ প্যাটের মুখ। 'এদিকে তোমাকে আমরা দেখতেই চাই না,' দু'কোমরে হাত রাখল সে। 'ভালয় ভালয় কেটে পড়ো।'

'কিন্তু গাফ পারকিনসন? তিনিও কি চান না? তোমার সাথে বুঝি দেখা হয়নি তাঁর? কিংবা, বয়েডের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ এখনও বুঝি পাওনি?'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল বিগ প্যাট নিঃশব্দে। রানাকে এক হাত দেখাবার জন্যে ছটফট করছে সে, কিন্তু গাফ পারকিনসনের কথা ভেবে নিজেকে দমন না করে উপায় দেখছে না।

শান্তভাবে বলল রানা, 'তেড়িবেড়ি কিছু করলেই কড়া একটা চড়ের মত গাফ পারকিনসনের গালে এসে পড়বে কোর্ট অর্ডার। এবং তুমি দায়ী বলে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই কোলে তুলে সকাল-বিকেল দুই গালে চুমু খাবেন না। তার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, কাদা থেকে ট্রাকগুলোকে কিভাবে তুলতে পারো তার চেষ্টা করো। আবার বৃষ্টি এলে লেজে গোবরে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

'আবার···কি বললে?' ভুরু কুঁচকে মারমুখো হয়ে উঠল বিগ প্যাট। 'বৃষ্টি হতে কখন দেখলে তুমি?'

'হয়নি বলছ? তাহলে কাদা এল কোত্থেকে?' মুচকি হাসল রানা।

'কোত্থেকে এল তা আমি কি করে বলব? ওখানেই ছিল আগে থেকে,' হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল বিগ প্যাট। 'ঠাট্টা করছ আমার সাথে, না? বড় বাড় বেড়েছ তুমি, রানা। কিন্তু মনে রেখো, মি. গাফও তোমার শেষ দেখে ছাড়বেন। তিনি যখন

খেপবেন কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'তুমি আসলে কুয়ার ব্যাঙ, বিগ প্যাট,' বলল রানা। হাসছে। 'কিছুই জানো না। তোমাদের গাফকে খেপাবার জন্যেই তো আমি ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছি। কিন্তু মুশকিল হলো, খোঁচা খেয়েও হজম করছেন তিনি, নড়াচড়া করছেন না। শোনো তাহলে, আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীটা তোমাকে শুনিয়েই দিই। খোঁচায় কাজ হবে না, বুঝতে পেরেছি। তাই এবার মার লাগাব। এ-মার কিন্তু হাতের মার নয়। হাতের মার তোমাদের জন্যে তুলে রেখেছি।'

'ঠিক আছে,' চরকির মত আধপাক ঘুরে জীপের দিকে ছুটল বিগ প্যাট, 'গিয়ে সব বলছি মি. বয়েডকে! তোমার গায়ের ছাল তুলবেন তিনি, দেখে নিয়ো।'

পিছন থেকে হাসল শুধু রানা।

হেলেদুলে রাস্তায় গিয়ে উঠল জীপটা, তারপর রাস্তা ধরে তীরবেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাঁকে। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কাদার দিকে তাকাল রানা। ভাবছে। বোতাম টিপে দিয়েছে ও। মাত্র একটা। এখন দেখা যাক, বৈদ্যুতিক ধাক্কা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। পাওয়ার হাউজ ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে শুরু করল। মাঝামাঝি উঠে গাড়ি থামিয়ে নামবে, এমন সময় এঞ্জিনের শব্দে থমকে গিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

ঝকঝকে একটা মাইক্রোবাস থামল জীপের পাশে। গম্ভীর চেহারা নিয়ে সেটা থেকে নামল লংফেলো। সাথে একটা পাহাড়—জ্যাক লেমন।

'এখানে তোমরা কি মনে করে?' জীপ থেমে নেমে জানতে চাইল রানা।

'কারও ঘাড়ে বোঝা হবার ইচ্ছে নিয়ে নয়, এসেছি নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে,' গম্ভীর ভাবে জানিয়ে দিল লংফেলো।

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'লক্ষ লক্ষ ডলারের লোভ নেই বলে এতদিন গায়ে মাখিনি,' বলল লেমন, 'পারকিনসনরা অন্যায় ভাবে আমার মিস্ত্রী, খদ্দেরদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমার মিস্ত্রীদেরকে দিয়ে তারা গ্যারেজ থেকে স্পেয়ার পার্টস চুরি করায়, যাতে ব্যবসায় আমি লাল বাতি জ্বালাই। মুখ বুজে সহ্য করেছি এতদিন। কিন্তু যেই শুনলাম ওদের বিরুদ্ধে অন্তত একজন লোক কিছু করতে যাচ্ছে, অমনি ছুটে এসেছি। আমারও করার মত কিছু আছে। আমি যে বয়েডকে ভয় করি না এটা প্রকাশ করার সময় হয়েছে এখন।'

'কিন্তু ওদের সাথে গায়ের জোরে তুমি পারবে কেন!'

'মানুষ অতিষ্ঠ হলে অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, পারা না পারার প্রশ্ন তখন অবান্তর—তাই নয় কি?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জ্যাক লেমন জানতে চাইল, 'শুনলাম তুমি নাকি ক্লিফোর্ডদের হত্যাকাণ্ড রহস্যের মীমাংসা করতে ফোর্ট ফ্যারেলে এসেছ, মি. রানা?'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি কি মনে করো সেটা একটা হত্যাকাণ্ড ছিল?'

'ঠিক কি মনে করি তা জানি না,' বলল জ্যাক লেমন। 'তবে, ঘটনাটা ছিল খুবই

আশ্চর্য। গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ভাবতে কেমন যেন লাগে। কিন্তু তার চেয়ে আজব ব্যাপার, ক্লিফোর্ডরা মরতেই তাদের সমস্ত সম্পত্তি, বাড়িঘর, টাকা পয়সা—সব, সব, চলে গেল পারকিনসনদের পকেটে। তারপর, ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ক্লিফোর্ডদের নামটাও মুছে ফেলা হলো। এসব দেখে কি সন্দেহ করা যেতে পারে তা তো বুঝতেই পারো।'

'হুঁ,' গাড়ির দিকে ফিরল রানা। তারপর বলল, 'এসেই যখন পড়েছ, গতর খাটাও খানিক। ড্রিলিং রিগটা গাড়িতে তুলতে দম ফুরিয়ে এসেছিল আমার। ধরাধরি করে নামাও ওটা।'

'ড্রিলিং রিগ? ও দিয়ে কি হবে?' আকাশ থেকে পড়ল লংফেলো।

এসকার্পমেন্টের কিনারাটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা। 'প্রথম গর্তটা ঠিক ওটার মাঝখানে খুঁড়তে চাই আমি, ওই ওখানে।'

'কি…কি বললে?'

'এতেই এত ঘাবড়ে যাচ্ছ?' মুচকি হাসল রানা।

বাঁধের পাঁচিলের দিকে চেয়ে আছে জ্যাক লেমন। খাড়াভাবে কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেটা। 'এতবড় তা কিন্তু ভাবিনি!' বিস্ময় প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'কত হারামের পয়সা খরচ হয়েছে কে জানে!' পাহাড়ের নিচের দিকে তাকাল সে। পিঁপড়ের মত দেখা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। 'ওরা কি গোলমাল করতে আসতে পারে, মি. রানা?'

'পারে,' বলল রানা। 'যদিও ওদেরকে গোলমাল না করার জন্যে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।'

'তবু আসতে পারে?' জানতে চাইল লংফেলো।

'আমি যদি বাড়াবাড়ি করি, না এসে ওদের উপায় কি?'

'বাড়াবাড়ি…'

'করছি বৈকি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আরও অনেক করব। ওরা একবার এলেই হয় শুধু এখন।'

ড্রিলিং যন্ত্রপাতি নিয়ে বিপাকেই পড়ল ওরা। জ্যাক লেমন না থাকলে এঞ্জিনটাকে চালু করতে পারত কিনা সন্দেহ হলো রানার। পনেরো বার অস্বীকৃতি জানাবার পর সেটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে কান ফাটানো আওয়াজ করতে শুরু করল। এত বেশি ধাক্কা মারছে পিস্টনটা, রানার মনে হলো কনেকটিং রড এঞ্জিনের দেয়াল ফুঁড়ে যে-কোন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু জ্যাক লেমনের যাদু স্পর্শে এঞ্জিনটা অটুট তো থাকলই, স্টার্টও বন্ধ হলো না।

দেরি না করে কাজে নেমে পড়ল রানা। এবং ওর আশা অনুযায়ী, এঞ্জিনের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল পারকিনসনদের দল থেকে কেউ একজন। ঝড়ের বেগে জীপটাকে আসতে দেখে মুচকি একটু হেসে নিজের কাজে মন দিল রানা। ভাবছে, আসছেটা কে?

রানার সামনে দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে লংফেলো আর জ্যাক লেমন। রানা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। জীপের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে শুনতে পাচ্ছে ও। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল একবার। দেখল চিৎকার করার জন্যে

মুখ খুলছে লংফেলো। চোখ কপালে উঠে গেছে লেমনের।

পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল রানার। পিছন ফিরে তাকাতে যাবে, এমন সময় ব্রেক কষার আওয়াজ পেল ও। ঠিক ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে জীপটা।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। জীপ থেকে মাথা কামানো দুই লোক নামছে, দেখল ও। দশাসই চেহারা আর মুখের গাম্ভীর্য দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা: এরা পারকিনসনদের পোষা গুণ্ডা।

'এসব কি হচ্ছে এখানে?'

কানের পিছনে একটা হাত রেখে চিৎকার করে উঠল রানা, 'শুনতে পাচ্ছি না!'

যে লোকটা কথা বলছে তার পরনে ট্রাউজার আর শার্ট, কোট নেই। ট্রাউজারের পকেটটা উঁচু হয়ে আছে তার। দ্বিতীয় লোকটার পরনে কমপ্লিট স্যুট। তার হাতে ছোট সাইজের একটা ওয়্যারলেস সেট দেখা যাচ্ছে। সেটটা অফ করা রয়েছে। সঙ্গীকে এক পা এগিয়ে যেতে দেখেও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে।

এক পা এগিয়ে দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কি করছ তুমি এখানে?'

'একটা টেস্ট হোল তৈরি করছি।'

এঞ্জিনের আওয়াজকে ম্লান করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'সুইচ অফ করো ওটার!'

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল রানা। তারপর হাত নেড়ে পাহাড়ের খানিকটা নিচের একটা জায়গা দেখিয়ে দিল লোকটাকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। নিচে নামতে শুরু করল ধীর ভঙ্গিতে। লোকটা ওকে অনুসরণ করে নামছে কিনা দেখার জন্যে একবারও পিছন ফিরল না ও।

পঁচিশ গজের মত নেমে দাঁড়াল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল লোকটা ওর ঠিক তিন হাত সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'এসবের মানে কি জানতে চাই আমি। টেস্ট হোল তৈরি করছ বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাও?'

'আরও সহজ করে বলব? বেশ। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দেখতে চাই ভিতর থেকে কি উঠে আসে।'

'এখানে এসব করা চলবে না।'

'কেন করা চলবে না?'

'কারণ···কারণ···'

'কোন কারণ নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'ক্রাউন ল্যাণ্ডে গর্ত খুঁড়ছি আমি। এটা আমার আইনসঙ্গত অধিকার।'

কি করবে ঠিক করতে পারল না লোকটা। 'ঠিক আছে, জেনে আসি ব্যাপারটা,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, জীপের দিকে উঠে গেল।

জীপটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তারপর ফিরে এসে আবার গর্ত খোঁড়ার কাজে হাত লাগাল।

গোটা ব্যাপারটাই প্রহসন। রানা জানে, এই এলাকার মাটির নিচে মূল্যবান কোন খনিজ পদার্থ নেই। কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যে গর্তের

ভিতর থেকে যে জঞ্জাল বেরুল সেগুলোকে কাগজের মোড়কে মুড়ে জীপে তুলে রাখতে শুরু করল ও। প্রথম গর্ত থেকে যা বের করার করে নিয়ে ইঞ্জিন অফ করেছে মাত্র, এমন সময় আসতে দেখা গেল বিগ প্যাটকে।

'খেপতে বড় বেশি সময় নিচ্ছে পারকিনসনরা,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আরও বড় ডোজের ওষুধ লাগবে বলে মনে হচ্ছে।'

লংফেলোর দৃষ্টি শুধু তীক্ষ্ণ হলো, কোন মন্তব্য করল না। রানাকে বুঝতে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বুঝতে পারছে না এখনও এই আয়োজনের মাধ্যমে ঠিক কি হাসিল করতে চাইছে রানা।

জ্যাক লেমন বলল, 'ঠ্যালা সামলাও এবার!'

'মানে?' জানতে চাইল লংফেলো।

'দেখতে পাচ্ছ না কুকুরের লেজ আসছে?' বিগ প্যাটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল লেমন।

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। বলল, 'ওর নাম যাতে তুমি বদলে রাখতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করব, লেমন। কথা দিচ্ছি।'

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, পাওয়ার হাউজে জেনারেটর নিয়ে যাওয়ার সমস্যাটার সমাধান করতে না পেরে মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে আছে বিগ প্যাটের। কাদার পুরু প্লাস্টার প্যান্টের হাঁটু পর্যন্ত। সারা গায়েও বড় বড় কাদার ছোপ। মুখের চেহারাটা রুক্ষ। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। হাত নেড়ে বলল, 'আর কোন কাজ নেই আমার, শুধু তোমার সাথেই লেগে থাকতে হবে?'

'না চাইলে লাগবে কেন?' বলল রানা, 'তুমি হাজার বার এলেও আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। আমি বয়েডকে ছুটে আসতে দেখতে চাইছি।'

'এঞ্জিনের শব্দ হচ্ছিল কিসের? কি করছিলে তোমরা?'

'মাটিতে গর্ত খুঁড়ছিলাম। পারকিনসনদের মাটিতে বা তাদের মাথায় নয়, ক্রাউন ল্যাণ্ডে।'

'এ ব্যাপারেও কি অনুমতি নেয়া আছে তোমার মি. গাফের কাছ থেকে?'

'অনুমতি! কিসের অনুমতি? কারও অনুমতি দরকার নেই আমার।'

'ওহ্, তার মানে মি. গাফ এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না?'

'তা কিভাবে বলব? কেউ যদি জানিয়ে না থাকে তাহলে জানার কথা নয় অবশ্যই।'

ধীরে ধীরে দু'কোমরে হাত রেখে মুখের চেহারা কঠিন করে তুলল বিগ প্যাট। 'তুমি পারকিনসন বাঁধ আর পারকিনসন পাওয়ার হাউজের মাঝখানে গর্ত করছ অথচ অনুমতির দরকার আছে বলে স্বীকার করছ না। রানা, মি. গাফ তোমাকে পাগলাগারদে পাঠাবেন।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'যত কিছুই বলো, এটা পারকিনসনদের জায়গা নয়। এই জায়গার বিশেষ স্বত্ব যদি ভোগ করতে চায় তারা তাহলে সরকারের সাথে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে তাদের। যদ্দিন না তা করছে, আমি জায়গাটা গর্ত করে মৌমাছির চাকের মত ঝাঁঝরা করে ফেললেও কারও কিছু বলবার নেই। ওয়্যারদেসে যোগাযোগ করে আমার এই কথাটা তাকে গিয়ে শোনাও, খোকা।

মেসেজে ওদেরকে একথাও জানিয়ো বাঁধ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে।'

কথাটার অর্থ বুঝল না বিগ প্যাট। রানার দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল। 'মানে?' অস্বাভাবিক একটা চিৎকারের মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'বাঁধ নিয়ে বিপদে পড়েছে মানে?'

'মানে ওদের মুখেই শুনো,' বলল রানা। 'তুমি ওদের বেতনভুক চামচা, তোমাকে কেন সব কথা শোনাতে যাব? ওদেরকে পাঠাও, তখন বলব।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি,' হাত নেড়ে বলল বিগ প্যাট। 'আর কোন গর্ত যাতে খুঁড়তে না পারো তার ব্যবস্থা আজই করা হবে, এটুকু জেনে রাখো।' রানার পায়ের কাছে মাটিতে থুথু ফেলল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

'বিপদটা আসলে কি? নাকি ভুয়া একটা ব্যাপার মাত্র?' আগ্রহে চকচক করছে চোখ দুটো, রানার দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল লংফেলো।

'ধীরে, লংফেলো, ধীরে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল রানা। 'সময় হলে সবই জানতে পারবে। এখন চলো দেখি, একটু উপরে উঠি। আরও দুটো গর্ত খুঁড়তে হবে আমার।'

পাহাড়ের ধারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ড্রিলিং যন্ত্রপাতি। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ একটা গর্ত করল রানা। তারপর আবার রাস্তার ধারে ফিরে এসে, জীপটার কাছাকাছি তৃতীয় আর একটা গর্ত করল ও। মাটির নমুনা নিয়ে নিচের রাস্তায় ফেরার সময় পথরোধ করে দাঁড়াল একটা গাড়ি। ঝকঝকে টয়োটা ডিল্যাক্স থেকে ধীর ভঙ্গিতে রাস্তার উপর নামল ছোট পারকিনসন। সারা মুখে লেপটে আছে ঘাম, চকচক করছে রোদ লেগে। এমন লাল মুখ বড় একটা চোখে পড়েনি রানার। পিন দিয়ে ফুটো করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে বলে মনে হলো। রানার দিকে স্থির শীতল দৃষ্টি রেখে এগিয়ে আসছে সে। হাঁটার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা নজর এড়াল না রানার।

সামনে এসে দাঁড়াল বয়েড। হ্যাটটা বগলের নিচে চেপে ধরল।

'রানা, আমার সহ্যের সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ,' কণ্ঠস্বরটা নিচু কিন্তু দৃঢ়।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কারও সহ্যশক্তি কম থাকলে আমার কিছু করার নেই, বয়েড। ওটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। ঠিক কেন এসেছ তুমি এদিকে?'

'বিগ প্যাট বলল তুমি নাকি গর্ত খুঁড়ছ এদিকে। আমি চাই, এদিকে আর যেন গর্ত খোঁড়া না হয়। কি বলার আছে তোমার এ ব্যাপারে?'

'দরকার ছিল, খুঁড়েছি,' বলল রানা। 'আবার যদি দরকার হয়, খুঁড়ব বৈকি।'

'আমার আদেশ অমান্য করেও?'

'কে হে তুমি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

দাঁতে দাঁত চাপল বয়েড। 'এসব ব্যাপারে আপাতত আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তুমি নাকি ক্লিফোর্ডদের মৃত্যুটাকে হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করছ আর লোককে বলে বেড়াচ্ছ যে হত্যারহস্য মীমাংসা করতেই এসেছ ফোর্ট ফ্যারেলে, সত্যি?'

'লোকে এসব বলছে বুঝি?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'তুমি তো সবই জানো। নতুন আর কি শুনতে চাও?'

ঘামে ভেজা বয়েডের মুখে নতুন ঘামের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। 'সব জানি মানে? সব কি জানি আমি?' ধীর স্থির রাখতে চাইছে বয়েড তার কণ্ঠস্বর।

'জানো, সেটা অ্যাক্সিডেণ্ট ছিল না। জানো, আরোহীদের মধ্যে একজন কপালগুণে বেঁচে গেছে…'

'কেনেথের কথা বলছ তুমি?'

'কার কথা বলছি জানো না? আমার বিশ্বাস তাও তুমি জানো।'

'তুমি পাগল,' বলল বয়েড, নীল হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা। 'কিংবা, কথাটা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, দিন ফুরিয়ে এসেছে তোমার। এই পৃথিবীর আলো-হাওয়া-বাতাস তোমার জন্যে নয়।'

'খারাপ মানুষের এই এক ধরন,' বলল রানা। 'নিজের কপালে যা ঘটতে যাচ্ছে তাই সে অন্যের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে।'

'ওসব কথার মারপ্যাঁচ শোনার জন্যে আমি এখানে আসিনি,' বয়েড বলল। 'এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে আমি, রানা। এরপর তোমাকে আমি আধখানা সুযোগও দেব না। আমি চাই, দুর্ঘটনাটাকে হত্যাকাণ্ড বলা বন্ধ হোক।'

'মামার বাড়ির আবদার?' বলল রানা। 'নিজেদের মধ্যে লোকজন কি বলছে না বলছে সে ব্যাপারে আমি কোন্ দুঃখে মাথা ঘামাতে যাব? যা খুশি বলুক তারা, আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তবে, মনে হচ্ছে, তুমি খুব ভয় পেয়েছ। ভয়ের কি আছে, বয়েড? যা সত্য তা যদি রটেই তাতে তোমার কি এসে যায়?'

'সব ব্যাপার জানতে চেয়ো না, রানা। আমার শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি—এরপর ভেবেচিন্তে পা ফেলো তুমি। বাবা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, তুমি শোনোনি। তাঁর কথামত তোমাকে আমি একটা শেষ সুযোগ না দিয়ে পারলাম না। তোমার কোন ক্ষতি এতদিন আমি করতে চাইনি, ভেবেছিলাম নিজের ভালটা তুমি দু'দিন দেরিতে হলেও বুঝবে। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি। যাক, একই ভুল দ্বিতীয়বার করতে চাই না আমি। কবে যাচ্ছ জানতে পারলে খুশি হতাম, রানা।'

'এক্ষুণি যেতে চাই,' বলল রানা, তারপর আঙুল দিয়ে টয়োটাকে দেখাল। 'ওটা না সরালে যাই কিভাবে?'

'খুব বেশি স্মার্ট মনে করো নিজেকে,' বলল বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল না। ফিরে গিয়ে গাড়িতে চড়ল, গাড়ি ব্যাক করে জায়গা করে দিল রানার জীপকে।

টয়োটার পাশে থামাল রানা জীপটা। 'বয়েড, বাঁধটা ভাঙছ কবে?'

মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল বয়েড। 'কি!'

'বাঁধটার কথা বলছি,' গম্ভীর হলো রানা। 'ওটা বোধহয় তোমাদের ভেঙে ফেলতে হবে, বয়েড।'

কথা বলছে না বয়েড। রানার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু।

'কারণটা জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'কি কারণ?'

'কাইনোক্সি উপত্যকার মাটির নিচে দামী খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'গোপনীয়তার স্বার্থে এই মুহূর্তে সব কথা তোমাকে বলা সম্ভব নয়। শুধু জেনে রাখো, বাঁধের কাজ যাতে বন্ধ করার হুকুম দেয়া হয় তার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করছি আমরা...'

'করো না,' রানাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই নিষেধ করল বয়েড। 'এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চলে যাও।' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল সে, 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি।' গাড়ি ছেড়ে দিল সে। রাস্তা ছেড়ে পাশের কাদায় পড়তেই আটকে গেল গাড়ির চাকা। সামনে এগোচ্ছে না দেখে গাড়ি ব্যাক করল বয়েড। সবেগে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের গায়ের সাথে ধাক্কা খেল টয়োটা। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল।

তার উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ল রানা। হুস্ করে বেরিয়ে গেল জীপটা ফোর্ট ফ্যারেলের উদ্দেশে।

একটা কথাও হলো না গাড়িতে। লংফেলো গম্ভীর, থমথম করছে মুখের চেহারা। ঘনঘন চশমা নামিয়ে কাঁচ মুছছে শুধু। জ্যাক লেমন পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারছে না। একবার রানার দিকে আরেকবার লংফেলোর দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করছে শুধু।

লংফেলোর কেবিনের সামনে থামল জীপ। 'ওটা মিস ক্লিফোর্ডের স্টেশন ওয়াগন না?' জানতে চাইল জ্যাক লেমন।

নিচে নামতে নামতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে চোখ রেখে লংফেলো বলল, 'হ্যাঁ। ওই তো শীলা!'

জীপের শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে শীলা বাইরে। ওদের দেখে ছুটে কাছে চলে এল। 'চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম,' বলল, 'এক্ষুণি ভাবছিলাম গিয়ে দেখেই আসি কিছু অঘটন ঘটল কিনা!' হাঁপাচ্ছে শীলা। 'তেমন কিছু ঘটেনি তো?'

'তুমি এসে পড়েছ,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তার মানে, আজ থেকে আবার আমাকে জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে।'

'আমার ছেলের মা আবার দুশ্চিন্তা করবে আমাকে নিয়ে,' লাজুক হাসি হেসে বলল জ্যাক লেমন, 'এখন যাই, দরকার পড়লেই আবার আমাকে খবর দিয়ো, ফেলো কাকা।'

'দরকার তো পড়বেই,' বলল লংফেলো। 'কোথাও যদি যাও বাড়িতে জানিয়ে যেয়ো।'

'হয় বাড়িতে, নয় গ্যারেজে থাকব,' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল জ্যাক লেমন।

শীলার সাথে বকবক করতে করতে কেবিনের দিকে এগোল লংফেলো। ওদেরকে অনুসরণ করল রানা।

ষোলো

পরদিন। ব্রেকফাস্টে বসে বলল রানা, 'আজ আবার বয়েডের মুখোমুখি হতে চাই

আমি।'

'কিন্তু পারকিনসন বিল্ডিং তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। ওখানে গেলে জীবনে আর বেরুতে দেবে না তোমাকে।'

'এসকার্পমেন্টে উঠে ওখানে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করব আমি,' বলল রানা, 'তাতেই ছুটে আসবে সে।'

'তা আসবে,' সায় দিল লংফেলো। 'কিন্তু ওর মুখোমুখি হয়ে কি লাভ?'

'বরং গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে,' মন্তব্য করল শীলা।

'গোলমাল করতেই চাইছি আমি,' বলল রানা।

'যাই তাহলে, লেমনকে তৈরি হতে বলি,' লংফেলো চেয়ার ছাড়তে গেল।

'না,' বলল রানা, 'আজ আমি একাই যাব।'

'কে তোমাকে নিষেধ করছে একা যেতে?' চোখ রাঙাল লংফেলো। 'আমরা তোমার সাথে যাব না, পিছু পিছু যাব। এতে তুমি বাধা দিতে পারো না। আসলে, ক্রাউনল্যাণ্ডে যেতে কেউ আমাদেরকে বাধা দিতে পারে না—এটা তোমারই শেখানো কথা।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়াতে শুরু করল সে। 'মুশকিল হলো, দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেব ভেবেছিলাম, সেটি আর হলো না।'

'মানে? রাতে ঘুমাওনি নাকি?'

চোখ রগড়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল লংফেলো। তারপর আড়চোখে শীলাকে একবার দেখে নিয়ে নিজের নাস্তার প্লেটে দৃষ্টি নামাল। সেদিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'ঘুমালে তোমাদের গল্প শুনবে কে সারারাত জেগে? বারান্দায় কথাবার্তা, ঘরের ভিতর খুটখাট—ঘুমানো সম্ভব? সাংবাদিক হয়ে?'

হাসি চেপে বলল রানা, 'তোমার হয়তো জঙ্গলে শোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল—ওখানে কোনরকম অশান্তি নেই।'

পিছন দিকে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল লংফেলো। 'লেমনকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।'

এক ঘণ্টা পর। কাইনোক্সি রোড ধরে ছুটছে রানার জীপ। সাথে আসবার জন্যে জেদ ধরেছিল শীলা, রানা শেষ পর্যন্ত ধমক দিয়ে নিরাশ করেছে।

পাওয়ার হাউজ ছাড়িয়ে গেল জীপ। কেউ ওদেরকে বাধা দিল না। এসকার্পমেন্ট রোড ধরে প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে থামল ওরা। রানার ইচ্ছা, ঠিক বাঁধের নিচেই একটা গর্ত করা।

এসকার্পমেন্টের কিনারা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল জ্যাক লেমন এঞ্জিনটাকে। যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ করতে বেশ সময় লাগল। খোলা জায়গায় ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবার কথা, কিন্তু কেউই মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছে না ওদের দিকে। পাহাড়ের নিচে এখনও লোকজন জেনারেটর আর্মেচার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। তবে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে তারা সেটাকে পাওয়ার হাউজের দিকে। সারারাত ধরে পালাক্রমে খেটেছে শ্রমিকরা বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর কাণ্ড কাদার উপর ফেলে একটা শক্ত ভিত তৈরি করার জন্যে। উপর থেকে শোনা যাচ্ছে নিচের হৈ-হট্টগোলের ক্ষীণ শব্দ। কিন্তু লেমন এঞ্জিন স্টার্ট

দিতেই সব চাপা পড়ে গেল।

প্রথম গর্তটা ত্রিশ ফুট লম্বা করল রানা। যা বেরুল সব রেখে দেয়া হলো কাগজে মোড়ার জন্যে। কাছাকাছি আরও একটা গর্ত করল রানা। এটা চল্লিশ ফুট লম্বা।

'এঞ্জিনটার এই আওয়াজই যত নষ্টের গোড়া,' চিৎকার করে বলল লংফেলো, 'ঠিক বিপদ ডেকে আনবে।'

'কেউ আসছে বুঝি?' রাস্তার দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল রানা।

'শুধু আসছে না, যুদ্ধের পতাকাটাকে সাথে নিয়ে ছুটে আসছে।'

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঠিক পিছনেই বিগ প্যাটকে নিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে বয়েড। কাছে আসতে রানা দেখল রাগে দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা তার মুখোমুখি হবার জন্যে। চিৎকার করে উঠল সে, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, রানা, এখন ফলাফল ভোগ করো!'

অটল দাঁড়িয়ে থাকল রানা। বিগ প্যাটের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কাছে এসে দাঁড়াল দু'জন।

'বয়েড, তোমাদের কপাল মন্দ, তা নাহলে এত টাকার বাঁধটা এভাবে অর্থহীন হয়ে যায়? বিশ্বাস করো, ঠিক বাঁধের পঞ্চাশ গজের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের মূল্যবান খনিজ পদার্থ পেয়েছি আমি। ধারণা করছি, এর দ্বারা বছরে কয়েকশো কোটি ডলার আয় হবে সরকারের।'

বয়েড ওর একটা কথাও শুনেছে বলে মনে হলো না রানার। তর্জনী তুলে রানার বুকে সেটা ঠেকাল সে। 'এই মুহূর্তে এখান থেকে যাচ্ছ তুমি, আর কোন কথা আমরা শুনতে চাই না।'

'আমরা? তোমার সাথে আর কাকে জড়াচ্ছ, বয়েড? তোমার বাবা, যতদূর জানি, তোমাকে নিষেধ করেছেন আমাকে ঘাঁটাতে। সে যাক, তোমরা চাইলেই আমি এখান থেকে যেতে পারি না, বয়েড। যদিও বাঁধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু ওটার এক কানাকড়িও মূল্য নেই এখন আর। এখানে এবং কাইনোক্সি উপত্যকায় প্রচুর কয়লা পাওয়া গেছে। সোনার খনি পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। পারকিনসন করপোরেশনের অবশ্য কোনই লাভ হবে না, লাভ হবে শীলার আর সরকারের। তবে বাঁধ ভাঙার জন্যে যে খরচটা তোমাদেরকে করতে হবে তার জন্যে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ যাতে তোমরা পাও তার জন্যে আমি শীলাকে উদার হতে অনুরোধ জানাব।'

'তোমার এসব কথা আমি শুনতে চাই না।' বয়েড ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ভরল। 'তুমি যাবে কিনা…'

'কথাগুলো শুনলে ভালোই হবে তোমার, বয়েড,' মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করল লংফেলো।

'অযথা নাক গলিয়ো না এসব-ব্যাপারে, বুড়ো গাধা কোথাকার!' চোখ গরম করে লংফেলোর দিকে তাকাল বয়েড। তারপর জ্যাক লেমনের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকেও জানিয়ে রাখছি, রানার সাথে জোট পাকানোর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াব।'

'বয়েড, ওদেরকে বাদ দিয়ে কথা বলো,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা।

নিপুণ, অব্যর্থ লক্ষ্য জ্যাক লেমনের। থোঃ করে একটা শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল বয়েডের জুতোর ডগা ভিজে গেছে। 'তোমাকে আমি কেয়ার করি না,' বলল সে, 'এটা তার একটা প্রমাণ।'

এক পা এগোল বয়েড, ঘুসি মারার জন্যে মুঠো করা হাতটা তুলল।

বয়েডের বুকে থাবা মেরে নেকটাই চেপে ধরল রানা। 'থামো! তোমার দলবলকে আরেকটু কাছে আসতে দাও, বয়েড।' পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে দু'জন লোক আসছে এদিকে। একজন কড়া ভাঁজের ইউনিফর্ম পরা শোফার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাঁটতে সাহায্য করছে এক হাত ধরে।

অবশেষে সুরক্ষিত দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন গাফ পারকিনসন। বুড়ো পারকিনসন এবং রাস্তার ধারে ফিকে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড বেন্টলি গাড়িটাকে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল জ্যাক লেমনের। 'কি ভাগ্য!' বিস্মিত ধ্বনি বেরুল তার কণ্ঠ থেকে। 'কত বছর দেখিনি বুড়ো ষাঁড়টাকে!'

'হয়তো তার বাচ্চা ষাঁড়টাকে রক্ষা করতেই আসছে সে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল লংফেলো।

এগিয়ে গেছে বয়েড বাপকে সাহায্য করতে। কাছে গিয়ে বাবার হাতটা ছুঁয়েছে মাত্র, ঝাঁকুনি দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিলেন গাফ। দেখে মনে হলো রানার, গায়ে এখনও যথেষ্ট শক্তি রাখেন বুড়ো।

ব্যাপারটা লক্ষ করে লংফেলো মন্তব্য করল, 'বয়সে বেশি হলে কি হবে, আমাকে তুলে আছাড় দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'সত্য উদঘাটনের মুহূর্ত এটা।'

'এর নাম গাফ, একে কাবু করতে অসম্ভব ধারাল তলোয়ার দরকার, রানা,' রানার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল লংফেলো।

বুড়ো গাফ ওদের কাছে পৌঁছুলেন। একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন কড়া দৃষ্টিতে। তার শোফারের দিকে শেষবার দৃষ্টি ফেলে সংক্ষেপে বললেন, 'গাড়ির কাছে ফিরে যাও,' ড্রিলিং যন্ত্রপাতির দিকে তিন সেকেণ্ড স্থির রাখলেন দৃষ্টি, তারপর ঝট্ করে ফিরলেন বিগ প্যাটের দিকে। 'তুমি কে?'

'বিগ প্যাট। পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করি।'

পাকা ভুরু কপালে তুললেন গাফ। 'কাজ করো? সত্যি? তাহলে এখানে কি করছ? গেট ব্যাক টু ইওর জব।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে বিগ প্যাটকে। বয়েডের দিকে তাকাল সে। মৃদু মাথা নাড়ল বয়েড। বিগ প্যাট রওনা দিল রাস্তার দিকে।

লেমনের দিকে ফিরলেন গাফ। 'তোমাকেও আমাদের দরকার নেই,' থমথমে গলায় বললেন তিনি, 'তুমিও যেতে পারো এখান থেকে, লংফেলো।'

শান্ত ভাবে বলল রানা, 'জীপের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো, লেমন,' বুড়ো গাফের দিকে তাকাল ও। 'লংফেলো থাকছে।'

'সেটা ওর ওপর নির্ভর করে,' গাফ বললেন। 'কি, লংফেলো?'

'আমি চাই দু'পক্ষ যেন সমান শক্তিতে যুদ্ধ করে,' সানন্দে বলল লংফেলো। 'দু'জনের বিরুদ্ধে দু'জন,' হাসল সে। 'বয়েডকে রানা কাবু করতে পারবে। আর তোমার সাথে আমার যুদ্ধটাও দর্শনীয় একটা ব্যাপার হবে, সন্দেহ নেই।' গ্যাসোলিন এঞ্জিনের মাথাটা ছুঁয়ে দেখল সে এখনও গরম আছে কিনা, তারপর সেটার উপর চেপে বসল ধীর ভঙ্গিতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে গাফ পারকিনসন বললেন, 'ভাল কথা। আমি যা বলতে চাই তা আর কেউ শুনলে কিছু এসে যায় না।' রানাকে তিনি ঠাণ্ডা নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করলেন, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, রানা, কিন্তু তুমি সেটায় কর্ণপাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারে...'

'বাবা, তুমি কি ঠিক জানো কেনেথের বন্ধু ছিল এই লোক?'

'শাট আপ! ছেলের দিকে না ফিরেই ধমক মারলেন গাফ। 'ব্যাপারটা আমি নিজে দেখছি। ভুল ইতিমধ্যে অনেক করেছ তুমি—তুমি এবং তোমার বোন।' রানার চোখে চোখ রেখে কথা বলছেন তিনি। 'তোমার কিছু বলার আছে, রানা?'

'বলার কথা আমার অনেক, কিন্তু ক্লিফোর্ডদের ভাগ্যে সত্যি কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে এখুনি আমি প্রশ্ন তুলতে চাই না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আপনাদের এত সাধের বাঁধটা ভেঙে...'

'বাঁধ বা অন্য কোন ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' থামিয়ে দিলেন রানাকে গাফ। 'ক্লিফোর্ডদের ব্যাপারে যদি কিছু বলার থাকে, এখুনি বলো, তা নাহলে মুখ বুজে থাকো। আছে কিছু বলার? যদি না থাকে, চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে পারো তুমি—আমি নিজে দেখব যাতে তুমি দূর হও।'

'হ্যাঁ,' ধীর ভঙ্গিতে বলল রানা, 'দু'চারটে কথা এই মুহূর্তে বলা যায় আপনাকে। কিন্তু কথাগুলো আপনার মোটেই পছন্দ হবে না।'

'আমার জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা আমি পছন্দ করিনি,' পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল গাফ পারকিনসনের মুখের চেহারা। 'আরও দু'চারটে যদি ঘটে তাতে কিছু এসে যাবে না।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি। 'কিন্তু যাই বলো, ভেবেচিন্তে বলো, রানা। আগে ভেবে দেখে নাও, প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং তা সামলাবার মত শক্তি তুমি রাখো কিনা।'

নার্ভাস দেখাচ্ছে বয়েডকে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। 'গড!' বলল লংফেলোর দিকে ফিরে। 'বুড়ো মানুষটাকে তোমরা উত্তেজনার মধ্যে ফেলছ।'

'তোমাকে চুপ করে থাকতে বলেছি,' সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়লেন গাফ। 'তৃতীয়বার বলব না আমি। রানা, বলো শুনি কি বলার আছে তোমার।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, গাফ বাধা দিলেন ওকে।

'তার আগে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমার সম্পর্কে সব আমার জানা আছে, রানা।'

'মানে?'

'তোমার সম্পর্কে আমি নানাদিক থেকে খবর নিয়েছি,' গাফ বললেন। 'তুমি কে এবং কি তা আমি জানি।'

'কিন্তু কতটুকু জানেন?' বিস্ময় চেপে রেখে ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল রানা।

'যতটুকু জানা দরকার, সব।' গাফ বললেন। 'তুমি কে, তোমার যোগ্যতা কি, কারা আছেন তোমার পিছনে—সবই আমি জানি এখন। জানি বলেই বেরিয়ে এসেছি বাড়ি ছেড়ে এই ব্যাপারটা নিজে দেখব বলে। তোমাকে আমি ছোট করে দেখছি না, রানা। সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধই আমার পছন্দ। কিন্তু মুখ খোলার আগে একটা কথা শুধু মনে রেখো: এই এলাকার মালিক আমি। এটা আমার রাজ্য। এখানে আমার কথাই আইন।'

গম্ভীর হলো রানা। 'ঠিক কি জানতে চান আপনি, মি. গাফ? আপনি বরং আমাকেই প্রশ্ন করুন।'

'কেন এসেছ তুমি ফোর্ট ফ্যারেলে?'

'খুঁড়তে?'

'কি খুঁড়তে?'

'কবর।'

'কবর? কার কবর?'

'ক্লিফোর্ডদের।'

থমথম করছে গাফের চেহারা। 'কেন?'

'মি. গাফ,' প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বলল রানা, 'আপনি জানেন, কেনেথ এখন কোথায়?'

'কোথায়?'

'সে মারা গেছে।'

খবরটা একটা আঘাত হয়ে লাগল বৃদ্ধকে, তার আঁৎকে ওঠা দেখে বুঝতে পারল রানা।

'মারা গেছে!' মাথার হ্যাট নামিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালালেন গাফ। 'কবে? কিভাবে মারা গেল?' বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রথমবার তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর হাসপাতালে ঢুকে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে।'

'হোয়াট!' গাফ কাঁপছেন। 'কি বললে! কেনেথকে খুন করা হয়েছে? কে—কে তাকে খুন করেছে?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে বয়েডকে দেখাল রানা। 'এই প্রশ্নটা আপনি আপনার পুত্রসন্তানকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল বয়েড, তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকে থামিয়ে দিলেন গাফ। 'আর কি জানো তুমি, রানা? কেনেথের সাথে কি সম্পর্ক ছিল তোমার?'

'বন্ধুত্বের।'

'কতদিনের পরিচয় ছিল?'

'মাত্র কয়েক দিনের। কিন্তু তার সব কথা সে আমাকে বলে যাবার সময় পেয়েছিল।'

অভিজ্ঞ শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন গাফ। রানাকে দেখছেন। 'কেন তুমি ক্লিফোর্ডদের কবর খুঁড়তে চাও, রানা?'

'কেন চাই আপনি জানেন না?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, রানা!'

'আপনার মত দুর্বল মানুষের নির্দেশ পেতে অভ্যস্ত নই, মি. গাফ,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা। 'তবে উত্তরটা আপনার জ্ঞাতার্থে জানাতে আপত্তি নেই।'

'কি আশা করো তুমি ওদের কবরে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন গাফ, কাঁপছেন তিনি।

'দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে দু'জন যুবক ছিল,' বলল রানা। 'তাদের একজনের ওপরের মাড়ির দুটো পোকা খাওয়া দাঁত ফিলিং করা ছিল। কবর খুঁড়ে আমি কি দেখতে চাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন এবার?'

মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়ে উঠতে দেখল রানা গাফকে। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি।

আবার বলল রানা, 'আরও অনেক কিছু জানি আমি, যেগুলোর সাহায্যে সত্য প্রকাশ করা সম্ভব।'

'আমার শেষ প্রশ্ন, রানা,' বললেন গাফ। 'কেনেথের কাছ থেকে কতটুকু কি জেনেছ তুমি?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আগেই আপনাকে আমি দিয়েছি।'

'কিন্তু কেনেথ স্মৃতিভ্রংশের শিকার ছিল, তাই নয় কি?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা বুঝছি না কিন্তু। কেনেথকে আপনি কেনেথ বলে ডাকছেন কেন?'

লৌহ কঠিন মুখের চেহারা চুল পরিমাণ বদলে গেল বলে মনে হলো রানার। 'কি বোঝাতে চাইছ তুমি কথাটা দিয়ে?'

'কি বোঝাতে চাইছি তা আপনার জানা উচিত,' বলল রানা, 'ক্লিফোর্ডদের মৃতদেহ আপনিই সনাক্ত করেছিলেন,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল রানা। 'কেনেথ যে কেনেথ নয়, আসলে টমাস ক্লিফোর্ড—একথা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানবে?'

একচুল নড়লেন না গাফ, কিন্তু তার মুখের রঙ বদলে গেল দ্রুত। একটু দুলে উঠলেন এবং কথা বলার চেষ্টা করলেন। বোঁজা গলা থেকে দুর্বোধ্য ক'টা শব্দ বেরুল মাত্র, কথা ফুটল না। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থরথর করে। কেউ ধরে ফেলার আগেই ধড়াশ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল দেহটা।

ছুটে গেল বয়েড। বাবার সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। তার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে রানা। বুড়ো গাফ এখনও বেঁচে আছেন, থেমে থেমে ক্ষীণ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। শার্টের আস্তিন ধরে পিছন থেকে টানল লংফেলো রানাকে। 'হার্ট অ্যাটাক,' বলল সে রানাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। 'আগেও এরকম হতে দেখেছি আমি। সেজন্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না ও।'

সত্য উদঘাটনের মুহূর্তে ওর তলোয়ার বড় বেশি ধারাল ছিল, ভাবল রানা। কিন্তু যা শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গাফ সেটাই কি প্রকৃত সত্য? এখনও জানে না রানা। এখনও জানে না কেনেথ সত্যিই কেনেথ ছিল, নাকি ছিল টমাস ক্লিফোর্ড।

সতেরো

ডাক শুনে বেন্টলির কাছ থেকে ছুটে এল শোফার। লংফেলো আস্তিন ধরে আবার সরিয়ে নিয়ে এল রানাকে। 'বাপকে নিয়ে ছোকরা এখন ব্যস্ত থাকবে,' বলল সে ফিসফিস করে। 'কিন্তু একটু সময় পেলেই তোমার দিকে নজর পড়বে ওর। ভেব না তোমাকে সে ছেড়ে দেবে। কয়েক ডজন ডালকুত্তা ফেরার পথ বন্ধ করে দেবে তোমার। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়া যাক।'

ইতস্তত করল একটু রানা। বুড়ো গাফের অবস্থা শোচনীয়, ও চাইছে গাফ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু লংফেলোর যুক্তিটাও অগ্রাহ্য করার মত নয়, অনুধাবন করল ও। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে এখানে থাকলে কোন অনুকূল ফল ছাড়াই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। 'ঠিক আছে, তাই হোক।'

জীপের কাছে যেতে কাঁপা গলায় জানতে চাইল জ্যাক লেমন, 'ঘটল কি? তুমি বুড়োকে মেরেছ, রানা?'

'পাগল হলে নাকি তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লংফেলো। 'গাফ হার্ট অ্যাটাকের রোগী, জানো না? কুইক, জীপে ওঠো সবাই।'

'ড্রিলিং যন্ত্রপাতিগুলোর কি হবে?' প্রশ্ন করল লেমন।

'থাক ওগুলো,' বলল রানা। 'ওগুলোর কাজ শেষ হয়েছে,' পাহাড়ের নিচে ছোট্ট ভিড়টার দিকে তাকাল রানা। 'সম্ভবত অনেক বেশি খুঁড়ে ফেলে প্রায় সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা।'

বিপদের জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে নিচের দিকে জীপ চালাতে শুরু করল রানা। কিন্তু পাওয়ার হাউজের পাশ ঘেঁষে এগোবার সময় ঘটল না কিছুই। রাস্তায় উঠে স্বস্তি বোধ করল রানা। ঢিলে হয়ে গেল পেশীগুলো।

'এই ব্যাপারটাই তাহলে এতদিন আমাদের কাছে গোপন করে রেখেছিলে তুমি!' বলল লংফেলো, 'হাসপাতালে যে খুন হয়েছে সে কেনেথ নয়, টমাস—প্রথম থেকেই তুমি জানতে? কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, রানা।'

'কি?' জানতে চাইল রানা।

'তুমি বলেছিলে অ্যাক্সিডেন্টের পর যে বেঁচে গেল সে সব ভুলে গেলেও জিওলজি সম্পর্কে কিছুই ভোলেনি। জিওলজির ছাত্র ছিল কেনেথ, তাই না? এখন, যে বেঁচে গেল সে যদি টমাস হয় তাহলে জিওলজি সম্পর্কে জ্ঞান পেল সে কোথা…?'

'জিওলজির ছাত্র ছিল টমাসও, জানো না বুঝি?'

মাথায় হাত দিল লংফেলো। 'বলো কি! তা তো জানতাম না!'

'গাফ পারকিনসনের ব্যাপারে নতুন ভাবে চিন্তা করছি আমি,' বলল রানা। 'তাকে আমার মোটেও খারাপ মানুষ বলে মনে হয় না।'

'সে কথা তো তোমাকে আমি আগেও বলেছি,' বলল লংফেলো। 'ভয়ঙ্কর হতে

পারে, কিন্তু সৎ মানুষ।'

'কিন্তু ক্লিফোর্ডদের সমাপ্ত করার ব্যাপারে তিনি কি ইচ্ছা করেই ভুল করেছিলেন? তা যদি না হয় তাহলে কেনেথ কেনেথ নয় টমাস একথা শুনে তিনি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হবেন কেন?'

'তাই তো!' লংফেলো সমর্থন করল রানাকে। 'দারুণ রহস্য দেখছি!'

লংফেলোর কেবিনের সামনে একটা পাথরের উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে শীলা, দূর থেকেই দেখতে পেল রানা। জীপ থামতে নামল সবাই। জ্যাক লেমন বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। ফোর্ট ফ্যারেলে ফিরে গেল সে। শীলার হাত ধরে তাকে দাঁড় করাল লংফেলো। ওদের পিছু পিছু কেবিনে ঢুকল রানা। দু'জনের চেহারা এবং হাবভাব দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল শীলা। দ্রুত কেবিনেট থেকে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নামাল সে।

সব কথা বলল রানা শীলাকে। ম্লান, রক্তশূন্য হয়ে গেল শীলার চেহারা। 'গাফ কাকা বলে বরাবর ডাকতাম ওঁকে আমি,' বলল সে। মাথা তুলল। 'সত্যি বলতে কি, গাফ কাকাকে কখনও খারাপ লোক বলে মনে হয়নি আমার। নাথান চাকরি নিয়ে আসতেই পারকিনসন করপোরেশন বেয়াড়া হয়ে উঠল।'

'কিন্তু নাথানের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সে তো স্রেফ বেতনভুক কর্মচারী। ক্লিফোর্ডদের যাবতীয় সব কিছু মেরে দিয়ে গাফই লাভের টাকা পকেটে ভরেছে।'

'কিন্তু এটা ঠিক চিটিং কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সন্দেহ আছে, তাই না? দলিল এবং চুক্তি অনুযায়ীই সব দখল করেছে পারকিনসনরা।'

'কিন্তু নীতিগতভাবে আপত্তিকর!' মন্তব্য করল লংফেলো।

'এবং দলিল এবং চুক্তিগুলো জাল কিনা তাও কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি।'

খানিকক্ষণ কথা বলল না কেউ।

'এখন আমাদের করণীয় কি, লংফেলো?'

'শেষ চালটাও চেলে ফেলেছ তুমি,' বলল লংফেলো। 'আর কিছু করার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা। আমার ধারণা, তোমার পিছু পিছু আসবে বয়েড।'

'ভুল বুঝেছ তুমি,' বলল রানা। 'শেষ চাল হাতেই রেখে দিয়েছি আমি এখনও।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব,' চিন্তিত দেখাচ্ছে লংফেলোকে, 'শেষ চাল দেবার অবকাশ কখনোই হয়তো হবে না তোমার। কি জানি, একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে গাফ মারা গেলে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে! রানা?'

'বলো।'

'আমার শেষ কথাটা রাখবে তুমি?'

'কি?'

'ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে তোমাকে আমি পালাতে বলছি না, কেননা সে অনুরোধ তুমি রাখবে না জানি। কিন্তু আত্মগোপন করো, প্লীজ! অন্তত রাত পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকো। ফোর্ট ফ্যারেলে এখন যেয়ো না।'

'কেন? আমি ফেরারী নাকি? তাছাড়া, কার ভয়ে লুকাব, লংফেলো? ফোর্ট ফ্যারেলে যাব এই জন্যে যে…'

'বয়েড আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের তুমি যদি চিনতে...'

'বোঝা যাচ্ছে,' বলল রানা, 'ভয়ে মরে যাচ্ছ তুমি। আমাকেও চিনতে ভুল করেছ।'

'ভুল করা তো দূরের কথা,' বলল লংফেলো, 'তোমাকে কি আমরা আদৌ চিনি, রানা? কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? স্কট বা ইংরেজ নও তুমি। ইউরোপীয়ান বলেও মনে হয় না। কোথা থেকে এসেছ, রানা? কেন এসেছ? টমাস ক্লিফোর্ডের প্রেতাত্মা নও তো? কিংবা, কেনেথের? আমার কেন যেন সন্দেহ হয় একমাত্র ওদের কারও প্রেতাত্মার পক্ষেই ফোর্ট ফ্যারেলে এসে এরকম অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব।'

রানাকে হাসতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল লংফেলো। 'আমার কথা হলো, আত্মগোপন করো। আমি তোমাকে পরাজয় মেনে নিতে বলছি তা ভেব না। এতকিছুর পর তুমি যদি পিছিয়ে যাও, তোমার দিকে থুথু ছুঁড়ব আমি। আমি বলতে চাইছি, গাফের অবস্থা কি হয় না জেনে তুমি বয়েডের সামনে চেহারা দেখিয়ো না। বয়েডের পিঠের ওপর গাফ নেই এখন তার লাগাম টেনে ধরার জন্যে এ কাজটা নাথানের পক্ষেও সম্ভব নয়। বিগ প্যাট আর পোষা গুণ্ডাদেরকে নিয়ে বয়েড হয়তো ইতিমধ্যেই তোমার খোঁজে রওনা হয়ে গেছে। তোমাকে পেলে কি অবস্থা করবে...' ঝট করে বুড়ো শীলার দিকে ফিরল, 'বছর কয়েক আগে নিক ব্রাউনের কি অবস্থা করেছিল বয়েড, তোমার স্মরণ আছে, শীলা? ভাঙা একটা পা, ভাঙা একটা হাত, ফাটা পাঁজর আর চেহারা বদলানো মুখ নিয়ে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে পালাতে দিশা পায়নি সে। বয়েডের গুণ্ডাদের হাতে পড়ে খুন হওয়া তবু ভাল, রানা। কিন্তু ওরা যদি ঠিক করে থাকে তোমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাবে—বিশ্বাস করো, সেটা হবে তোমার জন্যে মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক। আবার বলছি, ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার কোন ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, এই মুহূর্তে তা বাতিল করে দাও।'

উঠে দাঁড়াল শীলা। 'ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার ব্যাপারে আমাকে অন্তত কেউ বাধা দিতে পারছে না। আমি চললাম।'

শীলার পথ রোধ করে দাঁড়াল লংফেলো। 'কিন্তু কেন?'

'পুলিস সার্জেন্ট হ্যামিলটনের সাথে দেখা করতে,' বলল শীলা। 'যথেষ্ট দেরি করা হয়েছে, পুলিসকে সব জানানোর ব্যাপারে আর দেরি করার মানে হয় না।'

শীলার পথ ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লংফেলো। 'যেতে চাও যাও, কিন্তু প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে হ্যামিলটনের করার কি আছে? কার বিরুদ্ধে ঠিক কি অভিযোগ তুলতে চাও তুমি, শীলা?'

'সে সব পরে ভাবব,' বলল শীলা। 'তার সাথে দেখা করতে চাই আমি।' দ্রুত, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে। খানিকপরই তার গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ পেল রানা।

'নিক ব্রাউন—কে সে?' জানতে চাইল রানা।

'বয়েডের বিরুদ্ধে যাবার সাধ হয়েছিল এমন একজন লোক ছিল সে,' বলল লংফেলো 'কেন মারধোর করে তার হাড়গোড় ভাঙা হয়েছিল তা সবাই জানত, কিন্তু অন্যায়টার প্রতিবাদ করার সাহস একজনেরও হয়নি। সেই যে পালাল নিক, ফোর্ট ফ্যারেলে জীবনে কখনও ফেরেনি, ফিরবেও না কখনও। নিক শুধু একা নয়, এই রকম আরও অনেকে জীবনে কখনও ফোর্ট ফ্যারেলে ভুলেও পা দেবে না। তুমি

বয়েডের বিরুদ্ধে যা করেছ এরা কেউ তার সিকি ভাগও করেনি, রানা। খানিক আগে ওকে যে রকম রাগতে দেখেছি আমি, আর কখনও দেখিনি।' হঠাৎ কপালের পাশটা চেপে ধরল সে। 'বড্ড ধরেছে মাথাটা, দাঁড়াও চা তৈরি করি,' বলে বেরিয়ে গেল সে বাইরে।

এক মিনিট পর খালি হাতে ফিরল লংফেলো। 'স্টোভটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, আর কাঠও নেই। আমি না ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে নোড়ো না তুমি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চা না খেলেই নয়,' বলল লংফেলো। 'কাঠ আনতে যাচ্ছি। রান্নাবান্নার জন্যেও তো লাগবে।' বেরিয়ে গেল সে আবার।

একই জায়গায় বসে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবতে লাগল রানা। মুশকিল হলো, ক্লিফোর্ড হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খুব বেশি দূর এগোয়নি সে, ভাবছে রানা। এবং যে লোক রহস্য উন্মোচন করতে পারেন তিনি সম্ভবত এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছেন। ফোর্ট ফ্যারেলে গিয়ে বয়েডের মুখোমুখি হবার একটা ইচ্ছা জেগে রয়েছে ওর মধ্যে—কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না তাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

দরজার কবাট দুটো খুলে দু'পাশে বাড়ি খেতেই রানা দেখল, ফোর্ট ফ্যারেলে যাবার আর দরকার নেই ওর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বয়েড পারকিনসন। হাতে রাইফেল। রাইফেলটা তুলে ধরল বয়েড। রানার মনে হলো, এই মুহূর্তে গুলি করতে যাচ্ছে সে। মাজলের গোল গর্তটা তলহীন গহ্বরের মত দেখাচ্ছে। 'এবার, কুত্তার বাচ্চা?' বলল বয়েড। উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে সে। 'কেনেথ কেনেথ নয়, টমাস ক্লিফোর্ড—এসবের মানে কি, বলো!'

দু'পা এগোল বয়েড, কিন্তু তার হাতের রাইফেল একচুল দিক বদল করল না। তার পিছন থেকে পাশ কাটিয়ে কেবিনের ভিতর ঢুকল পুসি। রানার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হাসল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল রানা, কিন্তু বাধা দিল বয়েড। 'বসে থাকো, বেজন্মা কুত্তা; আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তোর। এখান থেকে আমিই তোকে শেষবারের মত সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল রানা। 'টমাস ক্লিফোর্ডের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন?' প্রশ্ন করল রানা অদ্ভুত শান্ত গলায়। 'সে, তার বাবা এবং তার মা আজ অনেক দিন হলো মারা গেছে।' কণ্ঠস্বরটা শান্ত রাখতে কষ্ট হচ্ছে রানার। রাইফেলের মুখোমুখি বসে কণ্ঠনালীকে বশে রাখা কঠিন বলে মনে হলো ওর।

'ভয় লাগছে, রানা?' জানতে চেয়ে আবার খিল খিল করে হাসল পুসি। 'এত ঠাণ্ডা যে? কোথায় গেল তোমার তেজ আর…'

'চুপ করো,' বলল বয়েড। আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিভ বের করে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল সে। ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে। 'কেনেথের…বা টমাসের খুনীকে তুমি চেনো—কে সে, রানা?' নিচু গলায় জানতে চাইছে বয়েড।

হেসে উঠল রানা। তৈরি করা কষ্টসাধ্য হাসি—কিন্তু নির্ভেজাল ঝরঝরে লাগল ওর নিজের কানেই।

'এই শালা হারামীর বাচ্চা, উত্তর দে!' চিৎকার করে উঠল বয়েড, ভেঙে গেল গলাটা শেষ দিকে। আরও এক পা সামনে বাড়ল সে। মুখটা প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বিচিত্র সব ভাঁজ পড়ে। একটা উদ্বিগ্ন চোখ তার ডান হাতের দিকে রেখেছে রানা, আশা করছে, রাইফেলের ট্রিগারটা খুব বেশি স্পর্শকাতর নয়।

আরও এক পা সামনে বাড়লে হাতের ধাক্কায় রাইফেলের নলটা সরিয়ে দিতে পারবে ও, ভাবছে রানা। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বয়েড। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দে, শালা!' গলা কাঁপছে তার। 'সত্য কথাটা জানতে চাই আমি। মণ্ট্রিয়ল হাসপাতালে যে খুন হয়েছে সে কে ছিল? কেনেথ, না টমাস?'

'কি এসে যায় তাতে?' বলল রানা। 'কেনেথই হোক, আর টমাসই হোক, গাড়িতে সে ছিল।'

'তা ছিল,' বলল বয়েড। 'হ্যাঁ, তা ছিল। কিছু এসে যায় না তাতে, ঠিক। কিন্তু কি বলে গেছে সে তাকে? কি সে দেখেছিল গাড়িতে?' এই কথাটা জানতে চাই আমি। এখুনি। কি সে দেখেছিল গাড়িতে?'

'তুমি বলো কি সে দেখেছিল, তারপর আমি বলব তুমি ঠিক বলছ কিনা।' সময় নেয়ার চেষ্টা করছে রানা।

মুখটা কঠিন হয়ে উঠল বয়েডের। নড়ল একটু, একটু সামনে বাড়ল। কিন্তু রানার নাগালের বাইরে থাকার ব্যাপারে পুরো সচেতন সে।

শার্টের ভিতর ঘামছে রানা। দ্রুত কিছু একটা করার অবস্থা নয় এটা।

'অনেক সময় দিয়েছি, আর নয়,' হঠাৎ অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল বয়েড। 'মুখ খোল, শালা! নইলে জন্মের মত বন্ধ করে দিচ্ছি মুখটা এখনই।'

দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'রাইফেলটা নামিয়ে রাখো, বয়েড, তা নাহলে খুলি উড়িয়ে দেব আমি তোমার।'

চোখ তুলতেই ডাবল-ব্যারেল শটগান হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা লংফেলোকে। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল বয়েড। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল।

'না! আগে রাইফেলটা ফেলো!' দ্রুত বলল লংফেলো, 'নড়লেই গুলি করছি।'

ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেল বয়েডের।

'সাবধান, বয়েড!' পুসির কণ্ঠস্বর। 'মিথ্যে বলছে না ও, শটগান রয়েছে ওর হাতে।'

রাইফেলটা ছেড়ে দিল বয়েড। খটাশ করে ওটা কাঠের মেঝেতে পড়তেই চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রানা। পিছিয়ে গিয়ে মুখ তুলল ও। গম্ভীর ভাবে হাসল লংফেলো। 'আজ সকালে শটগানটা জীপে রেখেছিলাম আমি দরকার লাগতে পারে মনে করে—ভাগ্যিস রেখেছিলাম! ঠিক আছে, বয়েড, লক্ষ্মী ছেলের মত নাক বরাবর দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে যাও। তুমিও, পুসি মা।'

বয়েডের রাইফেলটা পরীক্ষা করছে রানা। সেফটি ক্যাচ অফ করাই ছিল। বোল্ট টান দিতেই ব্রীচ থেকে একটা রাউণ্ড বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল। মৃত্যু খুব বেশি দূরে ছিল না ওর কাছ থেকে, বুঝতে পারল পরিষ্কার।

'ধন্যবাদ, লংফেলো,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'ভদ্রতা প্রদর্শনের সময় নয় এটা,' দ্রুত বলল লংফেলো। 'বয়েড, দেয়ালের দিকে মুখ করে মেঝেতে বসো, বাছা। এবং তুমি, পুসি আম্মু,' পুসি বসতে গিয়েও ইতস্তত করছে দেখে লংফেলো বলল, 'বসো, বসো, এতে লজ্জার কিছু নেই। এর চেয়ে আরও অনেক বেশি লজ্জার কাজ করেছ তুমি জীবনে।'

ঘৃণায় কুঁচকে আছে বয়েডের মুখ। 'যাই করো, নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় তোমার নেই, রানা। আমার লোকেরা তোমার হাড়-মাংস আলাদা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।'

বয়েডের কথা গ্রাহ্য না করে লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

'শীলাকে অনুসরণ করো তুমি,' লংফেলো বলল। 'দু'জন একসাথে ফিরে এসো সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে মাঝখানে নিয়ে। বয়েড ভাতিজাকে আমরা পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারলে ওর কিছুটা উপকার হবে। হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েছে—এই হলো আমাদের অভিযোগ। তুমি যাও, ভাই-বোনকে আমি সামলাচ্ছি।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে রানাকে। 'দেখো, কোনরকম ভুল করে আবার গোটা ব্যাপারটা উল্টে যেতে দিয়ো না যেন। পারবে একা সামলাতে?'

'আরে, না। আমার সাথে চালাকি করতে আসবে সে সাহস ওর আছে নাকি? দেখছ না ভিজে ইঁদুরের মত কাঁপছে কেমন? চিন্তা কোরো না, রানা, শটগানে এল জি বুলেট আছে, এত কাছ থেকে মিস হবে না আমার। কথাটা শুনলে তো, বয়েড?'

চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল বয়েড, কথা বলার কোন চেষ্টাই করল না।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে ফিরছি আমি।' বয়েডের রাইফেল থেকে বুলেটগুলো বের করে কেবিনের এক কোণায় ছুঁড়ে দিল ও। বাইরে বেরিয়ে রাইফেলটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা ঝোপের ভিতর। তারপর ছুটে গিয়ে উঠে বসল জীপে। স্টার্ট দিয়েই ছেড়ে দিল সেটা।

লংফেলোকে একা রেখে আসায় খুঁত-খুঁত করছে মনটা। মাইল দুয়েক এগিয়ে এসেছে ও। সামনে একটা বাঁক। এতটা পথ এসে এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাচ্ছে রানা, হঠাৎ দেখল ঠিক সামনেই হুড়মুড় করে রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ল একটা মস্ত গাছ। ব্রেক কষার সময় পেল না রানা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। শক্ত হয়ে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী। নাক বরাবর ধাক্কা খেল জীপ গাছটার সাথে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি, মনে হলো উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে মাথাটা। কোথায় আঘাত লাগল টেরই পেল না রানা। চোখে অন্ধকার দেখছে। বাঁক নেবার জন্যে স্পীড কমিয়ে আনলেও সংঘর্ষটা চ্যাপ্টা করে দিয়েছে জীপের সামনেটা। ঝাঁকুনির পর প্রথম যা টের পেল রানা, কেউ ওর বুকের কাছে শার্ট ধরে উপর দিকে টানছে। নিজের প্রায় অজান্তেই মাথাটা নিচু করে লোকটার কড়ে আঙুল কামড়ে ধরল রানা। আর্তনাদ করে ছেড়ে দিল লোকটা রানাকে। বামপাশের দরজাটা খুলে গেছে আগেই। লাফ দিয়ে বাইরে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ও দেখল ঝোপের ওপাশ থেকে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে দুজন লোক ছুটে আসছে।

'ধর, ধর! ধর শালাকে!'

আঠারো

আরেকজন লোক জীপের পিছনটা ঘুরে এগিয়ে আসছে। হাতে ছোরা। লাফ দিয়ে নিচে পড়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। লোকটা নামতে দেখেনি রানাকে, এক ছুটে ওর গায়ের উপর এসে পড়ল সে। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল রানা লোকটার তলপেটে। ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা, পড়ে গেল কাত হয়ে, কাটা মুরগীর মত লাফাচ্ছে দম নেবার জন্যে। আধ পাক ঘুরে জঙ্গলের দিকে ছুটল রানা। চিৎকার আর বুট জুতোর ছুটন্ত পদশব্দ ওর বিশ হাত পিছনে।

রানার চেয়ে কম যায় না লোক দুজন, পাঁচ মিনিট প্রাণপণে দৌড়েও মধ্যবর্তী দূরত্ব একহাত বাড়াতে পারল না রানা। কিন্তু দৌড়ের সাথে সাথে চেঁচিয়ে জঙ্গল মাথায় করছে বলে লোক দুজন হাঁপিয়ে উঠল দ্রুত। মুখ বুজে প্রাণপণে ছুটছে রানা, কাজেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করল লোক দু'জন।

এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কাউকে দেখতে না পেলেও চেঁচামেচি আর ধুপধাপ বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। সামনের একটা নাদুসনুদুস গাছ বেছে নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা। একটু জিরিয়ে নেয়া দরকার। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কাছে এগিয়ে আসছে। ঝোপ জঙ্গলের শাখা ভাঙার মট মট শব্দ পাচ্ছে রানা। প্রথম লোকটা আকাশের দিকে মুখ তুলে ছুটে গেল পাশ ঘেঁষে। কিছু বলল না রানা তাকে। লোকটার পিঠের দিকে চোখ রেখে ঝুঁকে পড়ল ও, তুলে নিল দেড় সের ওজনের একটা পাথর। দ্বিতীয় লোকটা আসছে। এসে পড়েছে। ধীরেসুস্থে গাছটার আড়াল থেকে বেরুল রানা। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে ও। থমকে দাঁড়াল লোকটা। ঠিক নাকের সামনে দেখতে পেল রানার হাতের পাথরটা। হাত তুলে আত্মরক্ষার সুযোগও পেল না, বিস্ময়ে মুখ খুলে গেছে তার। আসন্ন চিৎকারটা বন্ধ করে দিল রানা লোকটার কপাল বরাবর পাথরের ঘা মেরে।

হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পাথরটা আবার লোকটার চাঁদির ওপর নামিয়ে আনতে যাবে রানা, হঠাৎ সামলে নিল। নড়ছে না লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাথরটা ফেলে দিল।

এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করল রানা। প্রথম লোকটা সামনে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবে দূর থেকে তার চিৎকার শোনা পাচ্ছে পরিষ্কার। আরও লোকজনের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। রাস্তার দিক থেকে আসছে সেগুলো। মোটামুটি আন্দাজ করল রানা, কমপক্ষে ষোলোজন লোক নেমেছে রাস্তার উপর।

দিক না বদলেই আবার দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। নিঃশব্দে। লোকগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে বয়েড, এবং সম্ভবত বিগ প্যাটের নেতৃত্বে রানাকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এই মুহূর্তে একমাত্র জরুরী কাজ,

ভাবছে রানা, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া। কিছুতেই ধরা দেয়া চলবে না।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। লোকগুলো কাঠুরে, এসব জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি তাদের নখদর্পণে। তারা কৌশলে ওকে জঙ্গলের বিশেষ একটা এলাকায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইবে যেখানে ঘেরাও করে ওকে ধরাটা সহজ হবে। এই ফাঁদ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে ওকে।

শহরের কাছাকাছি এদিকের জঙ্গল তেমন ঘন নয় বলেই ব্যবসায়িব প্রয়োজনে এখান থেকে গাছ কাটা হয়নি, শুধু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে ডালপালাই কাটা হয়েছে। যে-কোন জায়গা থেকে সাধারণত জঙ্গলের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। গা ঢাকা দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হলো রানার। তার উপর, গায়ে রয়েছে লাল রঙের শার্ট।

আধ ঘণ্টা পর মনে হলো কাঠুরেদের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। কিন্তু হঠাৎ বেশ কাছাকাছিই গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারল, পারেনি।

শব্দ না করে এগোতে হচ্ছে বলে গতি বাড়াতে পারছে না। সিদ্ধান্ত পাল্টে শব্দের তোয়াক্কা না করেই দ্রুততর বেগে ছুটতে শুরু করল এবার ও। এদিকের জঙ্গল ক্রমশ উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে।

দশ মিনিট পর মাথায় উঠে পড়ল রানা। উপত্যকার দিকে তাকিয়ে মহীরুহে ভরাট সত্যিকার গভীর বনভূমিকে দেখতে পেল ও। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে পিছনের লোকগুলোকে ফাঁকি দেবার একটা সুযোগ পেতেও পারে।

নামতে শুরু করল রানা। যদিও কাজটা উচিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। গভীর জঙ্গল নিজেই একটা ফাঁদ, সেখানে প্রবেশ করা না করা নিজের ইচ্ছা, কিন্তু বেরিয়ে আসাটা অনেক সময় ভাগ্যের ব্যাপার।

পিছনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে রানা, দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে এখনও ও। তবে, এটা খুব একটা শুভ লক্ষণ নয়। এক ডজনের উপর বেপরোয়া লোক দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় নিঃসঙ্গ একজনকে শেষপর্যন্ত হারিয়ে দেবেই। লোকগুলো ওর সাথে খোশ-আলাপ করার জন্যে এত পরিশ্রম করে পিছু ধাওয়া করছে না, এ ব্যাপারে রানার মনে কোন সংশয় নেই।

প্রতিবাদ জানাচ্ছে পা দুটোর পেশী, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না রানা। নিক্ষিপ্ত তীরের মত নিচের গভীর জঙ্গলের দিকে নেমে যাচ্ছে। সামনের মাটির দিকে চোখ রেখে সহজতম পথ বেছে নিয়ে মোটামুটি একটা সরলরেখা ধরে ছুটছে সে।

কিন্তু কান সজাগ আছে, পিছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছে রানা। কাছ থেকে ভরাট, দূর থেকে দুর্বোধ্য, আরও দূর থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। সহজে হাল ছাড়বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে যেন ওরা।

আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো দ্রুত কাছে চলে আসছে। একশো মাইল বিস্তৃত জঙ্গলে একবার হারিয়ে যেতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, ভাবছে রানা। হেমলক, ডগলাস ফার আর রেড সিডারের আড়ালে সাতটনী একখানা প্রকাণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সূর্যের আলো পাতা আর ডালের ফাঁক গলে নিচে পড়ে আলোছায়ার অদ্ভুত এক মায়া তৈরি করে রেখেছে। ঝড়ে পড়া গাছের নিচে পাতার ভিতর ভাল মত লুকালে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা

অসম্ভব। গাছের গায়ে যে-সব গহ্বর আছে তাতে ঢুকেও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়।

প্রথম বড় ফার গাছটার কাছে পৌঁছে পিছন দিকে তাকাল একবার রানা। প্রথম লোকটা ওর কাছ থেকে দুশো গজ দূরে, বাকি সবাই তার পিছনে লম্বা একটা লাইনের মধ্যে রয়েছে। দু'চারটে গাছকে পাশ কাটিয়ে দিক পরিবর্তন করল রানা। কিনারার দিকে জঙ্গল এখানে খুব ঘন নয়। শব্দ করা উচিত নয় মনে করে গতি কমিয়ে দিল। খানিক পরপরই দিক বদলাচ্ছে, এঁকেবেঁকে ছুটছে সামনের দিকে। ওদের চোখে পড়ে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে ঘন ঘন তাকাতে হচ্ছে এখন পিছনে।

দৌড়ের গতি কমিয়ে আনার পর খানিকটা দম ফিরে পেলেও হৃৎপিণ্ডটা বুকের পাশে এমন লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে যাবে। অনুসরণকারীদের অবস্থাও যে ওর চেয়ে ভাল নয় সে-কথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল রানা। আরও গভীর অঞ্চলে ঢুকছে এখন ও। পিছনের সমস্ত শব্দ কখন যেন থেমে গেছে। স্বস্তির একটা ঠাণ্ডা আরাম-অনুভূতি হাওয়া দিচ্ছে শরীরে। বাঁ দিক থেকে হাঁকটা ভেসে এল তখুনি, আরেকজন উত্তর দিল ডান দিক থেকে। মুহূর্তে গতি বাড়ল রানার। একটা আশঙ্কা মনে জাগতে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাটারা, তিন দিক থেকে চেপে রেখেছে ওকে, এক সময় ঘিরে ফেলবে গোল হয়ে। খোলা শুধু সামনেটা।

সূর্য ডুবতে এখনও চার ঘণ্টা দেরি আছে। ওদের মধ্যে অভিজ্ঞ কোনও গাইড আছে কিনা জানে না রানা। ভাবছে, বয়েডের বাহিনী সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারবে কি?

দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। গা ঢাকা দিয়ে মূর্তিমান শত্রুতার ঢেউটাকে ওর ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দেবে ও। গভীর হবার সাথে সাথে ঘন, প্রায় কালচে সবুজ হয়ে উঠেছে সামনের জঙ্গল। চোখ খোলা রেখেছে রানা, বেছে বের করতে চাইছে তেমনই একটা জায়গা। পঞ্চাশ গজ লম্বা আর বিশ গজ চওড়া জায়গা জুড়ে নুড়ি পাথরের একটা স্তূপ দেখল রানা, মাঝখানে খুদে একটা পাহাড়, তোবড়ানো গা নিয়ে উঠে গেছে চল্লিশ গজের মত। লুকাবার মত গর্ত অনেকগুলোই দেখতে পেল রানা পাহাড়টার গায়ে, কিন্তু প্রলুব্ধ হলো না মোটেও। শত্রুপক্ষ ওটার প্রতি ইঞ্চি পাথরে সন্ধানী দৃষ্টি না ফেলে সামনে এগোবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

ক্রমশ দূরত্ব কমছে ওদের মধ্যে। মাটিতে পড়া গাছ, গাছের গায়ের গর্ত, ঝোপ আর গাছে ঢাকা পাথরের স্তূপে লুকাবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে প্রচুর সময় অপব্যয় হচ্ছে রানার। জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকতে সায় দিচ্ছে না মন। লংফেলোর কথা ভেবে অস্থিরতা মনের মধ্যে বাড়ছে ক্রমশ। শীলা সার্জেন্ট হ্যামিলটনের কাছে গেছে ঠিকই, কিন্তু যখন সে রওনা হয় তখনকার পরিস্থিতি তেমন গুরুতর ছিল না। তাই সে সাথে করে হ্যামিলটনকে নিয়ে লংফেলোর কেবিনে ফেরার কথা নাও ভাবতে পারে। বয়েড এবং পুসি লংফেলোর কোন ভুলের সুযোগ নিতে ছাড়বে না, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেবিনে ফিরতে চায় ও। তার মানে যে ক'ইঞ্চি সামনে এগোবে সেই ক'ইঞ্চি পিছিয়ে আসতে হবে ওকে আবার কেবিনে ফিরতে হলে।

ওর চারদিকে ফার গাছের বেড়া, প্রতিটি শাখাহীন কাণ্ডের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ফিটের কম নয়। যা খুঁজছিল কপালগুণে পেয়ে গেল রানা। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক একটা সিডার গাছ,

যথেষ্ট নিচের দিকে রয়েছে শাখাগুলো। সহজেই উপরে উঠে পড়ল রানা। দুটো শাখা ছাড়িয়ে চলে গেল আরও উপরে। তৃতীয় শাখার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। গাছের পাতা আর প্রশাখাগুলো মাটি থেকে ওকে আড়াল করে রাখবে বলে আশা করছে ও। সাবধানের মার নেই ভেবে গায়ের লাল শার্টটা খুলে গোল পাকিয়ে বুকের নিচে চেপে রাখল। এবার অপেক্ষা।

দশ মিনিট পেরিয়ে যেতেও ঘটল না কিছু। তারপর এমন নিঃশব্দ পায়ে এল ওরা যে কোন শব্দ শুনতে পাবার আগে মৃদু নড়ে উঠতে দেখল রানা একটা ঝোপকে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে রানা দেখল লোকটাকে, খোলা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছেচে সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারদিক। শক্ত হয়ে আছে পেশী। ঠিক সিডার গাছটার দিকে সরাসরি তাকাল একবার। আপনা-আপনি নিঃশ্বাস আটকে গেল রানার। এখন যদি উপরে তাকায়, পরিষ্কার দেখতে পাবে রানার চোখ দুটো। মুখটা সরিয়ে নেবার ঝুঁকি নিতে পারছে না রানা। একটু নড়লেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে এদিকে।

বিশ গজ দূরে লোকটা। তার সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর ফার আর সিডার গাছের উঁচু বেড়া। একই জায়গায় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছু একটা সন্দেহ করেছে, বোঝা গেল একচুল একচুল করে মাথা ঘুরিয়ে গাছগুলোর প্রতিটি ইঞ্চি তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে যাচাই করছে দেখে। হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল লোকটা। পরিষ্কার বুঝল রানা, কাউকে ইশারা করল। পরমুহূর্তে তার পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল আর একজন লোক।

দু'জন ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে। প্রথম লোকটার মনে কিছু একটা সন্দেহ জেগে থাকলেও, এখন আর তা অবশিষ্ট নেই বলে মনে হলো রানার।

ঠিক সিডার গাছটার নিচে দাঁড়াল তারা।

'এর নাম ঘোড়ার ডিম!'

'চুপ। হয়তো কাছে পিঠেই আছে ব্যাটা।'

'দূর! দেখোগে যাও, পাঁচ মাইল এগিয়ে গেছে সে। গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে খাচ্ছে। আমরা যখন ওখানে পৌঁছাব যে তখন সাত মাইল এগিয়ে গেছে। মোটকথা অযথা পা দুটোকে কষ্ট দেয়াই সার হবে।'

'বিগ প্যাটকে অসন্তুষ্ট করার চেয়ে পা দুটোকে একটু কষ্ট দেয়া তবু ভাল।'

'শালার ডাঁট বড় বেশি। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে আজকাল। যাই বলো, এই ব্যাপারে ওর এত লম্ফঝম্পের কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সহজ। বয়েড এই লোকটাকে দু'হাতের নাগালে পেতে চায়। আর বিগ প্যাট উচ্চাভিলাষী। বুঝলে?'

'দরকার নেই বুঝে। পাওয়া গেল না—বলে দিলেই তো হয়ে যায়, তোর শালা এত কুদ পাড়ার দরকার কি?'

'বয়েড শুনবে না। পেতেই হবে ওকে আমাদের।'

লোক দু'জন বেরিয়ে গেল ফাঁকা জায়গা ছেড়ে, জঙ্গল গ্রাস করল তাদের। দূর থেকে একটা হাঁক ভেসে এল। এছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আরও পনেরো

মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর নিচে নামল। শার্টটা উপরেই লুকানো থাকল।

সোজা ফিরতি পথ না ধরে তির্যক একটা দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা লংফেলোর কেবিনের দিকে। ওখানে পৌঁছে কি দেখবে ভাবতে বুক কাঁপছে ওর। কিন্তু পৌঁছে যদি দেখে পরিস্থিতি এখনও লংফেলোর আয়ত্তে, তাহলে এরকম ইঁদুর তাড়া করবার জন্যে সত্যিই দুঃখ আছে বয়েডের কপালে। কিন্তু পরিস্থিতি কি এখনও তাই আছে, না থাকার কথা?

প্রতিটি ফাঁকা জায়গায় পা দেবার আগে সন্দিহান, সতর্ক চোখে তিনটে দিক দেখে নিচ্ছে রানা। প্রচুর সময় লাগল ঠিকই, কিন্তু কারও সামনাসামনি না হয়ে বনভূমির কিনারায় পৌঁছে গেল ও।

মানুষের যে কোন দলে এক-আধজন অলস লোক সবসময়ই থাকে, উঁকি দিয়ে সামনে তাকিয়ে লোকটাকে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে ভাবল রানা। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে পরম নিশ্চিন্তে। পায়ে ব্যথা পেয়েছে লোকটা, এক পাটি জুতো পাশে পড়ে থাকতে দেখে ভাবল রানা—এবার ঘাড়ে ব্যথা না পেলে চলছে না ব্যাটার।

জঙ্গলের এমন একটা কিনারা বেছে বসে আছে, যাতে লংফেলোর কেবিনে যেতে হলে যে আড়াআড়ি তেপান্তরটা পেরোতে হবে ওকে, সেটার পুরোটা তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে পড়ে। লোকটার ওখানে বসে থাকার মধ্যে যদি বিগ প্যাটের নির্দেশ কাজ করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করেই জায়গাটা বাছাই করেছে লোকটা। কেবিনের দিকে ও ফিরে যায় কিনা তা দেখার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না।

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা। একটা হাতিয়ার দরকার। আক্রমণটা হতে হবে অকস্মাৎ এবং দ্রুত। একবার যদি লোকটা গলা ছেড়ে চিৎকার করার সুযোগ পায়, ফের দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে ওকে। মোটাসোটা দেখে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিল রানা। জঙ্গল থেকে আবার যখন উঁকি দিল ও, নতুন একটা সিগারেট ধরাচ্ছে লোকটা।

বেশ অনেকটা ঘুরে অতি সাবধানে গাছটার পিছনে পৌঁছুল রানা। গাছটার দিকে এগোবার সময় ডান হাতে ধরা ভারি ডালটা তুলল মাথার উপর। কিসের আঘাতে ধরাশায়ী হলো জানার কোন সুযোগই পেল না লোকটা। ঘাড়ের পিছনে পড়ল ডালটা, কাত হয়ে পড়ে যাবার সময় একটা টুঁ শব্দও করল না, আঙুলের ফাঁক থেকে পড়ে গেল জ্বলন্ত সিগারেট। ডালটা ফেলে দিয়ে লোকটার সামনে চলে এল রানা, একটা পা পড়ল সিগারেটের উপর। ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে লোকটাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল একটা ঝোপের মধ্যে, যেখানে সহজে চোখ পড়বে না কারও।

লোকটার পাল্স দেখে নিয়ে গাঢ় খয়েরী রঙের শার্টটা ওর গা থেকে খুলে নিল রানা। ট্রাউজারের পকেটে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। একটা জ্যাক-নাইফ, এগারোটা ডলার, সিগারেটের প্যাকেট, দিয়াশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা। দিয়াশলাই আর ছুরিটা বাদে আর সব ফেলে দিল রানা। তারপর শার্টটা গায়ে চড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা মাঠে।

হিসেব মত মাইলচারেক হাঁটতে হবে লংফেলোর কেবিনে পৌঁছুতে।

আধাআধি পথ পেরোবার পর একজন লোক থামিয়ে দিল ওকে। অনেক দূর থেকে দেখছে বলে ওর মুখটা দিন শেষের ম্লান আলোয় চিনতে পারল না সে। 'ওহে! খবর কি?'

মুখের কাছে চোঙের মত করল হাত দুটো রানা। 'ব্যাটা ফাঁকি দিয়েছে!'

'সবাইকে লংফেলোর কেবিনে যেতে বলা হয়েছে,' চিৎকার করে জানাল লোকটা 'বি. পারকিনসন সবাইকে ডেকেছে।'

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল রানার। কি ঘটেছে লংফেলোর কপালে? হাত নাড়ল ও, চেঁচিয়ে বলল, 'ওখানেই যাচ্ছি আমি।'

আবার এগোতে শুরু করল রানা। মুখটা একটু ফিরিয়ে রেখে তির্যকভাবে কেবিনের উদ্দেশ্যে হাঁটছে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে পাশ কাটাল ওরা পরস্পরকে। পিছন ফিরে দেখছে রানা বারবার। লোকটা চোখের আড়াল হতেই দৌড়ুতে শুরু করল।

আবছা অন্ধকারে আলোর ঝলক দেখে থামল রানা। কি করা উচিত এখন ভাবতে চেষ্টা করল। লংফেলোর অবস্থা কি হয়েছে সেটা জানতে হবে সবচেয়ে আগে, তারপর ঠিক করতে যাবে পরবর্তী কর্তব্য। কেবিনটাকে ঘুরে পিছন দিকে চলে এল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত কাছে এগোচ্ছে। ক্রমশ বাড়ছে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ। একজন লোককে দেখল রানা, হাতে একটা হ্যাজাক লাইট। সেটা উঁচু বারান্দায় রেখে কেবিনের ভিতর ফিরে গেল সে। সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। ঝর্ণাটার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর এগোনো উচিত হবে না। কেবিনের সামনে পঁচিশ ত্রিশজন লোককে দেখতে পাচ্ছে ও এখন। ঘুরঘুর করছে সবাই উঠানে। দু'একজন করে বাড়ছে ওরা সংখ্যায়। জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে সবাই এক এক করে। তার মানে, সংখ্যায় ওরা পঞ্চাশ জনের কম হবে না। গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। রীতিমত বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করছে বয়েড ওর বিরুদ্ধে।

উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল রানা। আঁধার বাড়ছে চারপাশে। পুরো একটা ঘণ্টা কেটে গেল। কি ঘটছে কেবিনের ভিতর অনুমান করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। লংফেলো, শীলা বা হ্যামিলটনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। উঠানে দু'একবার দেখা গেল বিগ প্যাটকে। অত্যন্ত ব্যস্ত সে। একে তাকে ডেকে ধমক মারছে। দ্রুত ফিরে যাচ্ছে কেবিনের ভিতর।

অবশেষে বয়েডকে নিয়ে বেরিয়ে এল বিগ প্যাট বারান্দায়। দু'হাত উপরে তুলে সকলকে চুপ করার নির্দেশ দিল বয়েড। মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল উঠানটা।

রানার চারপাশে শুধু ঝর্ণার কুলকুল আর মাঝে মধ্যে ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'ভায়েরা আমার,' ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে জোরাল কণ্ঠে শুরু করল বয়েড। 'এখানে আজ তোমরা কেন জমায়েত হয়েছ তা সবাই জানো। একজন বহিরাগত লোককে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের—লোকটার নাম মাসুদ রানা। তোমরা প্রায় সবাই তাকে দেখেছ ফোর্ট ফ্যারেলে বা তার আশপাশে—তার মানে তাকে তোমরা দেখলেই চিনতে পারবে। এবং তাকে আমরা কেন খুঁজছি তাও তোমরা জানো, ঠিক কিনা?'

একটা শোরগোল জাগল বয়েডের কথার সমর্থনে। আবার শুরু করল বয়েড। 'যারা দেরি করে এসেছ, তাদেরকে জানাবার জন্যে সংক্ষেপে বলছি কি ঘটেছে। এই মাসুদ রানা লোকটা আমার বুড়ো বাবাকে নির্মম ভাবে মারধোর করেছে। যার ফলে আমার বাবাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি শুরু হয়েছে, তিনি বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। একজন বহিরাগত লোক, ফোর্ট ফ্যারেলে পা দেবার তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কাজে অকারণে বাধা সৃষ্টি করে কিছু নগদ লাভ হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা। সে আমার বাবার কাছ থেকে অসঙ্গতভাবে মোটা টাকা দাবি করে, কিন্তু আমার বাবা তার দাবি মেটাতে অস্বীকৃতি জানালে সে বুড়ো মানুষটার গায়ে হাত তোলে, যার বয়স তার নিজের বয়সের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। আমার বাবার বয়স আটাত্তর বছর। মাসুদ রানার বয়স কত হবে বলে মনে করো তোমরা?'

বারান্দার সামনে থেকে ভিড়টা এমন শোরগোল তুলল, শুনতে শুনতে ভয়ের একটা ঢেউ উঠতে শুরু করল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। হাত তুলে থামাল ওদের বয়েড।

'কেন তাকে আমি খুঁজছি তা এখন তোমরা সবাই জানলে, তাকে যতক্ষণ না পাওয়া যায় পুরো বেতন পাবে তোমরা, এবং প্রথম তাকে যে দেখবে সে পাবে নগদ এক হাজার ডলার।'

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল লোকজন। আবার হাত উঁচু করে থামতে নির্দেশ দিল বয়েড। সবাই চুপ করতে সে বলল, 'এছাড়া যে লোক তাকে ধরতে পারবে, সে আমার কাছ থেকে পাবে পাঁচ হাজার ডলার। নগদ।'

আনন্দে কেউ কেউ ভিড় থেকে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। উপর দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠতে দেখল রানা। উত্তেজনায় কে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না যেন। কান ফাটানো হৈ-চৈটাকে থামাবার কোন চেষ্টা করল না এবার বয়েড। হ্যাজাক বাতির আলোয় তার মুখের বাঁকা হাসিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। বুক টান করে দেখছে সে লোকজনের উল্লাস। অদ্ভুত একটা সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। আবার সে তার হাত তুলল।

ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে গেল শোরগোলটা। 'এখন, সাময়িক ভাবে তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমরা জানি, জঙ্গলের ভিতরই আছে সে। তার সঙ্গে খাবার নেই, এবং আমি বাজি রেখে বলতে পারি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে—হয়তো নিজের দোষে এ কি হলো ভেবে কোনও গাছের নিচে একা দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে ও এখন। কিন্তু সাবধান, তার কাছে অস্ত্র আছে, আবার বাবাকে মেরেছে শুনে এখানে তাকে শায়েস্তা করার জন্যে আসি আমি, কিন্তু সে আমার দিকে রাইফেল তাক করে খুন করার হুমকি দেয়। সুতরাং, খুব সাবধানে এগোবে।'

বিগ প্যাট বয়েডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বলতে শুরু করতেই ভাষণ বন্ধ করল বয়েড। দশ সেকেণ্ড কথা শুনল সে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমার ভুল হয়েছে, প্রিয় ভায়েরা। তোমাদের বিগ প্যাট আমাকে এইমাত্র জানাল, বদমাশটা যখন জঙ্গলে প্রবেশ করে তখন তার কাছে রাইফেলটা ছিল না। তারমানে তোমাদের কাজটা এবার একেবারেই পানির মত সহজ হয়ে যাচ্ছে

তোমাদেরকে কয়েকটা দলে ভাগ করে দিচ্ছি আমি, তারপরই তোমরা রওনা হয়ে যাবে। তাকে যেখানে ধরবে তোমরা সেখানেই আটকে রেখে তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবে আমার কাছে। এই ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝে নাও—ফোর্ট ফ্যারেলে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোরো না। এই লোক ভয়ঙ্কর ধরনের ধুরন্ধর, ফস্কে বেরিয়ে যাবার হাজারটা কৌশল জানা আছে তার। তাই পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ তাকে আমি দিতে চাই না। ফোর্ট ফ্যারেল থেকে সে যদি একবার ছুটে যেতে পারে, কখনোই তাকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ওইখানেই বেঁধে রাখবে তাকে, যতক্ষণ না সেখানে আমি পৌঁছাই। সাথে যদি তোমাদের দড়ি না থাকে, তার পা ভেঙে পঙ্গু করে রাখবে, যাতে পালাতে না পারে। খানিক উত্তম মধ্যম দিলে আমি তার জন্যে চোখের পানি ফেলতে যাব না।'

সমবেত হাসিটা নির্মম আর বীভৎস শোনাল রানার কানে।

বয়েড বলল, 'ঠিক আছে, এবার দলের নেতৃত্ব ভাগ করে দিচ্ছি আমি। আমি চাই চারটে ভাগে ভাগ হয়ে যাও তোমরা—বিগ প্যাট, সোভাক, এণ্ডারসন আর ম্যাকগলের নেতৃত্বে। কেবিনের ভিতর এসো তোমরা চারজন, নকশা এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে কি করতে হবে তাকে খুঁজে বের করতে হলে।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকল বয়েড। তাকে অনুসরণ করল চার নেতা।

দু'মিনিট নড়ল না রানা। কেবিনের ভিতর কি হচ্ছে জানার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু কোন উপায়েই তা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল সে তারপর উঠে দাঁড়াল কেবিনের দিকে পিছন ফিরে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করল রানা। বয়েড তার গোঁয়ার, অশিক্ষিত কাঠুরেদের ভাল করেই চেনে, ভাবছে রানা, কি বললে তাদেরকে খেপিয়ে তোলা যাবে তা সে আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখেছিল। ফোর্ট ফ্যারেল বা তার আশপাশটা ওর জন্যে এখন আর নিরাপদ নয়, যেহেতু মাথার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। সারা বছরে একজন কাঠুরে নগদ রোজগার করে বড়জোর পাঁচশো ডলার। ওদের কাছে পাঁচ হাজার ডলার অনেক বেশি টাকা, বিনিময়ে একজন মানুষকে খুন করতেও পিছপা হবে না ওরা। খুনটা করার ব্যাপারে বিবেকের দংশনও পোহাতে হবে না তাদের, কারণ মিথ্যে কথাগুলো বয়েড আশ্চর্য বিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ওদেরকে শুনিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছে রানা আসলেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে গা ঢাকা দিয়েছে জঙ্গলে।

কাউকে ধরে কিছু ব্যাখ্যা করে শোনালেও কোন ফল হবে না, বুঝতে পারছে রানা। ওকে একবিন্দু বিশ্বাস করবে না কেউ।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। গতরাতে যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখান থেকে বিছানাপত্র কেবিনে নিয়ে যায়নি সে। ওদিকেই এগোল সে সাবধানে।

তিন মিনিট হাঁটার পর ব্যাগটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই দেখতে পেল রানা, দু'চারটে জিনিস যা ও ব্যাগে ভরে রেখে যায়নি, কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখল এক এক করে। জঙ্গলে যদি দু'চারদিন থাকতেই হয়, ব্যাগের জিনিসগুলো একান্ত প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগতে পারে। সবই আছে এতে, তিক্ত হেসে ভাবল রানা, খাবার আর অস্ত্র

ছাড়া।

কেবিনের দিক থেকে ক্ষীণ হট্টগোলের নতুন আওয়াজ ভেসে এল। এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো ক'টা।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। কি করবে এখন ও? কোথায় যাবে?

ভাবতে গিয়ে এগোতে পারছে না রানা। ঢুকছে না কিছু মাথায়।

'বুদ্ধি খাটাও!' নিজেকে পরামর্শ দিল রানা, 'নিরাপদ একটা জায়গার কথা ভাব।'

হাজত। ওটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা এখন ওর জন্যে। ভাবল রানা। অবশ্য, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে হ্যামিলটন যদি ওকে বরণ করতে রাজি হয় তবেই।

ঝুঁকি নিয়ে শহরের দিকে অর্থাৎ বিপদের দিকে রওনা হব? ভাবতে ভাবতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিপদের ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। রওনা হলো। শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এগোনো সম্ভব নয়, আবার মাঝখান দিয়ে যাওয়াটাও উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে একটা পথ ঠিক করল রানা, সেটা ধরেই পুলিস স্টেশনে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে ও। রাস্তাটা ফোর্ট ফ্যারেলের ভিতর দিয়ে গেলেও লোকজনের যাতায়াত খুবই কম।

দিগন্তরেখায় আধখানা চাঁদ দেখে বিরূপ হলো রানা। যতটা সম্ভব ছায়ার মধ্যে থেকে গলিপথ ধরে এগোচ্ছে ও, এখনও কোন পথিক পড়েনি ওর চোখে। পুলিস স্টেশনে পৌঁছানো সম্ভব হবে বুঝতে পেরে মনে মনে একটু অবাকই লাগছে ওর। পুলিস স্টেশনের দিকে এগোবার পথে বয়েড তার কোন দলকে পাঠায়নি নাকি? আশ্চর্য লাগছে। এখন, হ্যামিলটন যদি স্টেশনে থাকে, ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। আর মাত্র একশো গজ এগোলেই পৌঁছে যাবে ও।

চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল আলোর চোখে অন্ধকার দেখল রানা। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও। টর্চটা জ্বলে উঠতেই একটা চিৎকার ঢুকল ওর কানে।

'এই লোকই!'

উনিশ

নিচু হয়ে স্যাৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা। প্রচণ্ড বেগে কি একটা ধাক্কা খেল ওর পিঠে বাঁধা ব্যাগের সাথে। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা মাটিতে। আশপাশে টর্চের আলো চঞ্চল হয়ে খুঁজছে ওকে। আলোটা গায়ে পড়তেই পাঁজরে একটা লাথি খেলো রানা। উন্মত্তের মত গড়িয়ে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে ও, বুঝতে পারছে উঠে দাঁড়াতে না পারলে লাথি খেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঠুরেদের এই বুটগুলো অসম্ভব ভারি হয়, ধারে লোহার পাত মোড়া থাকে, জুতসইভাবে লাগলে পাঁজরের খাঁচাটা টুকরো

টুকরো করে দিতে পারে, ফুসফুসে সেঁধিয়ে দিতে পারে ভাঙা হাড়।

ব্যাগটা পিঠের সাথে সেঁটে থাকায় গড়াতে অসুবিধে হচ্ছে রানার। প্রাণপণে চেষ্টা করছে টর্চের আলোটা থেকে দূরে সরে যেতে। দুই জোড়া পা দেখতে পাচ্ছে ও দুই পাশে। কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর থেকে হুকুম এল, 'জায়গা বেছে মার শালাকে, যেন আর নড়তে না পারে।'

লক্ষ্যচ্যুত একটা লাথি উরুর পিছন দিকে লাগল রানার। কাত হয়ে পাল্টা লাথি চালাল সে। ডান পায়ের সাথে সংঘর্ষ হলো একজন লোকের তলপেটের। কোঁক করে একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে, মাটির দিকে মাথা করে পড়ল সম্ভবত লোকটা, শরীরটা গায়ের উপর পড়তে দেখে অনুমান করল রানা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা এক ঝটকায়। মাথা নিচু করে আরেক লোক ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে দেখতে পেল ও। অপর লোকটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে হাতে টর্চ নিয়ে, গা ঢাকা দেবার কোন সুযোগই সে দিচ্ছে না রানাকে। তবে লাভ এইটুকু, ভাবল রানা, লোকটা নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকায় অবশিষ্ট মাত্র একজনের সাথে লড়তে হবে ওকে।

চোখের পলকে কাছে এসে পড়ল ষাঁড়টা। কাত হয়ে একটা পা তুলল রানা, বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল লোকটার হাঁটুর মাথায়, চামড়া তুলে নিয়ে মাঝখান পর্যন্ত নামল রানার বুট, তারপর হাড়ের উপর দিয়ে পিছলে পায়ের উপর থামল। সেই সাথে সোলার প্লেক্সাস বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

কাছে পিঠেই কোথাও থেকে ব্যাপার কি জানার জন্যে হাঁক ছাড়ল কেউ। কয়েকজনের ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। ওদের ডাকে সাড়া দিল টর্চধারী—ডাকছে।

সময় নেই বুঝতে পেরে কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল রানা লোকটাকে সামনের দিকে। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদেই রানার টান প্রতিরোধ করবার জন্যে পিছন দিকে জোর করছে লোকটা। হঠাৎ ঢিল দিল রানা, লোকটা এক পা পিছিয়ে গেল তাল সামলাতে গিয়ে—এবং সাথে সাথেই এক পা সামনে এগিয়ে এসে হিপ-থ্রো করল রানা। হাত-পা ছড়িয়ে শূন্যে উঠে গেল লোকটা, উড়ে গিয়ে পড়ল টর্চধারীর ওপর। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জনই মাটিতে। ঠকাশ করে মাটিতে পড়েই নিভে গেল টর্চ। অন্ধকার। দ্রুত পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না রানা। গোটা দলটা এসে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া কঠিন হবে। দ্রুত এগোল রানা ফিরতি পথে। শহর থেকে দূরে।

মাঝরাত নাগাদ জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করল রানা। দম হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অন্ধকার দেখছে চোখে। পরিশ্রান্ত শরীর, অবসন্ন মন। শহর থেকে ধাওয়া করা হয়েছিল ওকে, আর একটু হলে ধরাই পড়ে গিয়েছিল, ঝাড়া একঘণ্টা দৌড়ে পিছনের লোকগুলোকে দমিয়ে দিতে পারলেও বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা জায়গায় হাজির হয়ে থামতেই অপর একটা দলের সামনে পড়ে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে ওদের নাগালের বাইরে সরে গিয়ে উত্তর দিকে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে

রানা। জঙ্গল পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে তারা। তারপর তাদের আর কোন সাড়াশব্দ পায়নি। দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে চলে এসেছে ও।

আর যাই হোক, বয়েডের লোকেরা ভাবতেই পারবে না যে পশ্চিম দিকে চলে এসেছে ও। হিংস্র পশুদের দখলে পশ্চিমের জঙ্গল, আত্মহত্যা করতে না চাইলে এদিকে পা বাড়াবার ইচ্ছে জাগতে পারে না কারও।

লাভ হবে মনে করে পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেনি রানা। কিছুটা স্বস্তিকর সময় পাবার আশাতেই এদিকে পা বাড়িয়েছে। খানিক বিশ্রাম দরকার। দরকার পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার জন্যে চিন্তাভাবনার অবসর। মাথার প্রায় ওপরে উঠে এসেছে চাঁদটা। শক্ত পাথরের মধ্যে একটা গর্ত দেখতে পেল রানা। সেটার ভিতর ঢুকে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হালকা হলো। হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে। ধপ্ করে বসে পড়ল শক্ত পাথরের উপর। দশ ঘণ্টা একনাগাড়েই বলা যায়, খুনী একদল লোকের ধাওয়া খেয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছে ওকে।

চোখে অন্ধকার আরও একটা কারণে দেখছে রানা। খিদে। কিন্তু কোমরের বেল্টটা আরও একটু এঁটে বেঁধে নেয়া ছাড়া করার কিছুই দেখল না ও।

আপাতত এখানে ও নিরাপদ, ভাবছে রানা। কোথায় ও লুকিয়ে আছে তা অনুমান করতে পারলেও রাতের বেলা অনুসন্ধানী দলগুলোকে সংগঠিত করা সম্ভব নয় বয়েডের পক্ষে। সম্ভাব্য বিপদ আসতে পারে, নিজের অজ্ঞাতে কেউ যদি ভুল করে এদিকে এসে পড়ে।

বিশ্রাম আর ঘুম দরকার। দরকার এই জন্যে যে আগামীকালটা আজকের চেয়েও অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করবে ওর উপর। টিকে থাকতে হলে শক্তি একান্তই দরকার, ফিরিয়ে আনতে হবে শরীরে।

বুট খুলে মোজা বদলাল রানা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একমাত্র বন্ধু এখন ওর পা দুটো, সামনের দিকে মেলে দিয়ে একটা পাথরে হেলান দিল রানা, ঢিল করে দিল পেশীগুলো। ব্যাগ থেকে ক্যানটিনটা বের করে দু'ঢোক পানি খেল ও। একটা ঝর্ণা থেকে ক্যানটিনটা ভরে নিয়েছিল এক সময়, আবার কোন ঝর্ণার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত এই পানিতেই কাজ চালাতে হবে।

সারাদিনে এই প্রথম নিশ্চিন্তে বসে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছে রানা। এর আগে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

প্রথমে শীলার কথা মনে পড়ল। কোথায় সে? কি ঘটেছে তার কপালে? দুপুরের দিকে বেরিয়েছিল সে, হ্যামিলটনের দেখা পাক বা না পাক, লংফেলোর কেবিনে সন্ধ্যার আগেই তার ফেরার কথা। কিন্তু বয়েডকে বক্তৃতা দিতে শোনার সময় শীলার নাম গন্ধ পর্যন্ত পায়নি ও।

দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবছে রানা। এক, কেবিনেই ছিল সে, কিন্তু পুসির হাতে বন্দী হয়ে, তাই তাকে বাইরে বেরুতে দেখেনি ও। দুই, কেবিনে সে ছিল না। এবং কেবিনে যদি না থাকে, আর কোথায় সে যেতে বা থাকতে পারে ভেবে পেল না ও।

এরপর, লংফেলো। যেভাবেই হোক তার শটগানের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিল বয়েড। তার মানে. লংফেলো খুব সম্ভব আহত হয়েছে। মারা

গেছে কি?

বুকটা কেঁপে গেল রানার। বয়েডের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু খুন করে থাকলে লাশটা করল কি?

না, ধারণাটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। ভাবছে রানা কেন যেন মনে হচ্ছে লংফেলো আর শীলার কপালে যাই ঘটুক, একই ধরনের কোন ঘটনার শিকার হয়েছে তারা। হয়তো দু'জনেই বন্দী হয়েছে বয়েডের হাতে। তাই যদি হয়, বয়েড তাদের রেখেছে কোথায়?

যেভাবেই রাখুক, তাদেরকে খুন করার ব্যাপারে বা অন্য কোন ব্যাপারে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবে না বয়েড। তার এক নম্বর অবজেকটিভ এখন ওকে ধরা। ওকে ধরতে না পারা পর্যন্ত আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইবে না সে।

বয়েডের ভাষণ। প্রতিটি বাক্য কানে বাজছে রানার তার নির্দেশগুলোর অর্থ কি? যেখানে ধরা পড়বে ও, বয়েড সেখানে নিজে পৌঁছে ওর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এর অর্থ কি? ওকে নিয়ে কি করবে সে?

পরিস্থিতিটা ভাবতে গিয়ে গা শির শির করে উঠল রানার। ওকে নিয়ে বয়েডের আর কি করার আছে ভেবে পেল না ও, খুন করা ছাড়া।

প্রকাশ্যে খুন করতে পারে না ওকে সে। তার নিজের লোকেরাও সেটা মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, সাক্ষী রেখে খুন করার মত বোকামি কেনই বা করতে যাবে সে? কিন্তু, ধরা যাক, 'দুর্ঘটনাবশত' যদি ও খুন হয়?—ভাবছে রানা।—ধরা যাক, বয়েড যদি বলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে খুন করেছে ও? এ ধরনের মিথ্যে ব্যাপার নানাভাবে সাজানো সম্ভব। কিংবা, বয়েড ঘোষণা করতে পারে, তাকে ফাঁকি দিয়ে 'পালিয়েছে' ও, পালিয়েছে ফোর্ট ফ্যারেল ছেড়ে চিরকালের জন্যে। কারও কিছু বলার আছে? গভীর জঙ্গলে একটা লাশ পোঁতার জায়গার কোন অভাব হবে না তার। খুঁজলে সেটা একশো বছরের আগে পাওয়া নাও যেতে পারে।

এসব চিন্তার ফলে নতুন করে দেখতে ইচ্ছে হলো রানার বয়েডকে। কি কারণ, কেন খুন করতে চায় বয়েড ওকে? উত্তর: কারণ, গাফ পারকিনসন নয়, সে, অর্থাৎ, বয়েডই অ্যাক্সিডেন্টের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিল। জড়িত ছিল—কিন্তু কিভাবে? উত্তর: সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করেছিল সে—সম্ভবত সে একজন নিষ্ঠুর খুনী, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা যার স্বভাব।

দুর্ঘটনার সময় গাফ কোথায় ছিলেন সে ব্যাপারে খবর নিয়েছে রানা, কিন্তু বয়েডের ব্যাপারে কথাটা মনে পড়েনি। মোটিভ এবং যোগ্যতা আর একজনের ছিল, তাই বিশ বছরের এক নব্য যুবককে সন্দেহ করতে তখন সায় দেয়নি রানার মন। ভুলটা ওখানেই করেছে ও। কোথায় ছিল বয়েড দুর্ঘটনার সময়? উত্তর: জানা নেই। জানা নেই, ভাবল রানা, কিন্তু অনুমান করে নেয়া কঠিন কিছু নয়।

ওকে ধরে ফোর্ট ফ্যারেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না বয়েড। তা গেলে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় আছে। নিজেকে বাঁচাতে হলে বয়েডের আর কোন উপায় নেই, ঠাণ্ডা মাথায় আরেকটা খুন করা ছাড়া।

মৃদু শিউরে উঠল রানা। একটা কথা ভেবে হাসল পরমুহূর্তে। বয়েডের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষার একটা উপায় আছে. দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমে আরও

পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে স্টুয়ার্ট বা প্রিন্স রুপার্টে পৌঁছুতে পারে ও, উপকূল ধরে হারিয়ে যেতে পারে। ফোর্ট ফ্যারেলে আর কোনদিন ফিরে না এলেও চলে। কি বিদঘুটে আর অপ্রাসঙ্গিক কল্পনা, ভেবে হাসি পেল রানার। কেনেথের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো ভেসে উঠল মনের পর্দায়। আমি কে? জিজ্ঞেস করেছে রানাকে। আমি কেনেথ, না টমাস? কার কি করেছি আমি, এভাবে কেন মেরে ফেলা হলো আমাকে?

কঠিন হয়ে উঠল রানার মুখের চেহারা। চোখ বুজে কেনেথকে ভুলে যেতে চাইল ও। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হালকা করতে চেষ্টা করল বুকটাকে।

ব্যাগ থেকে একটা কম্বল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল রানা। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। আকাশের গায়ে মিটমিট করছে অল্প ক'টা তারা। কয়েকটাকে পরিচিত লাগল। কিন্তু নামগুলো স্মরণ করার আগেই নিজের অজান্তে ঘুমে ঢলে পড়ল ও।

ভোরের তাজা বাতাস আর ফর্সা আলোয় মাথা খুলে গেল রানার। গুরুত্বপূর্ণ দুটো সিদ্ধান্ত নিল ও। এক, বয়েডের বিরুদ্ধে নিজের পছন্দসই জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে ওকে, যে জায়গাটা ভালভাবে চেনা আছে ওর। অর্থাৎ কাইনোক্সি উপত্যকা। পারকিনসন করপোরেশনের পক্ষে সার্ভে করার সময় উপত্যকাটার পুরোটা চষে বেড়িয়েছিল ও। ওখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

দুই. বয়েডের বাহিনীকে ক্ষতির মুখ দেখাতে হবে। ওকে ধাওয়া করাটা যে মস্ত এক লোকসানের ব্যাপার তা বুঝিয়ে দিতে হবে হাড়ে হাড়ে। বাহিনীর তিনজন ইতিমধ্যেই উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে, যথা সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক লোকের মনে ভয়টা ঢুকিয়ে দিতে হবে। পিছন থেকে খসাতে হবে বাহিনীটাকে। কাজটা সহজ নয়। প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে রানাকে। এমন উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদের যাতে পাঁচ হাজার ডলার রোজগার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয় ওরা।

রোদ ওঠার আগেই রওনা হলো রানা উত্তর দিকে। ধারণা করল, ফোর্ট ফ্যারেলের বারো মাইল পশ্চিমে রয়েছে ও এই মুহূর্তে। অর মানে কাইনোক্সি উপত্যকার উপর পর্যন্ত লম্বা রাস্তাটার সাথে সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে ও।

খিদে রয়েছে, কিন্তু এখুনি অচল করে দেবার মত সমস্যা হয়ে উঠছে না সেটা। রানা অনুমান করল, প্রয়োজন হলে আরও দেড় দিন না খেয়ে হাঁটতে পারবে ও।

প্রতি ঘণ্টায় একবার থেমে পিছন দিকটা দেখে নিচ্ছে রানা। দীর্ঘ পথে দীর্ঘক্ষণ হাঁটলে দিক ভুল হবার সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই এই সাবধানতা। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে আবার এগোচ্ছে ও। ঘণ্টায় আড়াই মাইল, খারাপ গতি নয়, ভাবল। এলাকাটা দুর্গম, সে হিসেবে বরং বেশ ভালই বলা চলে।

হাঁটতে হাঁটতেই দু'পাউণ্ড খাদ্য সংগ্রহ করল রানা। মাশরুম। কিন্তু কাঁচা মাশরুম কখনও খায়নি ও। এখনও খাবার কোন ইচ্ছে নেই। জিভে পানি এলেও পকেট থেকে সেগুলো বের করতে চাইল না রানা।

ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম নিল। এর বেশি সময় নষ্ট করতে সায় দিচ্ছে না মন। তাছাড়া, ও জানে, পাঁচ মিনিটের বেশি বিশ্রাম নিলে পায়ের পেশী শক্ত হয়ে উঠে অচল করে দিতে পারে ওকে। ঝুঁকিটা কোনভাবেই নেয়া চলে না।

দুপুরেও কোথাও থামল না রানা। পাঁচ মিনিটের নির্ধারিত বিশ্রামের সময় শুধু পায়ের মোজা দুটো বদলে পরল নতুন এক জোড়া। ঝর্ণার পানিতে পুরানো জোড়া ধুয়ে ব্যাগের সাথে আটকে নিল ক্লিপ দিয়ে, হাওয়া লেগে যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। পানির ক্যানটিনটা ভরে নিয়ে আবার উত্তর দিকে এগোতে শুরু করল।

সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা আগে উঁচু একটা টিলার মাথায় শেষবারের মত থামল রানা। আজকে এই পর্যন্ত। টিলাটার উপর থেকে উপত্যকার দুটো দিকই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ রেখে আধঘণ্টা ধরে ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখল ও। নিশ্চিত হলো, কেউ নেই আশপাশে। ফিরে এসে ব্যাগ খুলে কয়েকটা ফাঁদ বের করল রানা। প্রথম যখন ফোর্ট ফ্যারেলে আসে তখন এই ফাঁদ ক'টা সাথে করে নিয়ে এসেছিল ও। পারকিনসন করপোরেশনের পক্ষে সার্ভে করার সময় একনাগাড়ে পনেরো দিন সভ্যতার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেনি ও, তখন তাজা মাংসের অভাব পূরণ করেছিল এই ফাঁদগুলো।

ঠিক সূর্য ডোবার আগে খরগোশগুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘাসের উপর খেলা করে, লুটোপুটি খায়। ফাঁদগুলো খানিকটা দূরে পেতে রেখে এল রানা।

সূর্য দিগন্তরেখার কাছাকাছি পৌঁছতে আগুন জ্বালাবার আয়োজন সম্পন্ন করল ও। নুড়ি পাথর দিয়ে ঘিরে নিল জায়গাটা। কাঠ কেটে এনে জড়ো করল পাশে। তারপর আগুন ধরাল। চুলোটার কাছ থেকে একশো গজ পিছিয়ে গেল রানা আগুন দেখতে পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে। জানা আছে, তাই ওটার অস্তিত্ব টের পেল ও। কিন্তু বুঝল, আর কারও পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ফিরে এসে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পানি ঢেলে চুলোয় বসাল সেটাকে। ফুটন্ত পানিতে মাশরুম সেদ্ধ হতে দিয়ে ফাঁদ পেতে কিছু লাভ হয়েছে কিনা দেখতে গেল ও। প্রথম দুটো ফাঁদে কিছুই দেখল না, কিন্তু তৃতীয়টায় মাঝারি আকারের একটা খরগোশ আটকা পড়েছে। দেড় পোয়ার বেশি হবে না মাংস, অনুমান করল রানা। ভাবল, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। দেড় পোয়া মাংস কম হলো কিসে?

পেট পুজো সেরে চারদিকটা আরেকবার দেখে এল রানা। ঝুঁকি নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। ধারণা করল প্রায় ত্রিশ মাইল এগিয়েছে ও উত্তর দিকে। এখান থেকে এখন যদি তির্যকভাবে উত্তর-দক্ষিণের পাহাড়ী পথ ধরে আরও পনেরো মাইল পেরোলেই কাইনোক্সি উপত্যকায় পৌঁছুতে পারবে। ওঠার পথে পারকিনসনদের লগিং ক্যাম্প পড়বে। ক্যাম্পের কাছাকাছি গেলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু বিপদের তোয়াক্কা করলে তা আরও বাড়বে, কমবে না, ভাবল রানা। পাল্টা আঘাত হেনে নিস্তেজ এবং ক্রমশ নিশ্চিহ্ন করতে হবে বিপদকে।

লগিং ক্যাম্পে যাবে, ঠিক করল রানা। কিছু একটা গোলমাল করতে হবে ওখানে।

পরদিন দুপুর। মাটির একটা উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে কাইনোক্সি উপত্যকা দেখতে

পেল রানা। শেষবার যখন দেখেছিল তার চেয়ে নতুন পারকিনসন লেক বেশ অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে। গাছ কেটে নেয়া বিশাল এলাকার তিন চতুর্থাংশই এখন জলমগ্ন। ওখান থেকে আরও বারো মাইল এগোল রানা। লগিং ক্যাম্পটা দেখতে পেয়ে অদ্ভুত একটা খুশি অনুভব করল ও। ওদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার এই প্রথম একটা সুযোগ পাচ্ছে রানা। এর আগে যা কিছু করেছে সবই ঠেকায় পড়ে। এখন তা নয়, ক্ষতি করার ইচ্ছা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে ও কিছু একটা দেখাবার জন্যে। নিজের ভেতরে একটা চাপা রাগ অনুভব করছে সে—তাড়া খাওয়া জানোয়ারের আক্রোশ।

ক্যাম্পটার চারদিকে বড় বেশি খোলা জায়গা। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই ওর। ঠিক করল, রাতের অন্ধকারে এগোতে হবে ওকে। দিনের অবশিষ্ট আলো সমস্যাটার সঠিক স্বরূপ বিবেচনা করার পিছনে ব্যয় করল ও।

ক্যাম্পে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে, এটা আবিষ্কার করে প্রথমেই মন খারাপ হয়ে গেল রানার। যাও বা দু'একজন আছে তারা সবাই বুড়ো। পাহারা দেয়া আর রান্নাবান্নার কাজ করার জন্যে এদেরকে রেখে আর সবাই চলে গেছে। কোথায়? উত্তরটা পেতে অসুবিধে হলো না রানার। কাঠুরেদের ডেকে নিয়ে গেছে বয়েড কাজ থেকে, ওর পিছনে লোক সংখ্যা বাড়াবার জন্যে।

ক্যাম্প থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে আকাশে। রান্না হচ্ছে ভেবে পেটের ভিতরটা খিদেয় কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল রানার। আর কিছু না হোক, ভাবল ও, কিছু খাবার সংগ্রহের প্রয়োজনেও ক্যাম্পে না ঢুকলেই নয়।

দু'ঘণ্টায় ছয় জন লোককে দেখল রানা। সন্ধ্যার দিকে প্রস্তুত হয়ে ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে কোমরে বেঁধে নিয়ে ঢালু মাটির উপর দিয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। জঙ্গলটা পরিচিত, সংক্ষিপ্ত পথ ধরে নামতে খুব বেশি সময় বা শ্রম ব্যয় করতে হলো না। দুটো কাঠের ঘরে আলো জ্বলছে. কাছাকাছি পৌঁছে দেখল রানা। একটু থেমে পা বাড়াতে যাবে, বেহালার করুণ সুর কানে ঢুকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে যেন বাজাচ্ছে। করুণ প্রলম্বিত সুর। একইভাবে একই জায়গায় কতক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারবে না রানা। সন্ধ্যা তখনও গাঢ় রাতের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। চারদিকের বনভূমি স্থির, নিষ্কম্প—থমথম করছে। রানার বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা বেদনার অনুভূতি। উদাস একটা ব্যাকুলতা দোলা দিচ্ছে মনটাকে। চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেল রানা সাদা দাড়ি ভরা একটা জরাগ্রস্ত মুখ, দু'গাল বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে, কাঁধে বেহালা ঠেকিয়ে ডান হাতে ছড় টেনে চলেছে বৃদ্ধ—মনে পড়ে যাচ্ছে তার সেই প্রথম যৌবনের একটুকরো সোনালী আলোর মত প্রেমিকার মুখ, টুকটুকে লাল ছিল তার গাল—যে মেয়েটিকে কবে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে জীবনের দীর্ঘ চলার পথে···

হঠাৎ বেহালার আওয়াজ থামতেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে চমকে উঠল রানা। খেই হারিয়ে ফেলেছিল ভেবে লজ্জা পেল মুহূর্তের জন্যে। আলো লক্ষ্য করে পা ফেলল সামনে।

ক্যাম্পের কিনারায় পৌঁছে সবচেয়ে কাছের ঘরটাকে রান্নাঘর বলে অনুমান

করল রানা। ধোঁয়া ওটার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে চিমনি পথে। দরজাটা আধখোলা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে একটা জানালার পাশে পৌঁছুল, উঁকি দিল ভিতরে।

ঘরটার মাঝখানে মস্ত বড় একটা মাটির চুলো। তা থেকে ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু আগুন প্রায় নিভু নিভু, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট একটা স্টোভ জ্বলছে, একধারে। কি যেন ফুটছে একটা পাত্রে। লোকজন কেউ নেই ভিতরে। নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। রান্নাঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে। সোজা সেদিকে এগোল।

পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট। আলুর বস্তায় ঠাসা। চার দেয়াল জুড়ে কাঠের র‍্যাক, সেগুলোতে টিনে ভরা খাবার জিনিস সাজানো। কোমর থেকে চাদরটা খুলে মেঝেতে বিছাল রানা। ভেজানো দরজাটা আধইঞ্চি ফাঁক করে রান্নাঘরটা দেখে নিল আরেকবার। তারপর বিনা দ্বিধায়, নিঃশব্দে র‍্যাক থেকে দুটো করে টিন নামিয়ে পাশাপাশি সাজাতে শুরু করল চাদরের উপর।

পনেরোটা টিন চাদরে বেঁধে কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিল রানা। দরজা ফাঁক করে দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠল ও। স্টোভের সামনে বুড়ো এক লোক বসে আছে।

আর কোনও দরজা অথবা জানালা নেই ঘরটায়। রান্নাঘর আবার নির্জন না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না ও।

পনেরো মিনিট পর স্টোভের কাছ থেকে উঠল লোকটা। টেবিল থেকে লবণ নিয়ে আবার ফিরে এসে বসল স্টোভের সামনে। লোকটা খুঁড়িয়ে হাঁটে, বয়সের ভারে বেশ খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে। ওকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠবে। অথচ বুড়োর গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

বিপদে পড়ল রানা। লোকটা কি জ্বাল দিচ্ছে, কতক্ষণে শেষ হবে তার রান্নাঘরের কাজ, বুঝতে না পেরে অস্থিরতা অনুভব করল ও। আধঘণ্টার উপর অপেক্ষা করছে, আরও কতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে হবে কে জানে।

গায়ে হাত না তুলে উপায় নেই, বুড়োকে ভাঁড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিষণ্ন মনে ভাবল রানা। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো, ঘুরে দাঁড়াল, তারপর সোজা বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

দ্রুত রান্নাঘরে পা দিল রানা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। বুড়োটা অদৃশ্য হয়েছে। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে জেনারেটারের আওয়াজ লক্ষ করে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল রানা। ইতিমধ্যেই একটা বুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়।

ক্যাম্পের লাগোয়া একটা ঘরে বসানো হয়েছে জেনারেটার। এটার সাহায্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে ক্যাম্পে। নিরাপত্তার কথা ভেবে সরাসরি ঘরটায় না ঢুকে আশপাশে ঘুর ঘুর করল রানা দশ মিনিট। কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর। আবিষ্কার করল, পাশের ঘরটাই একজন ডাক্তারের ডিসপেন্সারী। দুটো ঘরের মাঝখানে ডিজেল অয়েলের একটা প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, কমপক্ষে এক হাজার গ্যালন তেল ধরে। প্রায় ভর্তি রয়েছে ট্যাঙ্কটা।

ক্যাম্পের কামারশালাটা খুঁজে বের করতে দু'মিনিট লাগল রানার। একটা

কুঠার নিয়ে ট্যাঙ্কটার কাছে ফিরে এল ও।

নিচের দিকে হালকা করে কুঠারের একটা ঘা বসাল রানা। কাজ হলো তাতেই। তবে শব্দটা হলো চমকে দেবার মত। লাফ দিয়ে তেল বেরিয়ে আসতে শুরু করার আগেই স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল রানা।

তেল বেরিয়ে পড়ার শব্দে টনক নড়ল ক্যাম্পের। কে, কি হলো, অমুক কোথায় গেল—এই ধরনের প্রশ্ন ভেসে আসছে এদিক ওদিক থেকে।

আপন মনে হাসছে রানা। দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা তেলের স্রোত লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে সেখানে আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াল না ও। হুপ্ করে একটা শব্দ হলো আগুন লাফিয়ে ওঠার। পিছন ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল তিন মানুষ সমান লম্বা আগুন মোচড় খাচ্ছে চীনা ড্রাগনের মত।

দ্রুত সরে যেতে শুরু করল রানা। কেউ অনুসরণ করুক তা ওর কাম্য নয়।

বিশ

পরদিন ঘুম ভাঙল রানার মাথার উপর হেলিকপ্টারের শব্দে। চোখ মেলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে উড়ে যেতে দেখল ও মাত্র হাত চল্লিশেক উপর দিয়ে। আরোহীকে পরিষ্কার চিনতে না পারলেও পাইলটের পাশে একজন মাত্র লোককে বসে থাকতে দেখল রানা এবং অনুমান করল লোকটা বয়েড না হয়ে যায় না।

গাছের দুটো ডালের মাঝখান থেকে দড়ি খুলে নিজেকে মুক্ত করল রানা। ব্যাগ নিয়ে নিচে নামতে শুরু করে ভাবল, আগুন জ্বালাবার ফল এত তাড়াতাড়ি ফলতে শুরু করবে ভাবা যায়নি।

ধীরেসুস্থে মুখ হাত ধুয়ে এল রানা সিকি মাইল দূরের একটা ঝর্ণা থেকে। চুলো তৈরি করে আগুন জ্বালল। বেছে বেছে কাঠ ঢোকাল চুলোটায়। যাতে ধোঁয়া না হয়। রান্নার কাজ শেষ হতেই আরেকবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল 'কপ্টারটা। ডাল পাতার আড়ালে দেখতে পাবে না ওকে পাইলট, জানে রানা। কিন্তু খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলার একটা তাগাদা অনুভব করল ও। মাথার উপর এখন থেকে হয়তো সারাদিনই চক্কর মারবে ওরা। বোঝা যাচ্ছে, মরিয়া হয়ে উঠেছে বয়েড ওর অস্তিত্বের লক্ষণ দেখতে পেয়ে। ওকে খুঁজে বের করার জন্যে এই এলাকার প্রতিটি গাছ কেটে ফেলাতে হলেও পিছপা হবে না সে।

তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার পর দেহমনের বল যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল রানার। বয়েড এখন ওর বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করুক, যতজনই লেলিয়ে দিক না কেন—মনে হলো, সামাল দিতে পারবে সে।

শিকারীদের চলাচলের ফলে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে উত্তর দিকে, সেটা ধরে আধ মাইলটাক এগোল রানা। রাস্তাটা এক জায়গায় একটা চার ফুট উঁচু পাথরের পাড় ঘেঁষে এগিয়েছে, অপর দিকে ছয় ফুট নিচু একটা খাদ, একেবারে খাড়া নেমে গেছে। রাস্তাটা ধরে কেউ যেতে চাইলে এই জায়গাটা পেরোতেই হবে তাকে।

প্রায় মন খানেক ওজনের একটা পাথর বয়ে নিয়ে গেল রানা পাথরের উঁচু পাড়ে, সেটাকে রাখল পাড়ের একেবারে কিনারা ঘেঁষে, খুদে একটা পাথরের সঙ্গে ঠেক্ দিয়ে। পরীক্ষা করে দেখে নিল কয়েকবার, মৃদু একটু ধাক্কাতেই পড়ে যাবে সেটা। ব্যাগ থেকে এরপর বের করল রানা খরগোশ ধরার একটা ফাঁদ। মাছ ধরার আঠারো পাউণ্ড টেস্টের নাইলন মোনোফিলামেন্ট লাইন বের করল। ফাঁদের সঙ্গে সুতোটা বেঁধে অপর প্রান্তটা ঝরে পড়া শুকনো পাতার নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় পাথরের ঠেক্-এর সাথে যুক্ত করল।

আধঘণ্টার মত সময় লাগল রানার ফাঁদটা পাততে। উপত্যকার অপরদিক থেকে মাঝেমধ্যেই 'কপ্টারের আওয়াজ ভেসে আসছে শুনতে পাচ্ছে ও। ফাঁদটাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা সেরে পথটা ধরে চারশো গজ উঠে গেল রানা। এখানে পথের দু'পাশে কর্দমাক্ত মাটি। কাদার উপর পায়ের ছাপ ফেলে, জুতোর ঘষায় ঘাস ছিঁড়ে কিছু চিহ্ন তৈরি করল নিজের। তারপর পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ফিরে এল ফাঁদটার কাছে।

পরিকল্পনার বাকি অর্ধেকটা পূরণ করার পালা এবার। পথ ধরে নিচের দিকে নেমে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল সে। এখানে একটা ঝর্ণা রয়েছে। পথের ধারে ব্যাগ আর চাদরের পোঁটলাটা নামিয়ে ভাবল, এদিকে 'কপ্টারটা আসতে দেরি আছে এখনও।

ক্যানটিনে পানি ভরল রানা। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একটা গাছের নিচে বসতে যাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একেবারে মাথার উপর চলে এল 'কপ্টারটা। অবাক হয়ে উপরে তাকাতে রানা পাতার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল পাইলটকে। চোখ কপালে উঠে গেছে লোকটার। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অদ্ভুত একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ল লোকটার মুখে। মুচকি হাসল রানাও—খসল বয়েডের এক হাজার ডলার।

লাফ দিয়ে আরও নিরাপদ একটা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটল রানা প্রাণপণে, যেন ধাওয়া করেছে 'কপ্টারটা ওকে, তাতে ও ভয় পেয়েছে। বাতাসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা দ্বিতীয়বার। এরপর আরেকবার চক্কর মারল বড় একটা বৃত্ত রচনা করে। নাক ঘুরিয়ে দ্রুত ফিরে যেতে শুরু করল উপত্যকার নিচের দিকে। বয়েড পারকিনসন শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেতে যাচ্ছে মাসুদ রানার।

ফাঁকা জায়গাটায় ফিরে গিয়ে গায়ের শার্ট খুলে ফেলল রানা। খানিকটা ছিঁড়ে কাপড়ের একটা ছোট টুকরো পথটার ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা ঝোপের গায়ে কাঁটার সঙ্গে আটকে দিল। ওকে যাতে লোকগুলোর অনুসরণ করতে অসুবিধে না হয় তারই জন্যে এই আয়োজন। ব্যাগ আর চাদরের পোঁটলাটা এমন এক জায়গায় রাখল যেখান থেকে ও ফাঁদটা পরিষ্কার দেখতে পারে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। সময়টা অপব্যয় না করে একটা গাছের ডাল কেটে সেটাকে চেঁছে মসৃণ করতে শুরু করল রানা ওর হান্টিং নাইফ দিয়ে।

'কপ্টারটা বড়জোর বাঁধ পর্যন্ত যাবে, ভাবল রানা। লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না। দশ মাইলের পথ, ধরা যাক, আট মিনিট লাগবে

পৌঁছুতে। পনেরো মিনিট সময় দেয়া যাক কি করবে তা ঠিক করতে। ফিরতে লাগবে আরও আট মিনিটের মত। তার মানে সর্বমোট আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা না। পাইলট ছাড়া চারজন লোক বয়ে আনবে ওটা। তার বেশি লোকের জায়গা হবে না। অবশ্য, চারজনকে নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যাবে দ্বিতীয় দলটাকে নিয়ে আসার জন্যে। মাঝখানে, ধরা যাক, বিশ মিনিট সময় পাওয়া যাবে। এই বিশ মিনিটের মধ্যে ওর অচল করে দিতে হবে প্রথম চারজন লোককে।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর 'কপ্টারটার ফিরে আসার আওয়াজ পেল রানা। শব্দের তেজ অনুমান করে বুঝল ফাঁকা জায়গাটাতেই নেমেছে সেটা। খানিকপরই আবার সেটা আকাশে উঠল, শুরু করল চক্কর দিতে। প্রমাদ গুনল রানা। ফিরে গিয়ে লোক না এনে চক্কর দেবার ইচ্ছা কেন পাইলটের? আনুমানিক সময়ের মধ্যে ওটা যদি ফিরে না যায়, সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে তাহলে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা 'কপ্টারটাকে দক্ষিণ দিকে নাক ঘোরাতে দেখে। ফাঁকা জায়গাটার দিকে সোজা চলে গেছে পথটা, সেদিকে দৃষ্টি ফেলল ও। টোপ এখন গিললেই হয়।

খানিক বাদেই ক্ষীণ একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। কণ্ঠস্বরে উল্লাসের সুর রয়েছে অনুভব করে বুঝতে পারল ও, টোপটা পুরো গিলেছে ওরা। পাতার পর্দার ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, পথটা ধরে দ্রুত, প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে দলটা। তিনজনের হাতে অস্ত্র রয়েছে। একটা শটগান, দুটো রাইফেল।

পথটা ধরে ছুটতে ছুটতে উঠে আসছে ওরা। চারজনেরই অল্প বয়স। রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়ে উত্তেজিত। পাশাপাশি জোড় বেঁধে ছুটে আসছে, কিন্তু পথটা যেখানে সরু হয়ে গেছে সেখানে দু'জন একসঙ্গে হাঁটতে পারবে না দেখে পিছিয়ে পড়ল সামনের সারি থেকে একজন।

একজনের পিছনে আরেকজন; মন্থর গতিতে হাঁটছে এখন ওরা। ফাঁদটার কাছে পৌঁছুল। নিঃশ্বাস আটকে রেখে চেয়ে আছে রানা। প্রথম লোকটা এড়িয়ে গেল ফাঁদটাকে। নিরাশার একটা ঢেউ জাগল রানার বুকে। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা সরাসরি পা দিল তাতে, সুতোর টান পড়ল, বড় পাথরের ঠেক্‌টা স্থানচ্যুত হলো মুহূর্তে। এক মণ ওজনের বড় পাথরটা ধুপ করে পড়ল তৃতীয় লোকটার কোমরে, ছিটকে পড়ার আগে তার সামনের লোকটাকে আঁকড়ে ধরে ফেলল সে, তারপর দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল ছয় ফুট নিচু খাদে, বড় পাথরটার পিছু পিছু।

মহা হাঙ্গামা লেগে গেল ওদের মধ্যে। ঠিক কি হয়েছে বুঝতে না পেরে যার যা খুশি তাই বলে চিৎকার জুড়ে দিল। সকল চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল আহতদের কাতরানি। শোরগোল একটু স্তিমিত হতে দেখা গেল নিচের খাদে ঘাসের উপর বসে আছে একজন নিজের পা ধরে, সেটা ভেঙে গেছে গোড়ালির একটু উপরে। আরেকজন কোমর বাঁকা করে কাতরাচ্ছে, ব্যথায় নাকি জান বেরিয়ে যাচ্ছে তার।

দলপতিকে চিনতে পারল রানা। সোভাক! প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, পেটা লোহার মত শরীরটা। 'কানা নাকি, অ্যা?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'কোথায় কি আছে দেখে পা ফেলতে পারো না?'

নিতম্বে হাত রেখে আহত লোকটা ভেঙে পড়ল কান্নায়, 'পা ফেলার দোষ

হয়নি, সোভাক। পাথরটা এমনি এমনিই গড়িয়ে পড়েছে আমার ওপর।'

মাত্র বিশ ফুট দূরে ঝোপের ভিতর শুয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

খাদ থেকে দ্বিতীয় লোকটা কাতরাচ্ছে। 'আমার পা! আমার পা! সোভাক রে, আমার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে...'

খাদে নেমে লোকটার পা পরীক্ষা করতে শুরু করল সোভাক। নিঃশ্বাস আটকে রেখে অপেক্ষা করছে রানা। ফাঁদটার অস্তিত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে পরিকল্পনার বাকি অংশটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সাবধান না হয়ে এখান থেকে এক পাও সামনে বাড়বে না ওরা। ভাগ্য ভাল, স্বীকার করল রানা, সোভাক দেখতে পায়নি সুতোটা। হয় সেটা ছিঁড়ে গেছে নয়তো পাতার নিচেই রয়েছে এখনও।

উপরে উঠে দু'কোমরে হাত রাখল সোভাক। 'কী অলক্ষুণে কাণ্ড! পাঁচ মিনিটও হয়নি, এর মধ্যে অচল হয়ে গেল একজন—নাকি দু'জন... কি অবস্থা তোমার, টম?'

'ব্যথায়...হাড় ফেটে গেছে কিনা ঠিক...'

খেঁকিয়ে উঠল সোভাক। 'বুঝেছি, ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে না আর। আর সবাই খানিকপরই এসে পড়বে। তুমি কার্টারের সঙ্গে এখানেই থাকো। আমি আর স্মিথ আগে বাড়ি। প্রতি সেকেণ্ডে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা। এসো, স্মিথ।'

ওদেরকে চোখের আড়াল হতে সময় দিল শুধু রানা, পরমুহূর্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত এগোল সামনের দিকে। কার্টার পা ধরে কাতরাচ্ছে, তার উপর ঝুঁকে পড়েছে টম, ওর দিকে পিছন ফিরে।

এখন আর ছুটছে না রানা। কোমর ভাঁজ করে, মাথাটা যথাসম্ভব নুইয়ে দ্রুত এগোচ্ছে ও। ছাল ছাড়ানো ডালের মোটা মুগুরটা ওর ডান হাতে। শেষ মুহূর্তে কিছু একটা যেন আঁচ করতে পারল টম। ঝট করে পিছন দিকে তাকাল সে।

কিন্তু রানাকে দেখতেই পেল না। মোটা ডালটা তার নাকের উপর পড়াতে থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা। হুড়মুড় করে কার্টারের উপর পড়ল সে।

ইতিমধ্যে শটগানটা তুলে নিয়েছে রানা মাটি থেকে। 'খবরদার! চেঁচালেই সাবাড় করে দেব!' কার্টারের আতঙ্কিত দু'চোখের মাঝখানে তাক করল রানা শটগানের নল। 'একবার মাত্র বলব, কথা না শুনলে গুলি বেরুবে এটা থেকে।' যথা সম্ভব কঠিন করল রানা কণ্ঠস্বর, 'চোখ বোজো!'

ভাঙা পায়ের ব্যথা, তার উপর এই অপ্রত্যাশিত বিপদ, ঠক ঠক করে কাঁপছে কার্টার। দ্রুত চোখ বুজল সে। কিন্তু রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আবার চোখ খুলতে যাবে, এমনি সময়ে ঠিক চাঁদি বরাবর পড়ল মুগুরটা। ঠাস করে আওয়াজ হলো। মুখ তুলল ও। না, দেখা যাচ্ছে না সোভাক বা স্মিথকে। ফিরে আসছে না কেউ।

কার্টারের গা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাল রানা অচেতন টমকে। কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে দু'টুকরো করল সেটাকে। পা এবং হাত জোড়া বেঁধে তার মুখে রুমাল গুঁজে দিল একটা।

আর এক মুহূর্ত দেরি করল না রানা। শটগানটা হাতে নিয়ে সোভাক আর স্মিথের উদ্দেশে ছুটল।

চার মিনিটের বেশি পেরোয়নি, ভাবছে রানা। কর্দমাক্ত জায়গাটায় ওরা

পৌঁছুবার আগেই সেখানে ওকে পৌঁছে যেতে হবে। অবশ্য ওদের পথটা বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে এগিয়ে গেছে, কিন্তু রানা ছুটছে সরলরেখা ধরে। তার মানে অনেক কম দূরত্ব পেরোতে হবে ওকে। যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ে ওদের আগেই পৌঁছে গেল রানা নির্দিষ্ট জায়গায়। পথের পাশে একটা লম্বা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

ওদের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। আগে আগে আসছে সোভাক, সেই কাদার মধ্যে রানার পায়ের ছাপ দেখতে পেল। 'স্মিথ! পথ ভুল করিনি আমরা। এদিক দিয়েই গেছে ব্যাটা। পায়ের দাগ দেখো, খানিক আগেই গেছে।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। তাকে যেতে দিল রানা। পাঁচ সাত হাত পিছনে স্মিথ। মাথা নাড়ল রানা। তোমাকে যেতে দিচ্ছি না! দুই হাতে ব্যারেল ধরে উল্টো করে তুলল বন্দুকটা মাথার উপর। স্মিথের মাথাটা দেখা দিতেই সাঁই করে নামিয়ে আনল সেটা।

কাদার উপর ধপাস করে পড়ল শরীরটা। জ্ঞান হারিয়েছে স্মিথ আগেই। আওয়াজ পেয়ে 'কি হলো,' বলেই চরকির মত ঘুরল সোভাক। প্রথম দেখল সে শটগানের নল, ওর বুক থেকে মাত্র দুই হাত দূরে। তারপর দেখল শটগানধারী রানাকে। 'রাইফেল ফেলো,' নির্দেশ দিল রানা।

নির্দেশ পালন করতে দ্বিধা করল না সোভাক। বোকার মত দেখাচ্ছে তাকে। কাদার মধ্যে ছেড়ে দিল সে রাইফেলটা।

'বিগ প্যাট কোথায়?'

দ্রুত সামলে নিচ্ছে সোভাক নিজেকে। রানার প্রশ্ন শুনে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'আকাশে—তোমাকে নিতে আসছে সে।'

'খুশির খবর,' মুচকি হেসে বলল রানা। অবাক হয়ে গেল সোভাক। শটগানটা নাড়ল রানা। সোভাককে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে গেল খানিকটা। 'স্মিথকে কাঁধে তুলে নাও। বয়ে নিয়ে চলো ফিরতি পথে। সাবধান, রাইফেলটার দিকে হাত বাড়িয়ো না। উড়িয়ে দেব মাথার খুলি।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সোভাক। স্মিথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কুইক!' তাড়া লাগাল রানা।

বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠেছে সোভাকের চোখমুখে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। পিছন থেকে রানা শটগানের নল দিয়ে গুঁতো মারতে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিল সে অজ্ঞান দেহটা।

খাদের কাছে ফিরে এল ওরা। সোভাককে দেখেই চিৎকার করে উঠতে গেল টম, কিন্তু তার পিছনে রানাকে দেখতে পেয়েই হপ্ করে বুজে ফেলল মুখটা। স্মিথের জ্ঞানহীন দেহটা রানার কথামত খাদের নিচে, টমের শরীরের উপর ফেলল সোভাক। তারপর অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে নিচে নামল সে। তারপর কয়েক পা হেঁটে দূরে সরে গেল ও।

এক হাতে শটগান নিয়ে নামতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করল রানা। লাফ দিল ও। ওর পতনের আওয়াজ পেয়েই চরকির মত ঘুরল সোভাক। কিন্তু রানা ইতিমধ্যেই তাল সামলে নিয়ে শটগান তুলে ধরেছে দেখে স্থির হয়ে গেল, চোখের

পাতা পর্যন্ত নাড়তে সাহস পেল না আর।

'প্যান্ট খোলো,' সোভাককে বলল রানা। 'ওটা দিয়ে স্মিথের হাত-পা বাঁধো।'

দাঁতে দাঁত ঘষল সোভাক। কিন্তু বোতাম খুলতে শুরু করল প্যান্টের।

স্মিথের হাত-পা বাঁধার কাজ শেষ করে এনেই রানাকে ধরাশায়ী করার শেষ চেষ্টা করল সোভাক। তার ভাগ্য খারাপ, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে উল্টো করে শটগান তুলছিল রানা কুঁদো দিয়ে মাথায় আঘাত করার জন্যে। বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে গিয়ে লাফ দিল সোভাক রানার দিকে। শটগানের কুঁদোটা পড়ল তার চোয়ালে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সোভাক ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চোখমুখ।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে সোভাকের পাঁজরে একটা লাথি মারল রানা। বালির বস্তার মত ধুপ করে পড়ল সোভাক মাটিতে। লাথির সঙ্গে সঙ্গেই কড়াৎ করে একটা শব্দ এসেছিল সোভাকের পাঁজর থেকে, কিন্তু সেদিকে মোটেই খেয়াল দিল না রানা।

সোভাকের শরীর সার্চ করে একটা বিনকিউলার, ছোট একটা হাতুড়ি, বুলেট আর একজোড়া হাতকড়া পেল রানা। স্মিথের পকেট হাতড়াবার সময় আর হলো না। 'কপ্টারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ফিরে আসছে পাইলট। বিগ প্যাট কি থাকবে দলে? ভাবছে রানা।

কাগজ কলম বের করে দ্রুত একটা লাইন লিখল রানা ইংরেজিতে। 'এই পরিণতি যার কাম্য সে যেন আমার পিছু নেয়—রানা।'

কাগজের টুকরোটা কোথায় রাখা যায় ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক তাকাল ও। সোভাকের খোলা মুখটা পছন্দ হলো ওর। হাঁ করা মুখের ভিতর চিরকুটটা গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। হাতে শটগান।

দ্রুত উঠে যাচ্ছে হাইল্যাণ্ডের দিকে।

একুশ

পরবর্তী দুটো দিন উত্তর কাইনোক্সি উপত্যকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকল রানা। সাহস যোগানোর জন্যে বয়েডকে তার শিকারীদের উদ্দেশ্যে আর একটা ভাষণ দিতে হয়েছে, এ ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। ওর খোঁজে তারা ক্রমে উপত্যকার উত্তরে আসছে, কিন্তু সবসময় কমপক্ষে ছয়জনের একটা দল নিয়ে। দশ গজ এগোতে হলেও গোটা দল একসঙ্গে এগোচ্ছে, দেখেছে রানা। ওকে অবশ্য এখনও কোন দলের চোখে পড়তে হয়নি। ও একা বলেই একটা অবিচ্ছিন্ন দলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা সহজ হয়েছে। সেদিন ওদের শায়েস্তা করে অন্তত এটুকু লাভ হয়েছে ওর।

এক এক করে আরও বারোটা ফাঁদ পেতেছে রানা ইতিমধ্যে। কিন্তু একটা ছাড়া বাকিগুলো কোন সুফল বয়ে আনেনি। অবশ্য একটা ফাঁদই খুব কম কেরামতি

দেখায়নি। আরও দু'জন তাদের পা হারিয়েছে, একজনের হাত ভেঙেছে। তিনজনকে নিয়ে উড়ে যেতে দেখেছে রানা কপ্টারটাকে।

চুরি করা খাবার শেষ হয়ে এসেছে রানার। মস্ত একটা বিপদের সঙ্কেত এটা। লগিং ক্যাম্পে আবার ঢুঁ মারার চেষ্টা করাটা হবে ভয়ঙ্কর ঝুঁকির ব্যাপার। বয়েড ওদিকের পথে যথেষ্ট কাঁটা পুঁতে রেখেছে ধারণা করা যায়। সুতরাং, পুব মুখো হয়ে শীলার আস্তানার দিকে যেতে চায় রানা এবার।

শীলাকে পাওয়া যেতে পারে ওখানে। খাবারেরও কোন অভাব হবে না। বয়েড কি করছে তা শীলার মাধ্যমে হ্যামিলটনকে জানাবার একটা সুযোগ হতে পারে ওখানে গেলে।

বয়েডের লোকদের ফাঁকি দিয়ে দু'বার চেষ্টা করেছে রানা পুবদিকে পৌঁছুবার। দু'বারই বয়েড বাহিনীর অস্তিত্ব টের পেয়ে পিছিয়ে এসে ঘুর পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করতে হয়েছে ওকে। অবশ্য আজ, তিনবারের বার, সফল হয়েছে ও। ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে।

সন্ধ্যা নামছে উপত্যকায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে শীলার বাড়িটা দেখছে রানা। বড় হতাশ হতে হয়েছে ওকে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি ও। শরীরটা এমনিতেই সহ্যসীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। তার উপর এই অশুভ লক্ষণ: শীলার বাড়িতে আলো নেই।

শীলা কি তবে নেই ওখানে? ভাবতে ভাবতে কঠোর হয়ে উঠল রানার মুখ। বয়েড কি এত বড় পাগল, শীলার কোনরকম ক্ষতি করার আগে আগু-পিছু ভেবে দেখবে না?

মিটমিট করে আলো জ্বলছে বাড়িটার শেষ প্রান্তের একটা কামরায়। বুড়ো ডিকসনের কামরা ওটা, জানে রানা। ভাবল, ওর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সন্ধ্যার পরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা। বাড়িটার উপর কেউ নজর রাখছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় দেখল না ও। বাড়ির ভিতর কেউ ওত পেতে বসে আছে কিনা তাই বা কে জানে?

সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পড়ল রানা। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করল নিচে।

সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকল রানা। পাঁচিল টপকাতে হলো ওকে। ডিকসনের কামরায় আর কেউ আছে কিনা জানালা দিয়ে দেখে নিয়ে দরজায় নক করল ও।

'যেই হও, খুলছি না দরজা!' ভিতর থেকে জানিয়ে দিল ডিকসন দৃঢ় কণ্ঠে।

'ডিকসন, আমি রানা।'

সাড়া দিল না আর ডিকসন। আবার নক করতে যাবে রানা, দরজা খুলে গেল। 'ঢোকো, ঢোকো তাড়াতাড়ি! দেখতে পেলে তোমাকে খেয়ে ফেলবে ওরা!'

ভিতরে ঢুকল রানা। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিয়ে রানার দিকে ফিরল ডিকসন। তার মুখের কালচে হয়ে ওঠা ক্ষতচিহ্নগুলো দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ও চেয়ে আছে দেখে মাথা নিচু করে নিল বৃদ্ধ।

'কে?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'বয়েড,' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের পানি লুকাল ডিকসন। 'আর বিগ প্যাট,' ঝট করে বুড়ো তাকাল রানার দিকে। 'কিন্তু হয়েছেটা কি, মি. রানা? মিস ক্লিফোর্ড কোথায়?'

'শীলা নেই এখানে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। 'তুমি জানো না, মি. রানা? মিস ক্লিফোর্ড এক হপ্তা আগে সেই যে গেছে এখনও তার কোন খবর নেই। কি হয়েছে তার? কোথায় সে?'

'চিন্তা কোরো না,' কেঁপে গেল রানার গলাটা রাগে। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল দুটো হাত। 'শীলার খবর জেনে নেব আমি।'

'মি. রানা, তুমি গাফ পারকিনসনকে মারতে গেলে কেন?'

চমকে উঠল রানা। 'তুমিও বয়েডের কথা বিশ্বাস করেছ? না, ডিকসন, মি. গাফকে আমি মারিনি। তিনি হার্ট অ্যাটাকের ফলে পড়ে গিয়েছিলেন। তার কোন খবর জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডিকসন। 'বোধহয় মারা গেছে, তা নাহলে ফোর্ট ফ্যারেলে এমন অনাসৃষ্টি শুরু হয় কিভাবে?'

'মারা গেছে, অনুমান করে বলছ?'

'জানি না, কেউ বলেনি আমাকে কিছু।'

'মারল কেন ওরা তোমাকে?' জানতে চাইল রানা।

'মিস ক্লিফোর্ডের চাবি ওদের দিতে চাইনি বলে।' ডিকসন হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল। 'কি বোকা আমি। মি. রানা, তোমার বিশ্রাম দরকার...'

'ছয়দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছি,' বলল রানা। 'আমার মাথার দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। ইচ্ছা করলেই বয়েডকে খবর পাঠিয়ে টাকাটা রোজগার করতে পারো তুমি।'

সব ভুলে হেসে উঠল ডিকসন। 'পাঁচ হাজার ডলার আবার একটা টাকা নাকি? মিস ক্লিফোর্ড আমার নামে পঞ্চাশ হাজার ডলার ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রেখেছে। পেটে খিদের মেজাজ কি রকম, মি. রানা?'

'নষ্ট হয়ে গেছে খিদে,' বলল রানা। হাসছে। 'দুটোর বেশি হাঁস খেতে পারব না।'

'সে ব্যবস্থা করা যাবে,' উৎসাহের সঙ্গে বলল ডিকসন। 'আজই গোটা ছয়েক হাঁস মেরেছি আমি।' হেসে ফেলল সে। 'আর কোন কাজ নেই তো, তাই ওদেরকে মেরেই গায়ের ঝাল মেটাই। ভাল কথা, প্রচুর স্টু আছে, গরম করতে যা দেরি, দেব এনে? ইতিমধ্যে শাওয়ারটা সেরে নাও মিস ক্লিফোর্ডের বাথরুমে গিয়ে।' পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'এই চাবির জন্যে অপমানিত হয়েছ তুমি।' বলল রানা। 'ওদেরকে দাওনি, কিন্তু আমাকে দিচ্ছ যে?'

'ওরা কে!' বলল ডিকসন। 'কিন্তু তুমি মিস ক্লিফোর্ডের বন্ধু।'

খাওয়া দাওয়ার পর শীলার বেডরুমে ঢুকল রানা। বালিশে মাথাটা ঠেকার

অপেক্ষা ছিল শুধু, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে রোদ লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কাপড় পরে বাড়িময় ঘুরে কোথাও দেখল না ডিকসনকে। শীলার ছোট্ট কিচেনটায় একটা স্টোভ, একটা ফ্রাইপ্যান, ছয়টা ডিম, এক পাউণ্ড কেক আর কফির সরঞ্জাম দেখল ও।

নাস্তা সেরে কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, এমন সময় ছুটন্ত পদশব্দ ঢুকল ওর কানে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির ভিতর ঢুকছে ডিকসন।

ঝড়ের বেগে হলরূমে ঢুকল সে। 'মি. রানা, পালাও। একদল লোক···এদিকেই আসছে···দশ মিনিটও লাগবে না পৌঁছুতে···'

গায়ে কোটটা চড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিল রানা কাঁধে।

'তোমার ব্যাগে কয়েকটা জিনিস ভরে রেখেছিলাম রাতে, আর সব জিনিস আজ সকালে ভরব ভেবেছিলাম, কিন্তু···'

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ, ডিকসন। শোনো, জরুরী একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। প্রথম সুযোগেই ফোর্ট ফ্যারেলে যাবে তুমি। আমাকে যে তাড়া করে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে এ ব্যাপারে যা জানো সব জানাবে সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে। এবং চেষ্টা করবে লংফেলো আর শীলার খোঁজ করতে। পারবে?'

'পারব, পারব,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডিকসন, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে। 'তাড়াতাড়ি রওনা দাও, মি. রানা। ওরা পৌঁছে যাবে এখুনি।'

'তোমার আতিথেয়তার কথা ভুলব না,' হলরূম থেকে বেরুবার আগে বলল রানা। 'আবার দেখা হবে।'

আবার সেই জঙ্গল। দ্রুত পাহাড়ে উঠে গত রাতে যেখান থেকে কেবিনের দিকে চোখ রেখেছিল সেই জায়গায় পৌঁছুল রানা। উপুড় হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও।

তিন মিনিট পর শীলার বাড়ির সামনে দেখা গেল বয়েড বাহিনীকে। সংখ্যায় ছয়জন। গোটা বাড়িটা তিনবার করে সার্চ করল ওরা। পাহাড় থেকে বুঝতে পারল রানা, তালা ভেঙে শীলার বেডরূমেও ঢুকল ওরা। পরিষ্কার বুঝল, খুঁজছে ওকে।

ওকে খুঁজতেই এসেছে ওরা, সন্দেহ নেই। কিন্তু জানল কিভাবে?

ভাবতে ভাবতে সমাধানটা বের করে ফেলল রানা। নিশ্চয়ই দূরে কোথাও লোক ছিল বাড়িটার দিকে নজর রাখার জন্যে। গতরাতে সেই দেখেছে শীলার কামরায় আলো জ্বলতে।

বোকামিটা ওর, সন্দেহ নেই, বুঝতে পারল রানা। শীলার রূমে আলো জ্বালা উচিত হয়নি।

ঠোঁট কামড়ে ধরে আবার বিনকিউলার তুলল চোখে রানা। গ্যারেজের সামনে শীলার মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে, একজন লোক কি যেন করছে এঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে। খানিকপর সিধে হলো লোকটা। তার হাতে একগাদা তার দেখতে পাচ্ছে রানা।

ফোর্ট ফ্যারেলে যাওয়া হচ্ছে না ডিকসনের, বোঝা গেল।

বিপদ হয়ে দেখা দিল আবহাওয়া। মাথার কাছাকাছি নেমে এল দিগন্তজোড়া মেঘ, তুমুল বৃষ্টি হলো একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা, তারপর নেমে এসে মাটি ছুঁলো গাঢ় কুয়াশা। দুর্যোগের ভাল দিক এইটুকুই, ভাবল রানা, খুব কাছ থেকেও ওকে কেউ দেখতে পাবে না। আর একটা ব্যাপার, 'কপ্টারটাকে অচল করে রেখেছে এই দুর্যোগ।

একটানা ছয় ঘণ্টা, তারপর আধঘণ্টা বিরতির পর আবার একটানা তিনঘণ্টা ভিজতে হলো রানাকে। সর্দি লেগে গেল। জ্বর জ্বর ভাব। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাবু করে ফেলল ওকে। প্রতিকূল সময়ে একটা হাঁচি মৃত্যু ডেকে আনতে পারে ভেবে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকল রানা। বৃষ্টির মধ্যে নতুন উদ্যমে খোঁজা শুরু করেছে বয়েড। তার বাহিনী ছোট একটা এলাকার ভিতর ঘেরাও করে এনেছে রানাকে। তিন বর্গমাইলের বেশি হবে না সেটা। বয়েডের বেড়া টপকে চট করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তা বুঝেছে রানা গত চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার বাধা পেয়ে। কর্ডনটা নিখুঁত হয়েছে, এবং ক্রমশ সেটা ছোট করে আনছে ওরা। এখন আর রানা ধারণা করতে পারছে না ঠিক কত লোককে লেলিয়ে দিয়েছে বয়েড ওর পিছনে। যদি পাঁচশো বা তার বেশি হয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চতুর্থবার কর্ডন ভেদ করতে গিয়ে কুয়াশার মধ্যেও দেখে ফেলল ওরা রানাকে। চারদিক থেকে মুষলধারে বৃষ্টির মত ছুটে এল বুলেট।

কাদার উপর দিয়ে ক্রল করে পিছিয়ে এসে প্রাণটা বাঁচাল রানা কোনমতে। যদিও উরুর খানিকটা চামড়াসহ আধ ছটাক মাংস হারাতে হলো ওকে। ভাগ্য ভাল যে বুলেটটা হাড়ে গিয়ে লাগেনি।

এক মাইল পিছিয়ে এসে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসল রানা। উরুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়ে আবার দাঁড়াল দু'পায়ে। পরনের কাপড় শুকায়নি এখনও। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হাত-পায়ের চেহারা। নাক দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। অবস্থা কাহিল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কিন্তু অবস্থা যত কাহিলই হোক, চলার মধ্যেই থাকতে হবে ওকে, ভাবল ও। থামলেই বিপদ, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে স্রেফ গলাটা দু'ফাঁক করে দেবে ওরা।

একটুর জন্যে ধাক্কা খেল না রানা ভালুকটার সঙ্গে। রাগে গরগর করে উঠল পশুটা, সামনের পা দিয়ে মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা মারল কয়েকটা, পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে আট ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়াল, মস্ত হাঁ করে দাঁত দেখিয়ে দিল রানাকে। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে এল রানা, তাকিয়ে থাকল ভীত-বিস্মিত দৃষ্টিতে।

ভয় পেয়ে রানাকে পিছিয়ে যেতে দেখে চার পা ভাঁজ করে আগের ভঙ্গিতে বসল সেটা, রসাল একটা গাছের শিকড় চিবুতে শুরু করল আবার। রানার দিকে লক্ষ রেখেছে এক চোখে, দু'একবার গরগর করে জানিয়ে দিচ্ছে: খবরদার, আর এক পা কাছে এগোলে তোমার একদিন কি আমার একদিন!

ভালুকটা যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্যে সরে গিয়ে একটা গাছের পিছনে দাঁড়াল রানা, ভাবতে লাগল কি করা যায় এখন।

কিছুই না করে চলে যেতে পারে রানা। ওর কেটে পড়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হবে। কিন্তু মাথায় এখন অন্য বুদ্ধি খেলছে। আটশো পাউণ্ড ওজনের একজন মিত্র হতে পারে ভালুকটা, কৌশলে যদি ব্যবহার করতে পারে ওটাকে। খেপা একটা ভালুকের মুখোমুখি হবার সাহস হবে না কাঠুরেদের।

দ্রুত ভাবতে লাগল রানা। সবচেয়ে কাছাকাছি আছে যে দল সেটা আধ মাইলটাক দূরে। ধীর গতিতে আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, হাঁটার সময় যথেষ্ট শব্দ করে থাকে তারা। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভালুকটা তাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। রানার এগিয়ে আসা টের পায়নি, তার কারণ, স্রেফ প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটার সবরকম কৌশল প্রয়োগ করতে হচ্ছে ওকে।

ওদের শব্দ পেয়ে সরে যাবে ভালুকটা, কিন্তু যেদিকে সরে যাওয়ার কথা তার উল্টো দিকে যদি ওকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কর্ডন ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? ভালুকটাকে মানুষের সাড়া পেয়ে সরে যেতে না দিয়ে শত্রুদের দিকে ছুটতে বাধ্য করা, ভাবতে যত সহজ, কাজটা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে মনে হলো রানার।

কঠিন মনে হলেও, নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল না রানা। মিনিটখানেক মাথা ঘামাবার পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। পকেট থেকে কয়েকটা শটগানের শেল বের করল ও। হান্টিং নাইফ দিয়ে প্রতিটি শেল চিরতে শুরু করল। সীসাগুলো ফেলে দিয়ে রাখল শুধু পাউডার চার্জ। একটা দস্তানার উপর পাউডারের স্তূপ তৈরি করে, জিনিসটাকে শুকনো রাখার জন্যে মুড়ে ফেলল সেটা।

পায়ের নিচে মাটির কোন চিহ্ন নেই। পাইনের কাঁটা পুরু কার্পেটের মত বিছিয়ে আছে। পাইন কাঁটার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, অনেকটা কচু পাতা বা হাঁসের পালকের মত, গায়ে পানি মাখে না। ছুরি দিয়ে পাইন কাঁটার কার্পেট খুঁড়তে শুরু করল রানা। খুব বেশি খুঁড়তে হলো না, খানিকটা নিচেই শুকনো, খড়খড়ে জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল ও।

কাজ করছে, কিন্তু ভালুকটার দিক থেকে দুই সেকেণ্ডের বেশি সময়ের জন্যে চোখ সরায়নি ও। একমনে চিবুচ্ছে ওটা এখনও মোটাসোটা শিকড়টাকে, এবং সতর্ক একটা চোখ রেখেছে রানার দিকে। রামা জানে, যতটুকু দূরত্বকে ভালুকটা ভদ্র-দূরত্ব বলে মনে করে, তার বাইরে থাকলে কিছুই বলবে না সে ওকে। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে, কাছাকাছি একটা গাছ বেছে রেখেছে ও, বিপদ দেখলেই যাতে চড়ে বসা যায়।

কোটের সাইড পকেট থেকে একটা সরকারী জিওলজিক্যাল ম্যাপ আর একটা নোটবই বের করল রানা। ম্যাপটা ছিঁড়ল লম্বা লম্বা ফালি করে, নোটবই থেকে খুলে নিল একটা একটা করে পাতা। নোটবইয়ের পাতাগুলোকে ছোট ছোট কাগজের কাঠিতে পরিণত করল রানা পাকিয়ে। শুকনো পাইন কাঁটা আর কাঠিগুলোর কয়েকটা দিয়ে বৃত্ত তৈরি করল একটা। বৃত্তের মাঝখানে বসাল তিনটে তাজা কার্তুজ। ভালুকটার ডাইনে ও বাঁয়েও এই রকম আরও দুটো বৃত্ত রচনা করল সে কাগজ আর শুকনো পাইন কাঁটা দিয়ে। তিনটে করে তাজা কার্তুজ বসিয়ে দিল

বৃত্তের মাঝখানে। এবার ম্যাপের লম্বা ফালির উপর গান পাউডার ছিটিয়ে ইংরেজি `V' অক্ষরের মত সরলরেখায় যুক্ত করল তিনটে বৃত্তকে। এখন যে কোন এক জায়গায় আগুনের একটা কণা ছোঁয়ালেই আগুন পৌছে যাবে তিন বৃত্তে।

কাজ শেষ করে বেশ খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল রানা। ভালুকটার পিছন থেকে এখনও কোন সাড়া শব্দ নেই শত্রু পক্ষের। রানাকে নড়তে চড়তে দেখে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গরগর করে সাবধান করেছে ভালুকটা ইতিমধ্যে কয়েকবার, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্র-দূরত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে না দেখে আবার বসে মন দিয়েছে নিজের কাজে।

কাজ শেষ করে বয়েড বাহিনীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। হাতে মোম দিয়ে মোড়া দিয়াশলাইয়ের কাঠি। ভালুকটাই সতর্ক করে দেবে ওকে, জানে রানা, কেননা ওর আর শত্রুদের মাঝখানে বসে রয়েছে ওটা। বগলে শটগানটা চেপে ধরে আছে রানা। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না ভালুকটার উপর থেকে।

ক্ষীণ একটু আওয়াজও টের পেল না রানা, কিন্তু ভালুকটা পেল। নড়ে উঠে মাথাটা ঘোরাল সে। এদিক ওদিক দোলাচ্ছে, ফণা তোলা গোখরো সাপের মত ছোবল মারার ভঙ্গিতে। কাঁপা, কর্কশ, রোমহর্ষক শব্দ করতে শুরু করল। সশব্দে ঘ্রাণ নিচ্ছে বাতাস থেকে। এবং অকস্মাৎ ছোট্ট একটা গর্জন করেই রানার দিক থেকে ঘুরে গিয়ে পিছন ফিরল।

দশ সেকেণ্ড পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল বিশাল ভালুকটা রানার দিকে। কিছু একটা আসছে ওর দিকে, টের পেয়েছে ভালুকটা। ঠিক ভয়ে নয়, অযথা গোলমালে জড়াতে চায় না বলেই পিছিয়ে আসতে শুরু করল সে। অস্বস্তির সঙ্গে রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, যেন সন্দেহ করছে ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে সে।

ঢোক গিলল রানা। কোন ভালুক যখন বুঝতে পারে তাকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন সে যে কী ভয়ঙ্কর দুর্দমনীয় একটা মূর্তিমান প্রলয় হয়ে ওঠে, জানা আছে রানার। এই অবস্থায় একজন মানুষের জন্যে সবচেয়ে মঙ্গলজনক কাজ হলো কেটে পড়া।

এতক্ষণে রানার কানেও ঢুকল মানুষের পায়ের শব্দ।

ঝুঁকল রানা। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা জ্বেলে বাম পাশের দুই বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গায় গান পাউডারের রেখার উপর ছোঁয়াল আগুনটা। মুহূর্তে সাদা আর নীলচে ছোট ছোট ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে ছুটতে শুরু করল আগুন রেখাটা ধরে দুই দিকে।

পিছিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল ভালুকটা। চাপা গর্জন ছাড়ল একটা, তারপর ঘুরে এগিয়ে এল কয়েক পা। রানার মনে হলো ওকেই প্রধান শত্রু ধরে নিয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানোয়ারটা। সত্যিই এগোতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। হিতে বিপরীত না হয়ে যায়! আকাশের দিকে বন্দুক তুলেই ফায়ার করল রানা। আওয়াজটা শুনেই থমকে দাঁড়াল আবার বিশাল ভালুকটা। খানিকটা পিছিয়ে গেল। অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কি করবে দিশে পাচ্ছে না। তিন দিকে আগুনের রেখা।

এমনি সময়ে ভালুকটার পিছন থেকে একটা উত্তেজিত চিৎকার ভেসে গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বামদিকে এগোতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে ওদিকের বৃত্ত থেকে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল একটা শেল। এক লাফে দিক পরিবর্তন করল ভালুকটা। কিন্তু যাবে কোনদিকে—ডান দিকের বৃত্ত থেকে আধ সেকেণ্ডের ব্যবধানে ফাটল দুটো কার্তুজ। বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলল একেবারেই। কয়েক সেকেণ্ড পাগলের মত ছুটোছুটি করল এদিক ওদিক—কয়েক পা গিয়েই থামে, দিক বদলে ছুটে যায় অন্য দিকে।

এমনি সময়ে তিনটি বৃত্তের বাকি সব ক'টা শেল ফাটল একসঙ্গে। এতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জানোয়ারটা, একমাত্র যে দিকটা থেকে বিকট শব্দ হচ্ছে না পাহাড়ের মত শরীরটা নিয়ে সেদিকে ঘুরেই লাগাল ছুট।

সিদ্ধান্ত যেন আবার পরিবর্তন না করে সেজন্যে ওটার লেজের ডগা উড়িয়ে দিল রানা গুলি করে। তারপর দমকা বাতাসের মত উড়ে চলল ওটার পিছন পিছন ধাওয়া করে।

ভালুকটা তার পথের মাঝখানে যে ক'টা ছোট ছোট গাছ পেল ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলল একের পর এক। প্রায় আধটন ওজনের গতিবেগ সহ্য করার ক্ষমতা এদিকের বেশির ভাগ গাছেরই নেই। ঝোপ ঝাড় মাড়িয়ে, গাছ উপড়ে ফেলতে ফেলতে দ্রুত রানাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটছে তো ছুটছেই। ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা জঙ্গলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তিনজন লোক, হঠাৎ দেখতে পেল রানা। বিকট দর্শন ভালুকটাকে দেখামাত্র প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটতে শুরু করে দিল। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল একজনের, চোখে শর্ষে ফুল দেখল সে। ভালুকটা থামল না তার সামনে। পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার সময় শুধু থাবা মারল একটা। পর মুহূর্তেই রানা দেখল লোকটা পড়ে গেছে কাত হয়ে, একদিকের নিতম্বে মাংস নেই, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখল যাবার সময় এক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে ওকে বিশাল জানোয়ারটা। লোকটার একপাশের সব ক'টা পাঁজর ভেঙে গেছে, চোখা হাড় বেরিয়ে পড়েছে চামড়া ফুঁড়ে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। আরও অনেকটা সামনে থেকে মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ কানে ঢুকল ওর। আবার ছুটতে শুরু করল সে দানবটার পিছু পিছু। পঁচিশ গজ পেরিয়ে স্যাঁৎ করে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বয়েড বাহিনীর একজন। রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করছে ভালুকটার দিকে। ভালুকটা মারা পড়লে কর্ডন ভেদের আর কোন সুযোগ পাবে না রানা।

লোকটার ডান পাশে রয়েছে রানা আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল ও। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে পায়ের একটা শব্দ করে ফেলায় নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হলো ওকে।

চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার বুকের দিকে রাইফেল তাক করল লোকটা। পিছলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর বুকের কাছ থেকে মাত্র দুই হাত সামনে রাইফেলের নল।

চকচক করছে লোকটার চোখ দুটো সাফল্যের আনন্দে। মনে মনে ধন্যবাদ

দিল সে বয়েডকে, দেখামাত্র রানাকে গুলি করার নতুন নির্দেশ দিয়েছে বলে। পাঁচ হাজার ডলার এখন শুধু একবার ট্রিগার টিপে দিলেই পেয়ে যাবে সে।

শরীরের দু'দিকে দু'হাত রানার অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে, খানিকটা আক্রমণের ভঙ্গিতেও। শটগানটা ডান হাতে, কিন্তু নলটার মুখ নিচের দিকে।

লোকটার মুখের দিকে একবার চেয়েই পরিষ্কার বুঝে নিল রানা—মোমেন্ট অফ ট্রুথ সমুপস্থিত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে ওর। লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্যে ধনুকের ছিলার মত টান হয়ে গেছে দু'পায়ের পেশী। ও দাঁড়িয়ে পড়ার পর বড়জোর এক সেকেণ্ড পেরিয়েছে, লোকটা রানার বুকে গুলি করল। এবং লাফ দিল রানা। কোনটা আগে হলো—রাইফেলের ট্রিগারে চাপ, নাকি সরে যাবার জন্যে রানার লাফ—বোঝার উপায় নেই, সেকেণ্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল লোকটা গুলি বেরোয়নি বুঝতে পেরে। মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেছে প্রাণবন্ত মুখটা। হাতের রাইফেলটা দেখছে, যেন চেনে না জিনিসটাকে।

দু'পা এগিয়ে ধীর ভঙ্গিতে রাইফেলটা তার হাত থেকে নিল রানা। 'ভয় নেই, তোমাকে আমি খুন করব না। কিন্তু বিনিময়ে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে।'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, বোকার মত তাকিয়ে থাকল লোকটা রানার দিকে।

'তোমরা আমাকে খুঁজছ কেন?'

কথা বলতে চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু ঠোঁট জোড়া নড়ল শুধু, শব্দ বেরুল না।

'কেন তাড়া করছ তোমরা আমাকে? এর জবাব চাই আমি। সত্য কথাটা জানতে চাই।'

গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ। 'বুড়ো গাফকে মেরেছ তুমি।'

'কে বলেছে বুড়ো গাফকে মেরেছি আমি?' শান্তভাবে জানতে চাইল রানা। হাতেই রয়েছে শটগানটা, কিন্তু মুখটা মাটির দিকে নামানো।

'বয়েড ছিল সেখানে—সেই বলেছে। বিগ প্যাটও দেখেছে।'

'বিগ প্যাট দেখবে কিভাবে? সে ওখানে ছিলই না।'

'কিন্তু সে বলল ছিল, বয়েডের সামনেই,' লোকটা ঘনঘন ঢোক গিলছে। 'বয়েড তো প্রতিবাদ করেনি।'

'তার কারণ, দু'জনই মিথ্যে কথা বলেছে,' বলল রানা। 'বুড়ো গাফের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য কি এ ব্যাপারে?'

'তিনি কথা বলবেন কিভাবে? তিনি অসুস্থ…'

'কোথায়? বাড়িতে না হাসপাতালে?'

'ঠিক জানি না, তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শুনেছি বাড়িতেই রাখা হয়েছে।'

'কি নাম তোমার?'

'হ্যারিস।'

'শোনো, হ্যারিস…আচ্ছা, বলো তো, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি খুন করতে

পারি, একথাটা স্বীকার করো?'

পরপর দু'বার ঢোক গিলল হ্যারিস। 'আমার কি দোষ?'

'বাহ্! আমাকে দেখামাত্র গুলি করার হুকুম পেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ, এইমাত্র করেছও গুলি—অথচ তোমার কোন দোষ নেই বলতে চাইছ? আমার দিক থেকে ভেবে দেখো ব্যাপারটা—আমার কাছে এটা মস্ত দোষ নয়?'

চুপ করে থাকল লোকটা। কিন্তু কাঁপুনিটা বেড়ে গেল তার।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' বলল রানা। 'তোমাকে খুন করব কি করব না সেটা পরে ভাবব আমি। স্বীকার করো, ইচ্ছা করলে পারি, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

পুতুলের মত মাথা কাত করল লোকটা।

'ঠিক এইরকম সুযোগ আরও অনেকবার পেয়েছি আমি, হ্যারিস,' বলল রানা, 'তোমাদের অন্তত পঁচিশ জন লোককে ইচ্ছে করলেই আমি খুন করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কেন জানো?'

'কেন?'

'করিনি, তার কারণ, আমি অকারণে খুন করা পছন্দ করি না। বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোলাকেও ঘৃণা করি। গাঙ্কের গায়ে হাত তোলার কথা কল্পনাও করতে পারি না। বয়েড যা বলছে সব মিথ্যে কথা। আসল ব্যাপার হলো, ওরা ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েকটা অপরাধ করেছে, আমি চাই সেগুলো প্রকাশ হোক, ওরা উপযুক্ত শাস্তি পাক। এইটুকুই আমার অপরাধ। এরই জন্যে কুকুরের মত তাড়া করা হচ্ছে আমাকে, হুকুম দেয়া হয়েছে যেন দেখামাত্র গুলি করা হয়। সে যাক, হ্যারিস, এই নাও তোমার রাইফেল,' রাইফেলটা হ্যারিসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমি জানি তোমার পকেটে বুলেট আছে। কিন্তু তবু আমি ঝুঁকিটা নিচ্ছি, তোমাকে কিছুই না বলে মুক্তি দিচ্ছি আমি। বলতে পারো, প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে। কেন বলো তো?'

পাগল হয়ে গেছি একথা মনে না করলেই হলো, ভাবল রানা। কথা বলতে পারছে না দেখে আবার বলল ও, 'কারণ, আমি যে সত্যিই একজন অপরাধী নই তা প্রমাণ করতে চাই। আমি চাই তোমার সঙ্গীদের কাছে আমার দিকটা তুলে ধরবে তুমি, ওদেরকে সব জানাবে। চললাম।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল আবার। ঘুরল। 'ভেব না আবার, খুন করতে ভয় পাই আমি। বিশ্বাস করো, এই কাজটাতেই বিশেষভাবে ট্রেনিং নেয়া আছে আমার। আমি হাঁটতে শুরু করলে তুমি যদি পিছন থেকে কোন সুযোগ নিতে চাও, মরবে। খুন করতে এখনও শুরু করিনি আমি, কিন্তু তোমাকে যদি বেঈমানী করতে দেখি, তোমাকে দিয়েই শুরু করব।' বলে আর দাঁড়াল না রানা। ঘুরল। হাঁটতে শুরু করল।

ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর, স্বীকার করল রানা। শির শির করে উঠল পিঠ। মাথার পিছনের চুল খাড়া হয়ে উঠতে চাইছে। পিছন ফিরে তাকাল না রানা। দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। ছুটতে শুরু করার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগছে, কিন্তু দমন করে রাখল নিজেকে। পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছাটাকেও অতিকষ্টে দমন করল ও।

ক্রমশ উঠতে উঠতে পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে যখন বুঝল রাইফেলের নাগালের বাইরে চলে এসেছে, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা।

পাহাড়ের নিচের অংশে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারিস, ছোট দেখাচ্ছে তাকে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে উপর দিকে। হাতের রাইফেলটা আগের ভঙ্গিতেই ধরে আছে সে দু'হাত দিয়ে, একটুও নাড়েনি।

হাত নাড়ল রানা। কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকার পর উত্তরে পাল্টা হাত নাড়ল হ্যারিস।

আবার এগোতে শুরু করল রানা। পাহাড় বেয়ে ওপারে চলে গেল ও।

বাইশ

পরিষ্কার হয়ে গেছে আবার আবহাওয়া। বয়েডের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। আবার যে ওরা ধাওয়া করে ঘেরাও করবার চেষ্টা করবে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চলার উপর রয়েছে সে। সরে এসেছে বেশ অনেকটা। পুরো একটা দিন গত হবার পরও কাছে-কিনারে বয়েড বাহিনীর কোন সাড়াশব্দ বা চিহ্ন না দেখে একটা হরিণ মারার ঝুঁকি নিল সে।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে হরিণটার বাছা বাছা অংশ ঝলসে নিয়ে মাংসের স্বাদ গ্রহণ করল। রাতটা একটা ঝর্ণার ধারে বিছানা পাতল। জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর কোন খোলা জায়গায় এই প্রথম। অসম্ভব ক্লান্ত রানা। রাতটা না ঘুমালে কাল সকাল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়তে পারবে বলে মনে হচ্ছে না ওর।

বিছানা তৈরির আগে গদির বিকল্প হিসেবে গাছের শুকনো পাতা সংগ্রহ করল রানা আশপাশ থেকে। একটা খারাপ এবং অনুচিত কাজ, মাটির দিকে একনজর তাকিয়েই ওর অস্তিত্ব টের পেয়ে যেতে পারে শত্রু। তারপর আরও একটা খারাপ কাজ আগুন জ্বালানো, তাও জ্বেলেছে রানা কফি তৈরি করার জন্যে। রানার উদ্দেশ্যটাই আজ খারাপ। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছে ও এ কয়দিন—হঠাৎ আজ বিদ্রোহ করে বসেছে মনটা।

পাতার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে বসল ও। সামনে কুলকুল শব্দে বইছে ঝর্ণা। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। হাতের কাছে ধূমায়িত কফির কাপ। চারদিক নির্জন। নাকে বুনো ফুলের গন্ধ। অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত লাগল রানার পরিবেশটা।

জঙ্গলে প্রবেশ করার পর একটা পুরো রাতও ঘুমাতে পারেনি রানা। একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা, তার বেশি কখনোই নয়। সর্বক্ষণ ভয়: ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেললেই দেখতে পাবে কয়েকটা রাইফেলের নল তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে লোলুপ নয়নে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। ঘুমের জন্যে আজ বিছানা পাতেনি সে। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করার পরও বিছানায় শুলো না সে। মনটা খুঁত খুঁত করছে। যা করতে চাইছে সেটা কি উচিত হবে? যদি হঠাৎ সত্যি সত্যিই ঢলে পড়ে ঘুমে?

মধ্যরাত পর্যন্ত টিকে থাকল রানা। বারবার আগুন জেলে কফি তৈরি করল, খেল। শেষে মাজা-পিঠ যখন ব্যথায় টনটন করছে, সিদ্ধান্ত নিল খানিক গড়িয়ে না নিলেই নয়। ঘুমানো অবশ্য চলবে না, কিন্তু খানিকক্ষণের জন্যে পিঠটা বিছানায় না ঠেকালে আর চলছে না। শুয়ে পড়ল রানা। যাতে ঘুম এসে না যায় সেজন্যে ইচ্ছে করেই বিস্ফারিত করে রাখল চোখ।

ঘুম ভাঙল এঞ্জিনের শব্দে। লাফিয়ে উঠে বসল রানা বিছানায়। কয়েক সেকেণ্ড বুঝতেই পারল না কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে সে। যখন হুঁশ হলো, প্রথমেই চোখ গেল ঘড়ির দিকে। বিশ মিনিট এগিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা ওকে পিছনে ফেলে। বুঝতে পারল ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে—নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ছে এখন যেখানে সেখানে।

আকাশে চলন্ত লাল তারা। হেডলাইট অফ করে রেখেছে হেলিকপ্টারটা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। আড়মোড়া ভেঙে চারদিকে তাকাল রানা। চোখে পড়া গেছে, এবার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে হবে।

ওর সমান লম্বা একটা গাছের কাণ্ড দেখে রেখেছিল আগেই, ওটাকে বয়ে নিয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না। বিছানার উপর শুইয়ে দিল ওটাকে লম্বালম্বিভাবে। চাদর দিয়ে ঢেকে উঠে দাঁড়াল ও। একটু দূরে সরে গিয়ে দেখল, হ্যাঁ, মনে হয় একজন মানুষ শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। ব্যাপারটাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে গাছের কাণ্ডের সাথে ফিশিং লাইন বেঁধে অপরপ্রান্তটা ধরে দূরে সরে গেল রানা। সুতো ধরে টানতেই মনে হলো যেন ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠল চাদরের নিচে মানুষটা।

আলোর দরকার হতে পারে। তাই নতুন করে আরও বড় একটা আগুন ধরাল রানা। কফি খেল আর এক কাপ। বিশ মিনিট পর বেশ অনেকটা দূরে মট্ করে একটা ডাল ভাঙার শব্দ হলো। আসছে! নিঃশব্দ পায়ে ছুটে চলে এল রানা সুতোর শেষ প্রান্তের কাছে, একটা ঘন ঝোপের আড়ালে।

শটগানটা পরীক্ষা করে দেখে নিল রানা লোড করা আছে কিনা। আগুনের খুব কাছে গা ঢাকা দিয়েছে ও, শটগানের নলটা চকচক করে উঠে সব ভণ্ডুল করে দিতে, এমন কি মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে ভেবে মাটি দিয়ে ঘষে নিল। তারপর ঝোপের বাইরে নলের খানিকটা বের করে দিয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

চারজনের বেশি নেই এই দলে—আন্দাজ করল রানা। হেলিকপ্টার বয়ে নিয়ে এসেছে ওদেরকে। ঝর্ণার ধারে আগুন দেখতে পেয়ে ওদের নিয়ে এসে নামিয়ে দিয়েছে পাইলট কাছেই কোথাও। আসছে ওরা। কিন্তু এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধান হয়ে এগোবে—ফাঁদে পড়ে হাত-পা-মাজা ভাঙার ঝুঁকি রয়েছে, জানা আছে ওদের।

আরও কাছে একটা ডাল মটকাল। শক্ত হয়ে উঠল রানার পেশী। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও অনবরত। দেখতে চাইছে কোন দিক থেকে আসবে আক্রমণটা। ভাবছে, ডাল ভাঙার শব্দ পশ্চিম থেকে এসেছে বলেই মনে করা উচিত হবে না যে সবাই ওদিক থেকেই একসাথে আসছে। ধুরন্ধর কোন লোক পূব দিক থেকেও

এগোতে পারে—কিংবা দক্ষিণ থেকে। দক্ষিণ দিকে রয়েছে ও, হয়তো এই মুহূর্তে ঠিক ওর ঘাড়ের কাছে রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ, আর এক সেকেণ্ড পরই চারদিকের ঝোপের পাতায় ছিটকে গিয়ে লাগবে ওর মাথার মগজ। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই এখন।

সতর্ক চোখ পিছনে একবার ফেলার জন্যে ঘাড় ফেরাতে গেল রানা, কিন্তু চোখের কোণে সামনের দিকে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে পাথর হয়ে গেল ও। বয়েড পারকিনসন! শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল ওর বয়েডকে দেখতে পেয়ে। অধৈর্য হয়ে লোকটা যে নিজেই এসে হাজির হতে পারে, ভাবেনি রানা। বাহিনীর ওপর আস্থা হারিয়েছে সেনাপতি, নাকি হ্যারিসের কথায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে কাঠুরের দল?

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল বয়েড। কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে চাদর ঢাকা গাছের ডালটার দিকে। চট্ করে চারপাশে চাইল একবার। এগিয়ে এসে আগুনের কাছে রাখা রানার ব্যাগটার পাশে দাঁড়াল। নিচু হয়ে ঝুঁকে ব্যাগের গায়ে লেখা নামটা পড়ে নিশ্চিত হলো। বাঁকা একটুকরো নিষ্ঠুর হাসি ফুটল ঠোঁটে।

সন্তর্পণে সুতো ধরে টান দিল রানা। সামান্য একটু নড়ে উঠল গাছের কাণ্ডটা।

পাঁই করে ঘুরল বয়েড। ঝট্ করে কাঁধে তুলল শটগান। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে টিপে দিল ট্রিগার। নিস্তব্ধ রাত চমকে উঠল আলোর ঝলক আর বিস্ফোরণের আওয়াজে। মাত্র আট ফিট দূর থেকে পর পর চারটে গুলি করল বয়েড চাদরটাকে।

চাদরের নিচে নিজেকে কল্পনা করে গাল দুটো কুঁচকে উঠল রানার। দরদর করে ঘামছে। এগিয়ে গেল বয়েড। চাদরে পা ঠেকিয়ে ঠিক লাথি নয়, ঠেলা মারল গাছের কাণ্ডটায়। হুঙ্কার ছাড়ল রানা, 'বয়েড, ইউ বাস্টার্ড! তোমার দিকে শটগান ধরে আছি আমি। তোমার হাতেরটা ফেলো…'

চরকির মত ঘুরল বয়েড, গুলি করল সেই সাথে। তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল রানার। পিছন থেকে কেউ একজন আর্তনাদ করে উঠল। পরমুহূর্তে গড়গড়া করার মত শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ধপ করে ভারি একটা শব্দ হলো পতনের। ধুরন্ধর কেউ একজন পিছন দিক থেকে আসতে পারে, ভেবেছিল রানা। ঠিকই ভেবেছিল। ধুরন্ধরই বটে বিগ প্যাট, ভাবল রানা, একটু বেশি ধুরন্ধর, এই যা। ওর ঠিক ছয় ফিট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। রানা দাঁড়িয়ে আছে মনে করে গুলি করায় বয়েড়ের বুলেট ঠিক তার নাভিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

'খবরদার, বয়েড!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বন্দুকটা তাক করা রয়েছে ওর হাঁটুর দিকে।

অবাক বিস্ময়ে রানার দিকে তাকাল বয়েড, পর মুহূর্তে বেপরোয়া উন্মাদের মত গুলি করল আবার। কিন্তু সে ভুলে গেছে তার সেমি অটোমেটিক শটগানে মাত্র পাঁচটা গুলি থাকে। শুকনো একটা শব্দ হলো ফাঁকা চেম্বারে হ্যামার পড়ায়। হাঁটু লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, কিন্তু ততক্ষণে লাফ দিয়েছে বয়েড।

একলাফে আগুনটা পেরিয়ে অপ্রত্যাশিত একটা দিকে ছুটল বয়েড। তিন সেকেণ্ড পরই ঝপাৎ করে শব্দ হলো ঝর্ণার পানিতে। ছপ্ ছপ্ আওয়াজ তুলে সরে

চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে আবার তাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল রানা। এটাও লাগল না। ওপারের ঝোপঝাড়ে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা।

হাঁটু মুড়ে বিগ প্যাটের পাশে বসল রানা। মরে গেছে। রানা ধরে নিল বয়েডের শটগানে ভালুক মারার উপযুক্ত এল জি বুলেট ছিল। নাভি ফুটো করে বিগ প্যাটের শিরদাঁড়া গুঁড়ো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, স্তূপ হয়ে রয়েছে পাশে। তার পাশে পড়ে আছে টর্চটা।

বয়েডকে অনুসরণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানার। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও তার কাদা মাখা পায়ের ছাপ, নেতিয়ে পড়া ঘাস। কিন্তু টর্চ জ্বেলে এভাবে অনুসরণ করাটা বোকামি হচ্ছে ভেবে থেমে দাঁড়াল রানা। বয়েড ইতিমধ্যে আরও পাঁচটা বুলেট ভরে নিয়েছে তার শটগানে, এবং আলো দেখে গুলি করলে বিগ প্যাটের মত রানারও নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না।

কোথায় যেন মস্ত এক বোকামি হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে সেটা ধরতে পারল রানা। যতদূর মনে হয় জঙ্গলে আগুন দেখতে পাওয়া গেছে এই খবর কানে যাওয়া মাত্র বিগ প্যাটকে নিয়ে উড়ে চলে এসেছে বয়েড। 'কপ্টারে আর কেউ নেই, পাইলট ছাড়া।

'কপ্টারটা উত্তর দিকে নেমেছে। ওদিকে ফাঁকা পাথুরে জমি আছে খানিকটা, জানে রানা। ধারণা করল, ওই জমিটাই ব্যবহার করেছে পাইলট ল্যাণ্ডিঙের জন্যে।

বয়েডের আগেই পৌঁছুতে পারবে, আশা করল রানা। ও গেছে পশ্চিম দিকে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা। উত্তর দিকে।

খানিকদূর ছুটে গতি কমিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। তারপর নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সামনে। দু'একবার থামল ও, শুনতে চেষ্টা করল কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে দেখতে পেল আগুনের কণা। 'কপ্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দক্ষিণ দিকে চেয়ে রয়েছে পাইলট, কাঁপা হাতে সিগারেট ফুঁকছে। ফাঁকা পাথুরে জায়গাটাতেই নেমেছে 'কপ্টার।

ফাঁকা জায়গায় পা দেবার আগে চক্কর দিয়ে 'কপ্টারটার পিছন দিকে চলে এল ও। 'কপ্টারটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকের ত্রিশ গজের মধ্যে কোন গাছ নেই। নিঃশব্দ পায়ে ত্রিশ গজ পেরিয়ে এসে পাইলটের পিছনে থামল রানা।

পাঁজরে শটগানের নল চেপে ধরতেই লাফিয়ে উঠল লোকটা।

'শান্ত হও,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা। আমাকে চেনো না তুমি?'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার সাহস হলো না লোকটার। ঘড় ঘড় করে শব্দ হলো গলা দিয়ে, যেন দম আটকে গেছে। 'প্লীজ, আমাকে মেরো না।'

'আচ্ছা,' সহানুভূতির সুর নকল করে বলল রানা, 'ঠিক আছে, মারব না। যদি কোনরকম চালাকির চেষ্টা না করো বেঁচে যাবে। আগেও আমাদের দেখা হয়েছে, মনে পড়ে? শেষ ট্রিপে তুমি আমাকে কাইনোক্সি উপত্যকা থেকে ফোর্ট ফ্যারেলে পৌঁছে দিয়েছিলে। কি যেন নাম তোমার?'

'নেলসন।'

'গুড। নেলসন, আজও তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে ফোর্ট ফ্যারেলে। কি, দেবে না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল নেলসন।

'ছয় কদম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও,' বলল রানা। 'দেখো বোকামি করতে গিয়ে আবার গুলি খেয়ে মরো না।'

গুনে গুনে ছয় পা এগিয়ে থামল পাইলট। 'কপ্টারে উঠল রানা, বসল প্যাসেঞ্জারের সীটে। শটগানটা পাইলটের দিকে ধরে নির্দেশ দিল ও। 'ওঠো এবার। এবং দয়া করে তাড়াতাড়ি করো।'

উপরে উঠে সীটে বসল পাইলট। কাঠের শক্ত পুতুলের মত। পকেট থেকে হান্টিং নাইফটা বের করল রানা। শটগানটা পাশের সীটে রেখে ছুরিটা দেখাল সে পাইলটকে। 'এটা বন্দুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। স্টার্ট দাও, আকাশে ওঠো। জেনে রাখো, হেলিকপ্টার আমিও চালাতে জানি। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি,' বলল পাইলট। 'কিন্তু আমাকে মেরো না, মি. রানা।'

উত্তরে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ছুরিটা নাড়াল রানা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে এঞ্জিন স্টার্ট দিল পাইলট। বিশ্রী আওয়াজ তুলে চালু হয়ে গেল রোটর ব্লেড, ভীত চকিত ফড়িঙের মত হঠাৎ শূন্যে উঠে পড়ল। পরমুহূর্তে ফাঁকা জমির কিনারা থেকে ঝলসে উঠল আগুন, তারপরই রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল বুলেটের আওয়াজ।

'বুঝতেই পারছ, তাড়াতাড়ি নাগালের বাইরে যেতে না পারলে আমি নই, বয়েডই তোমাকে খুন করবে,' পাইলটকে বলল রানা হাসিমুখে। আরেকটা গুলির আওয়াজ পেল ও। ওর ঠিক পিছনে ধাতব কিছুর গায়ে গুলি লেগে তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ হলো।

বিপদ টের পেয়ে 'কপ্টারটাকে দ্রুত তুলে নিল পাইলট আরও উঁচুতে। আরও কয়েকটা আগুনের ফুলকি দেখা গেল, কিন্তু ওরা এখন বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে। অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে।

উপত্যকার উপর দিয়ে ক্রমশ নিচে নামতে লাগল ওরা। অনেক প্রাসঙ্গিক কথা উদয় হচ্ছে রানার মনে। আজ প্রায় পনেরো দিন ফোর্ট ফ্যারেলের মুখ দেখেনি। কি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে সেখানে কে জানে।

আট মিনিটের মাথায় বাঁধটার উপর উড়ে এল ওরা। ফোর্ট ফ্যারেল আর মাত্র চল্লিশ মাইল এখান থেকে। তার মানে, বড়জোর আর দশ মিনিট লাগবে পৌঁছুতে।

অবশেষে ফোর্ট ফ্যারেলের আলোকিত মুখ দেখতে পেল রানা। প্রশ্ন করল সে, 'পারকিনসনদের বাড়িতে হেলিপোর্ট না থেকেই পারে না, তুমি কি বলো, নেলসন?'

'আপনি ঠিক বলেছেন, মি. রানা।'

'ওখানেই নামব আমরা।'

ফোর্ট ফ্যারেলের উপর দিয়ে উড়ে গেল ওরা। পারকিনসনদের শ্যাতোর ঠিক পাশেই হেলিপোর্টটা। গোরস্থানের মত নির্জন জায়গাটা। ধীরে ধীরে নামল 'কপ্টার শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে।

'সুইচ অফ করো।'

মোটরের শব্দ থামতে নিস্তব্ধতাটুকু উপভোগ্য লাগল রানার। 'সাধারণত তোমার সাথে দেখা করতে আসে কেউ 'কপ্টার নামলে?'

'আসে। তবে রাতে কেউ আসে না, মি. রানা।'

খুব ভাল, ভাবল রানা। বলল, 'এখানেই রেখে যাচ্ছি তোমাকে আমি। কিন্তু ফিরে এসে যদি দেখতে না পাই, বিশ্বাস করো, খুন করার জন্যে তোমাকে আমি খুঁজতে শুরু করব। এবং বিশ্বাস করো, পাব খুঁজে।'

'এখান থেকে আমি কোথাও যাব না, মি. রানা।' গলাটা কেঁপে গেল লোকটার।

পকেটে ছুরিটা রেখে শট্গান হাতে নেমে পড়ল রানা। এগোল বাড়িটার দিকে। মাত্র দু'চারটে বালব জ্বলতে দেখা যাচ্ছে ভিতরে, তার মানে এই শেষ রাতের দিকেও জেগে আছে কেউ কেউ। ভিতরে ঢুকে সামনের দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। জায়গাটা অন্ধকার, নিঃশব্দ পায়ে পিছন দিকের উদ্দেশে হাঁটছে ও। ওদিক দিয়েই ভিতরে ঢুকতে চায়। গ্যারেজের কাছে এসে নিরাশ হলো রানা। চারদিক আলোকিত। কিভাবে কোথা দিয়ে ঢুকবে তা ঠিক করতে খানিকটা সময় লাগবে ওর, কিন্তু অতটা সময় আলোর মধ্যে থাকাটা উচিত কাজ হবে বলে মনে করল না ও। কি মনে করে গ্যারেজের দিকে টর্চের আলো ফেলল একবার। অনেকগুলো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। টর্চটা নিভিয়ে ফেলল রানা। সামনের দিক থেকেই ভিতরে ঢুকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরতে যাবে, হঠাৎ খুঁত খুঁত করতে শুরু করল মন। কি দেখেছে ও গ্যারেজে টর্চের আলোয়? কি দেখেছে? মনে করতে পারল না রানা। কিন্তু এমন কিছু একটা দেখেছে যা ওর চেনা—চেনা এবং অপ্রত্যাশিত। আবার টর্চ জ্বালল রানা। পাশাপাশি আট দশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনটের পরই লংফেলোর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশেই শীলার স্টেশন ওয়াগন।

ঢোক গিলল হঠাৎ রানা। ভাবল, শীলা কোথায়? আর লংফেলো?

দ্রুত ঘুরল রানা। চলে এল গাড়ির সামনে। হঠাৎ একটা বালব জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। স্যাৎ করে একদিকে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিল একটা তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ির পাশে।

দরজা খোলার শব্দ হলো একটা। একজন লোক কথা বলছে। 'মনে থাকে যেন, কোনভাবেই যেন তাঁকে উত্তেজিত করা না হয়।'

'ঠিক আছে, ডক্টর,' মেয়েলী গলা থেকে এল উত্তরটা।

'অবস্থার একটু এদিক ওদিক দেখলেই সাথে সাথে ফোন করবে আমাকে,' গাড়ির একটা দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা। 'সকাল দশটা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকছি আমি।'

উঠানটা যেখানে ভুঁড়ির মত ফুলে উঠেছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা, তাই দেখতে পাচ্ছে না রানা। স্টার্ট নেবার শব্দ হলো, তারপর হেডলাইট জ্বলতে দেখল রানা। বেরিয়ে গেল গেটের দিকে দ্রুতবেগে।

বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল মৃদু শব্দে। এক সেকেণ্ড পর অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক বালবটা নিভে যেতেই।

দরজা বন্ধ হবার আওয়াজটা এখনও কানে বাজছে রানার। মৃদু একটা আওয়াজ। তার মানে তালা লাগানো হয়নি। ধাপ ক'টা পেরিয়ে বারান্দায় উঠল রানা। দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিঃশব্দে। শটগানটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিতেই কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল মাঝখান থেকে।

বিশাল হলরুমটা মৃদু আলোকিত। কাউকে দেখছে না রানা। পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। কারও সাথে দেখা হলো না সিঁড়ির বাঁকে বা মাথায়।

গাফ পারকিনসনের লাইব্রেরী রুমের সামনে থামল রানা। করিডরটা আলোকিত। রুমের ভিতর আছে কেউ। দরজাটা এক ইঞ্চি খোলা। এক চোখ দিয়ে ভিতরে তাকাতেই পুসিকে দেখল রানা। ড্রয়ার খুলে গাদা গাদা কাগজপত্র নামাচ্ছে সে এক হাত দিয়ে। তার বাঁ হাতে লাল রঙের কাভার মোড়া একটা মোটাসোটা ফাইল। ব্যস্ততার সাথে কি যেন খুঁজছে পুসি। ইতিমধ্যেই ফাইল, চিঠির প্যাকেট, কাগজের বাণ্ডিলের পাহাড় তৈরি করে ফেলেছে সে মেঝেতে।

মৃদু চাপ দিয়ে দরজার কবাট পুরোপুরি খুলল রানা। কাজে এমনই মগ্ন, পিছন ফিরে একবার তাকালও না। পিছন থেকে ডান হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে চেপে ধরল তাকে রানা। 'কোন আওয়াজ নয়,' শান্তভাবে বলল রানা, শটগানটা আস্তে করে ছেড়ে দিল নরম কার্পেটের উপর, তারপর বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে পুসির চোখের সামনে তুলল। 'বুড়ো গাফ কোথায়?'

'বাবা...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পুসি, 'বাবা অসুস্থ।' তার হাত থেকে লাল ফাইলটা পড়ে গেল।

পুসির ডান চোখের ঠিক নিচে ঠেকাল রানা ছুরির ডগাটা। 'দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করার আগে এই চোখটা বের করে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে...'

শ্বাস নেবার জন্যে ছটফট করছে পুসি, দ্রুত কথা বলল সে, 'বেডরুমে।'

'কোথায় সেটা?' বলল রানা, 'থাক, বলতে হবে না—আমাকে দেখিয়ে দেবে, চলো।' পুসিকে ছেড়ে দিয়ে ছুরিটা পকেটে ভরল রানা। শটগান আর লাল ফাইলটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আওয়াজ করলেই গুলি হবে, পুসি। অনেক সহ্য করেছি, আর না। চলো।'

ভিজে বেড়ালের মত দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল পুসি। তাকে অনুসরণ করে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার মাত্র তাকাল পুসি, শটগানটা তার নিতম্বের দিকে ধরে রেখেছে রানা, দেখে শিউরে উঠল সে। দ্বিতীয়বার আর পিছন ফিরল না।

শেষ মাথার কাছে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল পুসি। হাত দিয়ে ধরল নবটা। ঘোরাল। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে লাথি মারল রানা দরজার গায়ে। পরমুহূর্তে পুসিকে ধাক্কা মারল বাঁ হাত দিয়ে। দরজার কবাট উন্মুক্ত হবার সাথে সাথে ছিটকে ভিতরে ঢুকল পুসি, কার্পেটের উপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। প্রকাণ্ড একটা কোলা-ব্যাঙের মত দেখাচ্ছে এখন তাকে। উঁচু হয়ে থাকা নিতম্বে কষে একটা লাথি মারার লোভটা সামলে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। শটগান তুলে চারদিকটা দেখে নিল তীক্ষ্ণ চোখে।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও ভুলে গেছে মেয়েটা।

চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নার্স। চোখাচোখি হতেই সোজা উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। কোলের উপর থেকে কার্পেটে পড়ে গেল একটা বই। কাঁপছে বেচারী। 'এসব কি? কে আপনি?'

'গাফ পারকিনসন কোথায়?'

হামাগুড়ির অবস্থা থেকে পুসি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে তার পিঠে একটা পা রাখল রানা, চাপ দিয়ে কার্পেটের সাথে ঠেকিয়ে দিল বুকটা।

ঢোক গিলল নার্স। চিৎকার করা নিরাপদ কিনা ভাবছে। 'মি. গাফ অসুস্থ। তাকে আপনি বিরক্ত করতে পারেন না।' আবার একবার ঢোক গিলল সে। 'তিনি··· তিনি মৃত্যুশয্যায়।'

'কে? কে মৃত্যুশয্যায়?' একটা পর্দার ওপাশ থেকে ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'তোমার কথা শুনতে পেয়েছি আমি, বাচাল মেয়ে! এত সহজে মরণ নেই আমার। কে ওখানে?'

পর্দার দিকে ফিরল নার্স। পুরো বিচলিত দেখাচ্ছে। চঞ্চল পায়ে এগোল দু'পা, তারপর কি মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'মি. গাফ··· মি. গাফ, আপনি শান্ত হোন।' মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে ফিরল সে। অনুরোধ ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে, 'দয়া করে আপনি যান।'

'রানা? মাসুদ রানা, তুমি?' পর্দার ওপাশ থেকে জানতে চাইলেন গাফ।

'আমি,' বলল রানা।

ব্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল বুড়ো গাফের উচ্চারণ থেকে, 'আমি জানতাম কাছে পিঠেই আছ তুমি। আসতে এত দেরি হলো যে?'

উত্তর দিতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু আবার কথা বললেন গাফ। 'আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে কেন? নার্স, আলো জ্বালো। রানাকে ঢুকতে দাও এদিকে।'

'কিন্তু··· মি. গাফ, ডাক্তার···!'

'এই মেয়ে! যা বলছি করো। তোমার অবাধ্যতাই বরং উত্তেজিত করছে আমাকে।'

ঝুঁকে পড়ল রানা। ঘাড় ধরল পুসির। টেনে তুলল তাকে। নার্স সুইচ অন করতে উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল বেডরুমে।

পুসিকে নিয়ে এগোল রানা। এক হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'এদিকে এসো, রানা।'

বিছানায় শুয়ে আছেন গাফ। চিৎ হয়ে। লাল মখমলের একটা চাদর তাঁর গায়ে।

'পুসিকে নিয়ে বিছানার কাছে থামল রানা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে একপাশে, কার্পেটের উপর।

'আরে আরে। এ যে দেখছি আমাদের অলক্ষ্মী পুসি! বাপকে তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে এলে, অ্যাঁ? বেশ, বেশ—খুব খুশির খবর,' রানার দিকে তাকালেন গাফ, কঠিন কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'তোমার কাহিনীটা কি, রানা? ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে আরও আগে চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার, একটু বেশি দেরি করে ফেলেছ

রানার পাশ ঘেঁষে বিছানার দিকে এগোল নার্স। বিছানা ঘুরে ওপাশে গিয়ে গাফের মাথার কাছে দাঁড়াল। তার চোখে চোখ রাখল রানা। বলল, 'শোনো, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করবে না। তোমার কাছ থেকে কোন শব্দও যেন না পাই।'

'আমার পেশেন্টকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'খুব ভাল মেয়ে তুমি,' গম্ভীরভাবে বলল রানা।

'কি ফিসফাস চলছে এখানে?' জানতে চাইলেন গাফ।

বাঁ বগল থেকে বের করে ডান বগলের নিচে রেখে চেপে ধরল রানা লাল ফাইলটা। বলল, 'আপনার বয়েড। আপনার কাছে আসতে সেই দেরি করিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'কোথায় সে?'

'কাইনোক্সি উপত্যকায়। পাঁচশো লোকের নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

উঠে বসতে চেষ্টা করছেন গ্যাফ, নার্স তাকে ধরে ফেলল। তারপর শুইয়ে দিল মৃদু চাপ দিয়ে। 'কি বলতে চাইছ পরিষ্কার করে বলো, রানা। হেঁয়ালি সহ্য করার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থায় নেই আমি।'

'এসব কিছুই তাহলে আপনি জানেন না?'

'কি সব, রানা?'

'বয়েড আপনার কাঠুরেদের জানিয়েছে আমার হাতে মার খেয়ে আপনি শয্যাশায়ী হয়েছেন।'

'এই প্রথম শুনছি।'

'আমাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার দেয়া হবে, ঘোষণা করেছে সে।'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠছে গাফের চেহারায়। 'তারপর?'

'আজ পনেরো দিন পাঁচশো লোককে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। আমাকে দেখামাত্র গুলি করার আদেশ দিয়েছে সে তার বাহিনীকে।'

'মাই গড!' বালিশে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন গাফ।

'এইটুকুই সব নয়!'

স্থির হলেন গাফ। রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'যা বলতে চাও বলে ফেলো, রানা।'

'ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করেছে সে।'

ভাবলেশহীন দৃষ্টি গাফের চোখে।

'খুন করেছে সে।'

চেয়ে আছেন গাফ। দু'হপ্তায় দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। গাল দুটো বসে গেছে ভিতর দিকে, গায়ের মাংস ঝরে গিয়ে হাড্ডিসার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে শরীরটা। 'কাকে?'

'বিগ প্যাট নামে এক লোককে। গুলিটা তাকে খুন করার জন্যে করেনি, আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল।'

'বিগ প্যাট—তাকেই কি আমি বাঁধের কাছে দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বুজলেন গাফ। রানা দেখল বোজা পাতার ভিতর থেকে এক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল পাপড়িতে। 'বয়েড তাহলে আবার এই কাজ করল! ও, গড়! ভুলটা আমারই! আবার যে এই কাণ্ড ও করবে তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

'আবার?' নিজের কানেই ব্যগ্র শোনাল রানার নিজের কণ্ঠস্বর। 'আবার মানে? আপনি কি কেনেথের কথা বলছেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন গাফ।

'তবে?' ঝুঁকে পড়ল বৃদ্ধের মুখের উপর রানা। শক্ত মুঠো হয়ে গেছে হাত দুটো। বুক কাঁপছে উত্তেজনায়। 'মি. গাফ, কে? ক্লিফোর্ড পরিবারকে খুন করেছে কে?'

চোখ মেলে তাকালেন গাফ। রানার কানে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বর। 'তুমি কতটুকু জানো, রানা? কেনেথ কি সব কথা বলে গেছে তোমাকে?'

'না। তার কাছ থেকে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি আমি। জেনেছি অন্য সূত্র থেকে।'

'কি জেনেছ, রানা? কি প্রমাণ আছে…'

'অনেক, মি. গাফ। কেনেথ যে কেনেথ ছিল না, টমাস ছিল তা আমি প্রমাণ করতে পারি অনেকভাবে। কবর খুঁড়লেই সব প্রকাশ পাবে। তার দরকার আছে বলে কি মনে করেন আপনি?'

'না!' থামলেন তিনি। 'এ ভয় ছিল আমার,' শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। নিজের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন ক্রমশ। 'আমি জানতাম, একদিন সব ফাঁস হয়ে যাবে।…ওরা চারজনই ভয়ঙ্কর পুড়ে গিয়েছিল—পোড়া গা আর কাঁচা মাংস ছাড়া দেখবার মত কিছু ছিল না…কেউ চিনতে পারেনি টমাসকে…কিন্তু আমি পেরেছিলাম। ঈশ্বর আমার সহায় হোন!' বদলে গেল চোখের দৃষ্টি, অনেক দূরে তাকিয়ে আছেন যেন তিনি, ফিরে গেছেন আট বছর আগের অতীতে, যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন দুর্ঘটনার পরবর্তী বীভৎস দৃশ্যটা। 'সনাক্ত করার সময় ভুলটা আমি ইচ্ছে করেই করেছিলাম,' স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বললেন তিনি, 'করেছিলাম টমাসের নিরাপত্তার কথা ভেবেই—ওখানেই মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। টমাস মারা গেছে এই মিথ্যেটা খাড়া না করে টমাস বেঁচে আছে এই সত্যটা প্রকাশ করলে আজ আর এই ঘটনা ঘটত না। কিন্তু ভাল করছি ভেবে করে বসলাম মন্দ। বুদ্ধির দোষ! আমার বুদ্ধির দোষ!'

'কে দায়ী, মি. গাফ?' জানতে চাইল রানা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে ও উত্তরটা শোনার জন্যে। 'কে? কে খুন করেছিল হাডসন ক্লিফোর্ডকে?'

ধীরে ধীরে একটা কাঁপা হাত তুললেন গাফ পারকিনসন। নেতিয়ে পড়া আঙুলগুলোর মধ্যে থেকে খাড়া হচ্ছে ধীরে ধীরে তর্জনীটা। পুসির দিকে তাক করলেন তিনি আঙুল। 'ওর ভাই—বয়েড পারকিনসন। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা ওর। ওরই বুদ্ধিতে চলত বয়েড, ওই বুদ্ধি দেয় বয়েডকে।'

তেইশ

কখন উঠে দাঁড়িয়েছে পুসি, লক্ষ করেনি রানা। হঠাৎ সে ছুটতে শুরু করতেই গাফ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। 'পুসি!'

দাঁড়িয়ে পড়ল পুসি পর্দার কাছে। পা দুটো কাঁপছে, দেখল রানা।

'গুলি করতে দ্বিধা করবে না তুমি,' রানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন গাফ, 'যদি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে। শুনলে, পুসি? ঠিক এই কাজটাই নিজের হাতে করা উচিত ছিল আমার আট বছর আগে।'

রানা বলল, 'ওকে আমি আপনার লাইব্রেরীরুমে পেয়েছি, আপনার ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র বের করে মেঝের ওপর ফেলছিল।' হাতের লাল ফাইলটা দেখাল রানা। 'এটা ছিল ওর হাতে।'

'তোমার হাতে ওটা আমি আগেই দেখেছি, রানা,' গাফ চোখ বুজে বললেন। 'ওটার ভিতর যে কাগজপত্র আছে সেগুলো কোর্টে দেখিয়ে হাডসন ক্লিফোর্ডের যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিতে পারবে শীলা ক্লিফোর্ড। ফাইলটা অনেক খুঁজেছি আমি, রানা। পাইনি। এখন বুঝতে পারছি, ওটা আমারই লাইব্রেরীতে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। ওই লাইব্রেরীটাতেই কখনও খোঁজ করিনি। করব না তা ওরা জানত বলেই রেখেছিল ওখানে।'

'কি আছে ওটায়?'

'হাডসন ক্লিফোর্ডের যাবতীয় দলিলপত্র। উইলটাও আছে ওতে।'

'তার মানে, যে দলিল দেখিয়ে পারকিনসনরা ক্লিফোর্ডদের সব কিছু গ্রাস করেছিল সেটা জাল ছিল?'

'না,' বললেন গাফ। 'ওটা ছিল পুরানো, প্রথম দলিল। আমরা, আমি আর হাডসন তখন যুবক, বিয়ে করিনি কেউ—ব্যবসা শুরু করেই একটা দলিল করেছিলাম। তাতে আমরা শর্ত রাখি দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই তাহলে অপরজন সবকিছুর মালিক হবে। বিয়ের পর এই দলিল বাতিল করা হয়। কিন্তু পুরানো দলিলটা থেকেই যায় আমার কাছে। ওটার সাহায্যেই বয়েড সব দখল করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে।'

'পরের অর্থাৎ শেষ দলিল এবং উইলে কি ছিল?'

'হাডসন শীলা ক্লিফোর্ডকে তার ধর্ম-কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল উইলটায়, এবং শর্ত রেখেছিল টমাস ও শীলা সমান বখরা পাবে। দু'জনের যে-কোন একজনের অনুপস্থিতিতে অপরজন হবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক।' নার্সের দিকে তাকালেন গাফ। 'টেলিফোনটা বিছানায় নিয়ে এসে দাও আমাকে তাড়াতাড়ি।'

পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নার্স। টেলিফোন নিয়ে ফিরল তখুনি।

'কাগজ কলম আছে তোমার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

রানার চোখে চোখ রাখল নার্স। 'আছে।'

'এখানে যা কিছু বলা হয় সব নোট করো তুমি,' বলল রানা। 'কোর্টে দাঁড়িয়ে সব হয়তো বলতে হতে পারে তোমাকে।'

ডায়াল করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন গাফ। হাত কাঁপছে তাঁর। রানার দিকে তাকালেন। 'দেখো তো সার্জেন্ট হ্যামিলটনকে পুলিস স্টেশনে পাওয়া যায় কিনা?' নাম্বারটা জানালেন তিনি রানাকে। ডায়াল করল রানা। রিঙ হতে শুরু করল অপরপ্রান্তে, রিসিভার ধরিয়ে দিল ও গাফের হাতে।

'হ্যামিলটন? আমি পারকিনসন বলছি···আমার শরীরের খবর জানার কোন দরকার নেই। কি বলছি, শোনো। এখুনি চলে এসো আমার বাড়িতে···একটা খুন হয়েছে,' বালিশের উপর পড়ে গেল গাফের মাথা, হাত থেকে খসে পড়ল রিসিভার। রিসিভারটা ধরে ফেলে ক্রেডলে রেখে দিল রানা।

শটগানটা পুসির পেটের দিকে তাক করে ধরে আছে রানা। বিছানার অপরপ্রান্তে, নার্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। দু'পাশে মরা সাপের মত ঝুলছে তার হাত দুটো। মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ডান দিকের কপালে একটা শিরা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার। ইতিমধ্যে অত্যন্ত নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করেছেন গাফ পারকিনসন। দ্রুত নোট করছে নার্স তাঁর কথাগুলো।

'বয়েড দেখতে পারত না টমাসকে,' নরম, নিস্তেজ গলায় বলে চলেছেন গাফ। 'টমাস ছিল অত্যন্ত ভদ্র আর অসম্ভব মেধাবী ছেলে। বুদ্ধি, শক্তি, জনপ্রিয়তা সবই ছিল তার—বয়েডের যা ছিল না। কলেজের পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাস করত টমাস, বয়েড ফেল মারত। টাকা আর প্রভাবের জোরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় বয়েড। টমাসের বান্ধবীর সংখ্যা ছিল অগণিত, কিন্তু বয়েড গায়ের জোরে মেয়েদের সাথে প্রেম করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটাত। টমাসকে দেখে মনে হত হাডসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে পারবে সে, ব্যবসা দেখাশোনার ব্যাপারে বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে। বয়েড জানত, আমাদের যৌথ ব্যবসার মাথা হিসেবে টমাসই একদিন স্বীকৃতি পাবে, নিজের কোন সুযোগই থাকবে না। হাডসন উপস্থিত থাকলেও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জটিল কোন সমস্যায় পড়লে আমি টমাসকে ডেকে পাঠাতাম, তার কাছ থেকেও পরামর্শ চাইতাম। এসব দেখে খেপে গিয়েছিল বয়েড, কিন্তু তাকে আরও খেপিয়ে তুলল এই পুসি—কারণ, তার অবৈধ প্রেম-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল টমাস। অপমানিত হয়েছিল সে টমাসের কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে।'

দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছেন গাফ। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি। '···এই সব কারণে ওরা দু'জন টমাসকে খুন করার ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রটা শুধু টমাসকে খুন করার জন্যে ছিল না। ওরা ঠিক করে গোটা ক্লিফোর্ড পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে দুনিয়ার বুক থেকে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবার ব্যবস্থা হয়। আমার বুইকটা ধার করে নিয়ে যায় বয়েড। এডমনটন রোডে অনুসরণ করে ওরা ক্লিফোর্ডদের। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ক্লিফোর্ডদের গাড়িটাকে পাহাড়ী রাস্তা থেকে নিচের গভীর খাদে ফেলে দেয়া হয় খুন করার জন্যে, ঠাণ্ডা মাথায়। হাডসন অ্যাক্সিডেন্টের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন রকম সন্দেহ করেনি বলে আমার ধারণা। কেননা আমার গাড়িটাকে চিনত সে, চিনত গাড়ির আরোহীদের।'

'কে চালাচ্ছিল গাড়িটা?'

'তা আমি জানতে পারিনি। কখনোই কথাটা প্রকাশ করেনি বয়েড বা পুসি। বুইকের সামনেটা তুবড়ে গিয়েছিল, সেটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি ওরা। ওটা দেখেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিই আমি। বয়েডকে চেপে ধরতে সে বাধ্য হয়ে সব কথা স্বীকার করে আমার কাছে। ভিজে কাগজের ঠোঙার মত কুঁকড়ে গিয়েছিল সে।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকলেন গাফ, তারপর বললেন, 'কি করার ছিল আমার! বয়েড আমার সন্তান।' একটা মিনতির সুর ফুটে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে। 'আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করো, রানা। নিজের ছেলেকে খুনী হিসেবে পুলিসের হাতে কিভাবে তুলে দিই আমি? তারপর বয়েডের চেয়ে তখন বেশি চিন্তিত হলাম টমাসের জন্যে। ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু কিভাবে?...এডমনটন রোডে গিয়ে দেখলাম সবাই মারা গেছে, একজন অপরিচিত যুবকও রয়েছে তাদের মধ্যে—শুধু টমাস ছাড়া। টমাস বেঁচে ছিল, কিন্তু বেঁচে যাবে বলে মনে হচ্ছিল না। ভাবলাম, যদি বা বাঁচে, শেষ পর্যন্ত এদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারব না। যদি জানতে পারে টমাস বেঁচে আছে তাহলে আবার চেষ্টা করবে এরা খুন করতে। এবং দ্বিতীয়বার হয়তো ব্যর্থ হবে না। এখানেই ভুলটা হয়েছিল আমার। আমার উচিত ছিল টমাস বেঁচে আছে এই সত্য প্রকাশ করে দিয়ে বয়েডকে সামলানো। টমাসকে নিজের কাছে রেখে পাহারা দিতে পারতাম। বোধ হয় তারও দরকার হত না। সুস্থ হয়ে উঠলে টমাস নিজের বুদ্ধির জোরেই নিজেকে রক্ষা করতে পারত—বয়েড তার আর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করত না ভয়ে। কিন্তু এসব কথা তখন মাথায় আসেনি। মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসে গেল। দেখলাম, টমাসকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক, ওরফে কেনেথ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। তা চালিয়ে দিলে দু'দিক থেকে লাভ হবে। টমাসও বাঁচে, বয়েডও বাঁচে। সকল সমস্যার সমাধান হয়।'

নিঃস্ব, অবসন্ন দেখাচ্ছে গাফকে। মিনিট তিনেক কথা বলতে পারলেন না তিনি। তারপর আবার বললেন, 'বয়েডকে বাঁচাবার জন্যে, ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ফোর্ট ফ্যারেল থেকে ক্লিফোর্ডদের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করি আমি। সম্পদ দিয়ে ওর চারধারে নিরাপত্তার পাঁচিল তুলতে চেষ্টা করি।'

মৃদু স্বরে জানতে চাইল রানা, 'আপনি কি টমাসকে টাকা পাঠাতেন, মি. গাফ?'

'হ্যাঁ,' গাফ বললেন। 'টাকা পাঠানো ছাড়া আর কি করতে পারতাম আমি টমাসের জন্যে, বলো? তার অধিকার তাকে যদি ফিরিয়ে দিতে চাইতাম, কি ঘটত ভেবে দেখো। বয়েডকে তুলে দিতে হত পুলিসের হাতে। বয়েডের ভাগ্য ভাল ছিল, টমাস তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। সে যদি স্মৃতি না হারাত, আমার সমাধানটা টিকত না, ভেঙে পড়ত কিছুদিন পরই। টমাস ফোর্ট ফ্যারেলে এসেই নতুন করে বিষয়টাকে জ্যান্ত করে ফেলেছিল। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকে টমাসের কোন খবর আমি পাইনি। খবর পাবার জন্যে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমি। তারা কোন খোঁজ দিতে পারেনি। টমাস ফোর্ট ফ্যারেলে আসবে এ ভয় আমার ছিল। কিন্তু সাবধান হবার সুযোগই আমি পাইনি। সে এসেছিল তাও আমি জানতাম না। বয়েড তাকে টমাস বলে চিনতে পারেনি, চিনেছিল কেনেথ

বয়েডই। সে জানত টমাস নয়, বেঁচে আছে কেনেথ, এবং কেনেথের স্মরণশক্তি হারিয়ে গেছে। কিন্তু যদি সে সব কথা স্মরণ করতে পারে? তাহলে কি হবে? বয়েড ভাবল, 'তাহলে মরতে হবে তাকে। তাই সে খুন করে কেনেথ ওরফে টমাসকে।' পার্সের দিকে তাকালেন তিনি। মৃতপ্রায় দেখাচ্ছে তাকে। 'সব লিখে নিয়েছ?'

পার্সের দু'চোখে টলমল করছে পানি। মাথা ঝাঁকাল সে, 'জী।'

রানার দিকে তাকালেন গাফ। 'আট বছর আগেই বয়েডকে খুন করা উচিত ছিল আমার, রানা। পাঁচটা খুন করেছে সে এইটুকু বয়সে, আরও করবে। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তাকে তুমি থামাও—যেভাবে পারো।'

'বয়েডের ব্যাপারটা নিয়ে হ্যামিলটন মাথা ঘামাবে, তার ওপরই ব্যাপারটা ছেড়ে দিন।' কলিং বেলের ক্ষীণ আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। 'ওই এসেছে সে।' পার্সের দিকে তাকাল রানা। 'যাও, সার্জেন্টকে নিয়ে এসো।'

পার্স বেডরুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পুসির দিকে শটগান নাড়ল রানা। 'এবার বলো, পুসি,…কোথায় ওরা? শীলা আর লংফেলোকে কোথায় রেখেছ?'

খুন করেছে বয়েড ওদের, শিউরে উঠে ভাবল রানা প্রশ্নটা করেই।

'গুড গড! আরও খুন নাকি?' গাফ আঁৎকে উঠলেন।

গাফের দিকে খেয়াল দিল না রানা। ছুরিটা বের করল। 'পুসি, কোথায় ওরা? যদি না বলো হ্যামিলটন পৌঁছবার আগেই চিরে ফালা ফালা করে দেব তোমার মুখটা।'

বৃদ্ধ একটা কথাও বললেন না। শুধু গভীর একটা শ্বাস নিলেন। রানাকে পুসির দিকে এগোতে দেখে চোখ বুজলেন।

'ঠিক আছে, বলছি! আণ্ডারগ্রাউণ্ড গোডাউনে বেঁধে রেখেছি বেশ্যা মাগীটাকে। তার সাথে বুড়ো দালালটাও আছে। এদের দু'জনকেও গলা টিপে মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বয়েড, হদ্দ বোকাটা তা করতে দেয়নি আমাকে।'

সার্জেন্ট হ্যামিলটন শুনল কথাটা। পুসির ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। তার পিছনে দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল।

'পার্সের মুখে শুনেছ সব?' জানতে চাইল রানা।

দীর্ঘ ছয় ফুট শরীরটা নিয়ে পুসির পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এল হ্যামিলটন। রানার সামনে দাঁড়াল। তারপর তাকাল গাফের দিকে। 'শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না,' বৃদ্ধ বললেন বিছানা থেকে। 'পার্স যা নোট করেছে সব সত্যি। কাগজটা দাও আমাকে, আমি সই করে দিচ্ছি,' হাত বাড়ালেন তিনি।

গাফের সই করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর সার্জেন্টকে বলল, 'পুসির বিরুদ্ধে তুমি কি অভিযোগ আনবে বুঝতে পারছ তো? ও এখন তোমার দায়িত্বে। আত্মহত্যা যদি ঠেকাতে চাও, এক্ষুণি ওর হাতে হাতকড়া লাগাও।'

পরিস্থিতি বুঝতে খুব বেশি সময় নিল না হ্যামিলটন। দ্রুত হাতকড়া লাগাল সে পুসির হাতে।

'পার্সের কাছ থেকে বাকিটা জেনে নাও,' বলল রানা। 'আমি শীলা আর

লংফেলোর কাছে যাচ্ছি।'

'ছয়জনের মত খাবার, কফি ভর্তি বড় একটা কেটলি আর তিন গ্যালন পানির ব্যবস্থা করো, ডিকসন।' বলল শীলা। 'জলদি!'

'পানি, মিস ক্রিফোর্ড?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পানি। আর ছয়জনের মত খাবার।'

'কিন্তু আপনারা মানুষ তিনজন...'

হেসে উঠল শীলা। হাসতে হাসতেই ডিকসনের কৌতুকের ছাপ মাখা মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরল, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, প্রায় বুকে বুক ঠেকিয়ে। দু'হাত তুলে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। টানছে নিজের দিকে।

খড়মড় করে আওয়াজ হলো ওয়্যারলেস সেটে। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। হেলিকপ্টারে করে পারকিন্সনদের বাড়ি থেকে ফেরার পর তিন ঘণ্টা পেরিয়েছে মাত্র। একটা ওয়্যারলেস সেট চেয়ে নিয়েছে সে হ্যামিলটনের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে। কথা আছে, যখন যা হয় জানাবে হ্যামিলটন ওকে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল সে।

'রানা।'

'হ্যামিলটন। মি. রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ম্যাপে আপনার দেখানো জায়গার কাছাকাছিই বয়েডকে ধরতে পেরেছি আমরা, তবে...'

'তবে?'

'একজন লোককে হারাতে হয়েছে আমাদের। বয়েড তার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।'

'দুঃখিত।'

'আপনার জবানবন্দী দরকার হবে। কখন আসব?'

'এই, বিকেল চারটে নাগাদ?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' কথা না বাড়িয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল হ্যামিলটন।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন কয়েক সেকেণ্ড। নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। চুম্বকের মত টানছে দু'জন দু'জনকে। রানার বুকে মাথা রাখল শীলা। গাল ঘষল। রানার দু'হাত জড়িয়ে ধরল শীলার ক্ষীণ কটি। ধীরে ধীরে মুখ তুলল শীলা। ঠোঁটে বিচিত্র এক টুকরো নরম হাসি।

এক পা দু'পা করে বিছানার কাছে চলে এসেছে দু'জন। এমন সময় দরজায় ঘা পড়তে শুরু করল ঘন ঘন।

'কই হে, দরজা বন্ধ কেন? কি করছ তোমরা?'

'দূর ছাই! বুড়ো লংফেলো! জ্বালিয়ে মারল দেখছি!' বলেই হেসে উঠল শীলা। আছড়ে পড়ল রানার বুকে। 'খুলছি না। ভাঙুক দরজা, ভেঙে দেখুক কি করছি!'

* * * *